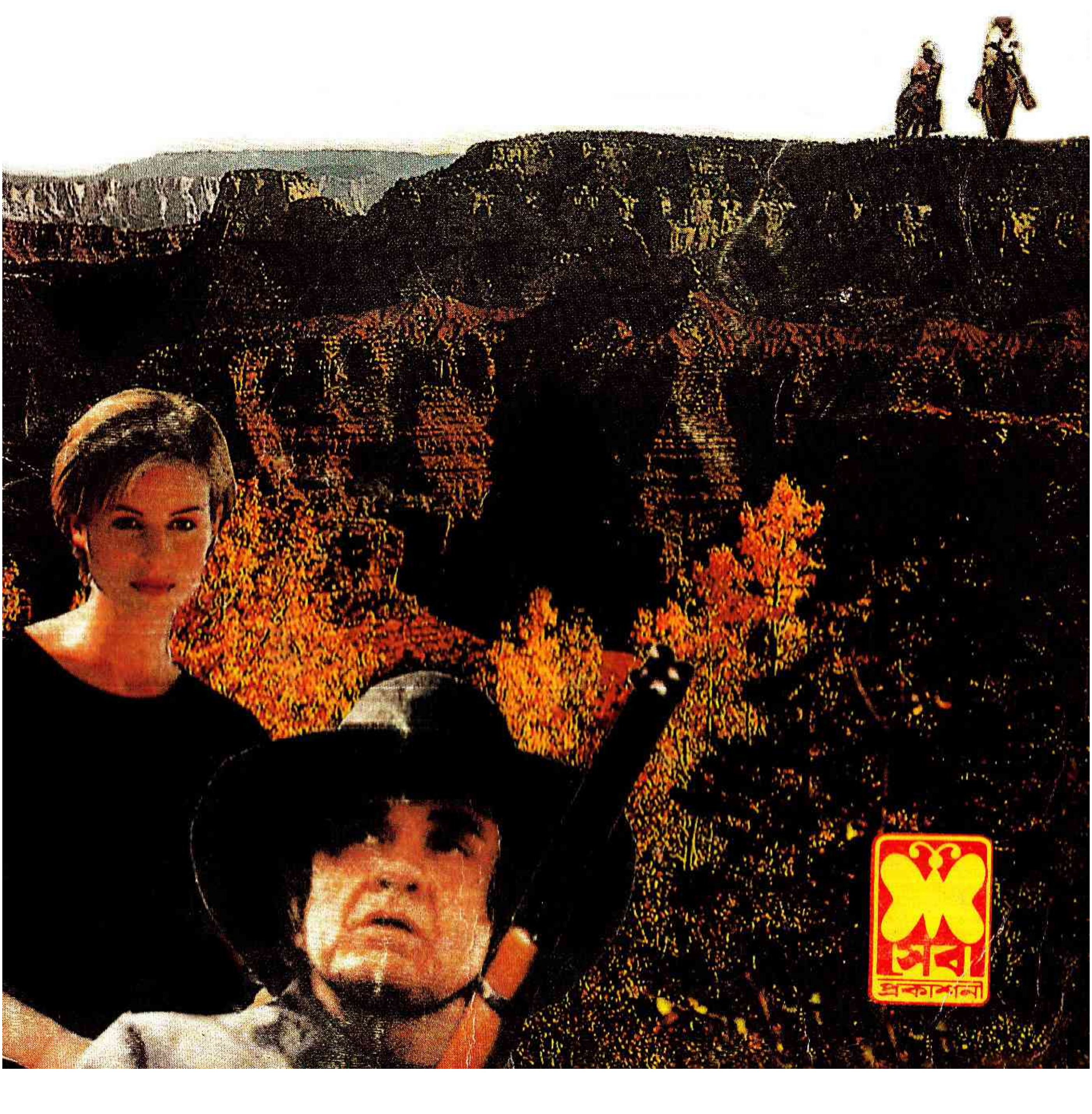
ওয়েস্টার্ন

সমন - ১

কাজী মায়মুর হোসেন

Banglapdf.net Presents!



সেবা প্রকাশনী

ওয়েস্টার্ন

সমন

প্রথম খণ্ড

কাজী মায়মুর হোসেন

ব্যাগলে আর বেনন, দুই বন্ধু। অস্থায়ী রেঞ্জার ওরা; দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া, সাহসী অথচ সহজ-সরল মানুষ। বিপজ্জনক সব অ্যাসাইনমেন্টে ব্যস্ত। বেনন গেছে রেড রিভারে এক ব্যাঙ্ক ডাকাতকে ধরতে। হাতে উপযুক্ত লোক না থাকায় গভর্নর ডুক ব্যাগলেকে পাঠালেন মেক্সিকোর গভীরে ঢুকে ব্ল্যাক শ্যাডো নামের এক ভয়াবহ দস্যুকে ধরে আনতে। দুই বন্ধু দুই কাজে ছুটেছে দু'দিকে। ওরা কি জানত দু'জনকে কিসের মোকাবিলা করতে হবে? জানত যে জীবনের সবচেয়ে কঠিন অ্যাসাইনমেন্টে জড়িয়ে যাবে ওরা? এবার রক্ষা নেই। একদিকে দস্যু ব্ল্যাক শ্যাডো, আরেকদিকে ঠাণ্ডা মাথার প্রাক্তন রাজনীতিবিদ ট্রিস্ট্রাম গ্রিফিন। শেষ পর্যন্ত বেনন আর ব্যাগলে বন্দি হলো। ব্যাগলের তৈরি অস্ত্র দিয়েই বেননকে খুন করতে চায় গ্রিফিন। অস্ত্রটা না বানিয়ে উপায় রইল না ব্যাগলের। বেননকে দুয়েকদিন বেশি বাঁচাতেই ওকে খুন করার যন্ত্র তৈরি করতে হলো!

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সমন - ১

সেবা ওয়েষ্টার্ণ (বেনন)

কাজী মাইমুর হোসেন

স্ক্যানিং এবং এডিটিং - মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ওয়েস্টার্ন

সমন-১

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8208-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ২০০২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি ও বক্স: ৮৫০
E-mail. Sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SHAMAN-1
A Western Novel
By Qazi Maimur Husain

সাতাশ টাকা

সমন-১

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেনঃ আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান। **খোন্দকার আলী আশরাফঃ** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিলঃ** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেনঃ** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিন্স রিজভী তৌহিদঃ** শেষ মার। **আলীমুজ্জামানঃ** মরুসৈনিক। **রকিব হাসানঃ** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমানঃ** শিকারী। **জাহিদ হাসানঃ** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু, **সুস্ময় আচার্য সুমনঃ** অপবাদ।

আসাদুজ্জামানঃ দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজঃ** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমানঃ** বাজি। **খসরু চৌধুরীঃ** ভুল।

আদনান শরীফঃ পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীনঃ** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীনঃ** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজঃ** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেনঃ** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেনঃ সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী। **ইফতেখার আমিনঃ** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈমঃ** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ। **টিপু কিবরিয়াঃ** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহঃ** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ। **শেখ আবদুল হাকিমঃ** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ারঃ** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ। **আবু মাহদীঃ** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্যঃ** অপবাদ।

এক

ব্ল্যাক শ্যাডো

ভ্রূ কুঁচকে উঠল ব্যাগলের। ছোটখাটো মানুষ সে। বয়স চল্লিশ পার হয়েছে অনেক আগে। কানের ঘন লোম আর গোঁফ, দুটোতেই পাক ধরেছে। তবে বয়সের কারণে তার উৎসাহে ভাটা পড়েনি। এখনও অন্তরটা তার সতেজ তরুণের মতো ছটফটে। শরীরটাও বাগে রেখেছে। একশো পঁয়তাল্লিশ পাউন্ডের এক পাউন্ডও চর্বি নেই ওর দেহে।

বেননের অনুরোধে ব্যাগলেকে অস্থায়ী রেঞ্জারের পদ দেয়া হয়েছে। বেনন বর্তমানে অন্য একটা কাজে ব্যস্ত। আর কোন রেঞ্জারকেও পাওয়া যায়নি, কাজেই নিতান্ত বাধ্য হয়ে ব্যাগলেকে এই কঠিন মিশনে পাঠিয়েছেন টেক্সাসের গভর্নর।

ব্ল্যাক শ্যাডোকে মেক্সিকো থেকে টেক্সাসে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছিল লোকটা, চুরি ডাকাতি ছিনতাই রাহাজানী কোনটাতেই সে কম যায়নি। হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সমন জারি করা হয়েছে তার নামে। দস্যুটাকে ধরে নিয়ে যেতে পারলেই বিচারের কাজ শুরু হবে।

নাহ্, আর কোন উপায় নেই। ওই একটাই পথ আছে ভয়ানক দস্যু ব্ল্যাক শ্যাডোকে ধরার। ক্যান্টিনার ভেতরে ঢুকে পাকড়াও করতে হবে লোকটাকে।

সহজ হবে না। সঙ্গে চারজন কঠোর লোক আছে ব্ল্যাক

শ্যাডোর। প্রত্যেকেই তারা সশস্ত্র। অস্ত্র ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। পেছনে ফেলে আসা লাশের কোন সীমাসংখ্যা নেই, পেশাদার খুনে ডাকাত সব ক'টা। এখন ক্যান্টিনার দোতলায় পেছনের একটা ঘরে তাস পেটাচ্ছে তারা। ওই ঘরের পেছন-দরজাটা একটা সরু সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে খোলে। পেছনের গলিতে নেমেছে সিঁড়ি। বিপদ বুঝলে ওপথে সহজেই সরে পড়তে পারবে তারা।

গোঁফে তা দিল ব্যাগলে। রাত শেষ হতে এখনও অনেক দেরি। ভাবার যথেষ্ট সময় আছে হাতে। তবে ভাবতে ইচ্ছে করছে না। বড় বেশি ক্লান্তি বোধ করছে ব্যাগলে। সারাটা দুপুর রুক্ষ জমির ওপর দিয়ে সূর্যের খরতাপে দগ্ধ হয়ে পথ চলেছে সে, খাবার জন্যেও থামেনি। খিদে লেগেছে প্রচণ্ড। ঘামের সঙ্গে ধুলো মিশে সারা শরীর কাদাময় হয়ে আছে। মনে হচ্ছে গোসল না করলে মরেই যাবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্যাগলে। আপাতত সব স্থগিত। প্রথম কর্তব্য হচ্ছে ব্ল্যাক শ্যাডোকে পাকড়াও করা।

পেটের ভেতর খিদের চোটে গুড়গুড় আওয়াজ হচ্ছে। ক্যান্টিনার ভেতর থেকে নাকে ভেসে আসছে সুস্বাদু খাবারের সুবাস। রাতের শীতল বাতাসের কামড় থেকে বাঁচতে ক্যান্টিনার বাইরে একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছে ও। প্লাজায় আরও কয়েকজন আছে। মেক্সিকান। ওরই মতো কম্বল মুড়ি দিয়ে এখানে ওখানে বসে আছে। চট করে কেউ ওকে সন্দেহ করবে না।

কম্বলের তলায় সিক্সগানটা হাতে নিল ব্যাগলে, সতর্ক চোখে আশে পাশে নজর বোলাল। বিশেষ একটা সিক্সগান এটা। বলা উচিত নাইন গান। অস্থায়ী রেঞ্জারের পদ পাবার পর অত্যন্ত খুশি হয়ে নিজের হাতে এটা বানিয়েছে ব্যাগলে ড্র্যাগুন সিক্সগানের

ফ্রেম ব্যবহার করে। সিলিন্ডারটা বেখাপ্পা রকমের বড়। আটটা ·৪৫ গুলি ধরে। মাঝখানের গর্তটায় বারো গেজের একটা শটগানের গুলি পোরার ব্যবস্থাও রেখেছে। হ্যামারটা নাড়ানো যায় ওপর-নিচে। ওপরে থাকলে ·৪৫ গুলিতে আঘাত করে, নিচে নামালে শটগানের গুলিতে। শটগানের গুলি করার জন্যে আলাদা একটা মসৃণ ব্যারেলের ব্যবস্থা করেছে সিক্সগানের নলের নিচে। দেখতে যেমনই হোক, অস্ত্রটা ভয়ঙ্কর। এটা দিয়ে একশো গজ দূর পর্যন্ত নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি করতে পারে ও।

এখন অস্ত্রটা হাতে নিয়ে বসে আছে ব্যাগলে, ভাবছে। তৈরি হয়ে আছে যেকোন পরিস্থিতির জন্যে। দরকারে মুহূর্তের নোটিশে গুলি করতে পারবে। দরকার পড়তেই পারে। মেক্সিকোর এই অংশে ওকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। বাজে একটা প্রত্যন্ত এলাকা এটা। চোর-ডাকাত-লুটেরা-ঠগদের আস্তানা। আইনের কোন বালাই নেই। মানুষের জীবনের মূল্য নেই।

মাত্র একটা সুবিধে পাবে ও। ব্ল্যাক শ্যাডো জানে না একশো মাইলের মধ্যে আইনের লোক আছে। পেছনের ট্রেইলে যে লোকটাকে শ্যাডো পথ পাহারায় রেখে এসেছিল সে যে ব্যাগলের সঙ্গে সামনাসামনি লড়াইয়ে খুন হয়ে গেছে সেখবর ব্ল্যাক শ্যাডোর কানে পৌঁছানোর কোন উপায় নেই। নিশ্চিন্তে আছে লোকটা, ভাবছে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

পেছন দিকের কাঠের সিঁড়িটা চিন্তিত করে তুলেছে ব্যাগলেকে। ভেবেচিন্তেই ওই ঘরে সদলবলে বসেছে ব্ল্যাক শ্যাডো। ক্যান্টিনা থেকে আক্রমণ এলে পেছনের সিঁড়ি বেয়ে গলিতে নেমে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

অন্তত ব্ল্যাক শ্যাডো পালাবেই। তার বদনাম আছে নিজের চামড়া বাঁচানোর দরকার পড়লে সঙ্গীদের ভাল-মন্দ বিবেচনা

করে না।

পেছন দিয়ে পালাবার পথ বন্ধ করতে হবে। দরজাটা বন্ধ করার কথা প্রথমে মাথায় এলো ব্যাগলের। একটা আড়া ব্যবহার করে দরজা আটকে দেয়া যায়। কিন্তু তাতে পালাবার সমস্ত সম্ভাবনা দূর করা যাবে না। পাঁচজন আছে ঘরে। জোর খাটালে দরজা ভেঙে পড়বে। পেছনের গলিতে একজন অবস্থান নিলে লোকগুলোকে ঠেকানো সম্ভব হতো। সিঁড়িটা বড় বেশি খাড়া আর সরু, একসঙ্গে দু'জন নামতে পারবে না। একজন একজন করে খতম করা সম্ভব ডাকাতগুলো সিঁড়ি দিয়ে নামতে চেষ্টা করলে। কিন্তু সাহায্য করার মতো কেউ নেই। ক্যান্টিনার দিক দিয়েই ঢুকতে হবে ব্যাগলেকে। কাজেই বৃথা ভেবে লাভ নেই।

একটা মাত্র উপায় আছে। বিপজ্জনক, কিন্তু কাজ হতে পারে। টেক্সাসের জেল থেকে পালানোর পর আর কোন আইনের লোক ব্ল্যাক শ্যাডোর অতো কাছে যেতে পারেনি যতোটা পারবে ব্যাগলে বুদ্ধিটা কাজে লাগলে। ঝুঁকি নিতে হবে। ভুল করলে চলবে না। মাত্র একটা সুযোগ পাবে ব্যাগলে। গড়বড় হয়ে গেলে মরতে হবে।

বিরাট একটা হাই তুলে উঠে দাঁড়াল ব্যাগলে, চোখের ওপর টেনে দিল সমব্রেরো হ্যাটের কানা, সিক্সগানটা কম্বলের নিচে ধরে রেখে ক্যান্টিনার পাশের অন্ধকার সরু গলিতে ঢুকে পড়ল। একবার দেখে নিল সিঁড়িটা। রাতের তারা-জ্বলা আকাশের পটভূমিতে কঙ্কালের মতো লাগছে সিঁড়ির কাঠামো। পুবের আকাশে ধূসর একটা রং দেখে বুঝল একটু পর চাঁদ উঠবে আকাশে। ক্যান্টিনার উল্টোপাশে একটা বন্ধ স্টোর, তার দরজার সামনে থামল ও।

প্রাক্তন ডাকাত না হলে দক্ষ চোর হতে পারত ব্যাগলে। ছুরি

ব্যবহার করে একটু পরই খুলে ফেলল দোকানের তালা। একবার খট করে একটু আওয়াজ হলো মাত্র। থমকে গেল ব্যাগলে। রাতের নিরবতায় ওই সামান্য আওয়াজও অনেক দূর থেকে শোনা যাবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। ক্যান্টিনার ভেতর থেকে স্বাভাবিক আওয়াজ আসছে। কেউ কৌতূহলী হয়ে দেখতে আসেনি। আরও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে দরজা খুলে দোকানের ভেতর ঢুকল ব্যাগলে, পেছনে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

নানা রকমের গন্ধ দোকানের ভেতর। চামড়া, তেল, খাবার। অন্ধকারে হাতড়ে কেরোসিনের একটা ক্যান খুঁজে বের করল ও। দু' গ্যালনের ক্যান। গলাটা সরু। এক পাশে ধরার জন্যে একটা হ্যান্ডেল। এটার জন্যেই দোকানের ভেতর ঢুকেছে ও। ক্যানটা নিয়ে দোকান থেকে বের হয়ে এলো। অন্ধকার গলিটা এখনও আগের মতোই ফাঁকা পড়ে আছে। দোকানের দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে বসে পড়ল ব্যাগলে, বুট খুলে চলে এলো সিঁড়ির গোড়ায়, নিঃশব্দে উঠতে শুরু করল। ক্যানের মুখ খুলে তেল ঢালছে কাঠের সিঁড়িতে। রেলিং, ল্যান্ডিং আর দরজাটাও বাদ গেল না। শুকনো কাঠ মুহূর্তে শুষে নিল সমস্ত তেল।

সিঁড়ি থেকে নেমে এলো ব্যাগলে। সামান্য তেল অবশিষ্ট আছে ক্যানে। ওটুকু ঢালল সিঁড়ির গোড়ায়। খালি ক্যানটা নামিয়ে রেখে আবার জুতো পরে নিল। একটু অসতর্কতা বিপদ ডেকে আনল। ওর পায়ের ধাক্কায় মাটিতে উল্টে পড়ল ক্যানটা। বরফের মতো জমে গেল ব্যাগলে। আওয়াজটা একেবারেই অন্যরকম। গলির ভেতর বিড়াল টিনের ক্যান ঘাঁটলে যেমন হয় তেমন আওয়াজ নয়।

দড়াম করে খুলে গেল ঘরের সিঁড়ির দিকের দরজাটা। ওখানে নিশ্চয়ই একজনকে পাহারায় রেখেছে ব্ল্যাক শ্যাডো।

ব্যাগলের অনুমান নির্ভুল। পেছনের আলোয় ডাবল ব্যারেল দেখতে পেল। ওকে দেখতে পেয়েছে, ওর দিকে শটগান তাক করছে লোকটা! ঝিলিক দিচ্ছে অস্ত্রের নল দুটো।

কম্বলের তলা থেকে হাত বের করেই গুলি করল ব্যাগলে। পর পর দু'বার ট্রিগার স্পর্শ করল ওর হাত। শক্তিশালী বুলেটের ধাক্কায় প্রায় ছিটকে পেছনে হটল প্রহরী। হাত থেকে খসে পড়ল শটগান। ঝাঁকি খেয়ে গুলি বের হয়ে গেল। তেলে ভেজা ল্যান্ডিঙে গাঁথল ছররা গুলি। নলের মুখের আগুনের ঝলক কেরোসিনে লাগতেই দপ করে জ্বলে উঠল কমলা শিখা। পুরো সিঁড়িতে ছড়িয়ে পড়ছে আগুনের লেলিহান স্ফুলিঙ্গ। প্রহরী পড়ে গেছে দরজার কাছে। জীবন্ত একটা মশাল হয়ে গেল লোকটা, তীক্ষ্ণ স্বরে আর্তচিৎকার করে উঠল, তারপর গড়িয়ে পড়ে গেল সিঁড়ি থেকে। গলির মধ্যে পড়ে থাকল তার জ্বলন্ত দেহ, এখন আর নড়ছে না।

জ্বলছে সিঁড়ি। সেই আলোয় দরজার কাছে আরেকজনকে দেখতে পেয়ে গুলি করল ব্যাগলে। পিছিয়ে গেল লোকটা। ছুট দিল ব্যাগলে, ক্যান্টিনার সামনের দিকে যাচ্ছে। এখন আর পেছনের সিঁড়ি ব্যবহার করে পালাতে পারবে না ব্ল্যাক শ্যাডো।

ইতিমধ্যেই ক্যান্টিনার সামনের দরজা দিয়ে লোক বেরোতে শুরু করেছে। চিৎকার ছাড়তে ছাড়তে তাদের দিকে ছুটল ব্যাগলে, হাতের বিরাট সিক্সগানটা নেড়ে সরে যাবার ইঙ্গিত করছে। তাড়াহুড়ো করে দু'পাশে সরে ওকে ভেতরে যাওয়ার পথ করে দিল কাস্টোমাররা।

গোঁয়ার একটা ষাঁড়ের মতো তাদের পাশ কাটাল ব্যাগলে, গতি না কমিয়ে দরজা গলে ঢুকে পড়ল ক্যান্টিনার ভেতর। এখনও যারা ভেতরে আছে তারা আড়াল খুঁজছে মরিয়া হয়ে, বার কাউন্টার আর টেবিলের পেছনে লুকানোর চেষ্টা করছে। ব্ল্যাক

শ্যাডোকে সদলবলে হুড়মুড় করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখল ও।

দোতলায় আগুন বেশ ভাল মতোই ধরেছে। ধোঁয়া ছড়াচ্ছে ঘন কালো। তিনতলা থেকে ভেসে এলো মেয়েমানুষদের আতঙ্কিত চিৎকার চেঁচামেচি। ব্যস্ত পতিতাদের কাছে পৌঁছে গেছে আগুন।

সামনের মেক্সিকান ডাকাতটাকে গুলি করে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিল ব্যাগলে। ব্ল্যাক শ্যাডো, এব রেঞ্জা আর অন্য মেক্সিকান একই সঙ্গে গুলি করল ওকে লক্ষ্য করে। ঝাঁপ দিয়ে কয়েকটা টেবিল আর চেয়ারের মাঝখানে পড়ল ব্যাগলে। ধাক্কা খেয়ে কর্কশ আওয়াজ করে সরে গেল কয়েকটা টেবিল-চেয়ার।

মেঝেতে পিছলে কিছুদূর গিয়ে থামল ব্যাগলে, শরীর কাত করে সিঁড়ির দিকে তাকাল। দাঁত কড়মড় করে ছুটে আসছে ব্ল্যাক শ্যাডোর মেক্সিকান সঙ্গী, দু'হাতে দুটো ওয়েবলি পিস্তল। গুলির সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়া বের হচ্ছে অস্ত্র দুটো থেকে। ব্যাগলে জানে ওগুলো ব্রিটিশ পিস্তল, ডাবল অ্যাকশন। অন্য আগ্নেয়াস্ত্রের চেয়ে অনেক দ্রুত গুলি করা যায় ওগুলো দিয়ে। একের পর এক গুলি গাঁথছে মেঝে আর টেবিলগুলোয়। চারপাশে উড়ছে কাঠের কুচি। বুড়ো আঙুলের ধাক্কায় হ্যামারটা নিচে নামাল ব্যাগলে। গুলির ধাক্কায় মাথা থেকে সমব্রেরো উড়ে গেল ওর। দু'হাতে সিক্সগানটাকে ধরল ও, তারপর ট্রিগারে চাপ দিল।

ওর হাতের ভেতর ভীষণ জোরে ঝাঁকি খেল অস্ত্রটা। ছোট্ট ক্যান্টিনার ভেতরে মনে হলো বজ্রপাত হয়েছে। উড়ে গিয়ে পেছনে ছিটকে পড়ল মেক্সিকান ডাকাত, শরীরের ওপরের অংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সিঁড়ির রেলিঙে ধাক্কা খেল দেহটা, তারপর পিছলে মেঝেতে পড়ল। তাজা রক্তের ধারা বইছে মেঝেতে।

হ্যামারটা ওপরে উঠিয়েই আবার গুলি করল ব্যাগলে। রেঞ্জার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল সিক্সগান। লাফ দিয়ে পেছনে

হটল লোকটা, ধাক্কা খেল ব্ল্যাক শ্যাডোর সঙ্গে। হাতের ব্যথায় ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে। বিশালদেহী ব্ল্যাক শ্যাডো বেমক্কা কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে থমকে দাঁড়াল, ঘুরল তারপর, ভাব দেখে মনে হলো সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে, বুঝতে পারছে না ওপরের দিকে ছুট দেবে কিনা। আগুনের আভা তার মনস্থির করতে সাহায্য করল। ব্যাগলের দিকে ফিরল সে। ততোক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে ব্যাগলে।

কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাগলে, দু'হাতে ধরে আছে ওর বিরাট অস্ত্রটা। হ্যামার ওঠানো। আঙুল ট্রিগারে। এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে গুলি করতে পারবে।

'কি করবে তুমিই ঠিক করো, শ্যাডো,' নিচু গলায় সতর্ক করার সুরে বলল ব্যাগলে। 'অস্ত্র ফেলে দাও, নইলে আমি ট্রিগারে চাপ বাড়াব। তাক করার সময় পাবে না তুমি।'

দু'চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে ব্ল্যাক শ্যাডো, ঠোঁটে চেপে বসেছে ঠোঁট। চোয়ালের পেশি কাঁপছে, সেই সঙ্গে নড়ছে তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আস্তে করে হাত থেকে ফেলে দিল সে কোল্ট রিভলভার।

আটকে রাখা দম ছাড়ল ব্যাগলে, অস্ত্র নেড়ে ব্ল্যাক শ্যাডোকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে ইশারা করল। পেছনে দাঁড়িয়ে এতোক্ষণ চেঁচাচ্ছিল অর্ধ নগ্ন পতিতার দল, এবার সুযোগ পেয়ে ব্ল্যাক শ্যাডোকে পাশ কাটিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল তারা ক্যান্টিনা থেকে। একটু সরে জায়গা বদল করে দাঁড়াল ব্যাগলে, যাতে মেয়েগুলো শ্যাডো আর ওর মাঝে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। এব রেঞ্জা এখনও এক হাত দিয়ে তার আরেক হাত চেপে ধরে গোঙাচ্ছে।

'চলো, ঘোড়ার কাছে যাই,' বন্ধুকে প্রস্তাব দিচ্ছে এমন সুরে বলল ব্যাগলে। 'ধুলোর মধ্যে উপুড় হয়ে শোয়ার সুযোগ পাবে তুমি। ওসময়ে আমি পিছমোড়া করে তোমার হাতকড়া পরাব,

শ্যাডো। যদি ঝামেলা করো তো গোড়ালিতেও হাতকড়া পরাব।'

'আমাকে তুমি রিয়ো নদীর ওপারে নিয়ে যেতে পারবে না, হিরাম ব্যাগলে,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল ব্ল্যাক শ্যাডো, এক কালের ডাকাত ব্যাগলেকে চিনতে তার ভুল হয়নি। ময়লা বাকস্কিনের পোশাক তার পরনে। বোঝা যাচ্ছে পাহাড়ী মানুষ সে। ব্যাগলের সামনে তাকে দেখতে একটা দৈত্যের মতো লাগছে। 'টেক্সাস পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই আমার বন্ধুরা তোমাকে খতম করে দেবে।'

'দেখুক ওরা চেষ্টা করে,' শান্ত গলায় বলল ব্যাগলে। 'একটাকে নিকেশ করে এসেছি আমি পথে। দরকার হলে বাকিগুলোরও একই অবস্থা করতে পারব বলে আশা করি। টেক্সাসে তোমাকে যেতেই হবে, শ্যাডো। ওখানে বিচারের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। গভর্নর ডুক তোমার জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে।'

গোঁফ নড়ল ব্ল্যাক শ্যাডোর। ওটাকেই হাসি বলে ধরে নিতে হবে। 'মুখে তুমি যতো বড় বড় বুলিই ঝাড়ো, ব্যাগলে; তোমার সাধ্য নেই ব্ল্যাক শ্যাডোকে আটকে রাখো।'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক,' বলল গম্ভীর ব্যাগলে। 'কিন্তু এমন একজনকে আমি চিনি যে পারবে। ওর কাজ যদি শেষ হয়ে থাকে তাহলে খবর পেলেই আমাকে সাহায্য করতে আসবে রক বেনন। ওর ব্যাপারে তোমার কি মত, শ্যাডো?'

ব্ল্যাক শ্যাডো চুপ করে থাকল। অস্ত্রের ইঙ্গিতে রেঞ্জা আর তাকে দরজার দিকে এগোতে নির্দেশ দিল ব্যাগলে। এব রেঞ্জা আপত্তির সুরে বলল, 'মেক্সিকোয় ঢুকে আমাদের ধরে নিয়ে যাবার আইনগত কোন অধিকার নেই তোমার।'

হাতের বিরাট অস্ত্রটা দেখাল ব্যাগলে। 'এটা যতোক্ষণ আছে ততোক্ষণ যা খুশি করার অধিকার আছে আমার।'

ফ্যাকাসে চেহারায় শ্যাডোর দিকে তাকাল রেঞ্জো। 'টেক্সাসে আমাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর আদেশ আছে, শ্যাডো।'

শীতল চোখে সঙ্গীকে দেখল ব্ল্যাক শ্যাডো, কোন জবাব দিল না, ঠেলা দিয়ে রেঞ্জোকে সামনে বাড়াল। ব্যাগলের মনে হলো না সঙ্গীর পরিণতি নিয়ে শ্যাডো বিন্দুমাত্র চিন্তিত।

সামনে দীর্ঘ ট্রেইল পড়ে আছে। সতর্ক থাকতে হবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল ব্যাগলে। ব্ল্যাক শ্যাডো মুক্তির ব্যাপারে এতোই নিশ্চিত যে চিন্তিত বোধ করছে না। অনেক বন্ধু আছে ডাকাতটার। পথে তারা আক্রমণ করতে পারে। অন্তত নেতাকে উদ্ধার করার চেষ্টা না করাটাই বরং অস্বাভাবিক। যতো দ্রুত সম্ভব এমন একটা শহরে পৌঁছাতে হবে যে শহরে টেলিগ্রাফ আছে। অস্টিনে টেলিগ্রাফ করবে ও, বলবে সম্ভব হলে বেনন যাতে আসে সাহায্য করতে। মনটা বলছে একা একাজে সফল হতে পারবে না ও।

দুই

রিয়ো নদীর পাড়ে

ট্রেইন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মে ওয়ারব্যাগটা নামিয়ে রেখে চারপাশে তাকাল বেনন। অস্টিন শহরটা সবসময়েই চমৎকার লাগে ওর। আড়মোড়া ভাঙল আয়েস করে, শরীর থেকে জড়তা দূর করল। মাত্র সকাল হয়েছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রখর সূর্যটা পূর্ণোদ্যমে তাপ ছড়াতে শুরু করেছে। মাত্র ছ'টা বাজে। শহরটা এখনও পুরোপুরি জাগেনি, তবে আত্মীয়-পরিচিতদের নিয়ে যেতে অনেকেই এসেছে

স্টেশনে। ট্রেইনের এঞ্জিনের আওয়াজ অত্যন্ত জোরাল শোনাচ্ছে।

সেই সুদূর রেড রিভার থেকে অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে ফিরেছে বেনন। ঘোড়া, গাধা, ওয়্যাগন, স্টেজ আর মাঝে মাঝে ট্রেইনে চড়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে অস্টিনে। স্টেশনে ওর জন্যে কেউ অপেক্ষা করে নেই। স্বস্তির শ্বাস ফেলল বেনন। গভর্নরের মেয়ে তান্না হাজির হয়নি বলে এই স্বস্তি। মেয়েটা কিছুদিন হলো আঠার মতো পেছনে লেগে আছে। বড়জোর উনিশ হবে বয়স। বলতে গেলে দুনিয়ার কিছুই বোঝে না। তার চোখে বেনন হচ্ছে মস্ত বড় হিরো। যে করে হোক বেননের মন তান্নার জয় করাই চাই। মেয়েটার আবদার রক্ষা করতে গিয়ে পেরেশান হয়ে গেছে বেনন। সে স্টেশনে নেই দেখে ভাল লাগল। ওয়ারব্যাগটা কাঁধে তুলে নিয়ে টিকেট চেকারকে টিকেট দেখিয়ে বেরিয়ে এলো ও স্টেশন ছেড়ে।

ম্যাট গ্যারেট নামের এক দুর্ধর্ষ খুনী এবং ব্যাঙ্ক ডাকাতকে ধরে আনতে রেড রিভারে যেতে হয়েছিল ওকে। সামনাসামনি লড়াইতে মারা গেছে গ্যারেট। ব্যাঙ্কের লুট হওয়া অধিকাংশ টাকাও উদ্ধার করা গেছে। সফল ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে বেনন। শহর থেকে দু'মাস পরে বের হতে পেরে সময়টা চমৎকার কেটেছে বেননের। ওকে রেড রিভার যেতে বাধা দিয়েছিল তান্না, কিন্তু বরাবরের মতোই নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী চলেছে বেনন, রওনা হয়ে গেছে রেড রিভারের পথে।

মনে মনে আশা করছে বেনন, অবুঝ মেয়েটা এতোদিনে হয়তো বুঝেছে ওকে বেঁধে রাখা যাবে না, সেকারণেই ও আসছে সেটা গভর্নরকে টেলিগ্রাম করে জানালেও মেয়েটা উপস্থিত হয়নি। হয়তো আশা ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে সময় দিতে শুরু করেছে। সত্যি যদি তাই হয় তাহলে বেননের চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না।

হোটেলে ফিরে প্রথমে গোসল সেরে নিল বেনন, তারপর শুয়ে পড়ল নরম বিছানায়। বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুম পাওনা হয়েছে ওর ক্লান্ত শরীরটার।

বিকেলে গভর্নর ডুকের কাছে ক্যাপিটোল হিলে গেল ও রিপোর্ট করতে। তান্নাকে না দেখতে পেয়ে অবাক হতে হলো ওকে। মুখে মুখে রিপোর্ট দিল বেনন। কথা শেষ করে গভর্নরের দেয়া হাভানা চুরুটে টান দিয়ে চুমুক দিল দামী হুইস্কির গ্লাসে। ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে গভর্নরের দিকে তাকাল।

লেস্টার ডুকের বয়স ষাটের ওপরে। চুল-দাড়ি বেশির ভাগই পাকা। সুঠামদেহী ব্যক্তিত্ববান লোক। চোখে নিষ্পলক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বেননের প্রতি মেয়ের দুর্বলতার কথা সে জানে, কিন্তু কখনোই এব্যাপারে কোন কথা বলেনি বেননের সঙ্গে। মেয়ের ইচ্ছেকে প্রাধান্য দেবে তা অবশ্য তার কথাতেই বুঝেছে বেনন। এবং আতঙ্কিত হয়েছে। বাবার নিরব অনুমতি পেয়ে আগের চেয়ে বেশি কর্তৃত্ব ফলাতে শুরু করেছিল তান্না, এমন সময়ে রেড রিভারে রওনা হয়ে যায় বেনন।

এক ঘণ্টা হলো বেনন এসেছে, কিন্তু তান্নার কোন খবর নেই। এমনটা আগে কখনও হয়নি।

যেন বেননের মনের কথা পড়ছে গভর্নর, সিগারের ধোঁয়া ছেড়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, 'তান্না গেছে ওয়েন বার্জম্যানের বাড়িতে। ওর বোনকে দিয়ে তান্নাকে দাওয়াত করে বাড়িতে নেয়ার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছে ওয়েন। গত সপ্তাহেও তান্না তার বাসায় পিকনিক করতে গিয়েছিল। দেখে মনে হলো সময়টা ভাল কেটেছে ওর।'

বেনন বলতে পারত ওয়েন বার্জম্যানের সঙ্গে তান্নার খাপ খাবে বলে মনে করে না ও। কিন্তু কথাটা বললে গভর্নর হয়তো

ভাববে তান্নার প্রতি ও দুর্বল। চুপ করে থাকল বেনন। সিগারটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল। 'হাতে আর কোন অ্যাসাইনমেন্ট আছে, নাকি কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে বের হয়ে পড়ব আমি?'

কথা বলল না গভর্নর, ড্রয়ার খুলে হলুদ একটা খাম বের করে বেননের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

বেনন পড়ার পর জিজ্ঞেস করল, 'কি বুঝলে?'

টেলিগ্রামটা থেকে মুখ তুলে তাকাল বেনন। 'ব্যাগলে ব্ল্যাক শ্যাডো আর এব রেঞ্জাকে নিয়ে একা রওনা হয়েছে! একা রিয়ো গ্র্যান্ড পার হতে হবে ওকে! আমার দেরি করা উচিত হচ্ছে না। আজকেই রওনা হয়ে যাব আমি। টেলিগ্রামটা কখন পেয়েছেন?'

'ঘণ্টা খানেক আগে। সঙ্গে সঙ্গে রেঞ্জার প্যাট্রল কোথায় কোথায় আছে সে খোঁজ নিয়েছি। ব্যাগলের ধারেকাছে রেঞ্জারদের কোন দল নেই। থাকলেও একদল রেঞ্জারকে আমি মেক্সিকোর অত ভেতরে পাঠাতে পারতাম না। মেক্সিকান কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা পছন্দ করত না। ব্যাগলের একমাত্র আশা হচ্ছ তুমি। তোমার টেলিগ্রাম পেয়েই ট্রেইনে টিকেট বুক করে রেখেছি আমি। লারেডোতে পৌঁছে ঘোড়া, খাবার আর গোলাগুলি পেয়ে যাবে। সন্ধেয় ছাড়বে ট্রেইন, চব্বিশ ঘণ্টার আগেই রিয়োর কাছে পৌঁছে যেতে পারবে তুমি।'

গভর্নরও উঠে দাঁড়াল। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা সে, কিন্তু তারপরও চোখ তুলে বেননের চোখে চোখ রাখতে হলো। 'আমি তোমার সৌভাগ্য কামনা করি, বেনন। ব্যাগলেরও।' বেননের পেছনে দরজাটা বন্ধ করে আবার চেয়ারে বসল সে, বিড়বিড় করে বলল, 'তোমাদের দু'জনেরই সৌভাগ্যের প্রয়োজন হবে।'

*

এদিকে রিয়োর পথে মাত্র অর্ধেক পথ পেরিয়েছে ব্যাগলে। রাত

এখন। আকাশে চাঁদ নেই। গাঢ় অন্ধকার। তবে সূর্যোদয়ের সামান্য আগে চাঁদ উঠবে, রুপোলি আলোয় ভাসিয়ে নেবে রুক্ষ পাথুরে ক্যানিয়ন আর টিলা পাহাড়গুলোকে। পেছনে কেউ ধাওয়া করে থাকলে সহজেই তখন ওকে গুলি করে মারতে পারবে।

ব্ল্যাক শ্যাডো আর এব রেঞ্জো এখনও হাতকড়ি পরে আছে। ঘোড়ার পেটের তলা দিয়ে তাদের পা-ও বেঁধে রেখেছে ব্যাগলে। কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না ও। ঘোড়া থেকে নামতে হলে আগে রেঞ্জোকে নামতে দিচ্ছে, তারপর একটু দূরে দাঁড়িয়ে অস্ত্র হাতে কাভার করছে দু'জনকে। রেঞ্জো খুলছে শ্যাডোর পায়ের বাঁধন। রাতে দু'জনকে একসঙ্গে বেঁধে রাখছে কোন গাছের সঙ্গে। ময়দার বস্তার মতো বেঁধেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, তাদের দেহের সঙ্গে একটা চেইন বেঁধে সেটা আটকে রাখছে নিজের কব্জিতে। ডাকাতগুলো একটু নড়লেও যাতে টের পায়। ঘুমাতে পারছে না ব্যাগলে। বদমায়েশী করে একটু পরপর চেইনে টান দেয় ব্ল্যাক শ্যাডো। নিজে ঘুমাতে পারছে না, কাজেই ব্যাগলেকেও ঘুমাতে দেবে না সে।

সতর্কতায় কোন ঢিল নেই ব্যাগলের, ফাঁকে ফাঁকে সামান্য ঘুমিয়েও নিচ্ছে। স্যাডলে বেশিরভাগ সময়েই ঘুমাতে পারছে। ঘোড়ার পিঠে ঘুমানোর অভ্যেস করেছে আজ বহুদিন হলো।

এ পর্যন্ত মাত্র একবারই আক্রমণ এসেছে। একটা শুকনো নালা দিয়ে এগোচ্ছিল ব্যাগলে তখন। তিনজন মেক্সিকান কয়েকটা বোল্ডারের আড়াল থেকে বের হয়ে পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল। গুলি করার সাহস পায়নি তারা। আগে আগে চলছিল ব্ল্যাক শ্যাডো আর রেঞ্জো। তাদের গায়ে গুলি লেগে যেতে পারত। মেক্সিকানরা যতোক্ষণে গুলি করার মতো সুযোগ বের করতে পারল ততোক্ষণে গুলি করে দু'জনকে ফেলে দিয়েছে ব্যাগলে। তৃতীয় জন ভীষণ

আতঙ্কে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গেছে বোল্ডারের আড়ালে। ঘোড়ায় চেপে তল্লাট ছেড়ে ভেগেছে জান নিয়ে।

লাশ দুটো ইচ্ছে করেই কবর দেয়নি ব্যাগলে, ফেলে রেখে এগিয়েছে। ওদের সঙ্গীরা কবর দিক, এটা একটা ব্যাপার। আরেকটা কারণ লোকগুলোকে সতর্ক করে দেয়া। ওর পিছু নিলে ফল ভাল হবে না সেটা বুঝিয়ে দেয়া।

উত্তরের টিলার মাথায় অশ্বারোহী দেখেছে ব্যাগলে। আত্মার পানি শুকিয়ে গেছে ওর। গুনে দেখেছে, সংখ্যায় লোকগুলো অন্তত বিশ জন। একটু পরই অবশ্য চিন্তা দূর হয়ে গেছে ওর। ব্ল্যাক শ্যাডো অত্যন্ত জোর দিয়ে ওকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে লোকগুলো তার নিজস্ব লোক, সুযোগ মতো তাকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে। সে এতোবার করে কথাটা বলে ব্যাগলেকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করেছে যে ব্যাগলে বুঝে গেছে লোকটা মিথ্যে কথা বলছে।

দ্বিতীয়বার যখন লোকগুলোকে দেখেছে ব্যাগলে, তখন বিনোকিউলার ব্যবহার করেছে। একটু পর হাসতে হাসতে শ্যাডোকে বলেছে, 'জানতাম না সীমান্তের কোমাঞ্চি ইন্ডিয়ানরা তোমার দলের লোক।'

কথাটা শুনে ব্ল্যাক শ্যাডোর গোমড়া মুখ আরও গোমড়া হয়ে গেছে।

ইন্ডিয়ানরা ওদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। দু'দিন ব্যাগলেদের পাশাপাশি পাহাড়ী পথে এগিয়েছে তারা, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেছে, এপর্যন্ত তাদের আর দেখা যায়নি। বুঝেছে ব্যাগলে, ইন্ডিয়ানরা তাদের এলাকায় ওদের অনুসরণ করেছে দেখতে যে ওরা কোন পবিত্র জায়গা অপবিত্র করে তোলে কিনা।

যখন ওদের এলাকা পার হয়ে গেছে তখন বিদায় নিয়েছে ইন্ডিয়ানদের দল। তাই বলে সতর্কতায় অবহেলা নেই ব্যাগলের। সামনে আরও কয়েকটা দিন আছে, সীমান্ত পার হয়ে কর্তৃপক্ষের হাতে ব্ল্যাক শ্যাডো আর এব রেঞ্জাকে তুলে দেয়ার আগে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নেবার বা অসতর্ক হবার কোন সুযোগ নেই।

অনেক দূরে সামনে কোথাও আছে রিয়ো নদী। পথ বড় বন্ধুর। রুক্ষ, পাথুরে, বিরান; পানির উৎস বলতে হাতে গোনা কয়েকটা ডোবা। সেখানে ব্ল্যাক শ্যাডোর লোকরা অবশ্যই নজর রাখবে। সামান্য কিছু সাপ আর গিরগিটি ছাড়া এখানে টিকে থাকতে পারে না কোন প্রাণী। এলাকাটায় পৌঁছে আগের চেয়ে চতুর্গুণ সতর্ক হয়ে উঠেছে ব্যাগলে। ঠিক করেছে রাতে থামবে না।

দিনের বেশির ভাগ সময় সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আড়ালে বিশ্রাম নেবে, রওনা হবে বিকেলে, তারপর পথ চলবে সারারাত। যদি পরদিন সকালের আগে রিয়ো নদীর তীরে পৌঁছাতে না পারে তাহলে সেদিনটাও বিশ্রাম নিয়ে রাতে রওনা হবে আবার।

কৌশলটা কাজে লাগতে পারে, যদি ওকে যারা খুঁজছে তারা ওর দেখা পেয়ে কোণঠাসা করতে না পারে। সমস্যা আরও আছে। পানি শেষ হয়ে গেলে হয়তো বাধ্য হয়ে ডোবাগুলোর কোন একটার কাছে যেতে হবে ওকে। সেক্ষেত্রে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা প্রচুর। খাবারও শেষ হয়ে যেতে পারে। তাহলে না খেয়ে পথ চলতে হবে। এছাড়া কোন র‍্যাট্‌ল্ স্নেকের ওপর পা দিয়ে ছোবল খেয়ে মারা পড়তে পারে কোন ঘোড়া। তাহলেও পিছিয়ে পড়তে হবে। অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করল ব্যাগলে। আগেই দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই, এমনিতেই অনেক বাধা পার হয়ে নদীটার কাছে

পৌঁছাতে হবে ওকে। আসল কথা হচ্ছে প্রথম রাতেই নদীর কাছে যেতে পারা। নদীটা পার হতে পারলে সারা সকাল এক টানা পথ চলে ব্ল্যাক শ্যাডোর সঙ্গীদের পেছনে ফেলে দিতে হবে। নদী পার না হলে অপেক্ষমাণ মেক্সিকানরা হয়তো আন্দাজ করে নেবে দিনে কোথাও থেমে ওরা বিশ্রাম নিয়েছে। সেক্ষেত্রে তারা তল্লাশি শুরু করবে, লোক রেখে বন্ধ করে দেবে উত্তরে যাবার পথ। লোকের কোন অভাব নেই মেক্সিকান ডাকাতদের, ইচ্ছে করলেই নদীর তীরের কয়েক মাইল তারা নজরে রাখতে পারবে। কোথায় ব্যাগলে নদী পার হবে সেটা জানা তাদের জন্যে জরুরী নয়।

ওর কপাল ভাল যে পথে একটা টেলিগ্রাফ স্টেশন পেয়ে গভর্নরের কাছে বেননের জন্যে খবর পাঠাতে পেরেছে। তবে বেনন অস্টিনে আছে কিনা নিশ্চিত নয় ব্যাগলে। ও যখন অস্টিন ছাড়ল তখনও বেনন বাইরে অ্যাসাইনমেন্টে ব্যস্ত ছিল। বেননকে পাঠাতে না পারলেও গভর্নর অন্তত একজন লোক পাঠাবে ওকে সাহায্য করতে, এটা আশা করছে ও। মেক্সিকান কর্তৃপক্ষের কারণে ক্যাভাল্রি বা রেঞ্জারদের কোন দলকে গভর্নর পাঠাতে পারবে না, কিন্তু দুয়েকজনকে গোপনে মেক্সিকোয় পাঠাতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। মনে প্রাণে আশা করছে ব্যাগলে, কেউ না কেউ আসবে ওকে সাহায্য করতে। আশা করছে লারেডো পর্যন্ত শ্যাডো আর রেঞ্জাকে ও একাই সামলাতে পারবে। তারপর? লারেডোতে পৌঁছাতে পারলেই নিরাপদ হওয়া যাবে না। ভাল হতো যদি লারেডোতে বেনন ওর সঙ্গে থাকত।

'ঈশ্বরের নাম নিয়ে নাও, ব্যাগলে, হাতে আর বেশি সময় নেই তোমার,' বলল ব্ল্যাক শ্যাডো।

ক্যানিয়নের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ছিল ব্যাগলে, কথাটা শুনে সামনে তাকাল। ক্যানিয়ন শেষ, সামনে পড়ে আছে

এবড়োখেবড়ো পাথুরে কিন্তু অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমি। ফাঁকা। তারার আলোয় মৃদু আলোকিত। দেখে মনে হচ্ছে জায়গাটা এই দুনিয়ার নয়, ভিন্ন কোন গ্রহের।

'মরুময় এই প্রান্তর পেরিয়ে রিয়ো পর্যন্ত কোনদিন পৌঁছাতে পারবে না তুমি, ব্যাগলে,' বলল শ্যাডো। 'এখান থেকে শুরু করে রিয়ো পর্যন্ত সমস্ত ডোবা পাহারা দেবে আমার মেক্সিকান চেলারা। পানির নিরাপদ কোন উৎস নেই যে সংগ্রহ করতে পারবে। পিপাসায় কাতর হয়ে কোন একটা ডোবায় তোমাকে থামতেই হবে। সেখানেই আমার লোকদের হাতে খতম হয়ে যাবে তুমি। সময় থাকতে ছেড়ে দাও আমাদের, দয়া হলে জান নিয়ে পালাবার একটা সুযোগ তোমাকে আমি করেও দিতে পারি। যে যাই বলুক, মানুষটা আসলে আমি খুব দয়াবান।'

'আমিও তাই শুনেছি,' শুকনো গলায় বলল ব্যাগলে। 'শুনেছি এক ডলার পেলে নিজের মায়ের গলা কেটে ফেলতেও বাধবে না তোমার।' শীতল চোখে দুই দস্যুকে দেখল ও। 'তৃষ্ণা লেগেছে তোমাদের কারও?'

'হ্যাঁ,' কর্কশ স্বরে জানাল এব রেঞ্জা।

'সবাই আমরা তৃষ্ণার্ত,' বলল ব্ল্যাক শ্যাডো। 'সকাল নাগাদ আমাদের তৃষ্ণা আরও বাড়বে। ইচ্ছে করলে এখানে কোথাও এখন তুমি ক্যাম্প করতে পারো, কিন্তু সকালে তোমাকে কোন না কোন ডোবার কাছে যেতেই হবে।'

পুরু গোঁফে তা দিল ব্যাগলে। 'তুমি তাই ভাবছ, শ্যাডো?'

'তো আর কি ভাবব? আর কোন উপায় খোলা আছে তোমার সামনে? মাত্র তিনটে ক্যান্টিন আছে আমাদের কাছে। এতোই গরম পড়েছে যে প্রতিদিন একটা করে ক্যান্টিন খালি করতে হয়েছে আমাদের তৃষ্ণা মেটাতে। আমার ক্যান্টিনে পানি প্রায় নেই

বললেই চলে। এব আর তোমারটারও নিশ্চই একই অবস্থা। তাহলে অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে? আজকে রাতটা হয়তো এখানে পানি ছাড়াই কাটিয়ে দিতে পারব আমরা, কিন্তু কাল সকালে সূর্য ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই পানির দরকার হয়ে পড়বে।'

খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা গালে হাত বুলাল ব্যাগলে। 'রিয়ো গ্র্যান্ড আর কত দূরে বলে তোমার মনে হয়?'

পাহাড়ী দস্যু কাঁধ ঝাঁকাল। 'আরও একদিনের পথ। কমপক্ষে। কিন্তু তুমি নিজেও জানো এই এলাকায় এই আবহাওয়ায় পানি ছাড়া সারাদিন পথ চলা যেকারও পক্ষে অসম্ভব। আমাদের সবার কাছে যতোটা পানি আছে সবটা তুমি একা গিলে ফেললেও সূর্যের নিচে পথ চলে রিয়ো পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। ভাল করেই জানো যে গরম চুল্লি আর দিনের তাপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এখানে।'

'হুম।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্যাগলে। 'বাড়িয়ে বলোনি তুমি। সত্যি বিপদে আছি আমরা।'

ব্যাগলের কথা শুনে ব্ল্যাক শ্যাডো ধারণা করল হাল ছেড়ে দিচ্ছে অস্থায়ী রেঞ্জার। মুক্তি লাভের আর বেশি দেরি নেই।

'শোনো, ব্যাগলে,' বোঝানোর সুরে বলল সে, 'আমরা দু'জন দু'জনকে সাহায্য করতে পারি। আমিও মরতে চাই না, তুমিও মরতে চাও না। আমার লোকদের ঠেকিয়ে রাখব। ওরা তোমার কোন ক্ষতি করবে না। ওদের বলে দেব, তুমি যেকোন ডোবা থেকে ক্যান্টিনে পানি ভরে রিয়োর দিকে চলে যেতে পারবে, কেউ বাধা দেবে না। শর্ত একটাই, আমাকে আর এব রেঞ্জাকে মুক্তি দেবে তুমি। তোমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ নেই আমার। সাধ্য মতো তোমার দায়িত্ব পালন করেছ তুমি। ব্যস, ব্যাপারটা ওখানেই চুকে গেছে। বুদ্ধিমানের কাজ হবে তুমি যদি

নিজের পথে রওনা হয়ে যাও আর আমাকে আমার নিজের পথে চলতে দাও। কারও কোন ক্ষতি হবে না। খামোকা মরে গিয়ে কী লাভ বলো! পরে হয়তো তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। তখন হয়তো আমাদের বিরোধ নিষ্পত্তিও হবে। কিন্তু সেসব পরের ব্যাপার। এখন তোমাকে বুঝতে হবে যে উদ্ধার পাবার কোন উপায় নেই। যদি ঘাড় ত্যাড়ামি করো তো বেঘোরে মারা পড়বে।'

'বাঁচবে না তুমিও,' মনে করিয়ে দেয়ার সুরে বলল ব্যাগলে।

আবার কাঁধ ঝাঁকাল ব্ল্যাক শ্যাডো। 'হয়তো তাই। কিন্তু তাতে তোমার কি লাভ? দেখা যাবে আমার পাশেই পড়ে আছে তোমার লাশ। চিন্তা করে দেখো, ব্যাগলে। আমার প্রস্তাবটা কিন্তু বুদ্ধিমানদের ভেবে দেখার মতো।'

'তোমাকে কে বলল যে আমি বুদ্ধিমান?' শুকনো গলায় বলল ব্যাগলে। 'বুদ্ধিমান হলে বেননের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতো? বারবার মরার ঝুঁকি নিতাম?'

কথা থামিয়ে স্টিরাপের ওপর পায়ের ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়াল ব্যাগলে, সামনের রুক্ষ প্রান্তরের দিকে তাকাল।

পুবের আকাশে আবছা একটা আলোর ছটা বুঝিয়ে দিচ্ছে চাঁদ উঠতে আর বেশি দেরি নেই। রিয়োতে পৌঁছাতে অন্তত আরও একটি দিন, বলেছে ব্ল্যাক শ্যাডো। লোকটা সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত হিসেব করে বলেছে নিশ্চয়ই। এখন বাজে রাত আটটা। বারো ঘণ্টা এক নাগাড়ে চললে সকাল নাগাদ নদীটার কাছে পৌঁছে যাওয়া উচিত। ততোক্ষণে সূর্য উঠে যাবে, তপ্ত হতে শুরু করবে আবহাওয়া, কিন্তু ততোটা নয় যে সহ্য করা যাবে না। সকাল দশটা পর্যন্ত এগোতে পারলে অন্তত রিয়োর তীরে পৌঁছে যাওয়া যাবে। তারপর নদীটা পেরিয়ে থামতে হবে বিশ্রাম নিতে। সূর্যের তাপে দগ্ধ হয়ে মরার কোন মানে হয় না। তবে পানির

অভাবে কষ্ট পেতে হবে না ওদের। রিয়োর পানিতে কাদার পরিমাণ অত্যন্ত বেশি হলেও তৃষ্ণার্তের কাছে ওই পানিই স্বর্গের সুরার মতো মিষ্টি লাগবে।

ব্ল্যাক শ্যাডো আর এব রেঞ্জা, দু'জনই চমকে গেল হঠাৎ করে ব্যাগলেকে বিরাট সিক্সগানটা বের করে ওদের দিকে তাক করতে দেখে। ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল ব্যাগলে।

'তোমার প্রস্তাবটা এতোক্ষণ আমি ভেবে দেখলাম, ব্ল্যাক শ্যাডো,' বলল সে। 'না, ওই প্রস্তাবে আমি রাজি নই। চিন্তা কোরো না, তোমাদের মাথা উড়িয়ে দেয়ার জন্যে অস্ত্রটা বের করিনি। অন্তত এখনই তেমন ইচ্ছে নেই আমার। আমি চাই শয়তান তোমাদের লেজ ধরতে তাড়া করলে যেভাবে ঘোড়া ছোটাতে সেভাবে ঘোড়া ছোটাবে তোমরা আজ সারারাত। পানির চিন্তা তোমাদের না করলেও চলবে। রাতে পানির অতো দরকার পড়বে না আমাদের। রাতে শীত পড়বে, কাজেই ঘামবও না আমরা। চেষ্টা করব সকালের আগেই রিয়ো গ্র্যান্ডের কাছে পৌঁছাতে। বুঝলে?'

গম্ভীর চেহারায় চুপ করে কথা শুনল ব্ল্যাক শ্যাডো আর এব রেঞ্জা, মুখে কোন কথা জোগাল না। তবে ব্যাগলের দিকে যে চোখে তাকাল সে দৃষ্টি দেখে বোঝা যায় ওকে তারা বদ্ধ উন্মাদ ভাবছে। আপত্তি করার সুযোগ দিল না ব্যাগলে, সামনের ঘোড়া দুটোর পাছায় হ্যাট দিয়ে বাড়ি মেরে নিজের ঘোড়াও ছোটাল ওগুলোর পেছনে।

ছুটছে তিনটে ঘোড়া। এক হাতে সিক্সগান ধরে রেখেছে ব্যাগলে, আরেক হাতে রাইফেল। দাঁতে চেপে ধরে আছে ঘোড়ার রাশ। ঘোড়ার পেটে পায়ের স্পর্শ দিয়ে গতি আরও বাড়ানোর চেষ্টা করছে। ভাবছে, শেষ পর্যন্ত কতদূর যেতে পারবে ওরা।

*

মেক্সিকানরা বোধহয় সংখ্যায় অন্তত একশো হবে, আন্দাজ করল ব্যাগলে শেষ টিলাটা পার হয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করে। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে একটা রুপোলি রেখা। ওটাই নিঃসন্দেহে রিয়ো গ্র্যান্ড নদী।

সমস্যা হচ্ছে, রিজের ঢালের শেষে সমব্রেরো পরা ছয়জন মেক্সিকান ঘোড়ায় চড়ে পাহারা দিচ্ছে। ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা আছে যে লোকগুলো মেক্সিকান বর্ডার প্যাট্রলের লোক হতে পারে। ফিল্ডগ্লাস দিয়ে দেখেও নিশ্চিত হতে পারল না ব্যাগলে। লোকগুলোর কাছাকাছি গিয়ে বুঝতে চাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই ওর।

আড়াই ঘণ্টা হলো সকাল হয়েছে, প্রচণ্ড তাপ ছড়াতে শুরু করেছে সূর্য। চারদিক উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত। খুব দ্রুত পড়ো জমি পার হয়ে এসেছে ওরা। কারণ বুঝতে বাকি নেই ব্যাগলের, মেক্সিকানদের কাছ থেকে কোন বাধাই আসেনি। তারা জানে রুক্ষ পাথুরে সমতলে ওদের খুঁজতে অসুবিধে হলেও রিয়োর পাড়ে ওদের সহজেই চোখে পড়বে। আগে হোক পরে হোক ব্যাগলেকে নদীর তীরে আসতেই হবে। দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি ব্যাগলে যে মেক্সিকানরা সংখ্যায় এতো বেশি হবে।

ব্ল্যাক শ্যাডো আর এব রেঞ্জার ঘোড়া থামিয়ে নিজেও থামল ব্যাগলে, চায় না আকাশের পটভূমিতে ওদের দেখা যাক নিচে থেকে।

ঘোঁৎ করে উঠল ব্ল্যাক শ্যাডো। 'বলেছি তোমাকে কোন সুযোগ নেই তোমার, ব্যাগলে। খামোকা জেদ করছ। ওরা সাধারণ ডাকাত নয়। এতোক্ষণে খবর ছড়িয়ে গেছে যে আমাকে তুমি গ্রেফতার করেছ। ওরা তোমাকে কিছুতেই রিয়ো পার হতে

দেবে না। অন্তত আমরা সঙ্গে থাকলে নয়। ছেড়ে দাও আমাদের, আমি কথা দিচ্ছি নিরাপদে তোমাকে রিয়ো পার করে দেব।'

শুকনো গলায় জবাব দিল ব্যাগলে, 'হয় তোমাদের নিয়ে টেক্সাসে ফিরব আমি, নয়তো তোমাদের মাথায় একটা করে বুলেট পুরে দিয়ে দায়িত্ব পালন করব। আমাকে সেরকমই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

কথা শুনে চুপ হয়ে গেল ব্ল্যাক শ্যাডো। এব রেঞ্জার চেহারা কাগজের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটল।

'ঈশ্বর! ব্যাগলে! তুমি নিশ্চই ঠাণ্ডা মাথায় আমাদের খুন করবে না?'

জবাব না দিয়ে ভয়ঙ্কর দৃষ্টি হানল ব্যাগলে। বিরাট একটা ঢোক গিলল রেঞ্জা, কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল।

'পানি দরকার,' বলল বিড়বিড় করে। 'গলাটা একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

মনস্থির করে নিল ব্যাগলে, তারপর সামনের ঘোড়া দুটোর পাছায় হ্যাটের বাড়ি দিয়ে নিজের ঘোড়াটাকেও সামনে বাড়াল। রাইফেলটা বাগিয়ে ধরেছে প্রয়োজনে মুহূর্তের মধ্যে গুলি করার জন্যে। আড়াআড়ি ভাবে ঢাল বেয়ে নামছে ওরা। রেঞ্জার ঘোড়াটার পা পিছলে গেল। হাঁটু মুড়ে বসে তাল সামলাল ওটা। আতঙ্কে তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ল রেঞ্জা। ঘোড়াটা উল্টে পড়লেই চাপা পড়ে মারা যাবে সে-ভয় পাচ্ছে। সামলে নিয়েছে ঘোড়াটা, গতি আরও বাড়ানোর জন্যে ওটাকে তাড়া দিল ব্যাগলে।

টিলার ওপর থেকেই ভাঁজটা দেখেছে ব্যাগলে। ওখানে গিয়ে ঘোড়া থামাল ও। নিচে থেকে ওদের এখন দেখা যাচ্ছে না। একটা সরু আঁকাবাঁকা ট্রেইল নেমেছে সমতলের দিকে। ওটা ধরে

ধীর গতিতে নামতে শুরু করল ব্যাগলে তার বন্দিদের নিয়ে।

সূর্যটা এখন ওদের পেছনে, টিলার গাঢ় ছায়া ফেলছে সমতল জমিতে। ছায়ায় ছায়ায় এগোল ব্যাগলে, টিলার পায়ের কাছে সমতল ভূমির ধার ঘেঁষে চলেছে। কয়েক মাইল এভাবে ছায়ার মাঝ দিয়ে আড়াআড়ি এগোল ওরা, তারপর ছোট হয়ে আসতে শুরু করল ছায়া। টিলার উচ্চতা হ্রাস পাচ্ছে। এখন জায়গায় জায়গায় এসে পড়েছে উজ্জ্বল সূর্যালোক। এদিকে এখনও কোন মেক্সিকান অশ্বারোহী চোখে পড়েনি ব্যাগলের।

ছোট একটা টিলার গোড়ায় থামল ও, ডাকাত দু'জনকে বাধ্য করল কয়েকটা বোল্ডারের আড়ালে ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করতে, তারপর ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে টিলার ওপরে উঠে চারপাশে তাকাল।

চোখের সামনে হাত রেখে দেখল, বেশ দূরে দেখা যাচ্ছে নদীটাকে, বাঁক নিয়ে চোখের আড়ালে হারিয়ে গেছে। প্রায় বিশ মিনিট নজর রাখল ও, কিন্তু কোন লোক দেখতে পেল না। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই নদীর কাদাময় পানির বহমানতা ছাড়া।

রিয়ো পারাপারের কোন ব্যবস্থা নেই আশেপাশে। স্রোত ঠেলে সাঁতার কেটে নদী পার হতে হবে ঘোড়াগুলোকে। এমনও হতে পারে যে পারাপার সহজ বা পারাপারের ব্যবস্থা আছে এমন জায়গাগুলোতেই শুধু পাহারা দিচ্ছে মেক্সিকানরা। আবার এমনও হতে পারে যে তীরের কাছে পাথরের আড়ালে পাহারা দিচ্ছে তাদের লোক। কিছুই নিশ্চিত হবার উপায় নেই। ওরা হয়তো মাঝ নদীতে নেমেছে এমন সময় গুলি শুরু করবে। সেক্ষেত্রে অসহায়ের মতো মরতে হবে।

কপালে কি ঘটবে সেটা জানার একটা মাত্র উপায়ই আছে।

ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপারের চেষ্টা করে দেখতে হবে।

টিলা থেকে নামল ব্যাগলে, ঘোড়ায় চড়ে দুই আউট-লকে দেখিয়ে রাইফেলের চেম্বারে বুলেট ঢোকাল লিভার টেনে। শীতল চোখে ডাকাত দুটোকে দেখল। তারপর বের করল ওর বিদঘুটে সিক্সগান।

'এবার শোনো আমরা কি করতে যাচ্ছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ও। 'সোজা নদীর দিকে যাব আমরা। তীরের কাছে থামা চলবে না, সরাসরি নদীতে ঘোড়া নামাব। মনে করবে তোমাদের পাছায় আঠা লাগানো আছে, কোনমতেই স্যাডল থেকে নামার চেষ্টা করবে না। মনে রেখো, আমি তোমাদের হাতকড়ি বা পায়ের বাঁধন খুলব না।'

'ঈশ্বর!' গুঙিয়ে উঠল রেঞ্জা। 'আমরা তো স্রেফ মারা পড়ব স্যাডল থেকে পিছলে গেলে! তাছাড়া ঘোড়া যদি ডুবে যায়?'

'একটু ঝুঁকি তো নিতেই হবে,' ঠাণ্ডা স্বরে জানাল ব্যাগলে। 'ওপারে পৌঁছেও থামা চলবে না, সোজা এগিয়ে যাব আমরা। তোমাদের সঙ্গীরা ধাওয়া করবে ভেবেই এই ব্যবস্থা। না বলা পর্যন্ত থামার চেষ্টা করবে না কেউ। নইলে গুলি করে লাশ ফেলে যেতে বাধ্য হবো।'

সিক্সগানটা দুই বন্দির দিকে তাক করে নল নাড়াল ব্যাগলে। ঢোক গিলল এব রেঞ্জা, মাথা দুলিয়ে বোঝাল যে সে বুঝেছে। তাকাল ব্ল্যাক শ্যাডোর দিকে। ব্ল্যাক শ্যাডো একদৃষ্টে ব্যাগলের দিকে চেয়ে আছে, দু'চোখে আক্রোশ।

'যাচ্ছি আমরা,' চেঁচাল ব্যাগলে। হ্যাটের বাড়িতে সামনের ঘোড়া দুটোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

রিয়োর দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল তিনটে ঘোড়া। ছায়া থেকে বের হতেই সূর্যের তাপ হাতুড়ির বাড়ির মতো জোরাল

আঘাত হানল ওদের চোখে-মুখে। একটু পরই তাপের কারণে জ্বলতে শুরু করল চামড়া। গরম বাতাস আগুনের হলকার মতো মনে হলো। ঘোড়াগুলো পানির গন্ধ পেয়েছে। তাড়া দিতে হলো না, এমনিতেই দ্রুত ছুটতে শুরু করল তৃষ্ণার্ত জন্তুগুলো।

'পানি খেতে থামতে চাইবে ঘোড়াগুলো,' সাবধান করার সুরে চেঁচিয়ে বলল ব্যাগলে। 'খবরদার থামতে দেবে না। থামলে মাথায় গুলি করে লাশ ফেলে দেব।'

রিয়োর ঘোলা পানির বিশ গজ দূরত্বের মধ্যে পৌঁছে মেক্সিকানদের দেখতে পেল ব্যাগলে। রিয়োর এপাড়েই আছে লোকগুলো। একটা ড্র থেকে বেরিয়ে আসছে। টিলার ওপর থেকে নালাটা দেখতে পায়নি ব্যাগলে। চারজন। পরস্পরের খুব কাছাকাছি। ঘোড়া দাবড়ে ওদের দিকে ছুটে আসছে।

ঠোঁট প্রসারিত করল ব্যাগলে, হাসার চেষ্টা করছে। ও ভয় পেয়েছে সেটা আউট-লদের বুঝতে দিতে নারাজ। স্যাডলে কাত হলো ওর শরীর। ঘোড়া থামিয়ে ফেলল। পরপর দু'বার আগুন ঝরাল ওর রাইফেল। প্রথম গুলিটা সামনের লোকটার ঘোড়ার বুকে লেগেছে। ধড়াস করে মাটিতে আছড়ে পড়ল ঘোড়াটা, বাকিগুলোর এগুনোর পথের ওপর। সরে যাওয়ার চেষ্টা করল অক্ষত মেক্সিকানরা। মৃত ঘোড়ার সঙ্গে নিজেদের ঘোড়ার সংঘর্ষে দু'জন আছড়ে পড়ল মাটিতে। তাদের ঘোড়াগুলো লাফ দিয়ে উঠে দৌড়ে সরে গেল লোকগুলোর আওতার বাইরে। তৃতীয় লোকটা মৃত ঘোড়াটাকে পাশ কাটাতে পেরেছে, ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে সে।

একই সঙ্গে রাইফেল আর সিক্সগান ছুঁড়ল ব্যাগলে। দুটো গুলিই লোকটার বুকে পেটে লাগল। স্যাডল থেকে ছিটকে শূন্যে উঠল সে, যেন পাখা গজিয়েছে, উড়ছে পেছনের দিকে, তারপর

পড়ে গেল ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে। নড়ল না আর। মাটিতে পড়ার আগেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে।

আগে পড়ে যাওয়া লোক দু'জন উঠে দাঁড়িয়েছে। তাদের একজন দৌড়ে গিয়ে একটা ঘোড়াও ধরে ফেলেছে। উঠছে এখন স্যাডলে। রাইফেলের এক গুলিতে লোকটাকে নিকেশ করে দিল ব্যাগলে, তারপর ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নদীর দিকে ছুটতে শুরু করল। ঝপাস করে নদীতে নামল ওর ঘোড়া। বন্দিদের ঘোড়া দুটো ইতিমধ্যেই নদীতে নেমে সাঁতরাতে আরম্ভ করেছে। সাঁতরানোর ফাঁকে মুখ ডুবিয়ে পানি খাচ্ছে ওগুলো। মাথার ওপর দিয়ে কয়েকটা গুলি পাঠাল ব্যাগলে ওগুলোকে ভয় পাওয়াতে, তারপর তীর থেকে ওর মাথার ওপর দিয়ে গোটা কয়েক গুলি যাওয়ার শিসের শব্দে নিজেই ভয় পেয়ে তাড়া দিতে শুরু করল। একটুর জন্যে বেঁচে গেল। আরেকটু হলেই স্যাডল থেকে পিছলে নদীতে পড়ে যেত। ওর ঘোড়াটা প্রতিবাদ করছিল পানি খাবার সুযোগ না পেয়ে, কিন্তু ওটার নাকের কাছে পানিতে পড়ে গুলি পিছলে যাওয়ায় নতুন উদ্যমে সাঁতরাতে শুরু করল।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ব্যাগলে, তীরে এসে দাঁড়িয়েছে একজন। দু'বার গুলি করল ও লোকটার বুক লক্ষ্য করে। দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ে আধ পাক ঘুরে পড়ে গেল লোকটা। সামান্য আহত হয়েছে। শুয়ে থেকেই পুরানো স্নাইডার বোল্ট অ্যাকশন রাইফেলটা তাক করে ব্যাগলেকে লক্ষ্য করে গুলি করল। কনুইয়ের কাছে শার্ট ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল গুলিটা। মেক্সিকানের পাশে দ্বিতীয় লোকটা উদয় হলো। দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে। সিক্সগান ধরা হাতটার নিচে আরেক হাত দিয়ে ঠেকা দিয়েছে যাতে গুলি না ফস্কায়। তাকে গুলি করার সুযোগ দিল না ব্যাগলে, সিক্সগানটা তুলেই ট্রিগারে চাপ দিল। লোকটার পাশ দিয়ে গেল গুলি, কিন্তু তার ভাব দেখে

মনে হলো মারা গেছে। বিকট একটা আর্তচিৎকার করে ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে পড়ল সে। মিশে যেতে চাইছে মাটির সঙ্গে।

নদীর ওপারে পৌঁছে গেছে ব্যাগলের ঘোড়া, হোঁচট খেতে খেতে পাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল। সিক্সগানটা হোলস্টারে রেখে রাশ ধরে সামনে এগোনোয় মনোযোগ দিল ব্যাগলে। ওর অমনোযোগিতার সুযোগে ভেগে যাবার তাল করেছে ব্ল্যাক শ্যাডো আর এব রেঞ্জা। দু'জন চলে গেছে বেশ দূরে। গতি আরও বাড়িয়ে ঢুকে পড়েছে একটা অ্যারোয়োতে, তাড়া দিচ্ছে ঘোড়াগুলোকে। গোলাগুলির আওয়াজ শুনে পাথুরে অঞ্চল পেরিয়ে নদীর মেক্সিকান অংশে হাজির হয়েছে আরও বেশ কয়েকজন অশ্বারোহী।

স্টিরাপে দাঁড়িয়ে পড়েছে ব্যাগলে, রাইফেল কাঁধে তুলে পেছনে গুলি করল। ওর ঘোড়াটা উঠে পড়ল শক্ত জমিতে। মেক্সিকানদের গুলির আওতার বাইরে চলে এসেছে ও। এবার মনোযোগ দিল পলায়নপর বন্দিদের দিকে। স্রেফ সতর্ক করার জন্যে দুটো গুলি করল দু'জনের মাথার ওপর দিয়ে। ওর বক্তব্য বুঝতে অসুবিধে হয়নি ব্ল্যাক শ্যাডো আর এব রেঞ্জার। ঘোড়া মারা পড়লে চাপা পড়বে ওরা। বাঁচবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। গতি কমাল তারা, তারপর ঘোড়া থামিয়ে ফেলল, ব্যাগলের জন্যে অপেক্ষা করছে।

পেছনে নদীতে ঝপাঝপ নামছে মেক্সিকানদের ঘোড়া, আওয়াজগুলো স্পষ্ট শুনতে পেল ব্যাগলে। 'এগোও!' চিৎকার ছাড়ল ব্যাগলে। 'তাড়াতাড়ি!'

আবার ওর হাতে বেরিয়ে এসেছে সিক্সগান। ওটা তাক করে নাড়ল। তিক্ত চোখে এক পলক ব্যাগলেকে দেখল ব্ল্যাক শ্যাডো, তারপর হাঁটুর খোঁচায় ঘোড়াটাকে সামনে বাড়াল। পিছু নিল এব রেঞ্জা। পেছনে ফিরে তাকাল একবার ব্যাগলে, নদীর মাঝামাঝি চলে এসেছে মেক্সিকানরা, তাদের উঁচু হ্যাট পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

গোটা কয়েক রাইফেলের গুলি ওদিকে পাঠিয়ে বন্দি দু'জনের পেছনে ঘোড়া ছোটাল ব্যাগলে, চিন্তিত বোধ করছে। ওদের ঘোড়াগুলো পরিশ্রান্ত। যদি তাড়া করা হয় তাহলে পালানোর উপায় নেই, সহজেই ধরে ফেলতে পারবে মেক্সিকানরা। সবাইকে একা ঠেকাতে পারবে না যতোই চেষ্টা করুক ও। খুন হয়ে যেতে হবে।

পরপর দু'তিনটে গুলির আওয়াজ হওয়ায় মাথা নিচু করে নিল ব্যাগলে, তারপর অবাক হয়ে অনুভব করল, আওয়াজগুলো স্নাইডারের নয়, উইনচেস্টারের বুলেটের গর্জন। সামনে তাকিয়ে স্বস্তিতে অন্তরটা ভরে গেল ওর। বজ্রপাতের মতো খুরের আওয়াজ তুলে ওদের দিকে ছুটে আসছে টেক্সান রেঞ্জার দলের একটা স্কোয়াড। ওদের আর ধাবমান মেক্সিকানদের মাঝে বাধা সৃষ্টি করল তারা, এক নাগাড়ে গুলি করছে।

পেছনে তাকিয়ে চওড়া হাসি ফুটল ব্যাগলের ঠোঁটে। ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে মেক্সিকান দস্যুর দল। ইতিমধ্যে নিজেদের এলাকায় ফিরে যাবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে।

বেশ কয়েক দিন পর সত্যিই দুশ্চিন্তামুক্ত বোধ করল ব্যাগলে। টেক্সাসে পৌঁছে গেছে ও। তার চেয়েও বড় কথা, বন্দিদের পাহারা দিয়ে কাছের জেলখানা পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্যে উপযুক্ত একদল মানুষও পেয়ে গেছে। নিজের পরিচয় দিলেই রেঞ্জাররা খুশি মনে সাহায্য করবে।

তিন

বুনো টেক্সাস

ব্যাগলে যেখানে পার হবে ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক ভাটিতে পার হতে হয়েছে ওকে। সীমান্ত-প্রহরীরা বন্দিদের পাহারা দিয়ে যে শহরে ব্যাগলেকে নিয়ে এলো ওটার নাম লস অউচস। ছোট শহর। বাড়িঘর অ্যাডোবির তৈরি, একতলা। শহরে মাত্র একটাই রাস্তা, তার দু'ধারে বসতি। তবে শেরিফ আছে একজন। নাম কোল স্যাকেট।

বয়স তার ষাটের ওপরে। ক্যানসাসের দুরন্ত সময়গুলোতে নানা শহরে আইনরক্ষক ছিল। ব্যাগলেকে সে জানাল ঊনিশবার আহত হবার পর টেক্সাসে এসেছে সে শান্তির সঙ্গে কর্তব্য পালনের আশায়। শেষবার কোনমতে বেঁচেছে। তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বুনো শহরে আর নয়। বিশ বছর হলো টেক্সাসে আছে সে। সীমান্তরেখা বদলের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়িয়েছে। শেষ বয়সটা নিশ্চিন্তে কাটাতে চায়। সাধারণত নতুন শহরে নানা ধরনের চাকরি নেয় সে, চলার মতো টাকা জমলেই পথে বেরিয়ে পড়ে আবার। তবে মাঝে মাঝে এখনও আইনরক্ষার দায়িত্ব নেয়। লস অউচসেও সেকারণেই শেরিফের পদটা নিয়েছে।

এতোই ছোট শহর লস অউচস আর ঘন জনবসতি থেকে এতোই দূরে যে আগন্তুক বলতে গেলে আসেই না। মাঝে মাঝে আশেপাশের র‍্যাঞ্চ থেকে কাউবয়রা আসে, তখন একটু হৈ-হুল্লোড়

হয়। বেশি কিছু না। ঝামেলা হয় না বললেই চলে। কারও কুকুর বুড়ো বয়সে মারা গেলে সেটাই শহরে বড় একটা খবর হিসেবে গণ্য হয়।

তবে গোলমাল একেবারেই হয় না তা কিন্তু নয়। সীমান্তের বদমাশ লোকের দল মাঝে মাঝে ঝামেলা করতে আসে। কোল স্যাকেট বুড়ো হলেও এখনও যথেষ্ট কঠোর। তার মুখোমুখি হয়ে গোলমাল পাকানোর সাহস করে না বেশির ভাগ বদমাশ। যারা করে তাদের কয়েকজন এখন শুয়ে আছে লস অউচসের বুটহিলে। তো এই শেরিফ কোলের জেলখানাতেই ঠাঁই হলো ব্ল্যাক শ্যাডো আর এব রেঞ্জার। পাহারার দায়িত্বে থাকল কোল স্যাকেট, আর স্যাকেটের রুগ্ন ডেপুটি মুরে গ্রীন।

রেঞ্জার সার্জেন্টকে অনুরোধ করেছে ব্যাগলে, লারেডোতে একটা টেলিগ্রাম করার জন্যে। বেননকে জানাতে বলেছে কোথায় ওকে পাওয়া যাবে। ব্যাগলে ধারণা করছে বেনন বা আর কেউ নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে লারেডোতে। ওরা আশা করবে বন্দিদের নিয়ে লারেডোতে যাবে ব্যাগলে। গভর্নর ডুক কাউকে না কাউকে পাঠাবে, ব্যাগলে নিশ্চিত। যদি না পাঠিয়ে থাকে তাহলে পরেরটা পরে ভেবে দেখবে, ঠিক করেছে ব্যাগলে, এখনই দুশ্চিন্তা করে মাথার চুল আরও পাকানোর কোন অর্থ নেই। আপাতত এখানে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। লারেডো থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে কেউ রওনা হয়ে থাকলে তার এখানে পৌঁছাতে অন্তত দু'থেকে তিনদিন সময় লাগবে।

সময়টা নষ্ট করতে রাজি নয় ব্যাগলে। শেরিফের দায়িত্বে বন্দিদের রেখে গোসল খাওয়া শেষ করেই একটা সেলুনে গিয়ে ঢুকেছে ও, গলা পর্যন্ত গিলেছে মদ। বার টেন্ডারকে একসময় হুঁশিয়ার করেছে, 'অ্যাই, তুমিও আমার মতো বউকে লুকিয়ে মদ

খাচ্ছ বুঝি? আর খেয়ো না, তোমাকে কেমন যেন ঝাপসা দেখাচ্ছে!'

শেষ পর্যন্ত প্রায়-অচেতন ব্যাগলেকে কোলে করে তুলে হোটেলের রুমে শুইয়ে দিয়ে এসেছে শেরিফের রুগ্ন ডেপুটি। আরেকটু হলে সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে জখম হতো দু'জনই।

*

লারেডোতে পৌঁছে দু'দিন অপেক্ষা করেছে বেনন, তারপর ব্যাগলের টেলিগ্রাম পাবার পর এক মুহূর্ত দেরি না করে রওনা দিয়েছে, যতো দ্রুত সম্ভব পৌঁছাতে চায় লস অউচসে।

রেঞ্জার সার্জেন্টের টেলিগ্রামটা পেয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলেছে ও।

ব্যাগলে আর দুই বন্দি, ব্ল্যাক শ্যাডো আর এব রেঞ্জা লস অউচসে। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে ব্যাগলে।

আগে শহরটার নামও শোনেনি বেনন। রেঞ্জারদের ক্যাপ্টেন মানচিত্রে শহরটা কোথায় আছে সে সম্বন্ধে একটা ধারণা দিয়েছে ওকে। ওটার অবস্থান দেখে বেনন বুঝতে পেরেছে চেষ্টা করলে ঘোড়াটাকে কষ্ট না দিয়েও দু'দিনের মধ্যে ওখানে পৌঁছে যেতে পারবে ও।

এখন ও চলেছে পাথুরে সীমান্ত-ট্রেইল ধরে। পেছনে আসছে একটা মালবাহী ঘোড়া। প্রচুর গুলি, খাবার, পানি ইত্যাদি আছে ঘোড়াটার পিঠে, কিন্তু দিনে দু'বার খাবার সময় ছাড়া থামছে না বেনন।

লস অউচস সীমান্তের বড় বেশি কাছে। ব্ল্যাক শ্যাডোর স্যাঙাতরা ওখানে হামলা করে তাদের আউট-ল নেতাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে পারে। ছোট শহর। খুবই ছোট। ডাকাতরা হামলা করলে তাদের উদ্দেশ্য সফল হতেও পারে। অযথা ঝুঁকি না নিয়ে যতো দ্রুত সম্ভব ব্ল্যাক শ্যাডো আর এব রেঞ্জাকে অস্টিনের

পথে রওনা করিয়ে দেয়া দরকার।

সেজন্যেই দ্রুত ঘোড়া ছোটাচ্ছে বেনন। এখন একটা ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে এক নাগাড়ে পথ চলছে, দু'পাশে বেলেপাথরের খাড়া দেয়াল, ঘোড়ার খুরের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। মনে দুশ্চিন্তা। যতো কঠোর লোকই হোক ব্যাগলে, গোলাগুলিতে যতো অভিজ্ঞ মানুষই হোক, এধরনের কাজ ওর জীবনে এই প্রথম। তাছাড়া বেননই ওকে এপথে এনেছে। ব্যাগলের যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে ব্যাগলের বউয়ের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে ও? মহিলার আপত্তির মুখে ঘর ছেড়েছে ব্যাগলে।

ক্যানিয়নের ভেতরটা জ্বলন্ত চুলোর মতো গরম। পাথুরে দেয়াল আর মেঝে থেকে তাপ উঠছে। ক্যানিয়নটা পার হলে বিরান রুক্ষ পাথুরে সমতলে পৌঁছাবে ও। কোনও গাছ জন্মেনি ওখানে, সমতল গিয়ে মিশেছে পাথুরে টিলার সারিতে। ওই টিলাগুলো পার হতে হবে বেননকে।

আন্দাজ করল বিকেলের আগে পাহাড়ের কাছে পৌঁছাতে পারবে না। ঠিক করল, সেক্ষেত্রে রাতে পাহাড় পেরোবে ও, ক্যাম্প করবে ওখানেই। ভোরে রওনা হতে পারলে সূর্য পুরোপুরি তাপ ঢালার আগেই সবুজ সমতলে পৌঁছে যেতে পারবে। ওসব অনেক পরের কথা, এখনও ক্যানিয়নই পেরোতে পারেনি, তার আগেই চমকে উঠে সরে পড়ার তাগাদা অনুভব করল ও।

কড়াক্ করে গর্জে উঠেছে একটা রাইফেল। ক্যানিয়নের ভেতর এতো দ্রুত এতোবার আওয়াজটা প্রতিধ্বনিত হলো যে কোনদিক থেকে গুলি করা হয়েছে বোঝার কোন উপায় রইল না। পাথরে পিছলে গুলিটা কোথায় গেল বলতে পারবে না বেনন, কিন্তু দেখতে পেল ওর ঘোড়ার নাকের সামনে মেঝেতে ধুলো উড়ছে।

আতঙ্কে পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে ঘোড়াটা, হ্রেষাধ্বনি করছে। রাশের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে ঘোড়াটাকে চার পায়ে দাঁড় করাল বেনন। দ্বিতীয়বার গর্জে উঠল রাইফেল। এবার লক্ষ্য ভেদ করতে পেরেছে।

বেননের মালবাহী ঘোড়াটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, যেন কেউ ওটার তলা থেকে চার পা সরিয়ে নিয়েছে হ্যাঁচকা টানে। ধাক্কা লাগল বেননের ঘোড়ায়, হোঁচট খেল ওটা। স্যাডল থেকে পড়ে যাচ্ছিল বেনন, শেষ মুহূর্তে কোনরকমে সামলে নিল। ততোক্ষণে হাতে বেরিয়ে এসেছে সিক্সগান, ঘোড়া সামলানোর ফাঁকে আততায়ী লোকটা যেখানে থাকতে পারে সে জায়গা লক্ষ্য করে আন্দাজে গুলি করল, এক পলকেরও কম সময়ে লোকটার রাইফেলের ধোঁয়া দেখতে পেয়েছে। পর মুহূর্তে বিড়বিড় করে অভিশাপ দিল। আরেকটা বুলেট ওর কাঁধের ওপর দিয়ে এসে কানের লতি ছুঁয়ে গেছে।

চট করে ঘোড়া ফেরাল ও, ক্যানিয়নের দেয়ালে দ্বিতীয় লোকটাকে দেখতে পেয়ে গুলি করল তাক না করেই। দূর দিয়ে গেল ওর গুলি। দু'দিকে দুই গুপ্তঘাতক! মাঝখানে পড়ে গেছে বেনন! স্যাডলে নিচু হয়ে ঘোড়ার পিঠের সঙ্গে মিশে যেতে চেষ্টা করল ও, এদিকে উন্মত্তের মতো ছুটতে শুরু করেছে ওর ঘোড়াটা। বৃষ্টির ফোঁটার মতো বুলেট আসছে দু'দিক থেকে। বেশির ভাগই ঘোড়াটার পায়ের কাছে বিঁধছে। দু'একটা চলে যাচ্ছে বেননের মাথার ওপর দিয়ে।

বুঝতে পারছে বেনন, লোক দু'জন চাইছে ওর ঘোড়াটাকে জখম করে ওকে অসহায় অবস্থায় ফেলতে। ওরা জানে ঘোড়া না থাকলে আগে হোক পরে হোক বেননকে ওরা নিশ্চিন্তে শেষ করতে পারবে। এঁকেবেঁকে ঘোড়া ছোটাচ্ছে বেনন। ভাগ্যকে

ধন্যবাদ দিচ্ছে এখনও, ঘোড়াটা পাথুরে জমিতে দৌড়াতে অভ্যস্ত, নইলে অনেক আগেই আছাড় খেয়ে পা ভাঙত। কোল্টটা হোলস্টারে রেখে খাপ থেকে একটানে রাইফেলটা বের করে নিল ও। যেকোন একজন খুনীকে শেষ করতে হবে, নইলে দু'দিকের আক্রমণে খুন হয়ে যেতে হবে। দাঁতে দাঁত চেপে ভাবল, একজনকে শেষ করতে পারলে এবং কপাল ভাল হলে দ্বিতীয় লোকটার হিল্লে করার সুযোগ পাবে।

পেছন থেকে আসা সূর্যের আলোয় ক্যানিয়নের দেয়ালের মাথায় দাঁড়ানো লোকটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। লোকটা তার রাইফেল নাড়ানোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল নীলচে ইস্পাত। লিভার টেনে রাইফেলে বুলেট ঢোকাচ্ছে সে। রাইফেল কোমরের কাছে তুলে ছুটন্ত ঘোড়া থেকেই তাকে লক্ষ্য করে গুলি করল বেনন। নিচের পাথরে লাগল ওর গুলি। পাথরের কুচি ছিটকে উঠল। আততায়ীও গুলি করেছে। ভয় পাওয়ায় অনেক দূর দিয়ে গেল তার গুলি। দ্বিতীয় লোকটা দ্রুত খালি করল তার রাইফেল। এখনও ঘোড়াটার গায়ে গুলি লাগানোর চেষ্টা করছে। দ্বিতীয় লোকটাকে লক্ষ্য করে গুলি করল বেনন। লক্ষ্যে আঘাত হানবে সে আশা ও করেনি, লোকটা ছিল পাথরের আড়ালে, অবাক হয়ে গেল বেনন তাকে পাথরের আড়াল ছেড়ে টলমল পায়ে বেরিয়ে আসতে দেখে। ওর গুলি সম্ভবত খুব কাছে কোথাও আঘাত হেনেছে, ভয় পেয়ে গেছে লোকটা। সরু একটা পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, এক হাতে পাথর ধরে ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করতে করতেই আবার বোল্ডারটার আড়ালে আশ্রয় নিতে ঘুরে দাঁড়াল।

পরপর দু'বার গর্জন ছাড়ল বেননের রাইফেল। এতোই দ্রুত গুলি করেছে যে আওয়াজ শুনে মনে হলো একটা গুলি করা হয়েছে।

ঝাঁপ দিয়েছিল খুনী, বুকেপেটে লাগল গুলি দুটো। শূন্যে ঝাঁকি খেল শরীরটা, তারপর পাথরটার সঙ্গে বাড়ি খেয়ে নিচে পড়ল লাশ। পাথরে পড়ে ঠং করে আওয়াজ করল রাইফেলটা। চরকির মতো ঘোড়া ঘোরাল বেনন, বিদ্যুতের বেগে দ্বিতীয় লোকটার উদ্দেশে গুলি করল। পিছিয়ে গেল অ্যাম্বুশার, পালটা কোন গুলি হলো না। পাড় লক্ষ্য করে রাইফেল খালি করল বেনন, দেখল পাথরে লেগে কুচি ছিটাচ্ছে বুলেটগুলো। এবার ছুটতে শুরু করল ও ক্যানিয়নের মুখ লক্ষ্য করে। প্রায় বেরিয়ে এসেছে সমতল ভূমিতে এমন সময়ে শেষ গুলিটা শিস কেটে চলে গেল ওর মাথার ওপর দিয়ে।

এক পাশে সরে গুলির আওতার বাইরে ঘোড়া থামাল বেনন। শুনতে পেল একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর: 'এবার পার পেয়ে গেলে, রক বেনন! পরেরবার খুন হয়ে যাবে।'

কোল্ট আর রাইফেলে বুলেট ভরে নিল বেনন, ভ্রূ কুঁচকে আছে। ক্যানিয়নের দিকে ফিরে চাইল। চারপাশ নিরব। ক্যানিয়নের দেয়ালের ওপর কোন নড়াচড়া নেই।

এখন বেনন নিশ্চিত, লোক দু'জন সাধারণ ডাকাত ছিল না যারা ওর টাকা-পয়সার লোভে আক্রমণ চালিয়েছে। তারা যারাই হোক, চেয়েছিল ওকে খুন করতে।

লোকটার কথাটা মাথা থেকে দূর করল না বেনন। লোকটা বলেছে পরেরবার ভুল করবে না, খুন করবে ওকে। হালকা ভাবে হুমকিটাকে নেবার উপায় নেই। খুনের চেষ্টা আবার হবে এটা ধরে নেয়াই বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে। এখন ওর মনে হলো যতো সহজে ভেবেছিল ততো সহজে লস অউচসে পৌঁছাতে পারবে না ও। এখন থেকে নিজের ট্রেইল গোপন করে এগোতে হবে। রাতে ক্যাম্প করতে হবে পানি থেকে দূরে কোথাও, যাতে সহজেই ওর

অবস্থান আঁচ করে আক্রমণ শানাতে না পারে শত্রুপক্ষ।

*

ব্ল্যাক শ্যাডো আর এব রেঞ্জাকে আলাদা দুটো কুঠুরিতে বন্দি করে রাখা হয়েছে। বিশালদেহী ব্ল্যাক শ্যাডো শুয়ে আছে তার বাঙ্কে। মাথার নিচে দু'হাত, তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে, কাঠের মোটা কড়িকাঠ দেখছে।

রেঞ্জা অস্থির পায়ে তার কুঠুরির ভেতর পায়চারি করছে, নিচু স্বরে বকবক করছে সর্বক্ষণ, শ্যাডোর কাছে নিজের নানা অভিযোগ করে চলেছে।

'চুপ করো তো!' কিছুক্ষণ পর ধমকে উঠল ব্ল্যাক শ্যাডো। 'বকবকানির চোটে মাথা ধরে যাচ্ছে!'

'মাথা আরও বেশি ধরবে, যখন ওরা আমাদের ফাঁসিতে চড়াবে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল রেঞ্জা। 'আমি ভাবতেই পারছি না কি করে এমন বিপদের সময় তুমি নিশ্চিন্তে আরাম করে শুয়ে আছো। ভুলে গেছ আমরা এখন টেক্সাসে? অস্টিনে নিয়ে যাওয়া হবে আমাদের। ওখানে আমাদের ফাঁসিতে চড়িয়ে দেবে।'

'এখনও আমরা অস্টিনে যাইনি,' শান্ত গলায় বলল ব্ল্যাক শ্যাডো। 'অস্টিন বহু দূরে।'

'কিন্তু যেতে হবে ওখানে। এই জেল থেকে বের হবার কোন উপায় নেই। একবার পরখ করে দেখো দেয়ালগুলো।' দেয়ালে কষে লাথি মারল রেঞ্জা। 'অন্তত এক ফুট চওড়া পাইনের খুঁটি দিয়ে তৈরি।'

নাক দিয়ে একটা শব্দ করল ব্ল্যাক শ্যাডো, তবে মাথা কাত করে দেয়ালের দিকে তাকাল। পাইনের গুঁড়ির কোথাও কোথাও এখনও গাছের ছাল লেগে রয়েছে। ভেতরের গন্ধে জেলখানার বদলে মনে হয় জঙ্গলের ভেতরে আছে তারা। আবার ছাদের দিকে

তাকাল শ্যাডো, হলদে কাঠের গুঁড়ির তৈরি ছাদ, ওপথে বের হতে পারার কোন সম্ভাবনা নেই।

এব রেঞ্জা হয়তো ঠিকই বলেছে, ভাবল শ্যাডো, আসলেই হয়তো পালাবার কোন পথ নেই। হয়তো সত্যিই তাদের জন্যে ফাঁসির দড়ি অপেক্ষা করে আছে। রেঞ্জার দিকে চোখ ফেরাল শ্যাডো। অনবরত পায়চারি করার মাধ্যমে লোকটা তার ভেতর মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে। তারচেয়েও খারাপ যেটা সেটা হলো এব রেঞ্জা হয়তো নিজের গলা বাঁচাতে মেক্সিকো আর অন্যান্য জায়গায় তারা কি কাজ করে বেড়িয়েছে সেটা কর্তৃপক্ষের কাছে বলতে উৎসাহী হয়ে উঠবে। বলা যায় না, জান বাঁচাতে হয়তো রাজসাক্ষী হয়ে বসবে। ঘটনা যদি সে পর্যন্ত গড়ায় তাহলে ব্ল্যাক শ্যাডোর ফাঁসি ঠেকানোর সাধ্য কোন উকিলের বাপের দাদারও হবে না।

প্যাসেজে একজন লোক ঢুকতে গরাদ দেয়া দরজার ভেতর দিয়ে তাকাল ব্ল্যাক শ্যাডো। মুরে গ্রীন এসেছে। স্বল্পভাষী, ধীরস্থির লোক। ওদের জন্যে সাপার এনেছে। গত রাতেও এ-ই সাপার এনে দিয়েছিল। খাবার সময়গুলোতে একেই পাঠানো হয়।

বরাবরের মতোই অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে শেরিফ কোল স্যাকেট, এক হাতে চাবির গোছা, আরেক হাতের তালু অস্ত্রের বাঁটে। তার ভাল করেই জানা আছে মুরে গ্রীন মানুষটা চালাক চতুর নয়। ব্ল্যাক শ্যাডো যাতে কোন সুযোগ না পায় সেটা শেরিফ নিশ্চিত করছে।

দরজার তলা দিয়ে খাবারের ট্রে ঠেলে ভেতরে দিল গ্রীন। পিছু হটে দাঁড়াল, তারপর মাথার হ্যাটটা ঠিক মতো টেনে বসাল কপালের ওপর। চোখ সেঁটে আছে বন্দিদের ধোঁয়া ওঠা গরম স্ট্যুর বাটির ওপর।

বাঙ্ক থেকে নেমে ট্রের দিকে পা বাড়াল ব্ল্যাক শ্যাডো। ট্রেটা হাতে তুলে নিয়ে গ্রীনের দিকে চেয়ে হাসল, প্রশংসার সুরে বলল, 'সত্যি তোমরা ভাল খাবার দাও।...রান্না কি তুমি করেছ, ডেপুটি?'

চোখ পিটপিট করে তাকাল গ্রীন। 'অ্যাঁ? আমি? নাহ্! আমি না। ক্যাফে থেকে খাবার আসে।' শেরিফের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল, 'ক্যাফে থেকে আসে না, শেরিফ, বস্?'

আস্তে করে মাথা দোলাল কোল স্যাকেট, শীতল চোখে তাকিয়ে আছে ব্ল্যাক শ্যাডোর দিকে। 'ক্যাফে থেকেই আসে, মুরে, ঠিক বলেছ তুমি। এবার সরে এসো, খেতে দাও ওদের। পরে এসে ট্রেগুলো নিয়ে যেয়ো। কাজ শেষ হলে সাপার খেতে যেতে পারবে তুমি। এসো এবার।' দরজার ওপাশে পা রাখল শেরিফ, কিন্তু দরজাটা এখনও খোলাই রেখেছে।

খানিকটা বিষণ্ন চেহারায় ওপর-নিচে মাথা নাড়ল আশাহত ক্ষুধার্ত ডেপুটি, বিড়বিড় করে বলল, 'দারুণ খিদে লেগেছে!'

'আমার আবার মোটেই খিদে লাগেনি,' বলল ব্ল্যাক শ্যাডো। 'বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে অস্টিনে নিয়ে গিয়ে আমার কি অবস্থা করবে ওরা।' স্বর নিচু করল সে, যাতে শুধু মুরে গ্রীন শুনতে পায় এমন ভাবে বলল, 'ডেপুটি, দশ মিনিট পরে এসো তুমি, আমার স্ট্যু দিয়ে দেব তোমাকে।'

দেখে মনে হলো চোখে আলো জ্বলে উঠেছে মুরে গ্রীনের। গলা নামাল সে-ও। 'মনে হয় না শেরিফ আমাকে তোমার স্ট্যু খেতে দেবে।'

'দূর! সে জানবেই না। এখন তো সে সাপার খেতে যাবে, তাই না?' গত রাতে এসময়েই শেরিফকে খেতে যেতে দেখেছে শ্যাডো। গ্রীন মাথা দোলানোয় বলল, 'সে গেলে তুমি শুধু চলে আসবে এখানে। নিজেরটার সঙ্গে আমার স্ট্যুও খাবে। জিনিসটা

নষ্ট করার কোন মানে হয় না। শেরিফ কচুও জানবে না।'

'মুরে!' অফিসের দরজার কাছ থেকে ডাক দিল কোল স্যাকেট। 'বকবক থামিয়ে জলদি এসো। ক্যাফেতে আমার সাপার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!'

'আমি আসব,' বলে দরজার দিকে পা বাড়াল মুরে, ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

তার উদ্দেশে চোখ টিপে বাটিটা বাঙ্কে নিয়ে রাখল ব্ল্যাক শ্যাডো, টের পাচ্ছে একদৃষ্টিতে তাকে দেখছে এব রেঞ্জা। গ্রীন চলে যাবার পর অফিসের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। এবার তার দিকে এগিয়ে এলো রেঞ্জা। 'ব্যাপার কি, শ্যাডো?'

স্ট্যুয়ের বাটির ওপর দিয়ে রেঞ্জাকে দেখল ব্ল্যাক শ্যাডো, চামচে করে স্ট্যু মুখে তুলে শক্ত মাংস চিবাতে চিবাতে বলল, 'অপেক্ষা করো। দেখো কি ঘটে।'

'একটু আগে না বললে স্ট্যু মুরে গ্রীনের জন্যে রেখে দেবে?'

'বলেছি তো কি হয়েছে? খিদে আমারও লেগেছে।' খাচ্ছে ব্ল্যাক শ্যাডো। স্ট্যুর বাটি অর্ধেক খালি করে তবে থামল।

নিজের স্ট্যু আস্তে ধীরে খেল রেঞ্জা, বিভ্রান্ত বোধ করছে। বিশালদেহী আউট-লয়ের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও নজর সরাচ্ছে না। প্যাসেজের দরজায় তালা খোলার ক্লিক আওয়াজ শুনে সোজা হয়ে বসল। দরজা খুলে গেল, জেল কুঠুরির দিকে হেলেদুলে এগিয়ে আসছে মুরে গ্রীন, এক হাতে চাবির গোছা, খাবার পাবার আশু সম্ভাবনায় চেহারা উজ্জ্বল হয়ে আছে।

হাসি হাসি চেহারায় জিজ্ঞেস করল, 'স্ট্যু রেখেছ তো?'

'নিশ্চই!' বাটিটা হাতে দরজার দিকে এগোল ব্ল্যাক শ্যাডো। 'এক্ষুণি দরজার তলা দিয়ে ঠেলে দিচ্ছি।'

উবু হলো ব্ল্যাক শ্যাডো, এমন ভাবে বাটি ধরে আছে যে মুরে

গ্রীন বুঝতে পারবে না বাটি মাত্র অর্ধেক ভর্তি। দরজার ওপাশে গ্রীনও উবু হলো বাটিটা ধরার জন্যে। বাটিটা যতোটা না কুঠুরির বাইরে তার চেয়ে ভেতরেই বেশি আছে এমন ভাবে রেখেছে শ্যাডো।

ঝট করে গরাদের ফাঁক দিয়ে মুরে গ্রীনের দু'হাতের কব্জি চেপে ধরল আউট-ল, তারপর হাঁটুর ধাক্কা দিল শিকের গায়ে। পেছনে হটছে।

মোটা মোটা শিকের তৈরি দরজার গায়ে দড়াম করে বাড়ি খাওয়ার আগে অস্ফুট একটু আওয়াজ করতে পারল শুধু গ্রীন। নাক ভেঙে চিরিক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। শিকের আঘাতে ফেটে গেছে কপালটাও। গোল একটা আব গজিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

কব্জি ছেড়ে এক হাতে দ্রুত গ্রীনের গলা পেঁচিয়ে ধরল ব্ল্যাক শ্যাডো, চাপ বাড়াল। খালি হাতটা দিয়ে এখনও শক্ত করে ধরে রেখেছে গ্রীনের কব্জি। গলায় চাপ বাড়াল আরও। চোখ বড় বড় করে দস্যু সর্দারের কীর্তি দেখছে এব রেঞ্জা। দেখতে দেখতে ডেপুটির ছটফটানি বন্ধ হয়ে গেল, শিথিল হয়ে পড়ল শরীর। অচেতন হয়ে গেছে মুরে গ্রীন। তাকে ছেড়ে দিতেই মেঝেতে পড়ে গেল। এবার চাবির গোছার দিকে হাত বাড়াল শ্যাডো। গোছাটা নিজের কুঠুরির ভেতর টেনে এনে উঠে দাঁড়াল। একের পর এক চাবি তালায় ঢুকিয়ে চেষ্টা করল খুলতে। চতুর্থ চাবিতে খুলে গেল জেলের তালা।

শিক ধরে দাঁড়িয়ে দেখছে রেঞ্জা, উত্তেজনায় শিকে এতোই চেপে বসেছে আঙুলগুলো যে রক্ত সরে গেছে। বারবার প্যাসেজের শেষ মাথায় দরজার দিকে তাকাচ্ছে উদ্বিগ্ন চোখে।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো ব্ল্যাক শ্যাডো। মুরে গ্রীনের

গানবেল্ট খুলে পরে নিল। অস্ত্রটা ঝুলিয়ে নিল কোমরে।

'তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দাও, শ্যাডো,' উদগ্রীব কণ্ঠে আহ্বান করল রেঞ্জা। 'তারচেয়ে চাবিটা আমাকে দাও। তুমি দরজার দিকে খেয়াল রাখো।'

শিকের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রেঞ্জা। তার দিকে চেয়ে সবক'টা দাঁত বের করে হাসল শ্যাডো, তারপর প্যাসেজের দূর প্রান্তে চাবির গোছা ছুঁড়ে ফেলে দিল। হাঁ হয়ে গেল রেঞ্জা। চোয়াল ঝুলে পড়েছে। বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে শ্যাডোর দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপ্...ব্যাপার, শ্যাডো?'

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না শ্যাডো, দেয়ালের পেরেক থেকে লণ্ঠনটা খুলে নিয়ে রেঞ্জার কুঠুরির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মুখে কোন কথা নেই, তাকিয়ে আছে হতবাক এব রেঞ্জার দিকে। তারপর দ্রুত নড়ল তার হাত।

দরজা থেকে ছিটকে পেছনে হটল রেঞ্জা, ব্ল্যাক শ্যাডো কি করতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আতঙ্কে চেঁচাল, 'না, শ্যাডো! না! ঈশ্বরের দোহাই!'

শিকের ফাঁক দিয়ে লণ্ঠনটা ছুঁড়ে দিল শ্যাডো। মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল লণ্ঠনের কাঁচ। তেল ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। পরমুহূর্তেই আগুন ধরে গেল শুকনো কাঠে। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। দেখতে দেখতে দেয়াল আর ছাদে ধরে গেল। গায়ে আগুনের হলকা লাগতে আরও পিছু হটল রেঞ্জা, লাফ দিয়ে বাঙ্কের ওপর উঠে দাঁড়াল, কি করবে বুঝতে পারছে না। এতোই আতঙ্কিত যে চিৎকার করতেও ভুলে গেছে।

'অ্যাডিয়োস, এব,' বলে দরজার দিকে পা বাড়াল শ্যাডো।

এতোক্ষণে হুঁশ ফিরল এব রেঞ্জার, চেঁচাল সে, 'আমাকে ফেলে যেয়ো না, শ্যাডো; ঈশ্বরের দোহাই লাগে তোমার!'

'তোমাকে আমার আর কোন দরকার নেই,' নিচু স্বরে কথাটা বলে দরজা খুলে অফিস-ঘরে পা রাখল ব্ল্যাক শ্যাডো। ঠিক সেই মুহূর্তে অফিসে ঢোকার দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকছে শেরিফ কোল স্যাকেট। হাত তার সিক্সগানের বাঁটে। এব রেঞ্জার চিৎকার শুনে বুঝতে পেরেছে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটছে জেলখানার ভেতরে। ডেস্কের পেছনের ভারী চেয়ারটা এক হ্যাঁচকা টানে তুলে নিয়ে বুড়ো ল-ম্যানের দিকে-ছুঁড়ে দিল ব্ল্যাক শ্যাডো, পরমুহূর্তে ড্র করল।

তবে আগে গুলি করল কোল স্যাকেটই। চেয়ারের পথ থেকে সরে যেতে গিয়ে তাক নষ্ট হওয়ায় তার গুলি দেয়ালে গাঁথল। কিন্তু শ্যাডো মিস করল না, গেঁথে ফেলল বুড়ো মানুষটাকে। বুকে গুলি খেয়ে ধপ করে দরজার চৌকাঠের ওপর পড়ল কোল স্যাকেট। কয়েকবার কেশে নিরব হয়ে গেল, দুর্বল ভঙ্গিতে নড়ছে তার পা দুটো। দ্রুত কদমে গানর‍্যাকের কাছে পৌঁছে গেল শ্যাডো, একটা উইনচেস্টার রাইফেল আর একবাক্স গুলি নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল। বুড়ো স্যাকেটের মুখের ওপর রাইফেলের বাঁট দিয়ে কষে এক বাড়ি বসিয়ে তাকে টপকে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। দেখল তার দিকে দৌড়ে আসছে শহরের এক বাসিন্দা, চিৎকার করে কি যেন বলছে আগুনের ব্যাপারে।

রাইফেলের নল দু'হাতে ধরে গদার মতো করে বাঁট চালাল ব্ল্যাক শ্যাডো লোকটার পাঁজরে। ধাক্কা খেয়ে শূন্যে উঠে ধপাস করে পেছনে গিয়ে পড়ল লোকটা। এক লাফে হিচরেইলের কাছে পৌঁছে গেল দস্যু, একটা স্যাডল চাপানো ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে দড়ি খুলে ফেলল দ্রুত হাতে, তারপর ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটতে শুরু করল। তার চলার পথের সামনে থেকে জান বাঁচাতে ছিটকে সরে গেল এগিয়ে আসা আরও দু'জন শহরবাসী। ব্ল্যাক

শ্যাডো ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল শহর ছেড়ে। রাতের আঁধারে দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল সে।

জেলখানাটা ততোক্ষণে নরকের আগুনের কুণ্ডে পরিণত হয়েছে। চারপাশ থেকে লোকজন ছুটে আসছে আগুন নেভাতে। ঘোড়ার পানি খাবার চৌবাচ্চা থেকে কাঠের বালতিতে করে আনা হচ্ছে পানি, ঢেলে দেয়া হচ্ছে জেলখানার কাঠের দেয়ালে। শুকনো কাঠ, সহজে আগুন নিভবে না। সবাই ভয় পাচ্ছে বাতাস ছাড়লে গোটা শহরে আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এক হাতে ট্রাউজারের বোতাম লাগাতে লাগাতে আরেক হাতে নাইন গান নিয়ে দৌড়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো আধ মাতাল ব্যাগলে। হৈ-চৈ চিৎকার চেঁচামেচির ফাঁকে শুনতে পেল দ্রুত ছুটন্ত একটা ঘোড়ার খুরের শব্দ, দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ব্যাগলে জানে না কি ঘটেছে, কিন্তু জ্বলন্ত জেলখানার দিকে একবার তাকিয়েই আন্দাজ করতে পারল যে ব্ল্যাক শ্যাডো অন্ধকারে কালো একটা ছায়ার মতোই মিশে গেছে।

সামনের সারিতে চলে এলো ব্যাগলে, তারপর গায়ে পানি পড়তেই হুড়মুড় করে পেছনে হটল। আগুনের হলকা এসে লাগছে মুখে, হাত দিয়ে চেহারা আড়াল করল ও। বরফের মতো জমে গেল জায়গায়। স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে আগুনের হিসহিস আওয়াজ আর চিৎকার চেঁচামেচি ছাপিয়ে একজন লোকের মরণ চিৎকার।

সামনের লোকটার হাত থেকে বালতি কেড়ে নিয়ে তার প্রবল আপত্তি পাত্তা না দিয়ে নিজের গায়ে পানি ঢালল ব্যাগলে, আরেকজনের হ্যাট কেড়ে পরে নিল মাথায়, তারপর লাফ দিয়ে উঠল বোর্ডওয়াকে। জনতা চেঁচাচ্ছে ওর কাণ্ড দেখে। জেলখানার দরজা খোলা। ভেতরে পড়ে থাকা শেরিফ কোল স্যাকেটের দেহ দেখতে পেল ব্যাগলে। শার্ট ধরে লোকটাকে টেনে বাইরে বের

করে আনল, বুঝতে দেরি হলো না যে মারা গেছে ল অফিসার। জ্বলন্ত বাড়িটার ভেতর থেকে আরেকবার মরণ চিৎকার শোনা গেল।

আগুনের তাপ পাত্তা না দিয়ে লাফ দিয়ে অফিসের ভেতর ঢুকল ব্যাগলে, চলে এলো প্যাসেজের দরজার কাছে, ঢুকে পড়ল ভেতরে। ওর পরনের ভেজা কাপড় থেকে ততোক্ষণে বাষ্প উঠতে শুরু করেছে। গরম হয়ে যাচ্ছে ভেজা পোশাক। ছাদ আর দেয়ালগুলোয় আগুন জ্বলছে। তাপের কারণে ভেঙে চুরচুর হয়ে পড়ে যাচ্ছে জানালাগুলোর কাঁচ। শুকনো কাঠ ফাটছে পিস্তলের গুলির শব্দে। একটা বীম কয়লা হয়ে গেছে। ছাদের কিছুটা অংশ ধসে গেল। আগুনের আওতার বাইরে থাকতে গিয়ে ছিটকে পেছনে হটতে হলো ব্যাগলেকে। এখনও প্যাসেজের ভেতরেই আছে ও। দু'পাশের দেয়াল দাউ দাউ করে জ্বলছে। মুরে গ্রীনের দেহটা দেখতে পেল। কাপড়ে আগুন ধরে গেছে। পুড়ছে দেহটা।

পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে এব রেঞ্জা। লোকটার চুলে আগুন ধরে গেছে। পুড়ে গেছে চেহারা, চামড়া খসে পড়ছে নানা জায়গা থেকে। সারা দেহ আগুনের তাপে সেদ্ধ হয়ে গেছে। বেশিরভাগ পোশাকই পুড়ে ছাই। আগুনের ভেতর দিয়ে তাকে দেখে জ্বলন্ত একটা মশাল বলে মনে হচ্ছে।

'চাবি কোথায়?' চিৎকার করে জানতে চাইল ব্যাগলে। জবাব দেবার অবস্থায় নেই রেঞ্জা। হাঁ করে আবার চিৎকার ছাড়ল সে। একটানা চেঁচিয়ে যাচ্ছে। বোবা জানোয়ারের মতো আওয়াজ বের হচ্ছে তার গলা দিয়ে।

ধোঁয়ায় শ্বাস নিতে পারছে না ব্যাগলে। তাপে মনে হচ্ছে পুড়ে যাবে। পাগলের মতো চারপাশে তাকাল। চোখ আটকে গেল চাবির রিঙের ওপর। প্যাসেজে পড়ে আছে ওটা। দৌড়ে চাবির

কাছে গেল ও, নিচু হয়ে তুলে নিল গোছাটা, কাশছে যক্ষ্মা রোগীর মতো। কাপড় থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। যেকোন সময় আগুন ধরে যাবে। চাবির গোছাটা আগুনের মতোই গরম, হাতের চামড়া পুড়িয়ে দিচ্ছে। বাতাসে চাবি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সামনে বাড়ল, সেলের দিকে চলেছে।

এব রেঞ্জা ওর দিকেই তাকিয়ে আছে, কিন্তু দেখছে না কিছুই। চোখের বদলে কপালের নিচে দুটো কালো কোটর দেখা যাচ্ছে তার। ভ্রূ পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। যতোক্ষণে আসল চাবিটা দিয়ে ব্যাগলে দরজার তালা খুলতে পারল, ততোক্ষণে আগুনের ভেতরই হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে এব রেঞ্জা। দু'হাতে লোহার শিক ধরে আছে। চামড়া-মাংস ছিঁড়ে রয়ে গেল লোকটার হাত শিক থেকে ছাড়াতে গিয়ে। দড়াম করে ঘুসি মারল ব্যাগলে রেঞ্জার চোয়ালে, অজ্ঞান করে ফেলল। অচেতনতা এব রেঞ্জার জন্যে এখন আশীর্বাদ। এবার ও নিচু হয়ে আউট-লর দেহটা কাঁধে তুলে নিল, পা বাড়াল প্যাসেজের দরজার দিকে। টলছে মাতালের মতো। পায়ের হাঁটুর কাছে প্যান্টে আগুন ধরে গেছে, পুড়ছে চামড়া, জ্বলছে।

আরেকটা জ্বলন্ত বীম খসে পড়ল, বন্ধ করে দিল বের হবার পথ। থমকে দাঁড়াল ব্যাগলে, তারপর গায়ের জোরে লাথি মারল বীমের গায়ে। ধসে গেল বীম। টলতে টলতে অফিস ঘরে ঢুকল ব্যাগলে আউট-লকে কাঁধে নিয়ে। পোড়া গন্ধযুক্ত ধোঁয়ার কারণে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না প্রায়। অ্যাম্যুনিশন কাবার্ডের ভেতর আগুন লেগে যাওয়ায় বুলেটগুলো ফুটতে শুরু করেছে। যেকোন সময় একটা বুলেট ছুটে এসে ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারে।

হাঁটু ভাঁজ হয়ে যেতে চাইছে এব রেঞ্জার ওজনে। দৌড় দিল ব্যাগলে, আগুনের দেয়াল ভেদ করে রাস্তার দিকের দরজা দিয়ে

বেরিয়ে এলো বোর্ডওয়াকের ওপর। তাল সামলাতে পারল না, পড়ে গেল বোর্ডওয়াক থেকে রাস্তায়। ধুলোর মধ্যে গড়ান দিয়ে কাপড়ের আগুন নেভাবার চেষ্টা করল। নিভে গেল প্যান্টের আগুন।

একই সঙ্গে বেশ কয়েকজন ওর গায়ে তাদের পানির বালতি খালি করেছে। আহত এব রেঞ্জার কাছ থেকে গড়িয়ে সরে গেল ব্যাগলে, হাঁটু মুড়ে উঠে বসল। চাপড় দিয়ে শার্টের ছোট ছোট আগুনের ফুলকি নেভাল। পোড়া কাপড়ের গন্ধ পেল নাকে। চোখ থেকে পানি মুছে উপস্থিত জনতার দিকে তাকাল। যারা ওর গায়ে পানি ঢেলেছে তারা ছাড়া অন্যান্যরা এখনও বালতিকে বালতি পানি ঢালছে জেলখানার দেয়ালে।

'মিস্টার, তুমি বোধহয় পাগল,' ব্যাগলেকে বলল একজন। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ছে। 'পাগল না হলে কেউ ওর ভেতরে যায়!'

আঙুল তুলে আধপোড়া এব রেঞ্জাকে দেখাল ব্যাগলে, ক্লান্ত স্বরে নির্দেশ দিল, 'একজন ডাক্তার ডাকো। ডাক্তার দরকার ওর জন্যে। জানি না বাঁচবে কিনা, কিন্তু সাধ্যমতো করব আমরা। জলদি!'

এ ওর দিকে তাকাল লোকগুলো, তারপর শুকনো মতো একজন দৌড় দিল রাস্তা ধরে। অন্যদের সাহায্য নিয়ে উঠে দাঁড়াল ব্যাগলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে ও, পরীক্ষা করে দেখল ততোটা পোড়েনি ওর শরীর। বলা যায় এব রেঞ্জার তুলনায় কিছুই হয়নি। মনে মনে প্রার্থনা করল এব রেঞ্জা যাতে বলে যেতে পারে ব্ল্যাক শ্যাডো কোথায় আস্তানা গাড়বে। গাল বকল নিজের উদ্দেশে, মদ খেয়ে ফুর্তিতে মজে যাওয়া ওর মোটেই উচিত হয়নি। জেলখানায় নিজে পাহারায় থাকলে আজকে এই দুর্ঘটনা হয়তো ঘটত না।

বোকাসোকা সহজ সরল মুরে গ্রীনের ওপর ভরসা করা বোকামি হয়েছে। বলা যায় ওরই ভুলে মারা গেছে কোল স্যাকেট আর মুরে গ্রীন। ব্ল্যাক শ্যাডোকে গ্রেফতার করে আইনের হাতে তুলে দিতে না পারলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না ও।

এখন আফসোস করে কোন লাভ নেই। টেক্সাসের দুর্গম অঞ্চলে হারিয়ে গেছে ব্ল্যাক শ্যাডো। এখন তার পিছু নিয়ে কোন ফায়দা নেই। তবে রেঞ্জা হয়তো তথ্য দিয়ে সকালে ওকে সাহায্য করতে পারবে। যদি না পারে তাহলে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে ওকে। দীর্ঘ ট্রেইল পাড়ি দিয়ে আবার হদিস বের করতে হবে ব্ল্যাক শ্যাডোর। কাজটা প্রায় অসম্ভব। নিজের হাতের তালুর মতো সমস্ত এলাকা চেনে ব্ল্যাক শ্যাডো।

জনতাকে সাহায্য করল ব্যাগলে আগুন নেভাতে। কপাল ভাল যে পানির কারণে চারপাশের বাড়িগুলোতে না ছড়িয়ে দমে গেল আগুন। একটু পর জেলখানার আগুন নিভে গেল, ধোঁয়া উঠতে লাগল শুধু।

*

সারাটা বিকেল বেননের অনেক পেছনে সমতল ভূমিতে ধুলোর একটা মেঘ দেখা গেছে, অনুসরণ করে আসছে। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়েছে বেনন, নানা কৌশল করেছে, বেছে নিয়েছে অপেক্ষাকৃত দুর্গম পথ, কিন্তু পেছনের বালির কুণ্ডলী ঠিকই পিছু নিয়ে আসছে এখনও।

টিলার রাজ্যে পৌঁছানোর পর বেনম বুঝতে পারল অনুসরণকারীদের বোকা বানাতে গিয়ে সময় নষ্ট না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ধুলোর মেঘ দেখে ও বুঝেছে ধাওয়াকারীরা দলে কয়েকজন আছে। তারা জানে পাহাড়ের দিকে চলেছে ও। কষ্ট করে ট্র্যাক করতে হচ্ছে না তাদের, স্রেফ পাহাড়ের দিকে

এগোচ্ছে। কোন তাড়া নেই, নিশ্চিত যে বেননকে তারা কজা করতে পারবে।

হয় লোকগুলো অতি আত্মবিশ্বাসী, নয়তো পাহাড়ে আগে থেকেই তাদের লোক আছে, অপেক্ষা করছে বেননের জন্যে। গোটা ব্যাপারটাই গোলমেলে। পেছনের ক্যানিয়নে যখন অ্যাম্বুশের চেষ্টা হলো তখন খুব একটা অবাক হয়নি বেনন, যদিও অ্যাম্বুশ আশা করেনি, কিন্তু ওর পেশায় অনেক শত্রু তৈরি হয়। গত কয়েক বছরে বারবার ওর ওপর আচমকা হামলা হয়েছে। দুটো কারণে হয়েছে সেসব হামলা। ব্যক্তিগত শত্রুতা চরিতার্থ করতে, অথবা কোন আউট-লয়ের ঘোষিত বাউন্টি মানি সংগ্রহ করতে। বেশ কয়েকজন নামকরা ডাকাত বেননের মাথার ওপর হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

তবে এবার ব্যাপারটা একটু ব্যতিক্রম। এবার একদল লোক অনুসরণ করছে ওকে। দু'জন ছিল ক্যানিয়নে। পেছনে আছে আরও চার-পাঁচ জন। বলা চলে ঘিরে ধরে তারা ওকে পাহাড়ের দিকে নিয়ে চলেছে।

পাহাড়ের দিকে যেতে বাধ্য হওয়ার ব্যাপারটা বেননের পছন্দ হচ্ছে না। লোকগুলোকে অতি আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে। ওদের খসিয়ে দেয়ার চেষ্টাটাকে যেন পাত্তাই দিচ্ছে না। ভাল রকমের কোন গোলমাল আছে। মনে হচ্ছে আবার কোন আউট-ল ওর মাথার ওপর অনেক টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। লোকটা কে হতে পারে সেব্যাপারে কোন ধারণা নেই বেননের। দু'তিনজনকে হয়তো ও সামলাতে পারবে, কিন্তু একদল লোকের বিরুদ্ধে একা এই দুর্গম অঞ্চলে তেমন কিছু করার আছে বলে মনে হচ্ছে না। টিলা-টক্করের ভেতর ঢুকে লোকগুলোকে লেজ থেকে খসাতে না পারলে ভাল রকমের বিপদে পড়ে যাবে ও।

আরেকটা সম্ভাবনা উঁকি দিল বেননের মাথায়। লোকগুলো হয়তো আগিয়ে এসে ওকে শেষ করার চেষ্টা করবে না। শুধু দেখছে ও যায় কোথায়। ক্যানিয়নের ভেতর গোলাগুলির ব্যাপারটা ওর কাছে ঠিক স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। লোক দু'জন ইচ্ছে করলে প্রথম দুই গুলিতেই শেষ করে দিতে পারত ওকে। তা তারা করেনি। কেন? প্রথম গুলিতে সতর্ক করেছে, তারপর গুলি করতে শুরু করেছে ওর ঘোড়াটাকে লক্ষ্য করে। তখন মনে হয়েছিল অস্বাভাবিক কিছু নেই। ঘোড়াটা টার্গেট হিসেবে ওর চেয়ে ঢের বড়। ঘোড়াটাকে মারতে পারলে ধীরেসুস্থে ওকে মারতেও কোন অসুবিধে হবে না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, ইচ্ছে করলে দুই অ্যাম্বুশার ওকে খুন করতে পারত।

সে ইচ্ছে তাদের ছিল বলে মনে হয় না। এরা ওকে জীবিত ধরতে চাইছে!

ঘোড়াটাকে মারার চেষ্টা করেছিল ওকে অসহায় করে পাকড়াও করার জন্যে। অথবা শুধুই ভয় দেখানো ছিল তাদের উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে তারা জানে কোথায় চলেছে ও। তাদের অজানা নেই যে ও ব্যাগলেকে সাহায্য করতে যাচ্ছে, ব্ল্যাক শ্যাডোকে নিয়ে অস্টিনে ফিরে যাওয়াই ওর মূল লক্ষ্য।

এরা যদি ব্ল্যাক শ্যাডোর লোক হয়ে থাকে তাহলে ওকে তাড়া দিয়েছে যাতে দ্রুত ও ব্যাগলে আর ব্ল্যাক শ্যাডোর কাছে পৌঁছায়। সেক্ষেত্রে ওকে অনুসরণ করলে তারাও সহজেই তাদের নেতার কাছে পৌঁছে যেতে পারবে। তারপর তাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করবে হয়তো।

নানা চিন্তা করে কোন লাভ হচ্ছে না, বুঝতে পারছে বেনন। আর বেশি দূরে নেই টিলার সারি। প্রথম ঢালটা বেয়ে পরিশ্রান্ত ঘোড়াটাকে ওপরে ওঠাল ও, চওড়া একটা তাকে থেমে পেছন

ফিরে তাকাল।

হ্যাঁ, ওই তো দেখা যাচ্ছে অশ্বারোহীদের। মোট পাঁচজন। সরাসরি পাহাড়ের দিকে আসছে। ফিরে তাকাল বেনন, রুক্ষ পাথুরে ঢালে নজর বোলাল। মনে আশঙ্কা কাজ করছে, হয়তো দেখবে ওদিকের বোল্ডার আর ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়েও এগিয়ে আসবে একদল অশ্বারোহী।

ঘটনা যেদিকেই গড়াক, লোকগুলোকে সহজ টার্গেট উপহার দেয়ার কোন ইচ্ছে নেই ওর। চোখের সামনে হাত রেখে স্টিরাপে উঁচু হয়ে চারপাশে তাকাল ও, বিড়বিড় করে গাল বকল। ওই পাঁচ অশ্বারোহীর পেছনে ষষ্ঠ একজন আছে। সে আসছে ও যে টিলায় আছে সেটার দিকে।

কি উদ্দেশ্য লোকগুলোর?

কিছু বুঝতে না পারায় অস্বস্তি বোধ করছে বেনন। ঘোড়াটাকে তাড়া দিয়ে ঢাল বেয়ে আরও ওপরে উঠতে শুরু করল। বুঝতে পারছে ওর ঘোড়াটা বড় বেশি ক্লান্ত। দ্রুত ছুটতে পারবে না। আরও একটা সমস্যা বেননকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। ওর বাড়তি গুলি আর খাবার রয়ে গেছে ক্যানিয়নের ভেতর, মৃত প্যাক হর্সটার সঙ্গে।

কঠোর হয়ে গেল বেননের চেহারা। পালাতে হবে ওকে। হারিয়ে যেতে হবে পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে। কিছুতেই লোকগুলোর হাতে ধরা পড়া চলবে না। পাহাড়ে গুহা আর অ্যারোয়োর অভাব নেই। যে গতিতে অনুসরণকারীরা আসছে তাতে এপর্যন্ত আসার আগেই কোন না কোন গুহা পেয়ে যাবে ও। সেখানে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে।

তবে সকালেই রওনা হতে হবে ওকে। কারও চোখে না পড়ে সরে যেতে হবে। লস অউচসে যতো শীঘ্রি পৌঁছানো অত্যন্ত

জরুরী। মনে মনে আশা করল, ওর ক্লান্ত ঘোড়াটা বিশ্রাম পেয়ে এক নাগাড়ে পথ চলতে পারবে। মানুষ শিকারীদের আগে থাকতে হবে ওকে যে করে হোক।

*

ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যাগলের দিকে তাকিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ডাক্তার, শ্রাগ করল। 'ইচ্ছে করলে ভেতরে যেতে পারো তুমি। ক্ষতি বেশি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এ রোগী কিছুতেই বাঁচবে না। অনেক বেশি পুড়ে গেছে। তাছাড়া আগুনের তাপে দেহের পানিও প্রায় নিঃশেষ। আমার করার কিছু নেই।'

'যতোটা সাধ্য তুমি করেছ,' বলল ব্যাগলে। দ্রুত পায়ে ভেতরের ঘরের দিকে এগোল। নিচু একটা খাটে শুয়ে আছে এব রেঞ্জা। সাদা একটা চাদর দিয়ে তার দেহ ঢেকে রাখা হয়েছে। মাথায় তার পুরু ব্যান্ডেজ। পোড়া চেহারায় কি একটা মলম মাখানো হয়েছে, বিদঘুটে গন্ধ ছাড়ছে।

ব্যাগলের কয়েক সেকেন্ড লাগল বুঝতে যে ওকে দেখতে পাচ্ছে না এব রেঞ্জা। আগুনে পুড়ে চোখ দুটো হারিয়েছে লোকটা।

'শুনতে পাচ্ছ, রেঞ্জা?' আউট-লর কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করল ব্যাগলে। 'আমি হিরাম ব্যাগলে।'

নড়ল না এব রেঞ্জা। ঘড়ঘড় করে শ্বাস নিচ্ছে। খুব আস্তে করে একবার সামান্য মাথা দোলাল।

'ডাক্তার বলল তোমার জন্যে তার কিছু করার নেই। সত্যি আমি দুঃখিত। আসলে ব্ল্যাক শ্যাডোকে আমাদের দরকার। সে পালিয়েছে। তোমাকে সেদ্ধ করতে রেখে। মনে পড়ে?'

শ্বাসের গতি বেড়ে গেল রেঞ্জার। হাত মুঠি করল যতোটা তার পক্ষে সম্ভব। কয়েকবার আস্তে আস্তে মাথা দোলাল।

হালকা করে তার কাঁধে হাত রাখল ব্যাগলে। 'উত্তেজিত হয়ো

না। আবার আমি ওকে খুঁজে বের করব। যতোই দেরি হোক, ওকে ছাড়ব না আমি। আমার সুবিধে হবে তুমি আমাকে সাহায্য করলে। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

আগের মতোই দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে রেঞ্জা। জবাব দিতে এতোই দেরি করল যে দ্বিতীয়বার একই কথা উচ্চারণ করল ব্যাগলে। রেঞ্জার গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বের হলো। তার গলে যাওয়া ঠোঁটের কাছে কান নিয়ে গেল ব্যাগলে।

'ড...ডেল...ডেল রিয়ো,' ফিসফিস করল রেঞ্জা। এতোই অস্ফুট গলায় যে বোঝা মুশকিল।

'ও ডেল রিয়োতে যাচ্ছে?' নিশ্চিত হতে জিজ্ঞেস করল ব্যাগলে।

আস্তে করে মাথা দোলাল রেঞ্জা। 'এক...একটা মেয়ে। মি...মিলি...ম্‌ম্‌...মে।'

'মিলি মে? বুঝতে পেরেছি, এব। ডেল রিয়োতে নিজের মেয়েমানুষের কাছে যাচ্ছে ব্ল্যাক শ্যাডো। ওখানে সে থামবে, নাকি চলার ওপর থাকবে? জানো কিছু তুমি?'

বালিশের ওপর খুব আস্তে আস্তে মাথা নাড়াল এব রেঞ্জা। আরও কয়েকবার প্রশ্ন করল ব্যাগলে, কিন্তু কোন জবাব পেল না। বড় বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে রেঞ্জা।

বেশ কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল ব্যাগলে, গম্ভীর চেহারা। মৃতপ্রায় আউট-লর দিকে তাকাল। বিড়বিড় করে বলল, 'বিশ্রাম নাও, এব। ওই ডাইনীর বাচ্চাকে আমি ধরবই।' ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এলো ঘর ছেড়ে।

সকালে রওনা হয়ে গেল। সূর্য ওঠার আগেই ডেল রিয়োর পথে এগিয়ে গেল এক মাইলেরও বেশি।

চার

অনাহূত নিশাচর অতিথি

একটা গুহা খুঁজে বের করেছে বেনন, যেটাতে নিরাপদে রাত কাটানো যাবে। এবড়োখেবড়ো ঢালের মাথায় সামান্য একটু বালিময় সমতল, পেছনে পাহাড়, সেই পাহাড়ের গায়ে গুহা। ভেতরটা বেশ প্রশস্ত। মেঝেতে বালু, দু'পাশে পাথুরে মসৃণ দেয়াল। কোন এক কালে পাহাড়ের ভেতর থেকে এই গুহা বেয়ে বেরিয়ে এসেছিল ঝর্না, সেজন্যেই দেয়াল এতো মসৃণ। এখন সেই ঝর্না নেই, পানির কোন চিহ্নমাত্র নেই গুহার ভেতর।

মেঝেতে চারফুট খুঁড়ে একটা গর্ত তৈরি করেছে বেনন। গর্তটা আস্তে আস্তে কাদা পানিতে ভরে উঠছে। ওই পানিতে ক্যান্টিন ভরে নেবার কোন উপায় নেই। গর্তের পাড়ে ও ঝুঁকে বসতেই পাড় ভেঙে বালি পড়ে গর্তটা বুজে যেতে শুরু করল। পানির গভীরতা এতোই কম যে আঁজলা ভরেও পানি তোলা সম্ভব নয়। গলা থেকে রুমাল খুলে একটা কাঠির মাথায় পেঁচিয়ে পানিতে ধরল বেনন। একটু পর রুমালটা পুরোপুরি ভিজে যেতে তুলে এনে চিপে পানি ঢালল ক্যান্টিনে।

অনেক সময় লাগল ক্যান্টিন পুরো ভর্তি হতে। তবে সন্ধের অন্ধকার যখন নামল ততোক্ষণে তৃষ্ণা মিটিয়ে নিয়েছে ও। ঘোড়াটার তৃষ্ণাও মিটিয়েছে। এবার ও ছোট করে একটা আগুন জ্বালল। ক্যান্টিন থেকে পানি ঢেলে কফি চড়িয়ে দিল পটে। ছায়ায়

ব্ল্যাঙ্কেট পাতল বেশ কয়েকটা পাথরের ওপর, তারপর হ্যাটটা রেখে দিল এক পাশে। এখন দেখে মনে হচ্ছে হ্যাট পাশে রেখে ঘুমিয়ে আছে একজন লোক।

এবার ঘোড়াটা গুহার মুখের কাছে রেখে খাবার দিল ও, ওটার খাওয়া শেষ হবার পর ওটাকে নিয়ে সরে এলো গুহামুখের সামনে বালিময় এলাকাটাতে। একটা বড় পাথরের পেছনে ঘোড়া রেখে পাহাড়ের দিকে পিঠ দিয়ে আরাম করে বসল, ঠাণ্ডা মাংস দিয়ে রাতের খাওয়া সেরে নিল, তারপর অস্ত্র হাতে তৈরি হয়ে থাকল যেকোন বিপদ মোকাবিলা করতে। ভেবে দেখল, এখনও যদি অনুসরণকারীদের ও খসাতে না পেরে থাকে, যদি লোকগুলো এদিকের পাহাড় খুব ভাল ভাবে চেনে, তাহলেও হঠাৎ করে বিপদের সম্ভাবনা নেই। যে-ই আসুক, প্রথমে গুহার ভেতর ও আছে বলে ধারণা করবে। সময় পাওয়া যাবে আক্রমণ করার বা অলক্ষ্যে সরে যাবার। ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়া যাবে। দেখেছে, একটা অস্পষ্ট ট্রেইল মতো আছে। ট্রেইলটা একটা ড্রয়ের ভেতর দিয়ে গেছে। একটু ঘুরে ফিরে দেখে নিশ্চিত হয়েছে যে ওই ট্রেইল ধরে ড্র-এর ভেতর দিয়ে গেলে পাহাড়ের আরও গভীরে প্রবেশ করা যাবে। ওদিকেই আছে লস অউচস শহরটা।

বুঝতে পারছে আজ রাতে ঘুম নেই ওর কপালে। মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলল, সারারাত জেগে পাহারা দেবে। যদিও ওর ধারণা পাহাড়ী অঞ্চলে প্রবেশ করার পর ধাওয়াকারীদের ও বোকা বানাতে পেরেছে, তারপরও অসতর্ক হওয়ার কোন সুযোগ নেই। অন্ধকার নেমেছে চারপাশে। এতোই অন্ধকার যে ওকে কেউ অনুসরণ করছে কিনা তা বোঝার কোন উপায় নেই।

বেশ অনেকক্ষণ বসে থাকার পর বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল বেনন, রাইফেল হাতে গুহা-মুখের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গুহার

ভেতরে যে আগুন জ্বেলেছিল তা প্রায় নিভে গেছে, কিন্তু বাতাসে এখনও ধোঁয়ার কড়া গন্ধ ভাসছে। ওকে যারা খুঁজছে তারা ধোঁয়ার গন্ধ পেয়ে এদিকে চলে আসতে পারে। এই এলাকা চেনা হলে প্রথমেই তারা গুহার ভেতরে ঢুকবে। ধারেকাছে এই গুহার মেঝেই একমাত্র পানির উৎস।

অতি ধীরে বয়ে চলেছে সময়।

কালো আকাশের গায়ে ঝকঝক করছে সহস্র নক্ষত্র। ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা চাঁদের আলোয় আকাশের পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে পাহাড় চুড়োগুলো। দেখে মনে হচ্ছে চিরুনির দাঁত। এখন আর ধোঁয়ার গন্ধ ততোটা কড়া লাগছে না বেননের নাকে। রাত জাগা পাখিরা শুকনো ড্রয়ের ওপর দিয়ে শোঁ-শোঁ করে উড়ে যাচ্ছে, ডাকছে কর্কশ স্বরে। দূরের পাহাড়ে কোথায় যেন করুণ সুরে ডাক দিল একটা কয়োটি। তীক্ষ্ণ চিৎকারে তার জবাব দিল একটা প্রেয়ারি ডগ। মাঝে মাঝে অস্বস্তি ভরে মাটিতে পা ঠুকছে ঘোড়াটা, ঘনঘন লেজ নাড়িয়ে মশার ঝাঁক তাড়াচ্ছে। বেনন বুঝতে পারছে কাল সকালে দেখার মতো থাকবে না ওর চেহারা। অবশ্য এমনিতেই দেখার মতো নয়, কিন্তু তবু। মশার দল বড্ড জ্বালাচ্ছে। কিছু করার উপায় নেই। চাপড় মেরে তাড়াতে গেলে আওয়াজ হবে। ধারেকাছে কেউ থাকলে ওর অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে যাবে। ঘোড়ার পাশে ফিরে এলো।

ঝিমাচ্ছে আর মশার কামড় খাচ্ছে বেনন। মাঝে মাঝে চমকে সিধে হয়ে বসছে।

হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল ও, চোখ খুলল, হাত চেপে বসল রাইফেলের ওপর। নড়ল না এক চিলতে। অপেক্ষা করছে মূর্তির মতো। কান খাড়া। রাতের স্বাভাবিক আওয়াজ হচ্ছে, কোন অন্য শব্দ নেই। স্বপ্ন দেখছিল নাকি? কিসের যেন একটা আওয়াজ হলো

বলে মনে হলো? বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেহ শিথিল করল বেনন, আবার ঝিমাতে শুরু করবে, ঠিক সেই মুহূর্তে আওয়াজটা আবার শুনতে পেল।

পাথরের ওপর ঠং করে আওয়াজ হলো ঘোড়ার নাল পরানো খুরের।

বেননের ঘোড়াটা মাথা উঁচু করল, তারপর হালকা ভাবে নাক ঝাড়ল। চট করে উঠে দাঁড়াল বেনন, তারপর ঘাড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘোড়াটাকে নিরব থাকতে ইশারা করল। কান খাড়া করে অন্ধকারে তাকিয়ে আছে ওটা। কানের গোড়ায় সুড়সুড়ি দিল। ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করল। ওটাকে নিশ্চিন্ত করতে চাইছে। কাজ হলো। মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল জন্তুটা।

চাঁদের আলোয় গুহার মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কালো একটা মৃত্যু গহ্বর।

খুব ধীরে রাইফেলের লিভার টেনে ফায়ারিং চেম্বারে গুলি ভরল বেনন। চারপাশ কবরের মতো নিরব। চাঁদের আলোয় চারপাশে অনেকটা দেখা যাচ্ছে, নড়ছে না কিছু।

ধৈর্য্যের প্রতিমূর্তির মতো অপেক্ষায় থাকল বেনন, জানে পাথরের ওপর ঘোড়ার নালের আওয়াজ শুনতে ভুল হয়নি ওর। তাছাড়া ঘোড়াটার আচরণও বলে দিচ্ছে কেউ না কেউ ধারেকাছে এসে পড়েছে। নিশ্চয়ই এখন গুহার দিকে এগোচ্ছে নিঃশব্দে। অপেক্ষা করা ছাড়া এখন কিছু করার নেই।

বেশ কিছুক্ষণ পর ছায়াটা দেখতে পেল ও। রাতের কালোর গায়ে আরও গাঢ় অন্ধকার একটা মূর্তি, ধীরে ধীরে পাহাড়ের গায়ের ট্রেইল বেয়ে গুহার দিকে আসছে।

হামাগুড়ি দিচ্ছে চার হাত-পায়ে। আস্তে আস্তে এগোচ্ছে,

থামছে মাঝে মাঝে, আবার এগোচ্ছে, নিঃশব্দে। এগোনোর ভঙ্গিটা বেশ অদ্ভুত। এক হাতে বোধহয় ছুরি বা পিস্তল কিছু একটা ধরে রেখেছে।

গুহার ভেতরে ঢুকে পড়ল। হামাগুড়ি দিয়ে বেননের বেডরোলের দিকে এগিয়ে চলেছে।

এখন চকিতে আক্রমণ করে লোকটাকে কাবু করা যায়, কিন্তু তাতে অন্য কেউ থাকলে ওর অবস্থান প্রকাশ হয়ে পড়বে। লোকটা যে একা আসেনি সেব্যাপারে বেনন নিশ্চিত। দলের বাকিরা নিশ্চয়ই কাছেই কোথাও আছে। জানতে হবে কোথায় আছে, কতজন, নইলে বাঁচার আশা নেই।

পা থেকে জুতো খুলে ফেলল বেনন, গুহার ভেতরে ঢোকা মূর্তির ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও নজর সরাল না। নিভন্ত আগুনের আভায় আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে তাকে। পাথরের আড়াল নিয়ে সামনে বাড়ল ও, পাথরের খোঁচা মোজা পরা পায়ে লাগায় মনে মনে ভাগ্যকে গালি দিল। রাইফেলটা ধরে রেখেছে বুকের কাছে, যাতে চাঁদের আলো ইস্পাতে প্রতিফলিত না হয়।

পাহাড়ের ধার ঘেঁষে এগিয়ে চাঁদের আলো এড়িয়ে একপাশ থেকে গুহার ভেতর ঢুকল বেনন। লোকটা তখন বেডরোলের পাশে শুয়ে আছে। বোধহয় ওর শ্বাসের আওয়াজ শুনতে চেষ্টা করছে।

বেডরোলের ভেতর কেউ নেই, এটা একটা ফাঁদ, এটা বুঝে লোকটা চিৎকার করার আগেই ক্ষিপ্র একটা চিতাবাঘের মতো নিঃশব্দে দ্রুত এগোল বেনন, বসে পড়ে রাইফেলের নলটা সামনে বাড়াল। লোকটা তখন বেডরোলের পাশে রাখা হ্যাটের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। রাইফেলের নল দিয়ে লোকটার পিঠে জোর এক গুঁতো দিল বেনন। চমকে উঠে অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল লোকটা।

'আরেকবার আওয়াজ করে দেখো,' শীতল, নিচু স্বরে বলল বেনন, 'স্রেফ খুন হয়ে যাবে।'

'ঈশ্বর! কে? বেনন? তুমি?' আতঙ্কিত মেয়ে কণ্ঠ রিনিঝিনি করে উঠল।

বেননের মনে হলো দুঃস্বপ্ন দেখছে ও। এখানে! তান্না ডুক! গদের আঠা এখানে কি করছে!

*

'...তারপর অস্টিনে ফিরে আমার মনে হলো তোমাকে ছাড়া আমি এক মুহূর্তও থাকতে পারব না। শুনলাম তুমি লারেডোতে এসেছ। পরের ট্রেইন ধরে সোজা চলে এলাম আমি।'

ডেনিম ট্রাউজার্স পরে আছে তান্না ডুক, গায়ে একটা শার্ট, তার ওপর গরুর চামড়ার তৈরি ভেস্ট। কোমর থেকে ঝুলছে একটা ছড়ি। শীতের কারণেই বোধহয়, মেয়েটা বেননের গা ঘেঁষে এলো। হাত ধরল শক্ত করে।

'খুব খারাপ লাগছিল আমার। তোমার সঙ্গে তর্কাতর্কি করা ঠিক হয়নি বুঝতে পারছিলাম। তোমাকে রেড রিভারে যেতে বাধা দেয়া আমার উচিত হয়নি। অনুভব করলাম অনেক বেশি কর্তৃত্ব দেখিয়ে ফেলেছি। জানি তুমি কাজের মানুষ, আর ঝুঁকি পূর্ণ কাজ ছাড়া থাকতে পারো না। সেজন্যেই আসলে তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম আমি। পরে বুঝলাম সেই বেপরোয়া তোমাকে আমি নিজের মতো করে বদলে নিতে চাইছি। সেটা উচিত নয়। একথা বলতেই এসেছি, এখন থেকে তোমাকে আর বদলাবার চেষ্টা করব না। তুমি যেমন আছো তেমনই থাকো। লারেডোতে পৌঁছে তোমাকে পেলাম না। রেঞ্জারদের ক্যাপ্টেনকে নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাওয়ার পর সে বলল তুমি লস অউচসের দিকে রওনা হয়েছ। তারপর তোমার পিছু নিয়ে এখানে হাজির হলাম।'

'রাতের বেলায় বিপজ্জনক অজেনা এলাকায় ঘোরাঘুরি করবে সে তুলনায় তোমাকে আমি অনেক বেশি বুদ্ধিমতী বলে মনে করেছিলাম,' শুকনো গলায় বলল বেনন। এখনও অস্বাভাবিক আওয়াজ পাবার আশঙ্কায় কান খাড়া রেখেছে ও। একটু আগে মেয়েটার ঘোড়াটাকে নিয়ে বেঁধে রেখে এসেছে নিজেরটার পাশে। ওদুটো হয়তো বিপদ এলে ওকে সতর্ক করে দেবে। 'আরেকটু হলেই আমি তোমার খুলি ফাটিয়ে দিতাম।'

'ভীষণ ভয় পেয়েছি আমি, বেনন। ক্যানিয়নে দেখলাম একজনের লাশ পড়ে আছে। তারপর দেখলাম একদল লোক ধুলো উড়িয়ে আসছে। প্রথমে ভেবেছিলাম তুমি ওদের সঙ্গেই আছো। ওদের পিছনে রওনা হলাম। তারপর টিলার কাছে পৌঁছানোর পরই ওরা চিহ্ন খুঁজতে শুরু করল। তুমি বোধহয় তোমার ট্র্যাক লুকিয়ে এগিয়েছ। ওদের কাছাকাছি গেলাম, বুঝতে পারলাম তুমি ওদের মাঝে নেই। খুনীর মতো চেহারা প্রত্যেকের, চোখে হিংস্র দৃষ্টি। মনে হলো যেন একজনকে আমি চিনতেও পেরেছি।'

'কাকে?' উৎসাহিত বোধ করায় গলার স্বর ব্যগ্র শোনাল বেননের।

'যতোদূর মনে পড়ে লোকটার নাম চাক স্যান্ডার্স। একবার তাকে তুমি বন্দি করে নিয়ে এসেছিলে আমাদের বাড়িতে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে বেশ কিছুক্ষণ তাকে আটকে রাখা হয়েছিল। পরে কি কারণে যেন তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।'

অন্ধকারে ভ্রূ কুঁচকাল বেনন। 'হ্যাঁ, স্যান্ডার্সের কথা মনে আছে আমার। ট্রিসট্রাম গ্রিফিন ছিল সিনেটর, তোমার বাবার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। সেই লোকের ভাড়াটে খুনী ছিল স্যান্ডার্স। কয়েক বছর আগে গ্রিফিন আমার হাতে মারা গেছে। তারপর থেকে স্যান্ডার্সের আর কোন খবর পাইনি। আমার সঙ্গে লোকটার

কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। জানি না কেন সে আমার পেছনে লেগেছে।'

'আবার হয়তো কেউ ওকে ভাড়া করেছে তোমাকে শেষ করে দিতে।'

'হতে পারে। শেষ তুমি কোথায় দেখেছ তাকে?'

'অনেক পেছনের টিলাগুলোর কাছে। টিলার ওপাশে। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, তাই সরে পড়ি ওখান থেকে। সোজা পাহাড়ের দিকে ঘোড়া ছোটাই। রাত নামার পর একসময় চোখে পড়ে আগুনের আভা। প্রায় ঘণ্টা খানেক লেগেছে পাহাড় থেকে নেমে আসতে। মন বলছিল ক্যাম্পটা তোমারই হবে। পাহাড় থেকে নামতে ভয় লাগছিল, কিন্তু তোমার কাছাকাছি আসার ইচ্ছেয় পরে ভয়কে জয় করি।' বেননের হাতে আরও শক্ত করে চেপে বসল তান্নার হাত। 'সত্যি খুব ভয় পেয়েছিলাম।'

চুপ করে থাকল বেনন, ভাবছে মেয়েটার উপস্থিতি পরিস্থিতি দ্বিগুণ বিপজ্জনক করে তুলেছে। একে এখন ফেরত পাঠাবারও কোন উপায় নেই। আবার এদিকে স্যান্ডার্সের সঙ্গে যদি লড়াই বাধে তাহলেও মেয়েটার জীবনের আশঙ্কা আছে। 'তোমার এখানে না আসাই উচিত ছিল। উচিত ছিল অস্টিনে থেকে যাওয়া।'

চট করে বেননের হাত ছেড়ে দিল তান্না, সরে বসল। ফোঁস করে উঠল যেন। 'অনেক অনেক ধন্যবাদ, রক বেনন! আমি এতো কষ্ট করে তোমার কাছে এসেছি আর কি সুন্দর আচরণই না করছ তুমি আমার সঙ্গে!'

'গলা নামাও,' শান্ত কিন্তু কড়া স্বরে বলল বেনন, 'কাছাকাছি ওদের কেউ থাকতে পারে।'

অন্ধকারে আগুনের আবছা আভায় বেনন দেখল ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মেয়েটার চেহারা, চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর

দিকে। হয়তো ভাবতেও পারেনি বেনন এমন কর্কশ ব্যবহার করবে। যে বেননকে সে চেনে সেই বেনন চুপচাপ মানুষ, কথা শুনে যায়, পারতপক্ষে রা করে না। রাগ যেমন হলো তান্নার তেমনি বেননের পৌরুষ ওর মনে নতুন শ্রদ্ধাবোধেরও জন্ম দিল। যদিও মুখে বলল, 'বেনন, ওই সুরে কক্ষনো আমার সঙ্গে কথা বলবে না আর।'

'চুপ করে থাকতে বলেছি আমি তোমাকে,' উঠে দাঁড়িয়ে নিচু স্বরে বলল বেনন। গুহা-মুখের কাছে সরে এলো। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল। মিনিট খানেক পর রাইফেল হাতে ফিরে এলো ভেতরে। 'আশেপাশে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু নিশ্চিত হবার কোন উপায় নেই। আমাদের কোন আওয়াজ করা চলবে না।' আগুনের ভেতর কিছু শুকনো কাঠ ফেলল ও, আগুনটা আবার ভাল করে জ্বলে ওঠার পর বলল, 'এখন বাইরে চলো, গুহার ভেতরে থাকা নিরাপদ নয়।'

গুহা থেকে নিরবেই বেননকে অনুসরণ করে বের হলো তান্না, তারপর পাথরের আড়ালে আশ্রয় নেয়ার পর বলল, 'আমি আর একটা কথাও বলব না। সকালেও নয়। কালকে লারেডোতে ফিরে যাচ্ছি আমি, তুমি যা-ই বলো না কেন।'

একটু পরই মাটিতে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল তান্না, রাগ সত্ত্বেও ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হলো না। চাঁদের আলোয় অদ্ভুত নিষ্পাপ দেখাচ্ছে মেয়েটার অপূর্ব মুখশ্রী। পাশে বসে আছে বেনন, সদা সতর্ক, হাতে রাইফেল। স্যান্ডার্সের দল কখন আক্রমণ করে বসে সে চিন্তা মাথায় থাকায় ঘুম পালিয়েছে দু'চোখ থেকে।

*

টিলার সারি পার হবার পর রুক্ষ মরুভূমি আর ক্ষণিক জঙ্গলের ভেতর মাত্র একটাই ট্রেইল আছে ওর জানামতে, লস অউচস

থেকে বের হবার পর সেটা ধরেই এগোচ্ছে ব্যাগলে। সম্ভবত এই ট্রেইলই ডেল রিয়োতে যাবার সংক্ষিপ্ততম পথ। তবে আউট-লদের ব্যবহৃত গোপন ট্রেইলও আছে নিশ্চয়ই, এদিকের আউট-লরা সেগুলো চেনে। ওগুলো কোথায় আছে সেটা ব্যাগলের জানা নেই; জানতে গিয়ে সময় নষ্ট করার কোন ইচ্ছেও নেই। দ্রুত ঘোড়া ছোটাচ্ছে ও, মনে দৃঢ় সংকল্প, ব্ল্যাক শ্যাডোকে একবার মুখোমুখি পেলে দেখে নেবে।

রেঞ্জা যা বলেছে তাতে মনে হয় ডেল রিয়োতে আস্তানা আছে ব্ল্যাক শ্যাডোর। বুদ্ধিমান লোক সে, বিপদের সময় নিরাপদে থাকতে পারবে এমন একটা জায়গা নিশ্চয়ই সে ঠিক করে রেখেছে। পতিতা মিলি মে তার সেই নিরাপদ ঘাঁটি। তার কাছে যাচ্ছে এখন ব্ল্যাক শ্যাডো।

সম্ভবত শহরটায় মাঝে মাঝেই যায় সে মিলি মে'র খদ্দের হিসেবে, ভিন্ন নাম ব্যবহার করে। হয়তো নিজের আসল নামই ব্যবহার করে। লোকটার আসল নাম ব্যাগলের জানা নেই। চেহারা সুরতও নিশ্চয়ই পালটে নেয়। পাহাড়ীদের বাকস্কিন জ্যাকেট খুলে চুল-দাড়ি কেটে ফেললেই চলবে। হয়তো তার ছদ্ম পরিচয় ডেল রিয়োর মানুষ জানে আগে থেকেই। তা-ই হবে। পালিয়ে বেড়ানোর প্রয়োজন হলে সোজা শহরটায় যায় সে, ছদ্ম পরিচয়ে, বলে মিলি মে'র সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটাবে সে। কেউ কিছু সন্দেহ করে না।

ঘটনা যদি তাই হয় তাহলে লোকটাকে খুঁজে বের করা কঠিন হওয়ার কথা। তবে এখন ব্যাগলে ডেল রিয়ো আর পতিতা মিলি মে'র কথা জানে। যে ছদ্মবেশই ব্ল্যাক শ্যাডো নিক, তাকে খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধে হবে না ব্যাগলের।

জেদ চেপে গেছে ওর, যেকরে হোক ব্ল্যাক শ্যাডোকে বন্দি

করতে হবে। যেলোক তার বন্ধুকে জীবন্ত আগুনে পুড়ে মরার জন্যে রেখে যায় তাকে যে শাস্তিই দেয়া হোক তা বোধহয় যথেষ্ট নয়। তাছাড়া লোকটা নিরীহ মুরে গ্রীন আর কোল স্যাকেটকে খুন করেছে।

যতোদিন বেঁচে থাকবে, একটার পর একটা খুন করে যাবে ব্ল্যাক শ্যাডো। নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতেই খুন করতে হবে তাকে। প্রতিজ্ঞা করেছে ব্যাগলে, ওর হাত থেকে বাঁচতে পারবে না ব্ল্যাক শ্যাডো।

দ্রুত ছুটছে ব্যাগলের ঘোড়া। সোনালী সূর্যটা মাথার ওপর থেকে আগুন ঢালছে। দূরে কোথাও আছে ডেল রিয়ো।

*

বেনন আর তান্না, দু'জনই ভোরে গোমড়া মুখে নাস্তা খেল গুহার ভেতর বসে। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। রওনা হবার আগে পাহাড়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠে একবার চারপাশে নজর বুলিয়ে নিল বেনন, কাউকে চোখে পড়ল না। চারদিক সুনসান। বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। একটার পর একটা টিলা আর পাহাড়, ঢেউ খেলানো সমতল, ছোট ছোট উপত্যকা। সূর্যের রঙের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু রং বদলাচ্ছে। প্রথমে আকাশ লাল ছিল, তারপর বেগুনি-নীল হলো, তারপর হলদে, শেষে দিনের সোনালী আলোয় টিলা-পাহাড়-উপত্যকা আর সমভূমি যার যার নিজের রং ফিরে পেল। সবুজ, কালো, লাল, খয়েরী।

চাক স্যান্ডার্স অন্য কারও পেছনে লেগেছে সেটা ভাবা ঠিক হবে না। তবে বেনন বুঝতে পারছে না লোকটা ওর পেছনেই বা কেন ঘুরছে। এসব নিয়ে পরে চিন্তা করলেও চলবে। আপাতত কেউ যখন নেই তখন যাত্রা করা যেতে পারে। যতো শীঘ্রি সম্ভব এই টিলা পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চল পেরিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ

হবে।

গুহায় ফিরে এলো বেনন। দুটো ঘোড়াতেই জিন চাপিয়ে ফেলেছে তান্না। কথা বলছে না বটে, কিন্তু তাকাচ্ছে যখন, দৃষ্টিতে রাগ দেখল না বেনন। শীতল আচরণ। দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা চলছে। ভাব দেখে মনে হলো লারেডোতে একা একা ফিরে যাবার কথাটা ভুলে গেছে।

'আমাকে আগে যেতে দেবে,' ঘোড়ায় উঠে বলল বেনন। 'তবে চোখ-কান খোলা রেখো, অস্বাভাবিক কিছু দেখলে চিৎকার করবে।'

'কি করতে হবে সে আমার জানা আছে।' ঘোড়ায় উঠল তান্না। বেননের দিকে তাকাল। চোখে শীতল দৃষ্টি।

রাইফেলটা হাতে নিয়ে গুহা থেকে ধীরেসুস্থে বের হলো বেনন। পাহাড়ী ট্রেইল ধরে এগোল ওরা। আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে ট্রেইল। বেশ কিছু দূর যাবার পর একটা ঢালু নালা চোখে পড়ল বেননের। ওটা দিয়ে পাহাড় থেকে নেমে যাওয়া যাবে কারও চোখে না পড়েই।

পাহাড় থেকে নামার পর রুক্ষ সমতল ভূমি চলে গেছে সেই লস অউচস পর্যন্ত। কোন বোল্ডার নেই, জমিতে কোন ঢেউ নেই, টিলা বা পাহাড় নেই, ঝোপঝাড়ও জন্মেনি। একেবারে খোলামেলা এলাকা। যে কেউ ওদের দেখতে পারবে। আড়াল নেয়ার কোন জায়গা নেই। ব্যাপারটা বেননের পছন্দ হলো না, কিন্তু কিছু করারও নেই।

পেছনে তাকাল বেনন, দেখল গভীর মনোযোগে ঘোড়া চালিয়ে ওর পিছু পিছু ঢাল বেয়ে নামছে মেয়েটা। আস্তে আস্তে দু'জনের দূরত্ব বাড়ছে। বেননের ঘোড়াটা এই অঞ্চল সম্বন্ধে বেশি অভিজ্ঞ। নিশ্চিত হয়ে পা ফেলছে ওটা। সমতলে নেমে স্টিরাপে পা

রেখে দাঁড়াল বেনন, ঘুরে তাকাল, অপেক্ষা করছে, পাথরের শেষ বাধাটা পাশ কাটিয়ে যেকোন সময় নেমে আসবে তান্না।

ঘোড়ার খুরের আঘাতে ছোট পাথরের টুকরো গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ও। সমতলে নেমে আসতে আর বেশি দেরি হবে না ঘোড়াটার। এখন পর্যন্ত কোন বিপদ ঘটেনি, ঘটবে তার কোন সম্ভাবনাও ক্ষীণ।

কিন্তু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করায় ভ্রূ কুঁচকে উঠল বেননের। রাইফেলটা শক্ত করে ধরল ও। তান্নার ঘোড়াটার খুরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু আর এগোচ্ছে না ঘোড়াটা, যেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অস্বস্তি ভরে পা ঠুকছে!

'তান্না?' ডাক দিল বেনন।

আবার পাথর গড়ানোর আওয়াজ হলো। পাথরের পাশ দিয়ে একটা ঘোড়ার মাথা বের হতে দেখল ও। সতর্কতায় ঢিল দিয়েছিল বেনন, কিন্তু পরমূহূর্তে দেহের সমস্ত পেশি শক্ত হয়ে গেল। ওপর থেকে আরেকটা আওয়াজ ভেসে এসেছে। একটা রাইফেল গর্জে উঠল। হাতে প্রচণ্ড ঝটকা খেল বেনন। ওর রাইফেলটা হাত থেকে উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়ল। হোলস্টারের দিকে হাত বাড়িয়ে থমকে যেতে হলো ওকে। আরেকটা পাথরের ওপার থেকে এক লোকের মাথা দেখা যাচ্ছে। পাথরের ওপর রাইফেল রেখে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সে।

কড়া গলায় বলল, 'সাবধান, বেনন! মেয়েটা আমার হাতে বন্দি।'

পাথর পাশ কাটিয়ে দুটো ঘোড়া সমতলে নেমে এলো। একটায় স্যান্ডার্স, অন্যটায় তান্না। মেয়েটার কানের নিচে সিক্সগানের নল ঠেসে ধরে রেখেছে স্যান্ডার্স। সাদা হয়ে গেছে তান্নার চেহারা, ফ্যাকাসে, কাঁপছে ভয়ে। দু'চোখ বিস্ফারিত।

'বুঝলাম কেন তোমাকে আমি পাহাড়ে দেখতে পাইনি,' তিক্ত স্বরে বলল বেনন। মনে মনে নিজেকে গালি দিল। আগেই ওর বোঝা উচিত ছিল। 'লস অউচসে যাবার জন্যে পাহাড় থেকে নামতে হলে এই একটা ট্রেইলই আছে। কিছুই করতে হয়নি তোমাকে এখানে এসে অপেক্ষা করা ছাড়া। জানতে যে আমাদের এপথে আসতেই হবে!'

বাঁকা হাসল স্যান্ডার্স। 'আমরা শুধু তোমাকে আশা করেছিলাম, কিন্তু গভর্নরের মেয়েকে পেয়ে বলতে হচ্ছে মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি পেয়ে গেছি।'

থমথমে চেহারায় জিজ্ঞেস করল বেনন, 'কি চাও, স্যান্ডার্স? তোমার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা নেই।'

ঠোঁট বাঁকা করা সেই হাসি আবার হাসল স্যান্ডার্স। 'তা নেই। দু'জনই আমরা নিজেদের কাজ করি। আমার কাজ তোমাকে জীবন্ত ধরে নিয়ে যাওয়া। যার কাজ করি সে সেরকমই নির্দেশ দিয়েছে। ব্যাগলেকেও ধরার কথা। পারলে তাকেও ধরে নিয়ে যেতে হবে। জীবন্ত।'

ভ্রূ কুঁচকাল বেনন। 'ব্যাগলে আর আমাকে জীবিত চায় কে? কেন চায়?'

হাসিটা চওড়া হলো স্যান্ডার্সের। 'ট্রিসট্রাম গ্রিফিন, আবার কে? কেন সেটা তাকেই জিজ্ঞেস কোরো।'

পাঁচ

ডেল রিয়ো

শেষ দুপুরে ডেল রিয়োতে পৌঁছেছে ব্ল্যাক শ্যাডো। পেছনের পাহাড় ঘুরে উত্তর দিকের খাদ ধরে শহরে ঢুকেছে। এখন সে নিরাপদ বোধ করছে। জানে পরিবেশ বেশি গরম হয়ে গেলে পালানোর একটা ভাল জায়গা দরকার। সবচেয়ে ভাল জায়গা হচ্ছে আইনের নাকের নিচে থাকা। প্রদীপের তলা সবসময়েই অন্ধকার। তবে নিশ্চিত হয়েই সে ডেল রিয়োকে আস্তানা করেছে। শহরটা বর্ডারের খুব কাছে। প্রয়োজনে মুহূর্তের নোটিশে মেক্সিকোয় পালিয়ে যেতে পারবে সে তাড়া খেলে।

লস অউচসের জেল থেকে যে ব্ল্যাক শ্যাডো বের হয়েছিল তার সঙ্গে এখনকার ব্ল্যাক শ্যাডোর কোন মিল নেই। রীতিমতো ভদ্রলোক মনে হচ্ছে তাকে দেখতে। দাড়ি-গোঁফ উধাও। পরনে শহুরে পোশাক। কে বলবে পাহাড়ে বসবাস করা রুক্ষ লোক সে!

ডেল রিয়োতে সে গরু ক্রেতা হিসেবে পরিচিত। সত্যিকার নামই সে ব্যবহার করে। লোকজন তাকে হ্যামন্ড নামেই চেনে। মাঝে মাঝে সে ডেল রিয়োতে আসে, ওঠে মিলি মে'র গ্র্যান্ড পার্লার হাউসে। মিলি তার আসল পেশা জানে। ভালবাসে তাকে। তার কাছে বেশ কিছু টাকা সবসময় গচ্ছিত রাখে হ্যামন্ড। সে টাকায় মাঝে মাঝে গরু কিনে ডেল রিয়োতে ব্যবসাও করে। তাকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই রেঞ্জারদের।

ডেল রিয়োতে আসার পথে একটা পাহাড়ী গুহায় থেমেছে ব্ল্যাক শ্যাডো, সেখানে লুকিয়ে রাখা বাক্স থেকে নতুন পোশাক পরে নিয়েছে, অস্ত্র নিয়েছে, তারপর রওনা হয়েছে গন্তব্যের উদ্দেশে।

প্রথমেই মিলি মে'র গ্র্যান্ডে গেল হ্যামন্ড ওরফে ব্ল্যাক শ্যাডো। রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাল তাকে মিলি মে। বিকেলে মিলি মে'র বেড রূমে শুয়ে হুইস্কি গিলতে গিলতে গল্প শুনতে লাগল সে। একহাতে একটা মোটা চুরুট, মাঝে মাঝে টান দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে ধোঁয়া ছাড়ছে।

মিলি মে একটু মোটা ধাঁচের। বয়স দুইয়ের শেষ কোঠায়, কিন্তু দেখতে লাগে অন্তত আরও দশ বছর বেশি। চুড়ো করে চুল বেঁধে রেখেছে। মেকআপ ছাড়াও দেখতে সে বেশ। চোখ দুটো প্রাঞ্জল, সাধারণ বাজারে মেয়েদের মতো নিস্পৃহ নয়। এখন বডিস ঠিক করতে করতে তার কর্কশ খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এবার নিশ্চই অনেকদিন থাকবে, হ্যাম-বয়? থাকো না কিছুদিন। বারবার এসেই তাড়াহুড়ো করে চলে যাও, আমার ভাল লাগে না।'

হাসল ব্ল্যাক শ্যাডো, মুখ ভরে ধোঁয়া টেনে মিলি মে'র দিকে ছুঁড়ে দিল। 'এবার তোমার কপাল ভাল, মিলি সোনা। অনেকদিন থাকব। গ্রীষ্মে তো থাকবোই, সম্ভবত শীতের শেষ পর্যন্ত আছি। তারপর কোথায় যাব সেটা ভাবা যাবে। ততোদিন, ডার্লিং, আমি শুধু তোমার।'

কথা শুনে মিলির চেহারায় সত্যিকার আনন্দের ছাপ ফুটে উঠল। লাল রঙে রাঙানো ঠোঁট দুটো প্রসারিত হলো আন্তরিক হাসিতে। বেরিয়ে পড়ল বড় বড় অসমান এবড়োখেবড়ো দাঁতগুলো। নিকোটিনের কারণে ওগুলোর রং হলুদ। মিলি মে এমন এক চেহারার মেয়েমানুষ যে না হাসলেই ঢের ঢের ভাল

দেখায়।

দাঁতগুলো দেখে একটু খারাপই লেগে উঠল শ্যাডোর, কিন্তু পাত্তা দিল না। সত্যিকার ভালবাসা সে মিলির কাছেই শুধু পেয়েছে।

মিলি খুশিতে বলল, 'দারুণ, হ্যাম-বয়!' ভ্রূ একটু কুঁচকে গেল। 'তারমানে এবার তুমি ভাল বিপদেই পড়েছ, তাই না?'

শ্রাগ করল শ্যাডো। 'সামলাতে পারব সে তুলনায় একটু বেশি বিপদেই আছি এখন, কিন্তু ঠিকই সব ঝামেলা দুর হয়ে যাবে। আর চিন্তা কি, তুমি তো পাশে আছো। টাকা যা দিয়ে গিয়েছিলাম সব আছে তো?'

'নিশ্চই!'

'তাহলে তো ভালই হলো।' কষে সিগারে টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল শ্যাডো, ভ্রূ কুঁচকে গেছে। 'পনেরো মিনিটের মধ্যে টাকার জোগাড় করে ফেলো, লাগবে আমার।'

'ব্যাঙ্কেই আছে তোমার নামে। ফর্ম পুরো করে দাও, তুলে আনি।'

'পুরোটা আছে তো?'

ভালবাসার মানুষের সন্দেহে রেগে গেল মিলি। 'নিশ্চই! কি ভেবেছ তুমি আমাকে? আমি কি তোমার টাকা খরচ করব নাকি!'

ক্রূর হাসল শ্যাডো। 'খরচ করলে এমন ভাবে তোমাকে মরতে হতো যে দোয়া করতে আগেই কেন মরোনি।' বিছানা ছেড়ে উঠল আউট-ল, সিগারটা অ্যাশট্রেতে নিভিয়ে খপ করে চেপে ধরে মিলি মেকে টেনে নিল বুকের মাঝে। কুঁচকানো ভ্রূ এখনও স্বাভাবিক হয়নি। বুকে পিষল প্রেমিকাকে, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কিছু একটা ঘটেছে যেটা তুমি আমাকে বলোনি। তোমাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। কিছু একটা কুরে কুরে খাচ্ছে তোমাকে। খুলে

বলো তো, ডার্লিং, কি হয়েছে?'

সরে যাওয়ার কোন চেষ্টা করল না মিলি মে, ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, মাথা দোলাল আস্তে করে।

'ফ্র্যাঙ্ক স্টেটসন। ঝামেলা করছে লোকটা।'

বুকের কাছ থেকে মহিলাকে সরাল শ্যাডো, আরেকটা সিগার জ্বেলে দু'হাত রাখল দু'কাঁধে, কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল।

'ওকে বোধহয় তোমার মনে নেই। ফ্র্যাঙ্ক স্টেটসন। সেলুনের মালিক।'

নড করল শ্যাডো। 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে এখন। শক্ত লোক। সঙ্গে একজন গানস্লিঙ্গার নিয়ে ঘোরে। সে লোকের নাম স্পেড। ঠিক বলছি?'

'হ্যাঁ। আমার চেনা সবচেয়ে নীচ মনের মানুষ ওরা দু'জন। শহরের বেশ কয়েকজন ওদের হাতে মারা পড়েছে। আমার দুটো মেয়েকেও মেরে ফেলেছে ওরা কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে। মুখ খুলতে সাহস পাইনি। কারও সাধ্য নেই ওদের বিচার করে।'

'আরেকটু খুলে বলো দেখি। কি সমস্যা করছে সে?'

'নিজের ক্ষমতার পরিধি বাড়াচ্ছে এখন স্টেটসন। জানোই তো শহরে কোন আইন নেই। শহরটা দখল করে নেয়ার মতলব করেছে লোকটা। বেশির ভাগ লোক এখন তার ইচ্ছে অনুযায়ী চলছে। আমার ব্যবসার ওপর এবার চোখ পড়েছে তার, দখল করে নিতে চাইছে। কোন রকমে এখনও ঠেকিয়ে রেখেছি আমি। বলেছি যে তুমি আছো আমার পক্ষে। তোমার অস্টিনে অনেক প্রভাব আছে। এখন তার সাহস বেড়েছে, ধৈর্যও কমেছে। আর তুমি এখন এখানে উপস্থিত হয়েছ। এবার সম্ভবত সে তার গানম্যান স্পেডকে তোমার ওপর লেলিয়ে দেবে।' চোখে উদ্বেগ নিয়ে শ্যাডোকে দেখল মিলি মে। 'আমি সত্যি দুঃখিত, হ্যাম-বয়।

তোমার নাম ব্যবহার করে বিপদে ফেলে দিয়েছি তোমাকে। কিন্তু এছাড়া তখন আমার সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না।'

কর্কশ গলায় হাসল ব্ল্যাক শ্যাডো। 'এজন্যে তুমি দুশ্চিন্তা করছ, ডার্লিং? স্টেটসন আর স্পেডের কথা ভুলে যাও। যদি দরকার পড়ে তো দুনিয়া ছাড়া করে দেব আমি ওদের।'

'সে চেষ্টাই হয়তো করতে হবে তোমাকে। ওরা সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছিল। সে সময় প্রায় শেষ।' শ্যাডোকে জড়িয়ে ধরল মিলি মে, শঙ্কিত কণ্ঠে বলল, 'হ্যাম-বয়, স্পেড লোকটা ভয়ঙ্কর খুনী। আমি জানি নিজেকে তুমি রক্ষা করতে জানো, কিন্তু···লোকটার হাত খুব চালু।'

মুখে মৃদু হাসি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ব্ল্যাক শ্যাডো, কাপড় পরে নিয়ে গানবেল্ট ঝোলাল কোমরে। পুরোটা সময় চোখে শঙ্কা নিয়ে তাকিয়ে থাকল মিলি মে, নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে দাঁত দিয়ে। হোলস্টার থেকে কোল্টটা বের করল শ্যাডো। তার বিরাট হাতে ওটাকে একটা খেলনার মতো দেখাল। গুলি ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখল। তেল দেয়া সিলিন্ডার ঘুরিয়ে অস্ত্রটা আবার রেখে দিল খাপে। এবার টুপি পরে নিয়ে হ্যাঁচকা টানে মিলি মে-কে টেনে নিল বুকে। ওপরে তুলল হাত ধরে। দু'জনের চোখ একই উচ্চতায় পৌঁছানোর পর চুমু খেল মিলির ঠোঁটে, তারপর মেয়েটাকে নামিয়ে দিল আবার।

'জানালা দিয়ে কি হয় দেখবে তুমি। ঠিক করেছি একটা সেলুনের পেছনে টাকা ঢালব।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মিলি মে।

'হ্যাম, শহরে মাত্র একটা সেলুনই আছে। স্টেটসন তোমাকে আরেকটা সেলুন খুলতে দেবে না।'

দরজা খুলে ফিরে তাকিয়ে হাসল ব্ল্যাক শ্যাডো। 'আমিও

একই কথা ভাবছি।'

পাঁচ মিনিট পর। পার্লারের সামনের জানালা দিয়ে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মিলি মে। দেখল বিরাট শরীরটা অনায়াসে বহন করে সেলুনের ভেতর ঢুকল হ্যামন্ড। এতোই দ্রুত যে আরেকটু জোরে ধাক্কা খেলে সেলুনের ব্যাট উইং দরজাটা হয়তো কব্জা খুলে ভেঙে পড়ত।

ছায়া ছায়া বারের ভেতর প্রবেশ করল ব্ল্যাক শ্যাডো। কাঠের মেঝেয় খটখট আওয়াজ তুলল তার বুট জুতো। বসে বসে ড্রিঙ্ক করছিল কয়েকজন, কৌতূহলী দৃষ্টিতে শ্যাডোকে দেখল তারা। বেশির ভাগ লোক চিনতে পারল। হ্যামন্ড। ক্যাটল বায়ার। মাঝে মাঝে মিলি মে'র পার্লার হাউসে কয়েক দিন কাটিয়ে যায়। কাউন্টারের কয়েক ফুট সামনে থামল সে। তাকাল চওড়া কাঁধওয়ালা বারটেন্ডারের দিকে। লোকটার চেহারা দেখে মনে হয় হামানদিস্তা দিয়ে ছেঁচেছে কেউ। চোয়ালের মতোই নাকটাও ভাঙা। এক কানের লতি নেই।

'এই যে, বাছা,' খুশি খুশি গলায় বলল শ্যাডো। 'তোমার বস্‌কে খবর দাও। বলবে আমি দেখা করতে বলেছি।'

'জাহান্নামে যাও!' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'আমি বারকীপ, আমার কাজ বারে সার্ভ করা, আমি মেসেঞ্জার নই।'

বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি হাসল ব্ল্যাক শ্যাডো, তারপর সামনে বেড়ে হাতের ঝাপটায় কাউন্টারের ওপর থেকে মাত্র পরিষ্কার করা একরাশ গ্লাস ফেলে দিল। ঝনঝন করে ভাঙল গ্লাসগুলো।

'কি হচ্ছে!' কাউন্টারের ভেতর দিকে হাত দিল বারকীপ।

এক ঝটকায় সিক্সগান বের করে নলটা সজোরে বারকীপের নারকেল আকৃতির মাথায় নামিয়ে আনল শ্যাডো। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল লোকটার, পড়ার সময় তার থুতনি লাগল কাউন্টারের

কিনারায়। ব্যরকীপকে পড়তে দিল না শ্যাডো, চুলের গোছা মুঠি করে ধরে রেখে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখল। এক টানে নিয়ে এলো কাউন্টারের ওপর। উপুড় হয়ে পড়ে আছে লোকটা। পরপর কয়েকবার সিক্সগানের নল দিয়ে তার চেহারায় আঘাত করল শ্যাডো, তারপর ঠেলে ফেলে দিল কাউন্টারের পেছনে। কয়েকটা বোতল-গ্লাস ভেঙে মেঝেতে পড়ল লোকটা। যারা নিশ্চিন্তে ড্রিঙ্ক করছিল আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগোচ্ছে তারা এখন। দাঁত বের করে হাসল শ্যাডো, তারপর তিন গুলিতে অসংখ্য বোতল ভেঙে ফেলল। একেক গুলিতে অন্তত বারোটা করে বোতল ভাঙল।

ড্রিঙ্কাররা দরজার দিকে দৌড় দিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না শ্যাডো। চোখ তার স্থির হয়ে আছে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ওপর। কয়েকজন লোক দৌড়িয়ে ল্যান্ডিঙে নেমে আসায় তার হাসি আরও চওড়া হলো। দামী পোশাক পরা লোকটাই স্টেটসন, আন্দাজ করল সে। দু'উরুর পাশে দুটো সিক্সগান ঝুলছে তার। হাত দুটো অস্ত্রের বাঁটের কাছাকাছি।

ক্লওহ্যামার কোট পরা স্টেটসনের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো ব্ল্যাক শ্যাডোর, বলল, 'কেমন আছো স্টেটসন? আমাকে তো চেনো নিশ্চই? মিলি মে'র সঙ্গে কথা হচ্ছিল। জানাল তোমার নাকি তার ব্যবসা কেড়ে নেয়ার ইচ্ছে আছে। সত্যি নাকি?'

'শুধু ইচ্ছে আছে তাই নয়, কেড়েই নেব আমি,' আড়ষ্ট গলায় বলল স্টেটসন। বুড়ো আঙুল দিয়ে পেছনে দাঁড়ানো একজন রুগ্ন লোককে দেখাল সে। 'আমাকে যাতে বিরক্ত করা না হয় সেটা স্পেড দেখবে। ওই পার্লার হাউসটা আমার চাই।'

গানস্লিঙ্গারের দিকে চোখ সরু করে তাকাল ব্ল্যাক শ্যাডো। কথা যখন বলল তখন বলল অবিশ্বাসের সুরে। 'এ? এর তো গায়ে

মাছি বসলে সেটা তাড়াবারও ক্ষমতা নেই।'

স্পেড আর স্টেটসন, দু'জনই পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সারা সেলুনে সামান্যতম আওয়াজও নেই। বাইরে রাস্তায় চিৎকার করছে লোকজন, পরস্পরের কাছে জানতে চাইছে গোলাগুলির কারণ।

স্পেড সামনে বেড়ে দাঁড়াল। পাশে সরে দাঁড়ানোর সময় সেলুনমালিক স্টেটসন করুণার দৃষ্টিতে তাকাল শ্যাডোর দিকে।

'খুন হয়ে যেতে না চাইলে হামাগুড়ি দিয়ে ক্ষমা চাও, মিস্টার।' স্পেডের কণ্ঠস্বর শান্ত। যেন স্বাভাবিক একটা প্রস্তাব দিচ্ছে।

'তার আগে তোর সঙ্গে জাহান্নামে দেখা হবে।' ভ্রূ করল শ্যাডো।

স্পেড এরকম কিছু আশা করেনি। তারও দু'হাত নেমে ছোবল দিল অস্ত্রের বাঁটে। তিক্ত স্বরে গাল বকল স্টেটসন, পিছিয়ে গেল। শ্যাডোর প্রথম গুলির সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল স্পেড, তখনও অস্ত্র বের করতে পারেনি। বুকে গুলি লেগেছে। ধড়াস করে চিৎ হয়ে পড়ল, তারপর সিঁড়িতে বাড়ি খেতে খেতে নেমে আসতে শুরু করল দেহটা। ল্যান্ডিঙের দিকে ছুটছে স্টেটসন, সেই সঙ্গে বের করে আনছে নিজের অস্ত্র। ধোঁয়া ওঠা সিক্সগানটা তার পিঠে তাক করে ট্রিগার স্পর্শ করল শ্যাডো। ল্যান্ডিঙে পৌঁছানোর শেষ ধাপ সিঁড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল স্টেটসন, ঠিক তখনই দু'কাঁধের মাঝখানে গুলি খেল। এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো সে ল্যান্ডিঙে উঠবে, কিন্তু তারপরই পেছনে পড়ে গেল, সিঁড়ির ধাপে ধাক্কা খেয়ে পড়তে শুরু করল দেহটা বেকায়দা ভঙ্গিতে, স্থির হলো স্পেডের নিথর দেহের ওপর। দু'জনের কেউই নড়ল না।

ততোক্ষণে সিক্সগান লোড করে নিয়েছে ব্ল্যাক শ্যাডো। অস্ত্র

হাতে আরও দু'জন গানম্যান সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের দিকে মুহূর্তের মধ্যে অস্ত্র তাক করল সে, একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়াল। সিঁড়ির গোড়ায় পড়ে থাকা দেহ দুটো দেখল দুই গানম্যান, তারপর অস্ত্র খাপে পুরে আস্তে করে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াল।

লাশ টপকে সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠল শ্যাডো, জিজ্ঞেস করল, 'স্টেটসনের জন্যে কাজ করতে তোমরা?'

চোখে প্রশংসা নিয়ে তাকে দেখছে গানম্যান দু'জন। লাল চুলের লোকটা বলল, 'ওর কাজ করতাম, যতোক্ষণ সে পয়সা দিত।'

অস্ত্র নাড়ল শ্যাডো। 'স্টেটসন মরে গেছে। আমি এখন থেকে সেলুনটা চালাব। কোন কারণে তোমরা ব্যক্তিগত ভাবে স্টেটসনের কাছে ঋণী?'

দুই গানম্যান একই সঙ্গে জানাল। 'না।'

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক আর মোটা লোকটা বলল, 'আমাকে যা করতে বলত তাই করতাম, নিজের বিপদের সম্ভাবনা না দেখলে। অবস্থা প্রতিকূল দেখলে আগেই চলে যেতাম আমি নিজের পথে।'

নড করল ব্ল্যাক শ্যাডো। এই লোক দুটো একেবারে তার নিজের জাতের। 'বেশ,' বলল সে, 'তোমরা কি আমার হয়ে কাজ করতে চাও?'

'নিশ্চই! কেন নয়?' বলে উঠল লাল চুলো। পাশের লোকটার দিকে তাকাল। 'তুমি কি বলো, পোক?'

'আমি রাজি, যদি স্টেটসনের কাছ থেকে যা পেতাম সেই সমান বেতন পাই।'

'ও যা দিত সেই সমানই পাবে,' জানাল ব্ল্যাক শ্যাডো। চোখের কোণে বারের দিকে তাকাল। রাস্তা থেকে লোকজন ঢুকছে

সেলুনে। দুটো লাশ আর মদের ভাঙা বোতলের দিকে তাদের নজর বারবার যাওয়া আসা করছে। 'পঞ্চাশ ডলার বোনাস দেব একটা কাজ করলে,' বলল শ্যাডো। 'করবে?'

'পঞ্চাশ ডলার পাব?' দাঁত বের করে হাসল লাল চুলো।

'কি করতে হবে বলো শুধু,' জানাল পোক।

কঠোর চেহারায় কি যেন ভাবল ব্ল্যাক শ্যাডো, তারপর বলল, 'লস অউচসের দিক থেকে বিরান এলাকা পার হয়ে এক লোক আসবে। ছোটখাটো মানুষ। নাম হিরাম ব্যাগলে। আমি চাই সে যাতে এখানে পৌঁছাতে না পারে। ওর লাশ এনে দাও, প্রত্যেকে তোমরা পঞ্চাশ ডলার করে পেয়ে যাবে।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল গানম্যান দু'জন। লাল চুলো জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক আছে। আমরা রাজি। কখন রওনা হবো?'

'আটকে রেখেছে কে তোমাদের!'

এক পাশে সরে নেমে আসা দুই গানম্যানকে পথ করে দিল ব্ল্যাক শ্যাডো। ওরা সেলুন থেকে বেরিয়ে যাবার পর লোকজনের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিল সে। দেখল ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকেছে মিলি মে। ঠাট্টার ভঙ্গিতে মেয়েটার উদ্দেশে হাত সেল্যুট করল শ্যাডো, তারপর শীতল কঠোর চাহনিতে শহরবাসীদের দেখল।

'নামটা আমার হ্যামন্ড। শুনে রাখো। সেলুনের দখল নিচ্ছি আমি।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সে, যাতে তার বক্তব্য সবাই আত্মস্থ করতে পারে। হাসল ঠোঁট বাঁকা করে বদমায়েশীর হাসি। 'অচিরেই বুঝতে পারবে তোমাদের উপকার করেছি আমি। কারও সাতে পাঁচে থাকার লোক নই। আমাকে বিরক্ত না করলে আমিও কাউকে বিরক্ত করব না। সামান্য কয়েকটা আইন আমি মেনে চলি। সেগুলো আমার নিজের তৈরি আইন। তোমরা সেগুলো মেনে নিতে পারলে আর কোন গোলমাল হবার সম্ভাবনা থাকে না।

যদি সবার সহযোগিতা পাই তাহলে এশহরের নাম আমি মানচিত্রে উঠিয়ে ছাড়ব। আর আমার সঙ্গে যদি লড়াইয়ে নামো তাহলে বুটহিলে জায়গা হবে না এতো লাশ ফেলব। এবার আমার শুভেচ্ছা হিসেবে আজ সারাদিন যে যতো পারো মদ খাও, পয়সা দিতে হবে না। বারকীপকে ঘুম থেকে জাগাও, তাকে বলে দাও নতুন একজন বসের হয়ে কাজ করতে হবে তাকে এখন থেকে।'

ব্ল্যাক শ্যাডোর কথা শেষ হবার আগেই দু'তিনজন দ্রুত পায়ে কাউন্টারের পেছনে চলে গেল বারকীপকে দাঁড় করাতে। শ্যাডোর ইশারা পেয়ে ভিড় ঠেলে সামনে বাড়ল মিলি মে। সিঁড়ির গোড়ায় পড়ে থাকা লাশ দুটো ডিঙিয়ে শ্যাডোর পাশে এসে দাঁড়াল। মৃদু হাসল শ্যাডো। বেশ কয়েকজন সরে গিয়ে মিলি মে-কে পথ করে দিয়েছে। হাত দিয়ে হ্যাটের কানাও ছুঁয়েছে তারা। যথার্থ সম্মান দেখিয়েছে। একমাত্র কারণ, মিলি মে হ্যামন্ডের নিজস্ব মেয়েমানুষ।

ফিসফিস করল মিলি মে, 'হ্যাম-বয়! সত্যি তুমি পেরেছ! পেরেছ তুমি! এই শহর এখন তোমার হাতের মুঠোয়।'

গাম্ভীর্যের সঙ্গে মাথা দোলাল শ্যাডো। 'তাই হবে আমি জানতাম। বলা যায় না, এশহরে আমাদের ভবিষ্যৎ হয়তো বেশ উজ্জ্বলই হবে, কি বলো? বলা চলে তুমি আর আমি এশহরের মালিক।'

বারকীপকে জাগিয়ে তুলে মদের আসর বসিয়ে ফেলেছে শহরের পুরুষরা। লাশ দুটো সরিয়ে ফেললেই স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসবে সেলুনে। সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিলি মে'র কোমর ধরে সদ্যমৃত স্টেটসনের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টের দিকে চলল ব্ল্যাক শ্যাডো। অনেক ধকল গেছে আজকে তার ওপর দিয়ে, বাকি দিনটা আরাম করে উপভোগ

করবে সে মিলি মে'র অন্তরঙ্গ সংসর্গ।

*

রুক্ষ জমির ট্রেইল ধরে দু'জন রাইডারকে দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখল ব্যাগলে। এক হাত ওর অস্ত্রের বাঁটের ওপর, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা করছে না। এরা এতোই বেপরোয়া ভঙ্গিতে আসছে যে বিপদ হওয়ার কথা নয়।

ভুল ভাবল ব্যাগলে। ওই অশ্বারোহী দু'জন আসলে লালচুলো আর পোক। দু'জনই তারা ব্যাকুল হয়ে হ্যামন্ডের ঘোষিত পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশো ডলার আয় করার ধান্দায় আছে।

ট্রেইল ধরে দ্রুত আসছে তারা, ভাব দেখে মনে হয় কোথাও যাওয়ার তাড়া আছে। এক পাশে সরে ঘোড়া থামাল ব্যাগলে লোক দু'জনকে পাশ কাটাবার সুযোগ দিতে। কাছাকাছি এসে ঘোড়ার মুখ ব্যাগলের দিকে ঘোরাল তারা। ব্যাপারটা একেবারেই অস্বাভাবিক, কাজেই সতর্ক হয়ে উঠল ব্যাগলে। ওর দু'পাশ দিয়ে পাশ কাটাল ঘোড়সওয়ার দু'জন। দু'দিকে নজর রাখতে গিয়ে একটু বেসামাল হয়ে পড়ল ব্যাগলে। ততোক্ষণে ওকে পার হয়ে গেছে লোক দু'জন। ঘোড়াটা তড়িঘড়ি ঘোরানোর চেষ্টা করল ব্যাগলে, নাইন গানটা বের করছে, বুঝতে পারছে বিপদে পড়েছে। দশ গজ দূরে চলে গেছে পোক আর লালচুলো। ব্যাগলে পুরোপুরি ঘোরার আগেই তাদের অস্ত্র আগুন ঝরাল। স্যাডলের সঙ্গে যেন মিশে গেল ব্যাগলে, স্পার দাবাল ঘোড়ার পেটে। আড়াআড়ি ভাবে ঘোড়াটা ছুটল দুই আততায়ীর দিকে। নাইন গান বেরিয়ে এসেছে হাতে, গুলি করল। ওর মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা গুলি। আরেকটা বিঁধল স্যাডল হর্নে। ছেঁড়া চামড়ার গন্ধ পেল ও।

ঘোড়ার পিঠে এক পাশে কাত হয়ে প্রায় শুয়ে পড়েছে ব্যাগলে, ঘোড়াটার ঘাড়ের পাশ থেকে গুলি করল। লালচুলো লোকটাকে

স্যাডলের ওপর কেঁপে উঠতে দেখল ও। ভাল হাতে আহত কাঁধ চেপে ধরেছে সে। পোক রাইফেল ঘুরিয়ে গুলি করল, কিন্তু অনেক দূর দিয়ে গেল তার তাক-না-করা গুলি। স্যাডলে সিধে হয়ে আরেকবার লালচুলোকে গুলি করল ব্যাগলে। ঘোড়াটা ভয় পেয়ে সরে যাওয়ায় গুলিটা লক্ষ্যে আঘাত না করে লালচুলোর কাঁধের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এবার নাইন গানটা দু'হাতে ধরল ব্যাগলে, ধীরস্থির ভঙ্গিতে তাক করল অস্ত্র। পরপর দুটো গুলি করল। স্যাডল থেকে পেছনে ছিটকে পড়ল লালচুলো, শূন্যে একবার মোচড় খেয়ে ধড়াস করে পড়ল ধুলোময় জমিতে, নড়ল না আর। নাইন গানটা এবার পোকের দিকে তাক করল ব্যাগলে, কিন্তু গুলি করার আগেই প্রচণ্ড একটা ধাক্কা অনুভব করল বুকে। আরেকটু হলে স্যাডল থেকে পড়ে যাচ্ছিল। নাইন গান হোলস্টারে রেখে বামহাতে কোনমতে স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরে ভারসাম্য রক্ষা করল।

আবছা চেতনায় ঘোড়াটাকে হাঁটুর গুঁতোয় একপাশে সরাল ও। টের পেল আরেকটা বুলেট শিস কেটে বেরিয়ে গেল ওর মাথার পাশ দিয়ে। চোখে ঝাপসা দেখছে, কিন্তু তারপরও দেখতে পেল পোক তার ঘোড়াটায় বসে আছে শান্ত ভঙ্গিতে। লোকটা এখন পঞ্চাশ গজ দূরে। সাবধানে লক্ষ্যস্থির করছে। নিশ্চিত হয়ে গুলি করার ইচ্ছে।

ঘোড়াটাকে রুক্ষ প্রান্তরের দিকে ছোটাল ব্যাগলে। বুঝতে পারছে এছাড়া তার করার কিছু নেই। বুক থেকে দু'কাঁধে তীব্র ব্যথার স্রোত ছড়িয়ে যাচ্ছে। পেট বেয়ে নামছে উষ্ণ রক্ত। দু'হাতে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে কোনরকমে স্যাডলে টিকে থাকল। ঘোড়ার কর্কশ কেশর বাতাসে উড়ে ঝাপটা মারছে ওর মুখে। আবছা ভাবে গুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ও। একের পর এক

গুলি করছে লোকটা। ঘোড়ার সামনের খুরের কাছে দুয়েক্বার ধুলো ওড়াল বুলেট। আন্দাজ করল ব্যাগলে, ওগুলো বোধহয় রেঞ্জিং শট।

ঠিকই ধারণা করেছে ব্যাগলে। এর পরের গুলি ঘোড়ার পেছনে এসে বিঁধল। ব্যথায় তীক্ষ্ণ হ্রেষাধ্বনি করল ঘোড়াটা। ছুটতে ছুটতে টলতে শুরু করল। পোক ঘোড়াটার গায়ে গুলি লাগানোর জন্যেই রেঞ্জিং শটগুলো নিয়েছিল। কিছুটা বিস্ময় নিয়ে ভাবল ব্যাগলে, কেন যেন মনে হচ্ছে কিছুতেই কিছু যায় আসে না। ব্যথায় মস্তিষ্ক অচল অবশ হয়ে যাচ্ছে, লোপ পাচ্ছে চেতনা।

পাছায় গুলি লাগায় পাগলের মতো ছুটছে ওর ঘোড়া, গতি নিয়ন্ত্রণ করবে সে সাধ্য ব্যাগলের নেই। যেদিকে খুশি চলেছে জানোয়ারটা। সমস্ত শক্তি ব্যয় করে স্যাডলে টিকে আছে ব্যাগলে। একবার একটা পা স্টিরাপ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, আরেকটু হলেই পড়ে যেত, অনেক কষ্টে সামলে নিয়েছে। পেছনে তাকাল, চোখ পিটপিট করল নজর পরিষ্কার করার জন্যে। দ্রুত ছুটে আসছে পোক, তবে দূরত্ব বজায় রাখছে। পঞ্চাশ গজের মধ্যে আসছে না। ওখান থেকেই লক্ষ্য ভেদ করার ইচ্ছে।

ব্যাগলের ঘোড়ার এগোনোর পথে আড়াআড়ি যাচ্ছে পোকের ঘোড়া। ট্রেইল থেকে অনেক দূর সরে এসেছে তারা। এখানে ওখানে পড়ে আছে গরুর হাড়গোড়। চারপাশে মাঝে মাঝেই হলুদ মাটির ঢিবি। বছরের পর বছর পানির স্পর্শ বঞ্চিত।

স্বচ্ছ ভাবে চিন্তা করতে পারছে না ব্যাগলে। ভাবার চেষ্টা করল নিজে সে পেছনের ওই আততায়ী হলে কি করত। লোকটা কি অপেক্ষা করছে কখন ও স্যাডল থেকে খসে পড়বে সেজন্যে? নাকি ঘোড়াটাকে মেরে ওকে মরতে ফেলে রেখে যাবে এই বিরান প্রান্তরে?

পোকোর গুলি কাছাকাছি আসছে, কিন্তু যথেষ্ট কাছে নয়।

একবার ঘুরে তাকাল ব্যাগলে, দেখল একটা ঢালের মাথায় থেমে দাঁড়িয়েছে খুনী, সাবধানে তাক করছে রাইফেল, যাতে এবার লক্ষ্যভেদে গাফিলতি না হয়।

রাইফেলের গুলির আওয়াজের পরপরই ঘোড়াটা ঝাঁকি খেল। ব্যাগলের বুঝতে দেরি হলো না লোকটা লক্ষ্যভেদ করেছে। আগের বারের মতো শুধু চামড়া কেটে বেরিয়ে যায়নি বুলেট, শরীরে বিঁধেছে। যন্ত্রণায় হ্রেষাধ্বনি করল ঘোড়াটা, থমকে দাঁড়িয়ে টলতে শুরু করল। ব্যাগলে রাশে ঝাঁকি দিতে চেষ্টা করল এগিয়ে যেতে।

আগের চেয়ে অনেক আস্তে ছুটছে ঘোড়াটা। ঠিক মতো পা ফেলতে পারছে না। এগিয়ে চলেছে এখনও। মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে আরও সচেতন হতে চেষ্টা করল ব্যাগলে, বুঝতে পারছে মস্ত বিপদে আছে সে। ঘোড়াটা যদি মারা পড়ে তাহলে আততায়ীকে কষ্ট করতে হবে না, ওকে ফেলে চলে গেলেই যথেষ্ট। রুক্ষ এই বিস্তীর্ণ এলাকা শেষ করে দেবে ওকে।

পোক ধীরেসুস্থে আসছে, উঁচু জমি ধরে এগোচ্ছে সে। এক হাতে ধরে রেখেছে রাইফেলটা, জানে ঘোড়াটাকে ভাল রকম আহত করেছে। হোঁচট খাচ্ছে ব্যাগলের ঘোড়াটা, আস্তে আস্তে ক্রমেই নিচু হয়ে যাচ্ছে ওটার মাথা। কুঁজো হয়ে স্যাডলে বসে আছে ব্যাগলে, দুলছে ঘোড়া এগোনোর তালে। পোকো সিদ্ধান্ত নিল খেলা শেষ করার আগে একটু সময় দেবে লোকটাকে।

স্টিরাপ থেকে পা বের করে নিল ব্যাগলে। ঘোড়ার ভাবসাব দেখে বুঝতে পারছে আর বড়জোর কয়েক মিনিট, তারপরই আছাড় খেয়ে পড়ে যাবে ঘোড়াটা। ওটার লাশ গায়ের ওপর পড়ার আগেই লাফ দিয়ে নেমে যেতে হবে বাঁচতে চাইলে। রাইফেলটা

স্ক্যাবার্ড থেকে বের করতে গিয়ে আরেকটু হলেই ভারসাম্য হারিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাচ্ছিল ও। ঘোড়াটার সামনের দু'পা হঠাৎ করেই ভাঁজ হয়ে গেল। থমকে দাঁড়াল ওটা। তারপর পাশ ফিরে পড়ে যেতে শুরু করল। লাফ দিয়ে দূরে পড়ল ব্যাগলে, রাইফেলটা তখনও স্ক্যাবার্ড থেকে বের করতে পারেনি।

দড়াম করে পড়ল মাটিতে, কয়েক গড়ান দিয়ে স্থির হলো শরীরটা। পাশেই পড়ে গেল ওর ঘোড়া। মৃত্যু যন্ত্রণায় পা ছুঁড়ল। ব্যাগলের মনে হলো দ্রুত বেগে যেন ঘুরছে দুনিয়াটা। মাথা, বুক, পা আর হাতে অসহ্য ব্যথা। কেশে উঠল। মনে হলো যেন রক্তের স্বাদ পেল জিভে। ভয়ের একটা শিরশিরে অনুভূতি নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। বুলেট ফুসফুস ফুটো করে দেয়নি তো? চোখ থেকে ধুলো সরিয়ে পোক যেদিক থেকে আসছে সেদিকে তাকাল।

আস্তে ধীরে আরাম করে আসছে পোক, হাতের ভাঁজে রাইফেল। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী সে। জানে কাছাকাছি পৌঁছে পছন্দসই জায়গা থেকে গুলি করে প্রতিপক্ষকে খতম করতে কোন অসুবিধে হবে না।

ব্যাগলের মাথায় অন্য পরিকল্পনা ঘুরতে শুরু করেছে। বাঁচার আশায় ব্যথা ছাপিয়ে উঠল সচেতনতা। ডানহাতটা কোমরের পাশে নামিয়ে রাখল ও, সেই সঙ্গে ইঞ্চি ইঞ্চি করে নাইন গানটা বের করে পড়ে থাকল নিথর হয়ে। এমন একটা ভঙ্গি যে দেখে মনে হবে মরেই গেছে। চোখ সরু করে পোককে আসতে দেখছে, বুড়ো আঙুলে হ্যামার ওঠাল। শটগানের গুলিটা খরচ করেনি বলে কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করছে। এখন ওর যে অবস্থা তাতে শটগানের শেল না হলে লক্ষ্যে আঘাত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ত।

থেমে রাইফেল তুলল পোক। নিচু স্বরে গাল বকল ব্যাগলে। লোকটা এখনও শটগানের গুলি কার্যকর হবার তুলনায় অনেক

বেশি দূরে আছে। মনোভাব বদলে আবার সামনে বাড়ল পোক। নিথর পড়ে আছে ব্যাগলে, শ্বাস টানতেও ভয় পাচ্ছে, যদি নড়াচড়া আততায়ীর চোখে পড়ে যায়। শরীর না কাঁপিয়ে বার কয়েক কেশেছে ও, টের পেয়েছে রক্ত বেরোচ্ছে বুকের ক্ষত থেকে। বুঝতে পারছে না কতোক্ষণ আর বাঁচবে।

এগিয়ে এসে দশ ফুট দূরে থামল পোক, চওড়া হাসি ঠোঁটে, রাইফেলটা কাঁধে তুলতে শুরু করল। লোকটা এতোই কাছে যে তার পুরো দেহ দেখতে পাচ্ছে না ব্যাগলে।

বুঝতে দেরি হলো না ওর, হয় এখনই গুলি করতে হবে, নয়তো কখনোই আর করা হবে না। শরীরে যতোটুকু শক্তি আছে সেটুকু সদ্ব্যবহার করতে হলে এখনই করার শেষ সময়।

বাম পাশে কাত হলো ব্যাগলে, ব্যথায় অস্ফুট আওয়াজ বের হলো ওর মুখ দিয়ে। শরীরটা উঁচু করে নাইন গান তুলে তাক করেই গুলি করল। বজ্রের গর্জনের মতো আওয়াজ করল বন্দুকের গুলি। ঝাঁকির চোটে হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল অস্ত্রটা।

মুহূর্তের জন্যে বরফের মতো জমে গিয়েছিল পোক ব্যাগলেকে নড়তে দেখে। বন্দুকের গুলিতে যখন ঝাঁঝরা হয়ে গেল তখনও তার বিস্ময় কাটেনি। গলা থেকে একমুঠো মাংস খসে গেল। সারা চেহারা রক্তাক্ত হয়ে গেল ছররা গুলিতে। গোটা কয়েক ফুটো হলো খুলিতে।

একটা চিৎকার ছাড়ার সুযোগও পেল না পোক, তার আগেই গুলির ধাক্কায় স্যাডল থেকে ছিটকে পেছনে পড়ে গেল। শূন্যে ক্ষণিকের জন্যে ঝুলে থাকল দেহটা, তারপর চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ল ধড়াস করে। একগাদা ধুলো উড়ল তার চারপাশে। ভয়ে হ্রেষাধ্বনি করে পোকের ঘোড়াটা পিছিয়ে গেল, তারপর উষ্ণ রক্তের মিষ্টি গন্ধ নাকে যেতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে শুরু করল,

একটু পরই চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

বিড়বিড় করে গাল বকল ব্যাগলে, আস্তে আস্তে উঠে বসল। নাইন গান খুঁজে নিয়ে ভরে রাখল হোলস্টারে। ব্যথা সহ্য করে ঘোড়ার আরও কাছে গেল, তারপর গাল বকল আবার। ডান দিকে কাত হয়ে পড়ে আছে ঘোড়ার লাশ। রাইফেল আর পানির ক্যান্টিন চাপা পড়েছে ওটার দেহের তলায়। জমি এখানে এতোই শক্ত যে খালি হাতে জমি খুঁড়ে ওগুলোকে বের করার কোন উপায় নেই।

এক পাশের স্যাডলব্যাগ থেকে কাপড় বের করে ফালি ফালি করে ছিঁড়ল ও, শার্ট খুলে ছেঁড়া টুকরোগুলো দিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধল ক্ষতস্থানে। কাজটা শেষ করে চারপাশে তাকাল।

এই দুস্তর মরু প্রান্তর পার হতে হবে ওকে পায়ে হেঁটে। তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে অতি অপরিহার্য পানি নেই। ট্রেইলটা কোথায় আছে সে সম্বন্ধেও কোন ধারণা নেই। দুই আততায়ীকে এড়াতে গিয়ে ট্রেইল থেকে অনেক সরে আসতে হয়েছিল ওকে।

ট্রেইল চিনে সে-পথে এগোলেও হয়তো কোন লাভ হতো না। বড় দুটো সমস্যার একটা হচ্ছে পানি। পানি নেই ওর কাছে। দ্বিতীয় সমস্যা রক্ত। এখনও ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে যাচ্ছে অবিরাম।

ছয়

দুস্তর মরু-প্রান্তর

বেননের হাত দুটো স্যাডল হর্নের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। ওই অবস্থাতেই ঘোড়ায় চেপে এগোতে হচ্ছে তাকে। পাশেই চলেছে

তান্না ডুক। আউট-লরা তাকে বাঁধার ঝামেলায় যায়নি।

আগে আগে চলেছে স্যান্ডার্স, ভাব দেখে মনে হলো কোথায় চলেছে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা আছে তার। বুঝতে পারছে বেনন, লস অউচকে পাশ কাটিয়ে দক্ষিণে সরে রুক্ষ মরু-প্রান্তরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে ওরা। একটা ঢালের মাথায় ওঠার পর তাপতরঙ্গের মাঝ দিয়ে দেখেছে দূরে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে হলুদ সরু ট্রেইলটা। অনেক দিন এতো দুর্গম নির্জন এলাকায় আসেনি বেনন। মনে মনে প্রার্থনা করল, যাতে স্যান্ডার্স জানে কোথায় যাচ্ছে সে। এই এলাকা পার হতে গেলে যতোটা পানি আছে তার সবটাই লেগে যাবে তৃষ্ণা মেটাতে। পানিতে টানও পড়বে হয়তো।

বেনন যতো দূর জানে এতো দক্ষিণে কোন শহর নেই। যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে যেতে থাকলে রিয়োর পাড় যেখানে সবচেয়ে অগভীর আর সরু সেখানে উপস্থিত হবে ওরা। পাশেই থাকবে মেক্সিকো।

হয়তো মেক্সিকোতেই ওকে নিয়ে যাচ্ছে স্যান্ডার্স। এখনও লোকটা ট্রিসট্রাম গ্রিফিন সম্বন্ধে আর কিছু বলেনি ওকে। এখনও বেনন বিশ্বাস করতে পারছে না যে বেঁচে আছে লোকটা। দু'বছর আগে একদল রেঞ্জারকে নিয়ে তার আস্তানায় হানা দিয়েছিল ও আর ব্যাগলে। গোপন আস্তানায় ব্যক্তিগত একটা সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিল লোকটা। গভর্নর ডুকের কাছ থেকে টেক্সাস কেড়ে নেবার মতলবে ছিল।

প্রচুর গোলাগুলি হয়। ছোটখাটো একটা যুদ্ধ বললেই চলে। লড়াইয়ে তার সেনাবাহিনী হেরে যাচ্ছে দেখে পালানোর চেষ্টা করে ট্রিসট্রাম গ্রিফিন। তার সঙ্গে স্যান্ডার্সও ছিল। পরে রেঞ্জারদের একটা দল তাদের মাঝখানে চলে আসায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় দু'জন।

গ্রিফিনকে অনুসরণ করে বেনন আর ব্যাগলে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ চলে ওদের প্রায় খসিয়ে ফেলেছিল লোকটা। কিন্তু পরে একটা টিলার ওপর কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এগোনোর কোন পথ ছিল না। দু'দিক থেকে তাকে কাভার করেছিল বেনন আর ব্যাগলে।

রুখে দাঁড়ায় গ্রিফিন। ঝোপের ভেতর থেকে রাইফেলের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেরিয়ে আসে বেনন। একটা গুলি গ্রিফিনের ঊরু বা কোমরের পাশে লাগে। তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ে লোকটা, ঘোড়ার পিঠ থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। তার একটা গুলিতে গাছের ছাল বেননের চোখে লাগে। মুহূর্তের জন্যে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল বেনন। দৃষ্টি পরিষ্কার হতে দেখল ঘোড়া বা ট্রিসট্রাম গ্রিফিন নেই টিলার মাথায়।

দৌড়ে টিলার ওপর ওঠে ও। নিচে তাকিয়ে দেখে অনেক নিচে নদীর পাড়ে পাথরের মাঝখানে পড়ে আছে গ্রিফিনের ঘোড়াটার থেঁতলানো শরীর, গ্রিফিনের দেহটা নদীর স্রোতে ভেসে ভাটির দিকে চলে যাচ্ছে। অতো ওপর থেকেও পানিতে মিশে যাওয়া রক্তের রং পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল বেনন। উপুড় হয়ে ভাসছিল দেহটা। একে বুলেট গেঁথেছে শরীরে, তার ওপর অনেক নিচে আছড়ে পড়েছে দেহটা। বেনন নিশ্চিত ছিল ট্রিসট্রাম গ্রিফিন মারা গেছে।

স্যান্ডার্স সেদিনের মতো ক্যাম্প করার পর প্রসঙ্গটা তুলল বেনন।

'গ্রিফিন যখন নদীতে পড়ল তখনই আমি ধরে নিয়েছি মারা গেছে সে,' বলল বেনন। গোগ্রাসে খাবার গিলছে স্যান্ডার্স, প্লেট থেকে মুখ তুলল না। 'ওর গায়ে গুলি লাগিয়েছিলাম আমি। ওর ঘোড়াটা নিচে পড়ে মারা গিয়েছিল। গ্রিফিন বাঁচল কি করে?'

কফির পটের দিকে হাত বাড়িয়ে বেননের দিকে তাকাল স্যান্ডার্স। পট হাতে পেয়ে চুমুক দিল কফিতে, গলা পরিষ্কার করল গরম তরলে, তারপর বলল, 'তুমি যাই ভাবো না কেন সে বেঁচে আছে। বহাল তবিয়তেই আছে। আবার নিজের প্রভাব বিস্তার করার জন্যে যথেষ্ট শক্তিও সে সঞ্চয় করেছে।' উঠে দাঁড়িয়ে বেননকে তাচ্ছিল্যের হাসি ঠোঁটে নিয়ে দেখল সে। 'কিন্তু পুরোনো ঋণ শোধ করার আগেই কিছু সে করবে না ঠিক করেছে। তার তালিকায় তোমার আর ব্যাগলের নাম সবার আগে।'

এতো শান্ত গলায় প্রতিশোধ আর মৃত্যুর ইঙ্গিতবাহী কথা বলছে স্যান্ডার্স যে ভয় পেয়ে বেননের গায়ের কাছে সরে এলো তান্না।

'আমাদের খুঁজে বের করলে কি ভাবে?'

শ্রাগ করল স্যান্ডার্স। 'কপাল। সৌভাগ্য। শুনেছিলাম ব্যাগলে গেছে মেক্সিকোতে, ব্ল্যাক শ্যাডোকে ফেরত নিয়ে আসতে। গ্রিফিনের আস্তানার কাছ দিয়েই ব্ল্যাক শ্যাডোকে নিয়ে নদী পার হয় সে। গ্রিফিন নির্দেশ দিল যাতে ব্যাগলেকে আমরা ধরে আনি তার কাছে। বলল তারপর অপেক্ষা করবে সে। তুমি আসবেই। আর এলে তোমাকেও ধরতে হবে। তার কাছে নিয়ে যেতে হবে। নির্দেশ দিয়েছে তোমাদের যেন জীবন্ত উপস্থিত করা হয় তার সামনে। তোমাদের মৃত্যু সে নিজ হাতে কার্যকর করতে চায়।' আবার শ্রাগ করল স্যান্ডার্স। 'যা বলেছে সে অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি আমি। বেতন ভাল। গ্রিফিনের সঙ্গে বনিবনাও চমৎকার হয় আমার। তার কাজ করতে ভাল লাগে। তাছাড়া ব্যক্তিগত ভাবেও আমি চাই তোমরা মরো। তাড়া খেয়ে পালানো আমি পছন্দ করি না। তাই করতে হয়েছিল দু'বছর আগে। সেই থেকে আমি টেক্সাসের বড় কোন শহরে যেতে পারিনি। গভর্নর ডুক আমার

নামে ওয়ান্টেড পোস্টার ছেপেছে। এখন তার মেয়ে আমার হাতে বন্দি। যা খুশি করতে পারি আমি মেয়েটাকে নিয়ে।' লোভী চোখে তান্নাকে দেখল স্যান্ডার্স, নোংরা হাসছে।

'এখনও আমাকে তুমি গ্রিফিনের কাছে নিয়ে যেতে পারোনি,' শুকনো গলায় বলল বেনন। 'ব্যাগলেও বন্দি হয়নি।'

'হবে। হয়ে যাবে। শুনেছি লস অউচস থেকে ডেল রিয়োতে যাচ্ছে সে। ব্ল্যাক শ্যাডো লস অউচসের জেল পুড়িয়ে দিয়ে তিনজনকে মেরে ভেগে গেছে, আর তার পেছনে যাচ্ছে ব্যাগলে।'

অজান্তেই ভ্রূ কুঁচকাল বেনন। বুঝতে পারছে স্যান্ডার্সের তথ্য পাবার ব্যবস্থা বেশ পোক্ত।

'আমরা যাবার পথে ডেল রিয়োতে যেতে পারি,' আবার বলল স্যান্ডার্স। 'আবার আগে তোমাকে ট্রিসট্রাম গ্রিফিনের কাছেও নিয়ে যেতে পারি। সেটাই করব ভাবছি। যতোদূর বুঝছি ব্যাগলের তুলনায় তোমাকে পেলেই বেশি খুশি হবে সে।'

বেনন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না যে বেঁচে আছে ট্রিসট্রাম গ্রিফিন। বিড়বিড় করে সেটাই বলল, 'আশ্চর্য!'

'মরেই গেছিল প্রায়,' বলল স্যান্ডার্স, চোখ সরাচ্ছে না তান্নার ওপর থেকে। 'শরীরটা নদীর পাড়ে যখন ঠেকল তখন সে প্রায় লাশ। একদল মেক্সিকান তাকে খুঁজে পায়। নদীর মেক্সিকান অংশে গিয়ে পড়েছিল সে। সামান্য সোনাই সঙ্গে ছিল তার, কিন্তু কাপড়চোপড় দেখে মেক্সিকানরা ধরে নেয় যে হয় গ্রিফিন খুব বড়লোক, নয়তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেউ। ওরা ভাবল মুক্তিপণ পাওয়া যাবে গ্রিফিনকে আটকে রাখলে। সেবাযত্ন করে তাকে সুস্থ করে তুলল তারা। গ্রিফিনের কপাল ভাল ছিল। মেক্সিকানদের সঙ্গে ছিল ট্রেনিং পাওয়া এক নার্স। তার সেবাতেই বেঁচে যায় গ্রিফিন। ততোদিনে মেক্সিকানরা গ্রিফিনের উপস্থিতিতে অভ্যস্ত

হয়ে পড়েছে। কড়া পাহারা আর নেই। সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে না তেমন মানুষই নয় গ্রিফিন। মেক্সিকান নার্সকে পটিয়ে ফেলে সে, তারপর ডাকাতগুলো কিছু টের পাবার আগেই এক রাতে নার্সকে নিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। সোজা সিভাডেড় মেরিডাতে পৌঁছে তবে থামে তারা।' একটা সিগারেট ধরিয়ে বেননের চোখে শীতল দৃষ্টিতে তাকাল স্যান্ডার্স। 'আরেকটু হলে আমিও তোমাদের সেই হামলায় মারা যেতে পারতাম। একটুর জন্যে রেঞ্জাররা আমাকে ধরতে পারেনি। রিয়ো নদী পার হয়ে মেক্সিকোতে ঢুকে পড়তে বাধ্য হই আমি। বেশ কিছুদিন পর যখন শুনলাম এক গ্রিংগো কঠোর ইয়াঙ্কিদের একটা দল গঠন করছে তখন দেখতে গেলাম কে সেই লোক। যখন দেখলাম লোকটা গ্রিফিন ছাড়া আর কেউ নয় তখন একেবারে অবাক হয়ে গেলাম।' সিগারেটে কষে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল স্যান্ডার্স। কিছুক্ষণ এক মনে ধোঁয়া গিলে তারপর বলল, 'গ্রিফিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি আমাদের। গত দেড় বছরে নানা কাজ করে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছি। মাস খানেক আগে গ্রিফিন সিদ্ধান্ত নিল টেক্সাসে ফেরার মতো শক্তি আমরা সঞ্চয় করতে পেরেছি। তারপর রিয়োর এপাড়ে এসে আস্তানা গাড়লাম।'

'তার মাথা থেকে টেক্সাস দখল করার পাগলামি যায়নি এখনও?' জিজ্ঞেস করল বেনন।

'আর সেই বোকামি নেই তার,' হাসল স্যান্ডার্স। 'পাগলামি ছুটে গেছে। এখন সে টাকার পেছনে ছুটছে। টাকা যেখানে গ্রিফিনও সেখানে। আর আমিও আছি তার সঙ্গে। রীতিমতো ভাল আছি। গ্রিফিনের মুখেই সব শুনতে পাবে। মারার আগে তোমাকে নিয়ে খেলবে ঠিক করেছে সে। অনেক পরিকল্পনা এঁটে রেখেছে। ব্যাগলের জন্যেও।' ক্রূর হেসে নিচু হলো বেননের চেহারা আরও

ভাল করে দেখার জন্যে। 'আপাতত আর কথা নয়। চিন্তা করতে থাকো তুমি। গন্তব্যে আগে পৌঁছে নেই, তারপর টের পাবে যাতনা কাহাকে বলে।'

স্যান্ডার্স দূরে চলে যেতে বেননের গায়ের কাছে আরও ঘেঁষে এলো তান্না। ফিসফিস করে বলল, 'সত্যি বলেছে লোকটা। গ্রিফিন নিশ্চই বেঁচে আছে। সে বেঁচে না থাকলে তার ব্যাপারে এতো কথা বলত না স্যান্ডার্স।'

'ঠিকই বলেছ তুমি,' শুকনো গলায় বলল বেনন। 'আর তার মানে, তান্না, বিরাট বিপদে পড়ে গেছি আমরা। গভর্নর ডুককে দু'চোখে দেখতে পারে না গ্রিফিন। তোমাকে হাতের মুঠোয় পেলে...' চুপ করে গেল বেনন।

নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে তান্না, আস্তে করে মাথা দোলাল। 'জানি।' মাথা নাড়ল আফসোস করে। 'আমার জন্যেই এই বিপদে পড়লে তুমি। তোমার পিছু নেয়া আমার উচিত হয়নি।'

বেননের হাত ধরে কাঁধে মাথা রাখল তান্না। চুপ করে বসে আছে বেনন, ভাবছে। ভাবছে কি করে উদ্ধার পাবে। কোন পথ দেখতে পাচ্ছে না।

একটু পরই স্যান্ডার্স হাঁক ছাড়ল: 'যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে, এবার ক্যাম্প গোটাও। রাতেই এই এলাকার অর্ধেকটা পার হতে হবে আমাদের। পাউডারহর্নে গিয়ে তারপর বিশ্রাম। জলদি করো!'

জিনিসপত্র যার যারটা গুছিয়ে নিল আউট-লরা। সর্বক্ষণ একটা কক্ করা কোল্ট রিভলভার বেননের ওপর তাক করে রাখল স্যান্ডার্স, কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

একজন গানফাইটার বেননের হাত ভাল মতো বেঁধে দিল। পাউডারহর্ন কোথায় সেটা ভেবে পেল না বেনন। ওখানে কি

অপেক্ষা করছে কে জানে!

*

ব্যাগলে বুঝতে পারছে, কিছুক্ষণের মধ্যে যদি পানি না পায় তাহলে থুতু ফেলার সাধ্যও হবে না ওর আর। আর কতোক্ষণ হাঁটতে পারবে ও? জানে না। গলার ভেতরটা এতোই শুকিয়ে গেছে যে ম্যাচের কাঠি ঘষলে আগুন জ্বলে উঠবে বলে মনে হচ্ছে। জিভটা ফুলে উঠেছে। মাড়িগুলো ব্যথা করছে। দপদপ করছে ক্ষতটা। রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে অবশ্য। কিন্তু তাতে আনন্দের কিছু নেই। রক্তক্ষরণে মরার চেয়ে পানিশূন্যতায় মরা কোন অংশে ভাল বলে মনে হচ্ছে না।

শ্বাস টানলেই ঘড়ঘড় করে আওয়াজ হচ্ছে। মনে হচ্ছে পানির পাম্পের পিস্টনটায় তেল দেয়া হয়নি বলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। প্রতিবার শ্বাস টানলেই বুকের ব্যথাটা বাড়ছে। বুকের ওপরের অংশে ক্ষতটা হওয়ায় অবস্থা আসলে কিরকম সেটা দেখতে পাচ্ছে না ও। অস্বস্তি বোধ হচ্ছে সেজন্যে।

শরীরের ভেতর গুলিটা রয়ে গেছে। পিঠে কোন ফুটো নেই, দেখেছে ও। প্রতিবার নড়লেই একটা ঢেলা মতো অনুভব করতে পারছে বুকের ভেতর। ব্যথার স্রোত বয়ে যাচ্ছে সারা শরীরে। বুক থেকে পেটে, দু'হাতে, উরুতে—অসহ্য।

জিভে যে রক্তের স্বাদ পেয়েছিল সেটা ছিল কাটা ঠোঁটের রক্ত। ঘোড়া থেকে পড়ে ঠোঁট কেটেছে। ফুসফুস জখম হয়নি। সেকারণেই বাঁচার আশা এখনও ত্যাগ করেনি ব্যাগলে। তবে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে, যদি বোঝে ধীরে ধীরে কষ্ট পেয়ে মরতে হবে তাহলে এক গুলিতে শেষ করে দেবে সমস্ত কষ্ট।

দশ গজ হাঁটলে বিশ্রাম নিতে বসতে হচ্ছে। তারপরও গোলাগুলির জায়গা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে ও।

শেষ দুপুর এখন। রুক্ষ প্রান্তরের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলা একমাত্র ট্রেইলের খোঁজে টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে ব্যাগলে। মনে মনে আশা করছে কোন স্টেজকোচ, ওয়্যাগন বা বন্ধুভাবাপন্ন ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, সাহায্য পাওয়া যাবে। কারও মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে লাভ হবে না বুঝতে পারছে। আগুন জ্বেলে ধোঁয়ার সঙ্কেত আকাশে দেয়ার মতো কাঠ নেই কোথাও। চেঁচিয়ে বা গুলি ছুঁড়ে লাভ নেই। আওয়াজ বেশিদূর যাবে না।

সতর্কতা বোধে এখনও ঢিল পড়েনি ও। জানে, কেউ এলেও তাকে চট করে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। অনেক ল-ম্যান বিনা দ্বিধায় মানুষকে বিশ্বাস করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

চোখ ফুলে রক্ত-লাল হয়ে গেছে, কাদা শুকিয়ে খচখচ করছে। ভাল মতো দেখতে পাচ্ছে না ও। সবকিছু কেমন যেন ঘোলা। পানি নেই যে চোখ পরিষ্কার করবে। রুমাল দিয়ে মুছছে মাঝে মাঝে, তাতে তেমন একটা কাজ হচ্ছে না।

সামনে তাকিয়ে দু'পা ফাঁক করে যথা সম্ভব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও কিছুক্ষণ। কাঁধের পেছন থেকে আগুন ঢালছে সূর্য। ভাঙাচোরা একটা ঢালের মাথায় আছে ও এখন, সমভূমি থেকে দশ ফুট ওপরে। কাশছে অল্প অল্প, শ্বাস নিতে গেলে কষ্ট হচ্ছে, টলছে শরীর। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে তাপ তরঙ্গের মাঝ দিয়ে দূরে দেখার চেষ্টা করল। গরমের কারণে নাচছে দৃশ্যটা, কাঁপছে সবকিছু। ভাল দেখা যায় না। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আরও সতর্ক হয়ে উঠল ও। বার কয়েক চোখ পিটপিট করে আবার তাকাল ভাল মতো দেখার জন্যে।

হ্যাঁ, ওই তো দেখা যাচ্ছে দূরে দিগন্তের কাছে হলুদ ট্রেইল। অনেক দূরে। ধুলো উড়ছে ট্রেইলে। কারা যেন আসছে। ওয়্যাগন

বাকবোর্ড, নাকি অশ্বারোহী? এদিকেই আসছে, তবে কাছাকাছি আসবে, না দূর দিয়ে পার হয়ে যাবে? কাছে এলেও ওর কয়েক মাইল দূর দিয়ে পার হবে যারা আসছে। ওই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে ও? লাভ হবে তাতে কোন? হতে পারে। আবার ক্ষতিও হতে পারে। যা ঘটার ঘটবে, মানুষের সঙ্গ পাবার চেষ্টা করবে, স্থির করে ফেলল ব্যাগলে। এমনিতেও মরতে হবে এখানে থেমে গেলে। তারচেয়ে চেষ্টা করে দেখাই যাক না বাঁচার কোন উপায় হয় কিনা।

আরেকটা সম্ভাবনা মাথায় খেলল ওর। দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দিনের মধ্যে রুক্ষ এই মরুপ্রান্তর পার হতে পারবে না লোকগুলো। সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও থেমে ক্যাম্প করবে তারা।

হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল ব্যাগলের। বসে পড়ল ও চট করে। ভারসাম্য হারিয়ে আরেকটু হলেই উপুড় হয়ে পড়ে যেত, শেষ মুহূর্তে সামলে নিল। মাথাটা ঘুরছে। শ্বাসের ঘড়ঘড় আওয়াজটা বেড়েছে আরও। কষ্ট হচ্ছে শ্বাস নিতে। মনের ওপর জোর খাটিয়ে সামনেটা তীক্ষ্ণ নজরে দেখার চেষ্টা করল ব্যাগলে। তিন মাইল দূরে পাথরের বেশ কিছু স্তূপ আছে। আরও ঘণ্টা খানেক লাগবে লোকগুলোর ওখানে পৌঁছাতে। ততোক্ষণে সূর্য প্রায় ডুবে যাবে। পাথরের স্তূপের পাশ দিয়েই ট্রেইলটা গেছে। পানি নেই বোধহয়, কিন্তু ক্যাম্প করার জন্যে জায়গাটা ভাল, রাতের হিমশীতল বাতাস থেকে আশ্রয় মিলবে ওখানে। লোকগুলো হয়তো রাতের মতো থামবে পাথরগুলোর কাছে। সেক্ষেত্রে তাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে ওকে।

শরীরের তাল রাখতে না পেরে ঢাল বেয়ে পড়ে গেল ব্যাগলে। গোঙাচ্ছে ও, গড়িয়ে নামছে। সমভূমিতে পড়ে যাওয়ার পর চুপ

করে কিছুক্ষণ চিৎ হয়ে শুয়ে থাকল। সূর্যের আলো তপ্ত তেলের মতো ছ্যাঁকা দিচ্ছে শরীরে। ঘনঘন ওঠানামা করছে ওর বুক। গরম বাতাস ঢুকছে শ্বাসের সঙ্গে, গলা জ্বলছে। বুকের গর্তটার ব্যথা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে।

আবছা চেতনায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবে ঠিক করল। সামান্য হলেও শক্তি সঞ্চয় করে নিতে হবে সংক্ষিপ্ত এই বিশ্রামের মাধ্যমে। এখনও অনেকটা দূর যেতে হবে। তিন মাইল দূরত্ব এখন অনেক। ওই পাথরের স্তূপের কাছে যেতেই হবে। বাঁচতে হবে ওকে। রাতের আঁধারে আগুন দেখতে পেলে লোকগুলোর ক্যাম্পে হয়তো পৌঁছাতে পারবে ও। ওখানে হয়তো সাহায্য মিলবে।

এখন মন বলছে বাঁচার আশা আছে।

*

স্টেটসনের আরামদায়ক বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে রাজার হালে আছে ব্ল্যাক শ্যাডো। ডেল রিয়োর সেলুনের বেচা বিক্রি সামান্য সময়ে যা দেখেছে তাতে ব্যবসা ভাল হবে বলেই মনে হয়। স্টেটসনের হিসাবরক্ষককে ডাক দিয়ে এনে সহায় সম্পত্তির হিসাব জেনে নিয়েছে। সেলুনের মালিকানাও নিজের নামে করে নিয়েছে। মিলি মে-কে আলাদা একটা অ্যাপার্টমেন্ট দিয়েছে সেলুনের ওপর তলায়। দু'জন মিলে ওপর তলার প্রায় পুরোটাই ব্যবহার করবে তারা।

প্রথম দিনই মার খাওয়া বারটেন্ডার এবং অন্যান্য কর্মচারীদের ডেকেছে সে, বলে দিয়েছে এখন থেকে হুইস্কিতে তিন ভাগের এক ভাগ পানি মেশাতে হবে। কাস্টোমারদের কেউ যদি কোন প্রতিবাদ করে তাহলে পেশাদার বাউন্সারদের দিয়ে পেটানো হবে আচ্ছা মতো। বাউন্সার আর বারটেন্ডারের বেতন বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন

থেকে অনমনীয় আচরণ করা হবে কাস্টোমারদের সঙ্গে।

কয়েক দিন যেতে না যেতেই রাস্তাঘাটে মাথায় আব গজানো লোক প্রচুর দেখা যেতে লাগল। কারও কারও পকেট কাটা। ওখানে ওয়ালেট ছিল। শহরের বেশির ভাগ লোক ব্ল্যাক শ্যাডোর অকথিত বার্তাটা টের পেয়ে গেল। ব্ল্যাক শ্যাডোর সেলুনটাই থাকবে শহরের একমাত্র সেলুন, কাজেই যা-ই ওখানে বিক্রি হয় সেটাই পান করতে হবে, কোন প্রতিবাদ করা চলবে না। প্রতিবাদের ফল ভাল হয় না। যারা প্রতিবাদ করেছে তাদের অবস্থা এমন করে ছাড়া হয়েছে যে দ্বিতীয়বার মুখ খোলার সাহস হয়নি কারও।

একই ভাবে মিলি মে'র পতিতালয়টাও শহরের একমাত্র পতিতালয়। লোকজন বুঝে গেছে যে তারা যখন অন্য কাজে ব্যস্ত তখন যে পকেট সাফ করে ফেলা হচ্ছে সে ব্যাপারে কথা বলে কোন লাভ নেই ক্ষতি ছাড়া। যারা বাউন্সার বা মিলি মে-কে কোনরকমের হুমকি দিয়েছে তাদের বেশিরভাগকেই মরতে হয়েছে হ্যামন্ডের পিস্তলের গুলিতে।

ডেল রিয়োর আন্ডারটেকারের ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠেছে। যতো লাশ পড়বে ততোই তার ব্যবসা ভাল হবে। সে বেশ খুশি। কফিন প্রস্তুতকারক আর প্রস্তরফলক খোদাইকারীর ব্যবসাও রীতিমতো ভাল চলছে।

শহরের ভদ্রলোকরা শীঘ্রি ভয় পেয়ে নিরব হয়ে গেল ব্ল্যাক শ্যাডোর প্রণিত আইনের নমুনা দেখে। তবে তারা এটাও বুঝল যে নিজেদের কাজ করে গেলে এবং মুখ বন্ধ রাখলে খুব কম সময়েই হ্যামন্ড বা তার লোকরা অত্যাচার করে। স্টেটসন যখন স্পেডের সাহায্য নিয়ে শহরে রাজত্ব করছিল সে তুলনায় এখন পরিস্থিতি আরও কঠিন বটে, কিন্তু এটাও ঠিক যে স্টেটসনকে মেনে নিয়ে

চলতে যেমন এক সময় সয়ে গিয়েছিল সবার, তেমনি হ্যামন্ডকে মেনে নিতেও দেরি হবে না।

তবে সবাই রাম রাজত্ব মেনে নিতে রাজি নয়। লড়াই করার সাধ্য বা সাধও নেই তাদের। হ্যামন্ডকে তারা ভয় পায় তা নয়, কিন্তু গানম্যানদের মতো অতো বেপরোয়া নয় তারা, এটা বুঝতে প্রচুর বুদ্ধির দরকার করে না। রুখে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে চায় না কেউ।

লেন রেনমার্কও তেমনই একজন মানুষ। জেনারেল স্টোরে কাজ করত সে। যখন দেখল তার বস্ হ্যামন্ডের বুড়ো আঙুলের নিচে চাপা পড়েছে, তখন বিতৃষ্ণ হয়ে উঠল সে। কয়েকজন গানম্যানকে পাঠিয়েছিল হ্যামন্ড দোকান মালিকের কাছে। তারা স্পষ্ট ভাষায় তাদের বক্তব্য জানিয়ে গেছে। তারপর থেকে লাভের একটা অংশ হ্যামন্ডকে দিতে বাধ্য হচ্ছে দোকান মালিক। যদি না দিত তাহলে হয়তো দুর্ঘটনাবশত দোকানে আগুন লেগে পুড়ে যেত সব। ডাকাতি হতে পারত। অথবা দোকানের ভেতর হয়তো কয়েকজন ঝগড়া করত। পরিণতি: গোলাগুলি এবং দুর্ঘটনাবশত দোকান মালিকের মৃত্যু।

কাজেই স্টোরের মালিক হ্যামন্ডের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেছে। শহরের বেশিরভাগ ব্যবসায়ী হ্যামন্ডের প্রস্তাবে সম্মতি জানাতে বাধ্য হয়েছে। যারা রাজি হয়নি তাদের কয়েকজনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বাড়ি অকস্মাৎ আগুন লেগে পুড়ে গেছে। গৃহ এবং সহায় হারা হয়ে শহর ছাড়তে হয়েছে তাদের। কেউ কেউ অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে মারাও গেছে। অরাজি যারা তখনও ছিল তারা রাজি হতে সময় নেয়নি মোটেই।

লেন রেনমার্কের মতে ডেল রিয়ো শহরের মৃত্যু-ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। স্টেটসনের আমলেও পরিস্থিতি খুব খারাপ ছিল,

মাঝে মাঝেই সাধারণ মানুষকে হুমকি ধামকি দেয়া হতো, গানম্যানরা নিরীহ মানুষদের মারধর করত, কিন্তু এখন হ্যামন্ডের নেতৃত্বে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তারা। শতগুণ বেড়ে গেছে অত্যাচারের মাত্রা। নিজেও কিছু লোক আনিয়েছে হ্যামন্ড। পরিচিত নামকরা আউট-ল। মাঝে সাঝে শখ করে গোলাগুলি করে তারা মদ খেয়ে। কেউ তাদের হাত থেকে নিরাপদ নয়। নিজের বাড়িতে বসেও বিপদমুক্ত নয় কেউ। এপর্যন্ত কয়েকজন বাড়িতে বসেও আহত হয়েছে গানম্যানদের গুলিতে।

সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে পরিস্থিতি। এতোদিন শুধু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেই টাকা খেয়েছে হ্যামন্ড। এবার সে প্রত্যেকের রোজগারের একটা অংশ দাবি করে বসেছে। সবাইকে তাদের বেতনের একটা বড় অংশ চাঁদা দিতে হবে। বিরক্তির চরমে পৌঁছে সেজন্যেই লেন রেনমার্ক সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডেল রিয়ো ছেড়ে চলে যাবে সে।

ছ'মাস আগে সস্তায় একটা পুরোনো ওয়্যাগন কিনেছিল সে। সেটা মেরামত করে নিয়েছে নিজের হাতে। গত ক'দিন হলো রেনমার্ক স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে ওটা এবারে কাজে লাগবে।

শনিবার সারাদিন দোকানে কাজ করে রাতের আঁধারে ওয়্যাগনটা যাত্রার জন্যে তৈরি করে বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে শহরের পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সে। মিলি মে'র পতিতালয় আর সেলুনে এতো হৈ-হল্লা হচ্ছে যে কেউ টের পায়নি সরে পড়ছে সে।

শহরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে ওয়্যাগন, এমন সময়ে দু'জন মাতাল কাউবয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ঘোড়ার রাশ ধরে রেনমার্ককে এগোতে বাধা দিল তারা। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল রেনমার্কের বউ-বাচ্চারা। পাটাতনে উঠে দাঁড়াল রেনমার্ক, লোক দু'জনের মাথার ওপর দিয়ে সাঁই করে চালাল চাবুক। লোক দু'জন

গালি দিয়ে রাশ ছেড়ে সরে যেতেই সামনে বাড়ল ওয়্যাগন। পাশে চাবুক চালিয়ে এক কাউবয়ের মুখে আঘাত করল রেনমার্ক। তীব্র ব্যথায় চিৎকার ছেড়ে পাশের বাড়ির বেড়ার ওপর গিয়ে পড়ল মাতাল কাউবয়। দ্বিতীয় মাতাল লাফ দিয়ে ওয়্যাগনের সামনে সরে এসে অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল।

ভীত ঘোড়াগুলোর পিঠের ওপর দিয়ে বাতাসে শিস কেটে ঘুরে এলো রেনমার্কের চাবুক। লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল ঘোড়াগুলো। এতো জোর ঝাঁকি লাগল সে আরেকটু হলে ড্রাইভারের সীট থেকে পড়ে যেত রেনমার্ক। সামনের লোকটা ভীত চিৎকার ছেড়ে ওয়্যাগনের সামনে থেকে সরে যেতে চেষ্টা করল। ভয়ে দু'হাতে চোখ বন্ধ করে ফেলল রেনমার্কের বউ, দু'হাতে বাচ্চাদের আগলে রেখেছে বুকের কাছে।

মাতাল কাউবয়ের গায়ে ধাক্কা লাগাল ঘোড়াগুলো। বিকট চিৎকার বেরিয়ে এলো লোকটার গলা চিরে। পড়ে গেছে সে। ঘোড়ার খুরের তলায় পিষ্ট হলো। মটমট করে পাঁজরের হাড় ভাঙল কয়েকটা।

ওয়্যাগনের দু'পাশের চাকার ফাঁকে পড়ল দেহটা। হেলতে দুলতে এগিয়ে চলল ওয়্যাগন, ট্রেইল ধরে চলেছে ল্যাটিগো ওয়েল্‌সের দিকে। ল্যাটিগো ওয়েল্‌স ডেল রিয়োর সবচেয়ে কাছের শহর যেখানে আইন শৃঙ্খলার বালাই আছে।

দ্রুত ওয়্যাগন ছোটাচ্ছে রেনমার্ক। চাইছে যতো জলদি সম্ভব ডেল রিয়ো থেকে দূরে সরে যেতে। বিতৃষ্ণায় তিক্ত হয়ে আছে তার মন, তবে একই সঙ্গে স্বস্তিও বোধ করছে। যা কিছু আছে সব নিয়ে আসতে পেরেছে, হ্যামন্ডের ডাকাতদের কাছে কিছু খুইয়ে আসতে হয়নি।

সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। আবার নতুন করে জীবন শুরু

করতে হবে। তাতে কী। পশ্চিমে নতুন করে জীবন শুরু করা অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নয়।

সাত

মুক্তি

ট্রেইলের সামান্য দূরে পাথরের স্তূপগুলোর মাঝে ক্যাম্প করল স্যান্ডার্স। সারাদিন পথ চলেছে তারা। একজন মানুষের সঙ্গেও দেখা হয়নি। একটা ওয়্যাগনও পাশ কাটায়নি। লোকজন এই এলাকায় নেই আসলে। এই দোজখে কে মরতে আসবে!

বেশ পেছনে একবার এক পাল শকুন আকাশে উড়তে দেখেছিল ওরা। স্যান্ডার্স তখন একজনকে পাঠিয়েছিল ঘুরেফিরে তদন্ত করে দেখে আসতে। সে ফিরে এসে জানিয়েছে দূরে একটা ঘোড়া আর একজন মানুষের মৃতদেহ পড়ে আছে। লোকটাকে সে চিনত। লালচুলো হপ্‌কিন্স। শেষ জানা মতে সে কাজ করছিল স্টেটসন নামের এক বদমাশের হয়ে, ডেল রিয়োতে।

'আরও ট্র্যাক দেখেছি আমি,' জানিয়েছে লোকটা। 'মনে হলো হপকিন্সের সঙ্গে আরও একজন ছিল। বোধহয় পোক নামের আউট-ল। কারও ওপর আক্রমণ করেছিল তারা। মরুভূমির দিকে গেছে ট্র্যাক। ওদিকেও শকুন উড়তে দেখলাম। মনে হয় ওদিকেও লাশ পড়ে আছে।'

সব শুনে নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করেছে শুধু স্যান্ডার্স, থামেনি পর্যন্ত।

একটু বিশ্রাম পাবে, ভেবেছিল বেনন, কিন্তু পেল না। স্যাডল হর্নে বরাবরের মতোই হাত বেঁধে রাখা হয়েছে ওর। অস্বস্তিকর একটা অবস্থা। ওর পাশেই আছে তান্না, ফ্যাকাসে চেহারা; হতাশ এবং শঙ্কিত। একেবারে নিশ্চুপ।

পাথরের স্তূপগুলোর কাছে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত এক নাগাড়ে পথ চলেছে ওরা, কোথাও বিশ্রাম নিতে থামেনি।

সূর্যটা এখন ডুবতে বসেছে। আকাশে এখন নানা রঙের খেলা। মেঘের কোলে খেলছে ডুবন্ত সূর্যের কিরণ। খয়েরী, কমলা, সোনালী—নানা বর্ণ।

আস্তে আস্তে শীতল হতে শুরু করেছে আবহাওয়া। জমি ধূসর রং ধরছে। একটু পরই আঁধার হয়ে যাবে। তখন পড়বে মরুভূমির প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

তান্নাকে রাঁধতে বাধ্য করা হলো। খাওয়ার পর প্রশংসা করতে হলো আউট-লদের। বেনন বিস্মিত। যে তান্নাকে ও চেনে তার তো রাঁধার মতো চমৎকার গুণ থাকার কথা নয়!

থামার পর কিছুক্ষণের জন্যে বেননের হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হলো। রাতের খাবার শেষ হতেই বাঁধা হলো আবার ওকে। এবার পা-ও বাঁধা হয়েছে। তান্নাও ছাড়া পেল না। বেননের পাশেই আছে সে। নির্বিকার থাকার চেষ্টা করছে। লোভী দৃষ্টিতে তার দিকে বারবার তাকাচ্ছে আউট-লরা।

দু'জনকে পাশাপাশি বেঁধে স্যান্ডার্সের কাছে একটা পাথরের সঙ্গে দড়ির অন্য প্রান্ত বেঁধে রাখা হলো। সান্ত্বনা দেয়া হলো এই বলে যে পরস্পরের দেহের তাপে মরুর শীত কম লাগবে, তাছাড়া ঘনিষ্ঠ হবে সম্পর্ক।

একটু পর হাঁক ছাড়ল স্যান্ডার্স। 'আর একদিনের পথ, বেনন। একদিন পরই তুমি ট্রিসট্রাম গ্রিফিনের ভূতের দেখা পেয়ে যাবে।

তোমাদের দু'জনের সাক্ষাৎ কেমন ফল বয়ে আনে দেখার ব্যক্তিগত ইচ্ছে আছে আমার। বুঝতে পারছি দারুণ জমবে।'

'আমার জন্যে চিন্তা করি না,' জবাব দিল বেনন। 'ও আর আমার কি-ই বা করতে পারবে, বড়জোর খুন করবে।' একটু থামল ও, তারপর বলল, 'তান্না ডুকের বিরুদ্ধে তার কোন ক্ষোভ থাকার কথা নয়। ওকে তোমরা ছেড়ে দিচ্ছ না কেন? ডেল রিয়ো বা ল্যাটিগো ওয়েল্সে ওকে পৌঁছে দিতে পারো। সেটা তোমাদের তরফ থেকে ভদ্রলোকের মতো কাজ হবে।'

ক্রূর হাসল স্যান্ডার্স। একটা সিগারেট তৈরি করতে করতে বলল, 'ছেড়ে দেয়ার তুলনায় অনেক বেশি ভাল রাঁধুনি ও। তাছাড়া দেখতেও চমৎকার। দেখি গ্রিফিন কি সিদ্ধান্ত নেয়। বয়স হয়েছে তার। হয়তো আমাকেই সে মেয়েটার ভাগ্য নির্ধারণ করার দায়িত্ব দেবে। যদি তাই দেয় তাহলে তান্না ডুককে আর কোনদিন কোন শহরে ফিরতে হবে না। ওকে নিজের করে নেব আমি।'

সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া গিলল স্যান্ডার্স, ভুস করে ধোঁয়া বের করে আবার বলল, 'এটা ঠিক যে গভর্নরের মেয়েকে সে ধরে আনতে বলেনি, কিন্তু ওকে যদি ছেড়ে দিই আর গ্রিফিন যদি জানে তাহলে আমার চামড়া ছিলে লবণ মাখাবে। তান্নার সঙ্গে গ্রিফিনের ব্যক্তিগত বিরোধ নেই বটে, কিন্তু গভর্নরকে তো সে দেখতে পারে না। তার মেয়েকে পেলে সহজে সে ছাড়বে কেন? তাছাড়া গ্রিফিনের এখন প্রতিশোধস্পৃহায় জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবার মতো অবস্থা। আমি তাকে জানাব যে মেয়েটাকে তুমি পছন্দ করো। তারপর দেখব খেলা কেমন জমে।'

নিজেদের গরম রাখার জন্যে বড় করে আগুন জ্বেলেছে আউট-লরা। আগুনের কাছে বসে হাত গরম করছে আর গল্প করছে। খাচ্ছে কেউ কেউ এখনও।

আঁধার নেমেছে, মাঝে মাঝে চারপাশের থমথমে নিরবতা ভাঙছে শুধু আউট-লদের হাসির শব্দ।

তান্নার হাতে চাপ দিয়ে বলল বেনন, 'ভয় কোরো না। আমি থাকতে তোমার কোন ক্ষতি হতে দেব না।' নিজের কানেই অসার শোনাল ওর কথা।

*

শরীরের অবস্থা যাই হোক, বেশ সন্তুষ্ট বোধ করছে ব্যাগলে। এগিয়ে যেতে পারছে বলে সন্তুষ্টি। অন্ধকারে অবশ্য কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তাতে অসুবিধে নেই। নক্ষত্র দেখে দিক ঠিক করে পথ চলছে। পাথরের স্তূপ আর খুব বেশি দূরে থাকার কথা নয়। একটু পরই হয়তো আগুনের দেখা পাওয়া যাবে। সে ভরসাতেই যেন ক্লান্ত আহত দেহেও হাঁটার শক্তি পাচ্ছে।

মাঝে মাঝে মাথা ঘুরে উঠছে। অদ্ভুত সব চিন্তা এসে ঠাঁই নিচ্ছে মাথায়। প্রলাপ বকছে নিজের অজান্তে। সচেতন হলেই চুপ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছন্ন বোধ করছে। বোধহয় বুলেট ভেতরে রয়ে যাওয়ায় এমন হচ্ছে। নাকি অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণ এর কারণ? জানে না ব্যাগলে। এতোক্ষণে বোধহয় ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। সারা শরীরে ঘা না হয়ে যায়। জ্বর আসেনি এখনও। হয়তো আসবে শীঘ্রি। তবে কপাল ভাল থাকলে সংক্রমণ বেড়ে গিয়ে ভয়ঙ্কর কিছু হয়ে যাওয়ার আগেই ডাক্তারী চিকিৎসা পাবে। অনেকটা নির্ভর করে ওই পাথরের স্তূপগুলোর কাছে অচেনা মানুষগুলো ক্যাম্প করেছে কিনা তার ওপর। আবার লোকগুলো যদি ভাল না হয় তাহলে বাঁচার তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। সবই এখন ভাগ্যের হাতে।

দূরে আগুন দেখতে পেয়ে মনটা হঠাৎ করেই খুশি হয়ে উঠল ব্যাগলের। টলতে টলতে এগোতে থাকল। আস্তে আস্তে আগুনের

দিকে এগিয়ে চলেছে, কাছে চলে আসছে ক্যাম্প ফায়ার। সেই পাথরের স্তূপগুলোর কাছেই জ্বলছে আগুনটা। লোকগুলো ওখানেই ক্যাম্প করবে, বিকেলে ভেবেছিল ও। ওর ধারণাই সঠিক। হেসে উঠতে ইচ্ছে হলো গলা ছেড়ে। জ্বরের প্রকোপ শুরু হচ্ছে বুঝে নিজেকে সামলে নিল ব্যাগলে। মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করল। আরও অনেকটা দূর যেতে হবে। তাছাড়া লোকগুলো ভাল মানুষ নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে সাহায্য পাওয়া যাবে না। সতর্ক থাকতে হবে।

নিশ্চিত নয় ও, কিন্তু ধারণা করছে রক্ত ক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাপারটা একই সঙ্গে ভাল এবং খারাপ—দুটোই হতে পারে। রক্ত যদি জমাট বেঁধে ক্ষতর মুখ আটকে দিয়ে থাকে তাহলে ভাল। কিন্তু যদি বুলেটের গর্তটাই ফুলে গিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয় তাহলে সর্বনাশ। তার মানে দাঁড়াবে, সংক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। সারা শরীর সীসা, তেল আর ধুলোর কারণে বিষাক্ত হয়ে পড়তে পারে। মরতে হবে তা হলে। রক্তের বিষক্রিয়ায় মৃত্যু সহজ মৃত্যু নয়। কষ্ট পেয়ে মরতে হবে।

রক্তের বিষক্রিয়ায় সঙ্গীদের মরতে দেখেছে ও। তাদের কষ্টের মাত্রা মনে পড়লে এখনও গা শিউরে ওঠে। আর এখন নিজের অবস্থার কারণে তাদের কথা বেশি বেশি মনে পড়ছে।

কতোবার আছাড় খেয়েছে মনে নেই ব্যাগলের। এবার যখন পড়ল তখন টেরও পেল না। মুখ ভরে গেল আলকালি ধুলোয়। থু-থু করে ধুলো বের করল মুখ থেকে। মাথা তুলে তাকাল। ঘনঘন দম নিচ্ছে। চোখের অস্পষ্ট দৃষ্টি খুঁজছে দূরের সেই আগুনটাকে। বেশ কিছুক্ষণ লাগল আগুনটা চোখে পড়তে। বুঝতে পারল এখন আর আগের মতো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে না ওটা। কিন্তু নিশ্চয়ই মানুষ আছে ওখানে। সেটাই আসল কথা। কখন যেন সরে গেছে

ও সরাসরি পথ থেকে। এখন আগুনটা যেন অন্যদিক থেকে দেখছে!

হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল ব্যাগলে। বাম কাঁধ আর বুকের ওপরের অংশে ভীষণ ব্যথা লাগছে। এভাবে এগোনো যাবে না। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল, পড়ে যাচ্ছিল আবার, সামলে নিল কোন রকমে। এবার আগুন লক্ষ্য করে এগোতে শুরু করল। সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রিভূত করে সামনে বাড়ছে। চেষ্টা করছে মানসিক আবছা ভাব যতোটা সম্ভব কাটিয়ে উঠতে।

পাথরের স্তূপগুলোর দশ গজের মধ্যে চলে আসার পর আবার পড়ে গেল ব্যাগলে। পুরু এখানে আলকালি ধুলো। পতনের আওয়াজ হলো না। মুখ দিয়ে অস্ফুট একটু শব্দ শুধু করতে পারল ও। ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে। আপ্রাণ চেষ্টায় চিৎ হলো যাতে শ্বাস নেবার সময় নাকে ধুলো না ঢোকে। পড়ে থেকে আকাশের সহস্র নক্ষত্রের দিকে তাকাল। চাঁদ উঠতে অনেক দেরি আছে এখনও। ঘোর কালো মেঘহীন আকাশের বুকে জ্বলজ্বল করছে নক্ষত্রগুলো। খুব পরিশ্রান্ত ব্যাগলে। চোখ বন্ধ করলেই ঘুম নেমে আসবে চোখে। জ্বরের ঘোরে ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে মন। জোর খাটিয়ে চোখ মেলে রাখল। ইচ্ছে করল চেঁচিয়ে সাহায্য চাইতে।

স্বাভাবিক সতর্কতা বোধের কারণে আওয়াজ করা থেকে বিরত থাকল। উপুড় হলো। বুকের কষ্ট পাত্তা না দিয়ে ক্রল করে এগিয়ে চলল পাথরের দিকে। ছোট একটা ঢিবির কাছে থামল। উঠে দাঁড়িয়ে ওটার ওপর উঠল টলতে টলতে, তারপর শুয়ে পড়ে কিনারা থেকে নিচে তাকাল। ওই তো দেখা যাচ্ছে আগুনের কুণ্ড! ঘোড়ার পা ঠোকার আওয়াজ শুনতে পেল। লেজ নাড়ানোর শব্দও হচ্ছে। রাতের পোকা তাড়াচ্ছে ঘোড়াগুলো।

আগুনের আভার বাইরে বেডরোল বিছিয়ে ঘুমাচ্ছে লোকগুলো। আগুনের আভার বাইরে তারা শুয়েছে দেখেই এদের সম্বন্ধে পরিষ্কার একটা ধারণা হয়ে গেল ব্যাগলের। সাবধানী লোক এরা। হয়তো এটা স্বাভাবিক সতর্কতা। আবার এমনও হতে পারে, পেশার কারণে তাদের এই সতর্কতার প্রয়োজন আছে।

ছায়ার মধ্যে পাঁচটা বেডরোল গুনল ব্যাগলে। তবে লোক আরও থাকতে পারে। হয়তো অন্ধকারে শুয়ে আছে। এখনও ব্যাগলে নিশ্চিত হতে পারল না নিজের উপস্থিতি জানান দেবে কি দেবে না। সিদ্ধান্ত নেয়াটা ওর জন্যে হঠাৎ করেই সহজ হয়ে গেল। আগুনের ভেতর একটা কাঠি ক্ষণিকের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছে। সে আলোয় একটু দূরে দড়ি দিয়ে বাঁধা দুই বন্দিকে দেখতে পেল সে।

আড়ষ্ট হয়ে গেল ব্যাগলের পেশি। বেনন আর তান্না ডুককে চিনতে পেরে একবার ভাবল জ্বরের ঘোরে ভুল দেখছে। মাথা নাড়ল ও, চোখ পিটপিট করল, তারপর চোখ কচলে আবার তাকাল। না, বেনন আর তান্না এখনও রয়েছে! তার মানে জ্বরের ঘোরে অলীক দৃশ্য দেখছে না ও। কেন বেনন আর তান্না এই লোকগুলোর হাতে বন্দি সেটা নিয়ে চিন্তা করল না ব্যাগলে, ওর মাথায় প্রথম যে চিন্তাটা এলো সেটা হচ্ছে: মুক্ত করতে হবে ওদের। যে করে হোক, মুক্ত করতে হবে।

ডানদিকে আছে ওরা, পাঁচ গজ দূরে। আবার মনোযোগ একীভূত করল ব্যাগলে, একটা পাথর ধরে উঠে দাঁড়াল। নিশ্চিত হলো পড়ে যাবে না, তারপর স্তূপ থেকে নেমে এগোল বেনন আর তান্নার দিকে। কাছে গিয়ে দেখল বেনন জেগে গেছে, মাথা একটু ওপরে তুলে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে। ওর উপস্থিতি টের পেয়েছে বোধহয়।

থেমে গেল ব্যাগলে। এক আউট-লর নাক ডেকে উঠেছে। আরেকজন ঘুমের ঘোরে কেশে উঠল। একটু পরই নাক ডাকা আর কাশি বন্ধ হয়ে গেল। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর আবার এগোল ব্যাগলে। একেবারে বেননের পাশে চলে এসে বসল ও, ফিসফিস করে বলল, 'বেনন, বুড়ো খোকা, আমি, ব্যাগলে।'

'ভাবতেই পারছি না তুমি এসেছ, বুড়ো শকুন,' জবাবে মৃদু হাসল বেনন।

'পরে কথা হবে,' ব্যস্ত হাতে বেননের হাত-পায়ের বাঁধন খুলতে শুরু করল ব্যাগলে। তান্নার ঘুম ভেঙে গেছে। অবাক চোখে ব্যাগলেকে দেখছে সে।

ছুরির কয়েক পোঁচে দু'জনের বাঁধন খুলতে এক মিনিটও লাগল না ব্যাগলের। বেনন আর তান্না উঠে দাঁড়ানোর পর ব্যাগলেও উঠল, নাইন গান বের করে দেখল ঘুমন্ত আউট-লদের। 'কারা ওরা?' জিজ্ঞেস করল নিচু স্বরে।

'স্যান্ডার্স আর কয়েকজন আউট-ল,' বলল বেনন। 'অস্ত্র আর ঘোড়া দরকার, ব্যাগলে। কোন প্রহরী রাখেনি ওরা। আমরা আওয়াজ না করলে...'

হঠাৎ ব্যথা ওঠায় শ্বাস নিতে গিয়ে আটকে ফেলল ব্যাগলে। বেনন খেয়াল করেছে। কাছ থেকে ব্যাগলেকে দেখল। কুঁচকে গেল ভ্রূ। 'তুমি আহত হয়েছ।'

'হ্যাঁ। বুকের ওপরের অংশে গুলি লেগেছে।...আমি ঠিক আছি...একটা ঘোড়া পেলেই সব সমস্যা...'

'তুমি আর তান্না এখানেই থাকো, আমি ঘোড়া পাওয়ার ব্যবস্থা করছি,' বলল বেনন। 'স্ক্যাবার্ডে নিশ্চই রাইফেলও পাব।'

ব্যাগলে কিছু বলার আগেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল বেনন। ক্যাম্পটা ঘুরে স্তূপের অন্য পাশে চলে এলো। এখানেই ঘোড়াগুলো

রাখা হয়েছে। বাঁধা হয়নি একটাকেও, গ্রাউন্ড হিচ করে রাখা হয়েছে।

দুটো ঘোড়া থেকে স্যাডলও খোলা হয়নি। বাকিগুলোর মধ্যে বেনন আর তান্না যে দুটোয় চড়েছিল সে দুটোর স্যাডল পাশেই মাটিতে পড়ে আছে। অন্য আউট-লরা তাদের স্যাডল ব্যবহার করেছে বালিশ হিসেবে। স্যাডল চাপানো ঘোড়া দুটোর একটার স্ক্যাবার্ডে রাইফেল দেখতে পেল বেনন। রাইফেলটা বের করতে গিয়ে বিপত্তি হলো। ওটার ফোরসাইট বেধে গেল স্ক্যাবার্ডের মুখের কাছে ঝুলতে থাকা একটা সৌখিন বাকস্কিনে। ফড়াৎ করে জিনিসটা ছিঁড়ে গেল। ওটার কারণে নড়ে উঠল স্টিরাপ। লোহার বাড়ি লাগল ঘোড়ার পাশে রাখা একটা টিনের মগ আর প্লেটে।

বরফের মতো জমে গেল বেনন। খুব বেশি আওয়াজ হয়নি, কিন্তু আউট-লদের মতো সতর্ক মানুষদের সজাগ করে তুলতে এইটুকু আওয়াজই যথেষ্ট হওয়ার কথা।

ওর ধারণা ভুল নয়। সবচেয়ে কাছের আউট-ল ঘুম ভেঙে ঝট করে মাথা তুলে তাকাল। একই সঙ্গে সিক্সগানের দিকেও হাত বাড়িয়েছে সে। সরাসরি বেননের দিকে তাকিয়ে আছে। অন্য আউট-লরাও নড়তে শুরু করেছে।

লিভার টেনে চেম্বারে গুলি ভরে মাটিতে শুয়ে পড়ে গুলি করল বেনন। প্রথম জাগ্রত আউট-লর মাথায় লাগল গুলি। বেডরোল থেকে গড়িয়ে বেরিয়ে গেল দেহটা। মৃত্যুর আগে ট্রিগারে আঙুলের চাপ দিয়েছিল। বিস্ফোরিত হলো সিক্সগানের লক্ষ্যহীন বুলেট। পুরো ক্যাম্প জুড়ে হুলস্থূল শুরু হয়ে গেল। ব্ল্যাঙ্কেট ছেড়ে দ্রুত উঠে পড়ছে আউট-লরা। অন্ধকারে আন্দাজে গুলি করছে সবদিক লক্ষ্য করে। কেউ জানে না কি ঘটেছে। কতোজন আক্রমণ করেছে।

গড়িয়ে সরে গেল বেনন। মাথার ওপর দিয়ে শিস কেটে

বেরিয়ে গেল কয়েকটা বুলেট। পাল্টা গুলি করল ও। ব্যাগলে ওর নাইন গান খালি করতে শুরু করেছে। আগুনের ঝিলিকে স্যান্ডার্সের চেহারায় অবাক বিস্ময় দেখতে পেল বেনন। বোধহয় দুটো অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়তে হবে ভাবেনি।

আউট-লরা এখন বেনন যেদিকে আছে সেদিকে গুলি করতে শুরু করল। বেননের মাথার কাছে থাকা স্যাডল কেঁপে কেঁপে উঠল গুলির আঘাতে। পেছনে আর পাশে দাঁড়ানো ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করেছে। জন্তুগুলোর কাছ থেকে গড়িয়ে দূরে সরল বেনন, রাইফেলটা তাক করেই ছুটে আসা এক আউট-লর উদ্দেশ্যে গুলি করল। লোকটা কোমরের কাছ থেকে গুলি করতে করতে আসছিল, মনে আশা ছিল কাছে আসতে পারলে বেননকে গেঁথে ফেলতে পারবে, কিন্তু বুকে গুলি লাগায় ধাক্কার চোটে তিন পা পেছনে হটল সে, চাপা স্বরে কেঁদে উঠল, তারপর পড়ে গেল চিৎ হয়ে। মাটিতে পড়ার আগেই মারা গেছে।

হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল বেনন, লিভার টেনে একের পর এক গুলি করতে শুরু করল। ক্যাম্পে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করছে আউট-লরা, গুলি করছে নানাদিকে। বেনন লক্ষ করল এক আউট-ল অন্ধকারের দিকে দৌড় দিয়েছে, পালিয়ে যাচ্ছে। পরমুহূর্তে শুনল ব্যাগলের শটগানের শেল বিস্ফোরণের আওয়াজ। খুব কাছ থেকে বন্দুকের গুলি লাগায় চোখের সামনে সেই আউট-ল রক্তাক্ত একদলা ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো হয়ে গেল। উড়ে গিয়ে অন্ধকারে পড়ল দেহের অবশিষ্ট অংশ।

গালের পাশ দিয়ে একটা বুলেট চলে যাওয়ায় গুলি করেই মাথা নিচু করে নিল বেনন। যার গায়ে বুলেট লেগেছে সে পড়ে গেল। গড়ান দিল কয়েকবার, তারপর উঠে দাঁড়াল আবার। অস্ত্র তুলছে বেননকে লক্ষ্য করে। ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে চেহারা। সে গুলি করার আগেই দ্বিতীয়বার গুলি করল বেনন। আবার পড়ে

গেল লোকটা, এবার আর উঠল না।

চোখের কোণে কাকে যেন দেখে ঝট করে বামদিকে ফিরল বেনন। স্যান্ডার্স! বেনন গুলি করার আগেই আগুন ঝরাল তার অস্ত্র। কেন গুলিটা লাগল না সেটা বিস্ময়কর। মায্‌ল্‌ ফ্ল্যাশের ঝিলিকে মুহূর্তের জন্যে অন্ধ হয়ে গেল বেনন, সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। রিভলভারের নলটা বেননের মাথার ওপর সজোরে নামিয়ে আনল স্যান্ডার্স। মাটিতে পড়ে গেল বেনন। লাফ দিয়ে তাকে টপকাল আউট-ল, একটা ঘোড়ার রাশ ধরে ফেলল। পেছনে ফিরে আরও দুটো গুলি করল ব্যাগলেকে লক্ষ্য করে, তারপর লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে তার ঘোড়ার খুরের আওয়াজ।

মাথা ঝিমঝিম করছে। উঠে বসল বেনন। ব্যাগলে স্যান্ডার্সের পেছনে তার নাইন গান খালি করেছে। তবে তার আগেই আঁধারে হারিয়ে গেছে স্যান্ডার্স।

দৌড়ে বেননের পাশে এসে দাঁড়াল তান্না। বেননের মাথার তালু একটা আলুর সমান বড় হয়ে ফুলে গেছে। সামান্য রক্তও পড়ছে চোখের কোণ বেয়ে।

'আমি ঠিক আছি,' বিড়বিড় করে বলল বেনন। 'ব্যাগলে আর তুমি ঠিক আছো?'

'হ্যাঁ। গুলি লাগেনি আমাদের গায়ে। তবে ব্যাগলে অসুস্থ। মনে হচ্ছে দাঁড়াতে পারবে না আর বেশিক্ষণ।'

রাইফেলটা হাতে নিয়ে তান্নার পাশে হেঁটে ক্যাম্পটা পার হলো বেনন। একটা পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে আছে ব্যাগলে। চেহারা ফ্যাকাসে। ক্যাম্পফায়ারের আলোয় বুকের কাছে শার্টে রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে। ভাল রকম আহত হয়েছে ব্যাগলে।

ঝুঁকে ক্ষতটার ওপর থেকে কাপড়ের পট্টি সরাল তান্না, শ্বাস আটকে ফেলল পরক্ষণে। চট করে বেননের দিকে তাকাল।

‘বুলেট ভেতরে রয়ে গেছে,’ ফ্যাঁসফেঁসে স্বরে বলল ব্যাগলে। ‘জ্বর আসছে। মনে হচ্ছে প্রলাপ বকতে শুরু করব।’

‘যতো দ্রুত সম্ভব ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে ওকে,’ কাঁপা স্বরে বলল তান্না। ‘বুলেট বের করতে হবে। অনেক ভেতরে ঢুকে বসে আছে। ডাক্তার ছাড়া আর কারও বের করার সাধ্য হবে না বোধহয়।’

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল বেনন।

‘যতোদূর মনে হয় কাছের শহরটার নাম ল্যাটিগো ওয়েল্‌স্‌। দেরি না করে স্যাডল চাপিয়ে রওনা হয়ে যাব আমরা। নক্ষত্র দেখে দিক ঠিক করতে পারব। তাছাড়া রাতের আবহাওয়া তুলনামূলক ভাবে বেশি সহনীয়।...ব্যাগলে, ঘোড়ায় চড়তে পারবে?’

‘পারতে হবে,’ বলল ব্যাগলে। ‘আগে একটু ড্রিঙ্ক দাও।’ বুকের ওপর নেমে এলো ওর থুতনি।

উদ্বিগ্ন চোখে বেননের দিকে তাকাল তান্না। ফিসফিস করে বলল, ‘খুব খারাপ অবস্থা, বেনন। খুবই খারাপ!’

সায় দিল বেনন। ‘সেজন্যেই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হতে হবে আমাদের।’

আট

মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা

মরু-প্রান্তর সদৃশ দিগন্ত বিস্তৃত রুক্ষ জমির নির্জন এক প্রান্তে

ল্যাটিগো ওয়েল্‌স্‌ শহর, স্টেজ লাইন বা রেইলরোড থেকে অনেক দূরে। ছোট্ট বসতি। সবাই সবাইকে চেনে। শহরের আইনরক্ষায় একজন শেরিফও আছে, যদিও তাকে প্রায় কিছুই করতে হয় না।

নাম তার ম্যাককোয়াড। আসল পেশা র‍্যাঞ্চিং। শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে তার র‍্যাঞ্চ, সেখানেই কাটায় বেশিরভাগ সময়। ছোটখাটো কোন ঝামেলা সৃষ্টি হলে শহরের বয়োজ্যেষ্ঠরা তাকে ডেকে পাঠায়। মানুষ হিসেবে ম্যাককোয়াড লোকটা ভাল। নিরপেক্ষ, ঠাণ্ডা মাথার লোক। সিক্সগানে তার হাত যথেষ্ট চালু।

বেনন আর তান্না যখন রক্তাক্ত ব্যাগলেকে একটা ঘোড়ার পিঠে বেঁধে শহরে ঢুকল তখন শহরের সচেতন নাগরিকদের তড়িৎ সিদ্ধান্তে একজন অশ্বারোহী রওনা হয়ে গেল ম্যাককোয়াডকে তার র‍্যাঞ্চ থেকে ডেকে আনতে। শহরে ঢুকে প্রথম লোকটাকেই জিজ্ঞেস করল বেনন, ডাক্তারকে কোথায় পাওয়া যাবে।

বেননের দাড়িভরা রুক্ষ চেহারা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তান্নার অগোছাল ভাব দেখল লোকটা, তারপর তার দৃষ্টি স্থির হলো রক্তাক্ত ব্যাগলের ওপর। শার্টের বেশিরভাগ রক্ত শুকিয়ে খয়েরী হয়ে আছে, তবে ক্ষতর ওপরটা এখনও ভেজা, টকটকে লাল। পিছিয়ে গেল লোকটা, তারপর হাত তুলে একটা শাখা রাস্তা দেখাল।

লোকটাকে পাশ কাটিয়ে ব্যাগলের ঘোড়াটার রশি ধরে সামনে বাড়ল বেনন, পাশে তান্না। শাখা রাস্তার অর্ধেকটা পার হবার পর ডাক্তারের চেম্বার চোখে পড়ল ওদের। রংজ্বলা ম্যাড়ম্যাড়া বাড়িগুলোর মাঝখানে ছোট্ট কুটির, ঝকমকে।

উঠান পেরিয়ে সামান্য একটু গেলেই দরজা। ব্যাগলেকে দু'হাতের ভাঁজে তুলে নিয়ে পা বাড়াল বেনন।

দরজা খুলে গেল, সাদা অ্যাপ্রন পরা ডাক্তারকে দেখা গেল। হাতের ইশারায় বেননকে ভেতরে ঢুকতে বলে সরে দাঁড়াল সে।

'বামদিকের প্রথম দরজা।'

দীর্ঘদেহী মানুষ ডাক্তার। পরনের কাপড় ইস্ত্রি না করা, কোঁচকানো। চোখ দুটো লাল। দেখে মনে হয় ঠিক মতো ঘুমায় না লোকটা। চোয়ালে কয়েকদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পাশ কাটানোর সময় হুইস্কির গন্ধ পেয়েছে বলে মনে হলো বেননের।

'ওকে টেবিলের ওপর শুইয়ে দাও।'

ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে কারবোলিক আর অ্যান্টিসেপ্টিকের গন্ধ পেল বেনন। মিষ্টি একটা গন্ধও ভাসছে বাতাসে। বোধহয় ক্লোরোফর্ম। নতুন এসেছে জিনিসটা পশ্চিমে।

টেবিলটা একেবারে সাদামাঠা। পরিষ্কার এমনিতে, কিন্তু জায়গায় জায়গায় শুকনো রক্তের দাগ, ঘষে তোলা যায়নি। ব্যাগলেকে শুইয়ে দিয়ে সরার আগেই বেননকে পাশ কাটিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল ডাক্তার। ব্যান্ডেজ সরিয়ে নিচু স্বরে গাল বকল।

'অনেক রক্ত হারিয়েছে এ। গুলি কি ভেতরে রয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, ভেতরে,' বলল গম্ভীর বেনন। ডাক্তার ব্যান্ডেজ খুলতে শুরু করেছিল, থাবা দিয়ে তার হাত সরিয়ে দিল ও। 'থামো, ডাক্তার।'

ভ্রূ কুঁচকে বিরক্ত হয়ে বেননের দিকে তাকাল ডাক্তার, চোখে শীতল দৃষ্টি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে তান্না ডুক, বেননের আচরণ দেখে মুখটা ঈষৎ হাঁ হয়ে আছে।

'অপারেশন করবে?' জিজ্ঞেস করল বেনন।

'হাতটা ছাড়লে। হ্যাঁ, করব।'

মাথা নাড়ল বেনন। 'মাতাল অবস্থায় অপারেশন করতে দেব না।' অচেতন ব্যাগলেকে দেখাল। 'ও আমার বন্ধু। বহুবার আমার জীবন বাঁচিয়েছে ও। তুমি ঠিকমতো অপারেশন করতে পারবে এটা না বোঝা পর্যন্ত ওর গায়ে হাতও ছোঁয়াতে দেব না আমি

তোমাকে।'

শ্রাগ করল ডাক্তার। 'আমার মুখে হুইস্কির গন্ধ পেয়েছ, তাই না? তুমি আসার একটু আগে আমি দু'পেগ মদ খেয়েছি।' বেনন কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওর চোখের সামনে হাত তুলে ধরল ডাক্তার। নিষ্কম্প। 'হুইস্কির দরকার ছিল আমার। তোমাদের আসতে দেখেই হুইস্কি খেয়েছি। কাল সারারাত ঘুমাইনি, বাচ্চা ডেলিভারি করেছি। তারপর এক মাতাল কাউবয় মারামারি করেছে। তার মুখে ঢুকেছে কাঁচের টুকরো, সেগুলো পরিষ্কার করতে হয়েছে। ঘুম দরকার আমার। এই সময় তোমাদের আসতে দেখে বুঝলাম হুইস্কি না খেলে জেগে থাকতে পারব না। এতোক্ষণে আমি নাক ডেকে ঘুমাতাম। এবার সরো আমার সামনে থেকে, কাজ করতে দাও। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। ফালতু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে আমি এখানে উপস্থিত হইনি, আমার কাজ মানুষকে সারিয়ে তোলা। এবার সামনে থেকে সরো।'

হাতটা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে দাঁড়াল বেনন, শান্ত স্বরে বলল, 'আমি সত্যি দুঃখিত, ডাক্তার, কিন্তু ও আমার বন্ধু।'

'আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব ওকে বাঁচাতে,' গম্ভীর চেহারায় ক্ষতটা দেখে বলল ডাক্তার। এখনও রক্ত বের হচ্ছে চুইয়ে চুইয়ে।' 'মনে হচ্ছে কয়েকদিন আগের ক্ষত।'

'হ্যাঁ।'

সামনে বাড়ল তান্না। 'আমি কি কোন সাহায্যে আসতে পারি, ডাক্তার? সামান্য নার্সিঙের কাজ জানা আছে আমার।'

ওর দিকে তাকাল ডাক্তার। 'ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা আছে?'

'না। তবে একবার আমাকে ক্লোরোফর্ম দেয়া হয়েছিল।'

'তাতেই চলবে: অনেক সাহায্য হবে।' বেননের দিকে তাকাল

ডাক্তার। 'তুমি কোন কাজে আসবে না। এবার বাইরে গিয়ে ওয়েইটিং রূমে অপেক্ষা করো, আমাদের বিরক্ত কোরো না।'

দ্বিধা করল বেনন।

'কই, যাও!' হাতের ঝাপটায় দরজা দেখাল ডাক্তার।

তান্নার উদ্দেশে শ্রাগ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ওয়েইটিং রূমে চলে এলো বেনন। স্বল্পালোকিত ঘর। জানালাগুলোয় ঝুলছে ভারী পর্দা। আসবাবপত্র সবই পুরোনো। একটা পুরু গদিওয়ালা চেয়ারে বসে সিগার ধরাল বেনন। দরজার বাইরে থেকে ইস্পাতের টুংটাং আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে।

একটু পর রাস্তার দিকের দরজাটা খুলে গেল, বেঁটে এক লোককে দেখল বেনন। লোকটা এতোই চওড়া যে পাশ ফিরে তাকে ঢুকতে হলো ঘরে। লোকটার হাতে একটা রাইফেল। গায়ে লালচে ধুলোর আস্তরণ। বোঝা যায় শহরের বাইরে থেকে এই মাত্র এসেছে। শার্টের পকেটে একটা তারা ঝুলছে তার।

'নামটা ম্যাককোয়াড,' গম্ভীর ভারী স্বরে বলল সে। 'শুনলাম একটু আগে আহত একজনকে নিয়ে শহরে ঢুকেছ তুমি।'

'খবর এখানে দেখছি বাতাসের আগে ছোটে!' বলল বেনন।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ম্যাককোয়াড, রাইফেলটা বেননের দিকে তাক করা। 'আমার প্রশ্নের জবাবটা এখনও পাইনি, মিস্টার।'

নড করে অপারেশন রূমের দিকে দেখাল বেনন। 'ডাক্তার ওর ওপর অস্ত্রপচার করছে এখন।'

'কিভাবে সে আহত হলো? কোথায় আহত হয়েছে?'

'এখান থেকে অনেক দূরে, শেরিফ। তোমার এলাকার বাইরে।'

'তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়।' চোখ সরু করল ম্যাককোয়াড।

অপারেশন ঘরের দরজার দিকে একবার তাকাল বেনন তারপর সংক্ষেপে ঘটনা খুলে বলল। জানাল ব্যাগলে কিভাবে

ব্ল্যাক শ্যাডোর পিছু নেয়। তারপর কিভাবে আহত হলো। ওর কথা শেষ হতে চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকাল শেরিফ।

'যা বললে তা প্রমাণ করার মতো কাগজপত্র আছে নিশ্চই তোমার কাছে?'

বেল্টের বাক্‌ল্ খুলে ভেতরের গোপন পকেট থেকে পরিচয়-পত্র বের করল বেনন। ওকে কোমরের কাছে হাত নিতে দেখে রাইফেলে চেপে বসল শেরিফের হাত। কাগজটা শেরিফের দিকে বাড়িয়ে ধরল বেনন। নিল ওটা ম্যাককোয়াড। হাতের ইশারায় বেননকে দেয়ালের দিকে বুক দিয়ে দাঁড়াতে বলল। বেনন নির্দেশ পালন করার পর চট করে চোখ বুলাল কাগজে। অস্থায়ী রেঞ্জারের পরিচয়-পত্র ওটা। শেষে গভর্নর ডুকের সই আছে।

'অস্থায়ী রেঞ্জার, অ্যাঁ? গুজব শুনেছিলাম কয়েকজনকে প্রচুর ক্ষমতা দিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে নিয়োগ দিয়েছেন গভর্নর। এখন বুঝলাম ঠিকই শুনেছিলাম। তোমরা তো শুধু গভর্নরের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য, তাই না?' শ্রাগ করে কাগজটা বেননের হাতে ধরিয়ে দিল শেরিফ। রাইফেলের হ্যামার নামিয়ে বলল, 'আমরা তাহলে একই পথের পথিক। কোন সাহায্যে আসব আমি?'

গোপন পকেটে কাগজটা রেখে বেল্টের বাকলটা ব্যস্ত হাতে আবার ঠিক করে নিল বেনন। 'তথ্য দিয়ে হয়তো উপকার করতে পারবে। আমার জানা দরকার ব্ল্যাক শ্যাডো কোথায় আস্তানা গেড়েছে। এছাড়া ট্রিসট্রাম গ্রিফিনের খোঁজও পাওয়া দরকার। তার সঙ্গে আছে এক গানম্যান। নাম স্যান্ডার্স।'

'ট্রিসট্রাম গ্রিফিন। এক সময়ের সিনেটর?' বিস্মিত দেখাল শেরিফকে। 'তাকে তো যতোদূর জানি মেরে ফেলা হয়েছে।'

'মরেনি সে। বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। আবার কোন কুমতলব আঁটছে।'

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে আস্তে করে মাথা নাড়ল

শেরিফ। 'না, আমি তোমার কোন সাহায্যে আসব না। তবে এই যে ব্ল্যাক শ্যাডো লোকটা, তুমি বললে সে নাকি ডেল রিয়োর দিকে গেছে?'

'শেষ খবর তাই বলে। ব্যাগলে তাই জানিয়েছে। কেন?'

'গতকাল ডেল রিয়ো থেকে এক লোক এসেছে আমাদের শহরে। ভয়ে তার অবস্থা কাহিল। নাম রেনমার্ক। পরিবার নিয়ে এসেছে। ডেল রিয়োতে আর থাকার সাহস হয়নি তার।'

সতর্ক হয়ে উঠল বেনন। 'কেন?'

'হ্যামন্ড নামের বিশালদেহী এক মারকুটে লোক নাকি শহরটা দখল করে নিয়েছে। দখল মানে সত্যিকার অর্থেই দখল। সেলুনের মালিক হাড় হারামি স্টেটসনকে গুলি করে মেরেছে সে। তার অত্যাচারী গানম্যান স্পেডকেও খতম করেছে। তারপর শহরের সবার ওপর মাতবরী ফলাতে শুরু করেছে। প্রত্যেকের লাভের একটা মোটা অংশ দিতে হচ্ছে তাকে। বেতনের অংশও। কেউ দিতে অস্বীকার করলে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বা বাড়িতে আগুন লাগছে, জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কখনও কখনও মারামারিতে বিনষ্ট হচ্ছে ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সবাই বাধ্য হয়ে তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। হ্যামন্ড লোক পাঠালে টাকা দিতে আপত্তি জানাচ্ছে না আর কেউ। আমি ভাবছিলাম এই হ্যামন্ডই ব্ল্যাক শ্যাডো কিনা রেনমার্কের কথা অনুযায়ী এই হ্যামন্ড লোকটা বিশালদেহী। তবে ক্লিন শেভ্ড্। সাধারণ পোশাক পরে। অত্যন্ত নীচ লোক নাকি। সিক্সগানে অসম্ভব চালু হাত। তার সঙ্গে সবসময় থাকে মিলি মে নামের এক পতিতা।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠল বেননের। 'হতে পারে যাকে আমি খুঁজছি এ-ই সে লোক। ব্যাগলে বলছিল ব্ল্যাক শ্যাডোর সঙ্গিনীর নাম মিলি মে।'

'আমি র‍্যাঞ্চিঙের পাশাপাশি শেরিফের দায়িত্ব পালন করি,' বলল ম্যাককোয়াড। 'তবে তুমি চাইলে তোমার সঙ্গে আমি ডেল রিয়োতে যেতে রাজি আছি।'

মাথা নাড়ল বেনন। 'ধন্যবাদ, ম্যাককোয়াড, কিন্তু তার কোন দরকার হবে না। ডেল রিয়োতে গিয়ে আমি নিজেই সামলাতে পারব পরিস্থিতি।' একটু থামল বেনন, তারপর বলল, 'আমার সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা আছে।'

'জানি। ওরা বলেছে।'

'কথাটা নিজের কাছে চেপে রেখো। ওই মেয়ে গভর্নর ডুকের মেয়ে।'

ঠোঁট গোল করে নিঃশব্দে শিস বাজানোর ভঙ্গি করল ম্যাককোয়াড। 'তাই!'

'হ্যাঁ। এখানে টেলিগ্রাফ আছে?'

'না। সব চেয়ে কাছে টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা পাবে ডেল রিয়োতে।'

'তাতে লাভ হচ্ছে না। রেঞ্জারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। তান্না ডুককে আমি ঈগল পাসে পাঠাব। ওখানে রেঞ্জারদের একটা পোস্ট আছে। স্যান্ডার্স আমাদের যেখানে নিয়ে যাচ্ছিল জায়গাটা তার থেকে অনেক দূরে। এটা বাড়তি সুবিধে। বিপদ থেকে দূরে সরে যাবে মেয়েটা।'

'তুমি চাইলে বডিগার্ড হিসেবে ওর সঙ্গে যেতে পারি আমি।'

একটু ভেবে সম্মতি দিল বেনন। 'খুব ভাল হয় তাহলে, ম্যাককোয়াড। ধন্যবাদ। তুমি নিশ্চিত করতে পারবে মেসেজ দেয়ার পর যাতে পোস্টেই থেকে যায় মেয়েটা। তান্না ডুক রাজি না হলে আপত্তি না শুনে ওকে অস্টিনের ট্রেইনে তুলে দিয়ো। বলবে আমার অনুরোধ রক্ষা করছ তুমি। আর যাই হোক রেঞ্জারদের সঙ্গে যাতে সে ডেল রিয়োতে আসতে না পারে।'

'বুঝেছি, বেনন।' দ্বিধা করল ম্যাককোয়াড, তারপর জিজ্ঞেস করেই বসল, 'তুমিই কি সেই আউট-ল রক বেনন, যাকে ক্ষমা করা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।' প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্যে একদৃষ্টিতে শেরিফকে দেখছে বেনন।

'আমি তোমার ভক্ত,' বলল ম্যাককোয়াড, আন্তরিক হাসছে। 'জানি অত্যাচারী ধনীদের সম্পদ কেড়ে নিয়ে গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দিতে তুমি। সাহস থাকলে আমিও তোমার মতো করতাম।'

'আপাতত তাহলে এই কথাই রইল, ম্যাককোয়াড,' কাজের কথায় এলো বেনন, 'তান্নাকে নিয়ে তুমি রেঞ্জারদের ওখানে যাচ্ছ।'

অপারেশন রুমের দরজা খোলার আওয়াজে দু'জনই ওরা ফিরে তাকাল। ক্লান্ত চেহারায় বেরিয়ে আসছে ডাক্তার। পরনের অ্যাপ্রনে রক্তের ছিটে ভরা। রক্তমাখা একটা কাপড়ে হাত মুছছে। তার পেছনে বের হলো তান্না, চেহারা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। টেবিলের কোনায় ব্যাগলের একটা পা শুধু দেখতে পেল বেনন।

'কি অবস্থা, ডক?' জিজ্ঞেস করল উৎকণ্ঠিত স্বরে।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডাক্তার, ক্লান্ত চোখে বেননকে দেখল। 'মিথ্যে বলব না, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ও। কিছুই বলা সম্ভব নয়। অনেক রক্ত হারিয়েছে। পানি শূন্যতায় ভুগছে। যতোটা সম্ভব চেষ্টা করেছি আমি, এর বেশি সাধ্য নেই আমার।'

'আমার তো মনে হলো না ক্ষতটা অতোখানি ভয়ঙ্কর।'

'ভাইটাল কোন অর্গান নষ্ট করেনি বুলেট, তবে মাংসপেশিতে মারাত্মক ক্ষতি করেছে। সেই সঙ্গে আছে ইনফেকশন। আহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন ডাক্তারের চিকিৎসা নিয়ে বুলেটটা বের করে ফেললে সেরে উঠতে সময় লাগত না। এখন পরিস্থিতি

মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। আগেই তো বলেছি, কি হয় কিছুই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।'

ভ্রূ কুঁচকে মনে মনে গাল বকল বেনন, কাকে তা ও নিজেও জানে না। ব্যাগলের স্ত্রীর চেহারাটা চোখে ভাসছে। কি জবাব দেবে ও মহিলাকে ব্যাগলের কিছু হয়ে গেলে? কে দায়িত্ব নেবে বাচ্চা দুটো ছেলেমেয়ে আর তাদের মায়ের? তান্নার দিকে তাকাল বেনন, তারপর ডাক্তারের দিকে।

'সাধ্যমতো করো, ডাক্তার,' বলল ও। 'রুগী সাধারণ কেউ নয়।'

'আমি জানি,' বেনন আরও কিছু বলার আগেই জানাল ডাক্তার। 'তোমার সুন্দরী সঙ্গিনী আমাকে বলেছে ওর পরিচয়।' একটু থামল সে, তারপর বলল, 'সামান্য এক সীমান্ত শহরের ডাক্তার আমি। তবু সাধ্যমতো করব। কথা দিতে পারি না যে সেরা চিকিৎসা সুবিধে দিতে পারব। এখন ওকে বড় কোন হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার। কিন্তু শরীরের যা অবস্থা তাতে ওকে কোথাও নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা মানে জেনেবুঝে খুন করা। তবে একটা কথা বলে রাখা ভাল। তুমি যদি অস্টিন থেকে অভিজ্ঞ কোন ডাক্তারকে আনাতে চাও তাহলে আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।'

'না, ডাক্তার,' বলল বেনন, 'আমার ধারণা তুমি যথেষ্ট যোগ্য। তোমার হাতেই ওকে রেখে যাব।...তবে যদি বোঝো পরিস্থিতি তোমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, অন্য কেউ সাহায্য করতে পারবে, তাহলে সে যেই হোক, ডাকতে দ্বিধা কোরো না। বিল যা-ই হোক, মেটাবে গভর্নর।' তান্নার দিকে তাকাল বেনন। 'আমাকে ডেল রিয়োতে যেতে হচ্ছে। ধারণা করছি হ্যামন্ড নাম নিয়ে ব্ল্যাক শ্যাডোই শহরটা চালাচ্ছে। তুমি এখানেই থাকছ আপাতত। শেরিফ ম্যাককোয়াড তোমাকে নিয়ে ঈগল পাসে

রেঞ্জারদের পোস্টে যাবে। হয় ওখানে অপেক্ষা করবে তুমি, নয়তো অস্টিনের ট্রেইনে উঠে ফিরতি পথ ধরবে।'

বেননের সামনে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে বক্তব্য শুনল তান্না, কোন আপত্তি করল না। জানে আপত্তি করে কোন লাভ হবে না।

এক ঘণ্টা পেরোনোর আগেই গোসল-শেভ সেরে নিল বেনন। নতুন একটা বে ঘোড়া স্টেবল থেকে নিয়ে ল্যাটিগো ওয়েল্স্ ছাড়ল। দ্রুত ছুটে চলেছে ওর ঘোড়া। এখন বেননের কাছে পর্যাপ্ত গুলি আর পান করার পানি আছে।

যেতে যেতে প্রতিজ্ঞা করল বেনন, এবার ব্ল্যাক শ্যাডোর মুখোমুখি দাঁড়াবেই ও। তারপর যদি বেঁচে থাকে তাহলে দেখা যাবে স্যান্ডার্স আর ট্রিসট্রাম গ্রিফিনের ব্যাপারে কি করা যায়। এটা নিশ্চিত যে ট্রিসট্রাম গ্রিফিন বেঁচে থাকতে শান্তিতে থাকতে দেবে না ওদের।

*

জনতার ঢলে নির্বিঘ্নে মিশে যাওয়ার মতো সাধারণ চেহারার একজন মানুষ ট্রিসট্রাম গ্রিফিন। ওজন এবং উচ্চতা গড়পরতা। পশ্চিমে তার কাছাকাছি চেহারার মানুষের কোন অভাব নেই। গ্রিফিন যখন টেক্সাসে রাজনীতি করত তখন এটা বড় একটা সুবিধে হয়ে দেখা দিয়েছিল।

সীমান্তের লোকরা খুশি হতো তাকে দেখলে। মনে হতো এ যেন পাশের বাড়ির প্রতিবেশী, রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে তাদের ভালর জন্যে বক্তব্য রাখছে, নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ভবিষ্যৎ উন্নতির। তার কথায় সেজন্যেই সবাই স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মনোযোগ দিত। সাধারণের সঙ্গে অবলীলায় মিশত সে, সেলুনে যেত, লাইনে দাঁড়িয়ে সবার সঙ্গে ড্রিঙ্ক নিত। পরপর কয়েকবার সিনেটর নির্বাচিত হতে কোন ঝামেলাই তাকে প্রায় পোহাতে হয়নি।

কিন্তু সাধারণ চেহারার আড়ালে গ্রিফিনের আছে তীক্ষ্ণ একটা মাথা। অস্বাভাবিক তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। সিনেটর নির্বাচিত হওয়ার পর সে নিশ্চিত করেছে যাতে ছোটখাটো প্রতিশ্রুতিগুলো রক্ষা করা যায়। বাকিগুলোর কথা বেমালুম ভুলে গেছে। সাধারণ মানুষও ভুলে যায় সহজে। নিজের অবস্থান নিশ্চিত করে নিয়ে ব্যক্তিগত চাহিদা এবং অভিলাষ পূরণে মনোযোগ দিয়েছে সে। সময় ব্যয় করেছে নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্যে।

সেসময় তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা মাত্রাতিরিক্ত ছিল। টেক্সাসকে আমেরিকা থেকে আলাদা করে শাসন করার ইচ্ছে পেয়ে বসেছিল তাকে। নিজের ইচ্ছে মতো টেক্সাসকে চালাতে চেয়েছিল। তার বিশ্বাস ছিল যে গভর্নর ডুক বেশি নরম মানুষ, আরও কঠোরতার সঙ্গে টেক্সানদের শাসন করা দরকার। আরও বেশি করে ট্যাক্স ধরা দরকার, যাতে করে বিভিন্ন পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায়।

আগে কাজ পরে পরিস্থিতির মোকাবিলা ছিল তার নীতি। কারও তোয়াক্কা করার প্রয়োজন বোধ করেনি কখনও। নিজের তত্ত্বাবধানে গোপনে সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলছিল। শেষ হয়ে গিয়েছিল তাদের প্রশিক্ষণ। সিনেটরের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল তারা। ট্রিসট্রাম নির্দেশ দিলেই নানা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা চালিয়ে টেক্সাস দখল করে নিত। প্রয়োজনে খুন করা হতো গভর্নর এবং তার লোকদের।

ইউনিয়ন থেকে আলাদা করতে চেয়েছিল সে টেক্সাসকে। পতাকায় একটা তারা থাকবে তাই চেয়েছিল। স্টেট্সের অসংখ্য নক্ষত্রের একটা হয়ে টেক্সাস থাকুক তা পছন্দ করেনি।

সফল হতো সে, যদি না গভর্নরের সেরা দুই এনফোর্সার ব্যাগলে আর বেনন বাধা দিত।

রেঞ্জারদের নেতৃত্ব দিয়ে হামলা করেছিল ওরা ট্রিসট্রামের হেডকোয়ার্টারে। ট্রিসট্রামের কপাল ভাল পালিয়ে বাঁচতে

পেরেছিল। রক্তাক্ত একটা যুদ্ধ সংঘটিত হয় হেডকোয়ার্টারে। সিভিল ওয়ারের রক্তাক্ত লড়াইয়ের চেয়ে কোন অংশে কম ভয়ঙ্কর ছিল না ওই লড়াই। উরুতে বেননের গুলি খেয়ে টিলার ওপর থেকে নদীতে পড়ে ভেসে যায় গ্রিফিন।

এখনও ভাবতে গেলে তার অবাক লাগে কিভাবে বেঁচে আছে। পানিতে যখন আছড়ে পড়ল তখন মনে হয়েছিল শক্ত জমিনে পড়েছে। জ্ঞান হারায় সে। তবে তার আগেই টের পেয়েছিল উরুর হাড় ভেঙেছে, সেই সঙ্গে ভেঙেছে পাঁজরের কয়েকটা হাড়। বাম হাতটাও ভেঙে অকেজো হয়ে গিয়েছিল।

স্রোত তাকে টেনে নিয়ে যায়। নিশ্চয়ই মুখটা ওপরের দিকে ছিল, অর্থাৎ চিৎ হয়ে ছিল সে। বারবার নিশ্চয়ই ভেসে উঠেছে, ফলে শ্বাস আটকে মারা পড়েনি। তারপর জ্ঞান ফিরল একটা বালুকাবেলায়। কপাল ভাল ছিল, মেক্সিকানরা তাকে খুঁজে পেয়ে বন্দি করে। টাকার আশায় তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তারপর পালায় সে, ব্যক্তিত্বের কারণে অনেক লোক ভিড় করে তার আশেপাশে। তাদের নিয়ে নির্দ্বিধায় ডাকাতি আরম্ভ করে সে। দলের অনেকে মারা যায়। তবে এটাই স্বাভাবিক। কেউ ট্রিস্ট্রামের দোষ ধরতে যায়নি। প্রচুর টাকা রোজগার করে সদলবলে সে ফিরে এসে আস্তানা গেড়েছে টেক্সাসের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

দলের বাকিরা তাদের সম্পদ খরচ করেছে দু'হাতে, কিন্তু গ্রিফিন এমন ব্যবস্থা করেছে যাতে তার টাকা দ্রুত আরও বাড়ে। মেক্সিকোতে থাকা অবস্থাতেই সে জানত একদিন না একদিন টেক্সাসে ফিরবে, ক্ষমতাশালী একজন লোক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। ইউনিয়ন থেকে সরে গিয়ে টেক্সাসকে নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের পাগলামি ততোদিনে তার সেরে গেছে। চারপাশের এতো বিরোধিতার মাঝে ওরকম একটা পরিকল্পনা সফল করা সম্ভব নয় তা বুঝতে দেরি হলেও একসময় সে ঠিকই

বুঝেছে।

ইতিহাস বলে এধরনের চেষ্টা প্রথম পদক্ষেপেই মুখ থুবড়ে পড়েছে। বারবার অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ ব্যর্থ হয়েছে জনসাধারণের তীব্র বিরোধিতার মুখে। ট্রিসট্রাম নিজেও ব্যর্থ হয়েছে। ওপথে এগিয়ে লাভের কোন আশা নেই। সে এখন জানে বেআইনী কাজ করা লাভজনক। বড়লোক হতে হলে কি ধরনের বেআইনী কাজ করতে হবে তা জেনে নিয়েছে। জাহান্নামে যাক জনপ্রিয়তা আর সুনাম, টাকা হচ্ছে আসল জিনিস। যার টাকা আছে তার সব আছে।

নিজের পথ করে নিয়েছে গ্রিফিন। টাকা চাই তার। অনেক টাকা। সেই সঙ্গে চাই প্রতিশোধ! যে করে হোক প্রতিশোধ নিতে হবে।

একটা ব্যাপার গড়পরতা মানুষ থেকে গ্রিফিনকে আলাদা করেছে। যতোই সাধারণ হোক সে দেখতে, মানুষ হিসেবে সে অসাধারণ। কিছুই সে ভোলে না। কি করে তার উরুর হাড় ভেঙেছিল সেটাও সে মনে রেখেছে। এক পা আরেক পা'র চেয়ে দুই ইঞ্চি ছোট হয়ে গিয়েছে তার বেননের বুলেটের কারণে। লাঠি লাগে তার হাঁটতে। এক পায়ের জুতোর তলি অন্য পায়েরটার চেয়ে দু'ইঞ্চি পুরু। চেষ্টা যতোই করুক, হাঁটতে গেলে কোমরটা বেকায়দা ভঙ্গিতে দোলে। বিশ্রী লাগে দেখতে। লাঠি যতোই ব্যবহার করুক, এক উরুতে জোর কম পায়।

শারীরিক অস্বাভাবিকতার জন্যে বেনন দায়ী। কোনদিন বেননকে সে ক্ষমা করতে পারবে না। ব্যাগলে ছিল বেননের সঙ্গী। তারও কোন ক্ষমা নেই। নিজের হাতে ওদের দু'জনকে খুন করার আগে পর্যন্ত শান্তি নেই। তবে সহজে মরতে দেবে না সে ওদের। যতোটা সম্ভব বেশি কষ্ট দিয়ে ধীরে ধীরে মারবে।

স্যান্ডার্সকে আবার দলে টেনে নেয়াটা লাভজনক হয়েছে।

স্যান্ডার্স অস্ত্রে চালু হাত। তাছাড়া সে অনুগতও বটে।

গ্রিফিন এখন রিয়ো নদীর উত্তরে টেক্সাসের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিজের র‍্যাঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেছে। এতোদিনে সে তৈরি হয়েছে বেনন আর ব্যাগলের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। ধৈর্য ধরে এখন সে পাউডারহর্ন উপত্যকায় অপেক্ষা করছে স্যান্ডার্সের জন্যে। বেনন আর ব্যাগলেকে বন্দি করে নিয়ে আসার কথা স্যান্ডার্সের। স্যান্ডার্স যখন পরিশ্রান্ত ঘোড়াটা চালিয়ে একা ফিরে এলো ফ্যাকাসে মুখে, গ্রিফিন বুঝল পরিকল্পনায় কোথাও কোন গণ্ডগোল হয়ে গেছে। স্যান্ডার্সকে দেখে পাগল পাগল লাগছে। চোখ দুটো রক্তলাল। মনে হচ্ছে কয়েক রাত সে ঘুমায়নি। এক নাগাড়ে পথ চলেছে। বাধ্য না হলে থামেনি কোথাও।

যতোক্ষণ স্যান্ডার্স কথা বলতে পারল ততোক্ষণ মনোযোগ দিয়ে তার বক্তব্য শুনল গ্রিফিন। তারপর স্যান্ডার্সের গলা বুজে এলো। কথা থেমে যাওয়ার পর কোনরকম কোন সতর্ক সঙ্কেত না দিয়েই হাতের লাঠিটা দিয়ে স্যান্ডার্সের চোয়ালে জোর এক বাড়ি দিল গ্রিফিন।

হোঁচট খেয়ে পেছনে সরল স্যান্ডার্স, মেঝেয় পড়ে গেল, ব্যথায় চেহারা বিকৃত। কাঁপতে কাঁপতে ঘরের এক কোণে সরে গেল।

গ্রিফিন যখন টেবিল ঘুরে তার আরামপ্রদ পুরু গদিমোড়া চেয়ারে গিয়ে বসল, তখনও তার শ্বাস একেবারেই স্বাভাবিক। হাতের লাঠির মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে কঠোর চোখে স্যান্ডার্সকে দেখছে সে। দৃষ্টি সাপের মতো শীতল।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল স্যান্ডার্স, শার্টের হাতায় ফাটা গালের রক্ত মুছল। চোখে রাগ নিয়ে গ্রিফিনকে দেখল সে, টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল, মুখ হাঁ করল কি যেন বলার জন্যে।

সে মুখ খোলার আগেই চেয়ারে সোজা হয়ে বসল গ্রিফিন, লাঠিটা তাক করল স্যান্ডার্সের বুক লক্ষ্য করে। অজান্তেই পিছিয়ে

গেল স্যান্ডার্স। এবার লাঠি ব্যবহার করল না গ্রিফিন, মুখের চাবুকে শাসন করল স্যাঙাতকে।

'গাধা কোথাকার! শুধু বেননকে নয়, সঙ্গে তান্না ডুককেও হাতের মুঠোয় পেয়েছিলে তুমি। ওই মেয়ে গভর্নর ডুকের একমাত্র সন্তান! জানো কতোখানি সুবিধে পেতাম আমরা ওদের বন্দি করতে পারলে? কতোখানি ক্ষমতা পেতাম সেটা তোমার কল্পনাতেও আসবে না। ডুকের সর্বনাশ করতে পারতাম।' অতিরিক্ত আবেগের কারণে হাঁপাচ্ছে গ্রিফিন, গলা কেঁপে যাচ্ছে। একটু থামল, তারপর বলল, 'তোমার অসতর্কতার কারণে বেনন আর তান্নাকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে ব্যাগলে। অথচ তোমরা সাবধান থাকলে ব্যাগলেকেও বন্দি করতে পারতে!'

পকেট থেকে রুমাল বের করে আবার রক্ত মুছল স্যান্ডার্স, টলছে অল্প অল্প, একটা চেয়ারের পেছন ধরে সরিয়ে ধপ করে বসল। ব্যথায় ভোঁতা দৃষ্টির আড়ালে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে ঘৃণা।

'ব্যাগলে পারত না ওর ওই ভয়ঙ্কর অস্ত্রটা না থাকলে,' রাগে ঘড়ঘড় করছে স্যান্ডার্স। 'সব ঠিকই ছিল ব্যাগলে আসার আগে পর্যন্ত। কে জানত ওই নির্জন এলাকায় ব্যাগলের সঙ্গে মোকাবিলা হবে?'

'প্রহরী রাখা উচিত ছিল তোমার।'

'হাত-পা বাঁধা ছিল ওদের। তারপরও একটা পাথরের সঙ্গে দু'জনকে বেঁধে রেখেছিলাম।' শ্রাগ করল স্যান্ডার্স। 'তুমি হলেও প্রহরী রাখতে না।'

'রাখতাম না!' দাঁতে দাঁত চেপে প্রায় গর্জে উঠল গ্রিফিন। 'রাখতাম! ওটাই তোমার মতো গাধার সঙ্গে আমার পার্থক্য। কোন ঝুঁকি নিতাম না আমি, পরিস্থিতি যতোই অনুকূল মনে হোক।'

'যেরাতে বেনন আর ব্যাগলে রেঞ্জারদের নিয়ে হামলা করল সেরাতে পরিস্থিতি অনুকূল মনে হওয়ায় কেউ একজন ঝুঁকি

নিয়েছিল,' আড়ষ্ট স্বরে বলল রাগান্বিত স্যান্ডার্স।

লাঠিটা তুলল গ্রিফিন, তারপর স্যান্ডার্স হোলস্টারের দিকে হাত বাড়িয়েছে দেখে মাঝপথে থেমে গেল।

'যতোটা সহ্য করা সম্ভব আমি করেছি,' থমথমে গলায় বলল স্যান্ডার্স। 'আর নয়। ভবিষ্যতে আরেকবার লাঠিটা তুলে দেখো, স্রেফ এক গুলিতে খুলি উড়িয়ে দেব।'

চোয়ালের মাংসপেশি ফুলে গেল গ্রিফিন দাঁতে দাঁত চাপ দেয়ায়। চোখ সরু করে কিছুক্ষণ স্যান্ডার্সকে দেখল সে, তারপর লাঠিটা নামিয়ে নিল। কথা যখন বলল, মাপা মাপা শোনাল প্রতিটা শব্দ।

'ঠিক আছে। দুটো পাগলা কুকুরের মতো নিজেদের মাঝে লড়াই করার সময় নয় এটা।' ক্রূর হাসল গ্রিফিন, বলল, 'আমাদের মধ্যে অন্তত একজন পাগলা কুকুর।' কে কুকুর সেটা তার চোখের দৃষ্টি বলে দিল। আবার শুরু করল সে, 'সে যাই হোক, এখন তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে ওদের আবার ধরে আনা।' ভ্রূ আরও কুঁচকে গেল তার। 'তুমি বললে ব্যাগলে আহত ছিল।'

নড করল স্যান্ডার্স। 'তাই মনে হয়েছে আমার।' বুকের ওপরের অংশে টোকা দিল সে। 'ওর এখানে রক্তের ছোপ দেখেছি।'

'আচ্ছা! সঙ্গে ঘোড়া ছিল না ওর। তার মানে...'

'ঘোড়া ছাড়াই দেখেছি ওকে আমি। তবে নিশ্চিত করে বলতে পারি না যে অন্য কোথাও সে ঘোড়া লুকিয়ে ক্যাম্পে হামলা করেছিল কিনা।'

'আমরা সেক্ষেত্রে ধরে নেব যে ঘোড়া ছিল না তার সঙ্গে। আহত ছিল সে। তারমানে অবস্থা খারাপ ছিল।' চকচকে চোখে স্যান্ডার্সের দিকে তাকাল ট্রিসট্রাম গ্রিফিন। 'ভাবতে অবাক লাগে কিভাবে সে তোমাদের হাত থেকে বেনন আর তান্না ডুককে ছুটিয়ে নিয়ে গেল। থাক্ ওসব। আসল কথা হচ্ছে বেনন আর তান্না ডুক

নিশ্চই ব্যাগলেকে কাছের কোন শহরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। কাছের শহর...'

'ল্যাটিগো ওয়েল্‌স্‌,' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল স্যান্ডার্স।

আস্তে আস্তে মাথা দোলাল গ্রিফিন। 'ঠিক। এক্ষুণি একজনকে ওখানে পাঠাও। ওখানে কি ঘটছে খবর নিয়ে আসুক সে।' কঠোর হলো তার গলা। 'প্রার্থনা করো যাতে ওরা সবাই ওই শহরেই থাকে। অস্টিনে রওনা দিয়ে থাকলে তোমার কপালে খারাবি আছে।'

উঠে দাঁড়িয়ে চেহারার কাটায় আলতো করে হাত বুলাল স্যান্ডার্স। 'লোক পাঠাচ্ছি আমি। তবে বেনন ব্ল্যাক শ্যাডোর পেছনে লেগেছে। তোমার কাজ করত একসময় ব্ল্যাক শ্যাডো। তোমার হয়ে বেশ কয়েকটা খুন করেছে। আমার ধারণা ব্যাগলেকে ডাক্তারের কাছে পৌঁছে দিয়ে তার পেছনে ছুটবে বেনন। সোজা ডেল রিয়োতে যাবে সে।'

লাঠিটা বাতাসে নাড়ল গ্রিফিন। 'যা জানার আছে জেনে এসো। দেরি যাতে না হয়। ব্যাগলে বা বেননের কিছু হোক সেটা আমি চাই না। ওরা শুধু আমার। আমার!'

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে স্যান্ডার্স বলল, 'মনে থাকবে আমার।'

'মনে যাতে থাকে সেটা খেয়াল রেখো,' ঘড়ঘড়ে গলায় সাবধান করে দিল গ্রিফিন।

দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার পর লাঠিটা পাশে নামিয়ে রাখল সে, বুক চিরে বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘশ্বাস। বেনন আর তান্না ডুককে হাতের মুঠোয় পেয়েছিল সে। ফস্কে গেছে ওরা একটুর জন্যে।

অনেক দিন হলো অপেক্ষা করছে সে। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতেও আপত্তি নেই। বেনন আর ব্যাগলেকে নিজের হাতে শেষ করবে সে।

নয়

নির্ভীক আগন্তুক

ডেল রিয়োর কাছে এসে ঘুরপথে এগোল বেনন, উত্তর দিক দিয়ে শহরে ঢুকল। ব্ল্যাক শ্যাডোও শহরে ঢোকার সময় এদিক থেকেই ঢুকেছিল। বেননের ঘোড়াটা ধুলোয় মোড়া, ওর নিজের অবস্থাও তাই। হোলস্টারের কাছে হাত নিয়ে রেখেছে ও সর্বক্ষণ। যেকোন আকস্মিক বিপদের জন্যে প্রস্তুত। স্টেবলের দিকে এগোল।

স্টেবল মালিককে নির্দেশ দিল, ঘোড়াটাকে দলাইমলাই করে খাবার দেবে, তারপর এক ঘণ্টা বিশ্রাম দেবে। স্যাডল চাপাবে এক ঘণ্টা পর। পেছনের দরজার কাছের একটা স্টলে রাখবে ঘোড়াটাকে। স্টেবল মালিক হাড্ডিসার মানুষ, বয়স পঞ্চাশের কোঠা ছাড়াবে শীঘ্রি, চোখ কুঁচকে বেননের সুঠাম দেহটা দেখল।

'বাছা, যদি পেছনে বিপদ নিয়ে এসে থাকো, তাহলে ভুল জায়গায় এসেছ। যদিও আমাদের এখানে আইন নেই, তবু।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল বেনন।

চারপাশে একবার সতর্ক চোখে দেখে নিল স্টেবল মালিক কথা বলার আগে, গলা নামাল, তারপর বলল, 'হ্যামন্ড নামের এক লোক শহরটা নিয়ন্ত্রণ করছে। তার কব্জায় আছি আমরা সবাই। এই যেমন তোমার কাছ থেকে এক ডলার বেশি নিতে হবে আমাকে, কারণ শহরে তুমি নতুন। শহরের সুবিধে ভোগ করছ তাই।...বাড়তি ডলারটা আমি পাব না, ওটা হ্যামন্ডের

জন্যে। কাজেই আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ো না।'

শীতল চোখে এখনও লোকটাকে দেখছে বেনন। স্টেবল মালিক বলল, 'আমার ওপর রাগ করে কোন লাভ নেই। আমাকে যা করতে বলা হয়েছে তাই করছি। কিছু বলার থাকলে হ্যামন্ডকে বলো গে যাও। বাড়তি টাকা দিতে না চাইলে হ্যামন্ডকে জানাতে হবে আমার। সে তার লোক পাঠাবে তোমাকে রাজি করাতে। কথার চেয়ে গুলি ব্যবহার করতেই বেশি ভালবাসে ওরা।'

'বাড়তি ডলার আমি দিচ্ছি না। ওদের তুমি বোলো যে সেলুনে আছি আমি।'

'সেলুন! আরে ওটাই তো হ্যামন্ডের আস্তানা!'

'ভাল। খাওয়া, যত্ন আর স্টল ভাড়া মিলে কতো?'

'এক ডলার, যদি হ্যামন্ডকে কিছু দিতে না চাও।'

বিল মিটিয়ে স্টেবল থেকে বেরিয়ে এলো বেনন, রাস্তা পার হয়ে একমাত্র সেলুনটার দিকে পা বাড়াল। ব্যাট উইং দরজা ঠেলে ঢুকল ভেতরে। ভেতরটা প্রায় অন্ধকার। বেশ কয়েকজন কাস্টোমারকে দেখা গেল মদ গিলছে। সোজা বারের সামনে থামল ও। ড্রিঙ্কের অর্ডার দিয়ে খেয়াল করল প্রত্যেকের চোখ ওকে অনুসরণ করছে। বারে এক কনুই ঠেকিয়ে ধীরেসুস্থে ঘরের ভেতর চোখ বুলাল ও। ডানহাতটা অস্ত্রের বাঁটের কাছে ঝুলছে। মেয়েমানুষদের মাঝে মিলি মে'কে খুঁজল। চেনে না ও মেয়েটাকে। বারটেন্ডারের দিকে ফিরল।

'পতিতাদের মাঝে কোন্‌জন মিলি মে?' বেশ জোরেই প্রশ্নটা করেছে ও।

ভ্রূ কুঁচকাল বারটেন্ডার। 'ওই সুরে কথা বলতে এসো না। ওদের মধ্যে মিলি মে নেই। থাকার কথাও নয়। মিলি মে বসের নিজের মেয়েমানুষ। তাকে আর কেউ পাবে না।'

'আর কেউ পাবে না?' একগাল হাসল বেনন। মেজাজ চড়ে

আছে সপ্তমে। ব্যাগলের চিন্তা মাথা থেকে দূর করতে পারছে না। শেরিফ আর ডেপুটি খুন হয়েছে ব্ল্যাক শ্যাডোর হাতে সেটাও ভুলতে পারছে না। নিজের বন্ধুকেও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে এসেছে বদমাশ ব্ল্যাক শ্যাডো! 'মিলি মে'কে আর কেউ পাবে না? আমি তো শুনেছি পয়সা পেলে যারতার কাছে যায় সে।'

'ঈশ্বর, মিস্টার,' বিড়বিড় করে বলল বারটেন্ডার, 'গলা নামাও! হ্যামন্ড যদি জানে মিলিকে তুমি অপমান করে কথা বলেছ তাহলে স্রেফ দু'হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলবে।'

হুইস্কি শেষ করে আরেকটা ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল বেনন, শীতল হাসছে। ব্যাট উইং দরজাটা সজোরে খুলে গেল, দু'জন কঠোর চেহারার লোক প্রবেশ করল সেলুনে। দরজার কাছেই থামল তারা, তীক্ষ্ণ চোখে সেলুনের ভেতরটা দেখছে।

তাদের একজনের চুল কালো। মোটাসোটা লোক সে। চেহারাটা মার খাওয়া, ভোঁতা, ভাঙাচোরা। অন্য লোকটা অপেক্ষাকৃত চিকন, শার্টের হাতা গুটিয়ে রাখায় তার ফুলে ওঠা বাইসেপ দেখা যাচ্ছে। এক হাতে দক্ষিণ-সাগরের টাট্টু আঁকা।

দ্বিতীয় ড্রিঙ্কটা কাউন্টারের ওপর রেখে লোক দু'জনের দিকে ফিরে দাঁড়াল বেনন। তারা ততোক্ষণে ওর কয়েক ফুটের মধ্যে এসে থেমে গেছে।

একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বারটেন্ডার, সতর্ক।

'স্টেবলে এক ডলার দিয়ে এসেছে যে সে কি তুমি?' জিজ্ঞেস করল মোটা লোকটা।

'হ্যাঁ,' শান্ত স্বরে জানাল বেনন। 'ওর যা প্রাপ্য তাই দিয়েছি।'

'আমরা তোমার কাছে এক ডলার পাই,' টাট্টুওয়ালা বলল। কর্কশ ফ্যাঁসফেঁসে তার কণ্ঠস্বর। 'এখনও ঋণ শোধ করার সময় আছে। ঘাড় ত্যাড়ামি করলে চামড়া ছিলে লবণ মাখিয়ে দেব। এক ডলার দেবে কিনা বলো।'

'মিলি মে'কে অপমান করছিল লোকটা,' তথ্য জোগাল বারটেন্ডার। 'পতিতা বলছিল।'

বেনন বলল, 'বাড়তি পয়সা খরচ করব কিনা সেটা আমি পরে ভেবে দেখব।'

'পরে ভেবে লাভ নেই, যা দেয়ার শীঘ্রি দিয়ে দাও,' বেননকে গ্লাসের দিকে হাত বাড়াতে দেখে বাঁকা হেসে বলল মোটকু।

তার দিকে এক পলক তাকিয়ে থাকল বেনন, তারপর ঝট করে ঘুরে বারটেন্ডারের চোখে ছুঁড়ে দিল গ্লাসের হুইস্কি। লোকটা পিছিয়ে গেল, দু'হাতে ধরা কুড়ালের হাতলটা কাউন্টারের ওপর ফেলে দিল। চোখ ডলছে আর গলা ফাটিয়ে গাল দিচ্ছে। সে আর বিপদের কারণ হবে না বুঝতেই খালি গ্লাসটা এবার টাট্টুওয়ালার মুখে ছুঁড়ে মারল বেনন। নিখুঁত লক্ষ্যভেদ একেই বলে! খটাস করে গ্লাসটা লাগল টাট্টুর কপালে। কপাল কেটে দরদর করে রক্ত নামতে শুরু করল। গ্লাসটা মেঝেতে পড়ে ঝনঝন করে ভাঙল। টাট্টুওয়ালা পিছিয়ে গেছে, ধন্ধ লেগে গেছে তার। বুঝতে পারছে না কি করবে। বিদ্যুতের বেগে সামনে বেড়ে টাট্টুওয়ালার মোটা সঙ্গীর পেটে কনুই দিয়ে জোর এক গুঁতো বসিয়ে দিল বেনন।

দু'হাতে পেট চেপে কুঁজো হয়ে গেল মোটকু, মস্ত হাঁ করল শ্বাস নেয়ার চেষ্টায়। তার মাথায় গায়ের জোরে একটা কিল বসাল বেনন, হাঁটুর গুঁতো মারল মোটকুর বুকে। পেছনে হটে ভারসাম্য হারিয়ে দড়াম করে মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ল লোকটা। টাট্টুওয়ালা সামলে উঠেছিল প্রায়, বেননের ঘুসি চোয়ালে লাগতে নড়বড়ে হয়ে গেল তার পা দুটো। একটা চেয়ারের পিঠ ধরে সুস্থির ভাবে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল সে।

বারটেন্ডার সামলে নিয়েছে, একটা বোতলের গলা ধরে মাথার ওপরে তুলেছিল বেননের মাথায় ভাঙবে বলে, কিন্তু তার আগেই কাউন্টার থেকে কুড়ালের হাতলটা তুলে নিয়ে বারটেন্ডারের

থলথলে পেটে জোর এক গুঁতো মারল বেনন। বাবারে! বলে বিকট এক চিৎকার দিয়ে কাউন্টারের পেছনে বসে পড়ল লোকটা। লাফ দিয়ে এক পাশে সরে যেতে হলো বেননকে। দুই গানম্যান সামলে নিয়ে তেড়ে আসছে!

টাট্টুওয়ালার চেয়ে মোটকু কিছুটা ধীর গতি সম্পন্ন। তাকেই আগে বেছে নিল বেনন, ব্যাট চালানোর ভঙ্গিতে তার মাথা লক্ষ্য করে ডাণ্ডাটা চালাল। শেষ মুহূর্তে সরে গেল মোটকু, এক হাতে কাউন্টার চেপে ধরে ভারসাম্য রক্ষা করল। বেননও ওর লক্ষ্য পাল্টেছে, কাউন্টারের ওপর রাখা মোটকুর আঙুলগুলো থেঁতলে গেল ডাণ্ডার বাড়িতে। বুকের কাছে হাত চেপে ধরে আহত কুকুরের মতো তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ল মোটকু।

ডাণ্ডার পরবর্তী বাড়ি পড়ল মোটকুর নাকের ওপর। একবার গুঙিয়ে উঠে পড়ে গেল মোটকু। টাট্টুওয়ালা বেননের কিডনি লক্ষ্য করে ঘুসি মারল। জায়গা মতো লেগেছে। ধপ করে বসে পড়ল বেনন, হাঁ করে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করল।

লাথি মেরে ওর হাত থেকে ডাণ্ডাটা ফেলে দিল টাট্টুওয়ালা। হাঁটু দিয়ে গুঁতো দিল মাথার পাশে। সরে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল বেনন, চলে এসেছে মোটকুর কাছাকাছি। চটাপট দুটো ঘুসি বসিয়ে দিল ও মোটকুর বুকে পেটে। পা তুলে লাথি মারল টাট্টুওয়ালার পেটে। পিছিয়ে গিয়ে দেখল লাথি খেয়ে টাট্টুওয়ালা টাল সামলাতে না পেরে চলে গেছে কাউন্টারের কাছে। তার ধাক্কায় কয়েকটা মদের বোতল মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল। বাঘের মতো তার পিছু নিল বেনন ঝড়ের গতিতে। একটা বোতল তুলে নিয়ে বোতলের গলাটা ধরে বাড়ি মারল টাট্টুওয়ালার মাথায়। ঝনঝন করে ভাঙল বোতল। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল টাট্টু। আরেকটা ভরা বোতল তুলে নিয়ে অগ্রসরমান মোটকুর চোয়ালে আঘাত করল। কড়াৎ আওয়াজ করে খুলে গেল মোটকুর

চোয়ালের হাড়। কাটা কলা গাছের মতো পড়ে গেল লোকটা, জ্ঞান হারিয়েছে তীব্র ব্যথায়।

রক্তাক্ত চেহারা নিয়ে উঠে দাঁড়াল টাট্টুওয়ালা, নিচু স্বরে গর্জন ছেড়ে ছুটে এলো বেননের দিকে, কোল্টের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। বোতলটা এখনও বেননের হাতে। ওটা দিয়ে টাট্টুর মাথার পাশে গায়ের জোরে বাড়ি মারল ও। এবার ভাঙল বোতল। মোটা সঙ্গীর পাশে মেঝেতে পড়ে গেল টাট্টু। বারটেন্ডার উঠে দাঁড়িয়েছে। বেননের দিকে তাকিয়ে গাল বকল সে। সঙ্গীদের অবস্থা দেখে চুপ হয়ে গেল। পিছাল সে, মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকল।

'আমি এসবের মধ্যে নেই,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ঘড়ঘড়ে গলায়।

ঠোঁটের কোনা আর নাকের ফুটো থেকে সামান্য রক্ত বের হচ্ছে, সেটুকু মুছে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল বেনন। বারটেন্ডার যতোটা পারে পিছিয়ে গেল।

'আর মেরো না আমাকে। যথেষ্ট হয়েছে!'

শ্বাস স্বাভাবিক হতে দেরি লাগবে বুঝে কোন জবাব দিল না বেনন। একটু পর প্রশ্ন করল, 'শুনলাম শহরটা চালায় হ্যামন্ড নামের এক লোক। সে কোথায়, বলো দেখি, চাঁদ?'

'আমি হ্যামন্ড।'

কড়া গলাটা লক্ষ্য করে দৃষ্টি ফেরাল বেনন। সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে পর্বতের মতো বিশাল এক লোক। শার্টের বোতামগুলো খোলা, দেখা যাচ্ছে বুক-পেটের ঘন কালো লোমের জঙ্গল। তার হাতে একটা সিক্সগান। হ্যামারটা কক্ করা। নলটা চেয়ে আছে বেননের বুক লক্ষ্য করে। হ্যামন্ডের ঠোঁটে খুনীর শীতল নিষ্ঠুর হাসি।

হোলস্টারের কাছ থেকে হাত সরাল না বেনন, কিন্তু ড্রও করল না। হ্যামন্ডের পেছনে এক মেয়েলোক দেখতে পাচ্ছে ও। এ-মিলি-

মে ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। একটা রোব গায়ে জড়িয়ে রেখেছে। চেহারাটা ফোলা ফোলা, মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। এখনও প্রসাধনী ব্যবহার না করায় দেখতে ভাল লাগছে না।

'ব্যাপার একটু খুলে বলো দেখি,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল হ্যামন্ড। 'অসুবিধে কিসের?' কড়া চোখে বেননকে দেখছে এখনও। 'আমার সঙ্গে কথা বলার সময় অস্ত্র থেকে হাতটা দূরে রাখলেই ভাল করবে।'

'অস্ত্রটা নামাও, তাহলে হাতটা সরাব,' শান্ত স্বরে জানাল বেনন।

দৃষ্টি দিয়ে বেননকে ভস্ম করে দেয়ার চেষ্টা করল হ্যামন্ড। অস্ত্র নামাল না। 'কিছু বলার থাকলে চটপট বলে ফেলো।'

অস্ত্রের বাঁট থেকে হাত সরাল না বেনন। 'কেউ আমাকে ঘাঁটাবে সেটা আমার পছন্দ নয়। শহরে ঢুকতেই আমার পেছনে লেগেছে তোমার লোকরা। স্টেবলে ঘোড়া রেখেছি বলে এক ডলার বাড়তি দেয়ার কোন খায়েস নেই আমার।'

'ও মিলি মে'কে পতিতা বলেছে বস্,' কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে অভিযোগের সুরে জানাল বারটেন্ডার। 'বলেছে টাকা পেলে মিলি মে সবার কাছেই যাবে।'

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল হ্যামন্ডের, মিলি মে'র দিকে আড়চোখে তাকাল। অস্ত্র নড়ল না একচুল। 'একে তুমি চেনো, মিলি মে?'

'না,' বলল মিলি মে, 'জীবনে কখনও দেখিনি।'

বেননের বুক লক্ষ্য করে অস্ত্র নাচাল হ্যামন্ড। 'যাকে চেনো না তাকে নিয়ে অতো কথার দরকার কি, মিস্টার? নাম কি তোমার?'

'ইচ্ছে করলে হ্যারল্ড নামে ডাকতে পারো আমাকে,' বলল বেনন। মিলি মে'র ওপর দৃষ্টি স্থির হলো ওর। 'না, মিস মে, ব্যক্তিগত ভাবে তোমাকে আমি চিনি না। ট্রেইলে অবশ্য তোমার নাম অনেক শুনেছি। তোমার পার্লার হাউসের সুনাম আমার কান

এড়ায়নি।'

মিলি মে'র চেহারায় একটু কোমল ছাপ পড়ল। 'তা নাম তো হবেই। আমার ওখানে ভাল ছাড়া খারাপ মেয়ে রাখি না।'

'চুপ করো!' ধমক দিয়ে মিলি মে'কে থামাল হ্যামন্ড। 'হ্যারল্ড, তুমি গায়ে পড়ে ঝামেলা পাকিয়েছ। মিলি মে'র নামে খারাপ কথা বলে থাকলে পস্তাতে হবে তোমাকে।'

কোল্টটা একটু উঁচু করল হ্যামন্ড। টানটান হয়ে গেল বেননের দেহের সমস্ত পেশি।

'আমি তোমাকে হারিয়ে দিতে পারব, হ্যামন্ড,' নিচু গলায় বলল ও। কণ্ঠস্বরে এতোই আত্মবিশ্বাস যে অন্তর কেঁপে যায়। 'হ্যামার কক্ করা থাকলেও তুমি হারবে।'

ভ্রূ কুঁচকাল হ্যামন্ড, দ্বিধায় ভুগল মুহূর্তের জন্যে। বিশালদেহী আত্মবিশ্বাসী লোকটাকে মেপে দেখল। এলোক একা তার তিনজন শক্তপোক্ত কর্মচারীকে শুইয়ে দিয়েছে। এমন একজন মানুষই তার দরকার। কিন্তু কি যেন আছে লোকটার মধ্যে যেটা ঠিক ঠাহর করতে পারছে না সে।

অস্ত্রটা হ্যামন্ড আস্তে আস্তে নামিয়ে নেয়ায় সেলুন জুড়ে নিঃশ্বাস ছাড়ার অস্পষ্ট আওয়াজ হলো। ঊরুর পাশে ধরে থাকল হ্যামন্ড কোল্ট। একদৃষ্টিতে বেননকে কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কাজ চাই তোমার?'

পেশি একটু শিথিল হলো বেননের, যদিও তা বোঝার কোন উপায় নেই। হাত এখনও হোলস্টারের ওপর।

'করতে পারি। কাজ দিতে চাও?'

'হয়তো। শহরেই থাকছ?'

'অন্তত কয়েকদিন,' জবাব দিল বেনন। সময় চাইছে। কিছু করার আগে নিশ্চিত হওয়া দরকার যে এই লোকটাই আসলে ব্ল্যাক শ্যাডো। এ যদি ব্ল্যাক শ্যাডো না-ও হয় তার মানে এই নয়

যে শহরে ব্ল্যাক শ্যাডো নেই। কোন ভুল পদক্ষেপ নিয়ে খেলা পণ্ড করার ঝুঁকি নেবে না ঠিক করেছে বেনন।

হ্যামন্ডের মাথাতেও এই একই চিন্তা চলছে। লোকটাকে শহরে কয়েকদিন রাখতে পারলে গোটা পরিস্থিতি ভেবে দেখার সময় পাওয়া যাবে। অধীনস্থ প্রত্যেককে এর সঙ্গে দেখা করানো দরকার। জানতে হবে কেউ একে চেনে কিনা। লোকটা যদি আইনের কেউ হয় তাহলে প্রচুর সম্ভাবনা আছে তার চেলারা একে চিনবে। বেল্টে সিক্সগানটা গুঁজে রাখল হ্যামন্ড।

'ঠিক আছে, শহরেই থাকো দুয়েকদিন। দেখি তোমাকে কোন্ কাজে লাগানো যায়। ভাল বেতন পাবে।'

'চলে,' বলল বেনন। লক্ষ করল সেলুনে উপস্থিত সাধারণ কাস্টোমারদের চেহারায় হতাশার ছাপ পড়েছে। কিছুক্ষণের জন্যে তাদের ধারণা হয়েছিল হ্যামন্ডের মোকাবিলা করার মতো উপযুক্ত লোক এসে উপস্থিত হয়েছে এবার। তাদের মুক্তি মিলবে।

(পরবর্তী খণ্ডে সমাপ্য)

সমন-২

এক

শেষের শুরু

আস্তে আস্তে জ্বরের প্রকোপ কমছে। চোখ মেলল ব্যাগলে, তাকাল অপরিচিত ছাদের দিকে। কোথায় যেন একটা দরজা খুলে গেল। বালিশে মাথা কাত করে দেখার চেষ্টা করল ও। ক্লান্ত চেহারার এক সাদা অ্যাপ্রন পরা লোক ঢুকল ঘরে। বুঝতে পারল এ ডাক্তার।

'হাওডি, ডক,' মৃদু স্বরে বলল ও, নিজের গলার আওয়াজ নিজেই চিনতে পারল না। কাশল গলা পরিষ্কার করার জন্যে।

কপালে হাত রেখে ব্যাগলের তাপমাত্রা মাপল ডাক্তার, কব্জি ধরে রুপোলি একটা হাত-ঘড়িতে চোখ রেখে পাল্‌স্‌ পরখ করল। এবার চোখের পাতা উল্টে চোখ পরীক্ষা শেষে তাকে বেশ সন্তুষ্ট মনে হলো। জানালার পর্দা সরিয়ে দিল সে, যাতে বাইরের সূর্যালোক আসে।

ফিরে এসে বুকের ব্যান্ডেজটা খুলে ক্ষত দেখল। ডাক্তার পিছিয়ে দাঁড়ানোয় ফোঁস করে স্বস্তির শ্বাস ফেলল ব্যাগলে।

'ভাল,' বলল ডাক্তার, 'জ্বর কমেছে। ইনফেকশনও আগের চেয়ে কম। মনে হচ্ছে এবারের মতো বেঁচে গেলে তুমি।'

'আমার তো মনে হচ্ছে মরে যাব,' ফিসফিস করল ব্যাগলে।

জবাবে হাসল ডাক্তার।' 'মনে হতেই পারে। কিন্তু আমার

কথাই ফলবে। সেরে উঠছ তুমি। আর বড়জোর এক সপ্তাহ বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।...খিদে লেগেছে?'

ভ্রূ কুঁচকে ছাদের দিকে তাকাল ব্যাগলে, তারপর গর্তে বসা চোখ দুটো ডাক্তারের ওপর স্থির হলো। 'লেগেছে মানে? আস্ত একটা গরু রোস্ট করে দিলে খেয়ে ফেলতে পারব বলে মনে হচ্ছে।'

'ভাল। খুবই ভাল লক্ষণ। তাহলে খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে যাবে ডাক্তার ঘর ছেড়ে, পেছন থেকে ডাক দিল ব্যাগলে। 'শোনো! আমাকে যে এখানে নিয়ে এসেছিল সেলোক কোথায়? রক বেনন? কোথায় ও? আর ওই মেয়েটা...তান্না...তান্না ডুক?'

'মিস ডুক? হ্যাঁ, সে আমাকে নিজের পরিচয় জানিয়েছে। রক বেননও শেরিফ ম্যাককোয়াডকে পরিচয়-পত্র দেখিয়েছে। রক বেনন গেছে ডেল রিয়োতে। তার ধারণা তুমি যাকে ধাওয়া করছিলে তাকে ওই শহরে পাওয়া যাবে।'

উত্তেজনা বোধ করল ব্যাগলে। 'হ্যাঁ, ডেল রিয়োতেই যাওয়ার কথা ব্ল্যাক শ্যাডোর। ওখানে সে আছে তার কোন প্রমাণ পেয়েছে বেনন, নাকি আন্দাজের ওপর নির্ভর করছে?'

শ্রাগ করল ডাক্তার। 'সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করতে হবে তোমার, অথবা শেরিফকে। শেরিফের সঙ্গে এব্যাপারে বেননের কথা হয়েছে। কিন্তু শেরিফের সঙ্গে কথা যে বলবে সে উপায় নেই। মিস ডুককে পাহারা দিয়ে নিয়ে গেছে সে ঈগল পাসে, রেঞ্জারদের পোস্টে।

ভ্রূ কুঁচকে ভাবার চেষ্টা করল ব্যাগলে। জ্বরের কারণে মাথা ঠিক মতো কাজ করছে না।

'শুনে তো অবস্থা ভালই মনে হচ্ছে। রেঞ্জারদের যখন খবর দিয়েছে তার মানে ডেল রিয়োতে এমনি এমনি যায়নি বেনন, কিছু একটা করেই তবে ছাড়বে।'

ডাক্তার বলল, 'তুমি অপেক্ষা করো। দেখি আমার বউ খাবারদাবার কি দিতে পারে। খুব ভাল রাঁধুনি ও।'

বাইরে বেশ জোর আওয়াজ হলো। বেশ কয়েকটা ঘোড়া দ্রুত গতিতে আসছে এদিকেই।

ভ্রূ কুঁচকে গেল ডাক্তারের, জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পর্দা সরিয়ে তাকাল বাইরে। ব্যাগলে সতর্ক হয়ে উঠেছে। ওর চোখ নাইন গানটা খুঁজল। উল্টোদিকের দেয়ালে একটা কাবার্ডের ওপর দেখল হোলস্টার বদ্ধ অস্ত্রটা।

'কে, ডক?' জিজ্ঞেস করল।

'চিনতে পারলাম না। কঠোর রুক্ষ চেহারার লোক সব। ছয়জন। মনে তো হচ্ছে এখানেই আসছে!'

ডাক্তার দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে, কর্কশ স্বরে বলল ব্যাগলে, 'ডক, আমার অস্ত্রটা দাও।'

'পাগলামি কোরো না,' বেরিয়ে যেতে যেতে বলল ডাক্তার। 'ওটা ওপরে তোলার মতো শক্তি এখনও হয়নি তোমার।'

'হয়তো...কিন্তু...' ডাক্তার দরজা বন্ধ করে বাইরে চলে যাওয়ায় থামতে হলো উৎকণ্ঠিত ব্যাগলেকে। বুঝতে পারছে ঠিকই বলেছে ডাক্তার, কিন্তু তবু অস্ত্রটা হাতে থাকলে অনেক নিশ্চিন্ত বোধ করত ও। লোকগুলো হয়তো শুধুই কাউবয়, কাছের কোন র‍্যাঞ্চ থেকে শহরে এসেছে ফুর্তি করতে। কোন কারণে ডাক্তারের দরকার দেখা দেয়ায় আসছে। আবার তা নাও হতে পারে।

একটা দরজা দেয়ালে বাড়ি খাওয়ার জোর আওয়াজ শুনে চমকে গেল ব্যাগলে। উঁচু গলায় কি যেন বলল একজন। তার

পরপরই দুটো গুলির শব্দ হলো। এক মুহূর্ত পরে চিৎকার করে উঠল এক মহিলা। তারপরই আরেকটা গুলি হলো।

মাথা ঘুরছে ব্যাগলের, শরীরে জোর নেই, তবু চেষ্টা করল গা থেকে চাদর সরিয়ে উঠে বসতে। উঠে বসার আগেই লাথি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল স্যান্ডার্স, হাতে নল থেকে ধোঁয়া বের হওয়া কোল্ট রিভলভার। চারপাশে তাকাল নার্ভাস ভঙ্গিতে। অস্ত্রটা এদিক ওদিক ঘোরাল, তারপর ওটা স্থির হলো ব্যাগলের ওপর।

তার পেছনে ঘরে ঢুকল আরও কয়েকজন।

শয়তানীর হাসি হাসল স্যান্ডার্স। 'একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় তোমাকে ধরেছি, কি বলো, ব্যাগলে?'

আস্তে করে বালিশে মাথা রাখল ব্যাগলে, ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নিজেকে একটা বাচ্চার মতো অসহায় লাগছে ওর।

'দু'জনই মারা গেছে, স্যান্ডার্স,' পেছন থেকে জানাল এক গানফাইটার।

'ভাল।' ব্যাগলের ওপর থেকে চোখ সরল না স্যান্ডার্সের। জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটা কোথায়?'

হাত তুলল ব্যাগলে, কিন্তু এতোই অসুস্থ বোধ করছে যে প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও 'জাহান্নামে যাও' বলতে পারল না। একটু পর শক্তি সঞ্চয় করে বলল, 'ও গেছে রেঞ্জারদের ডেকে আনতে। জানে বাঁচতে চাইলে লেজ তুলে পালাও।'

ভ্রূ কুঁচকাল স্যান্ডার্স, তারপর দেঁতো হাসি হাসল। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ছে। 'আমাকে বোকা মনে করো নাকি! মেয়েটা যদি রেঞ্জারদের খবর দিতে গিয়ে থাকে তাহলে রেঞ্জারদের নিয়ে সে যাবে ডেল রিয়োতে, বেননকে সাহায্য করতে। হ্যাঁ, ব্যাগলে, তুমি কোথায় সেটা যেমন জানি তেমনি আমরা এও জানি যে বেনন ডেল রিয়োতে গেছে। এটাও আমাদের অজানা নয় যে তান্না

ডুকের সঙ্গে গেছে শেরিফ ম্যাককোয়াড।' ঘাড় ফিরিয়ে যে লোকটা জানিয়েছে ডাক্তার এবং তার স্ত্রী মারা গেছে তার দিকে তাকাল সে। 'ট্যাড, তুমি এক্ষুণি ডেল রিয়োর পথে রওনা হয়ে যাবে। মিস্টার গ্রিফিনকে জানাতে হবে যে রেঞ্জাররা যাচ্ছে। নইলে বিপদে পড়ে যেতে পারে সে। তাকে জানিয়ো আমরা ব্যাগলেকে পেয়েছি।'

নড করল ট্যাড। কুঁচকে গেল ব্যাগলের ভ্রূ।

'গ্রিফিন বেননের পিছু নিয়ে ডেল রিয়োতে গেছে?'

টাকরায় আওয়াজ তুলে হাসল স্যান্ডার্স। 'ওর পেছনে গেছে; তবে যা ভাবছ সেজন্যে নয়। ও বেননকে ব্ল্যাক শ্যাডোর হাত থেকে বাঁচাতে গেছে।'

চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল ব্যাগলে।

*

লোকটার নাম লোগান। সীমান্তের ভবঘুরে বলা যায় তাকে। রিয়ো নদীর দু'পাড়ে তার ঘোরাফেরা। কোথাও বেশিদিন থাকে না। গায়ের জোর আর অস্ত্রের বিনিময়ে রোজগার করে। যে বেশি পয়সা দেবে তার হয়েই কাজ করবে সে। মাঝে মাঝে সে স্টেটসনের হয়েও কাজ করেছে। এখন হ্যামন্ড শহরের দখল নেয়ার পর আবার ডেল রিয়োতে এসেছে সে। কাজও জুটে গেছে। ব্ল্যাক শ্যাডো উপযুক্ত লোক চেনে, লোগানকে শহরবাসীর কাছ থেকে টাকা আদায় করার কাজে নিয়োজিত করেছে।

এখন লোগান দাঁড়িয়ে আছে হ্যামন্ডের সামনে, দোতলার অফিসে। চেহারায় উত্তেজনার ছাপ। ফ্যাকাসে লাগছে তাকে দেখতে।

'বস্! নিচে বসে থাকা ওই হারামজাদা রক বেনন!' একটু একটু হাঁপাচ্ছে সে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেলুনের জানালা দিয়ে এই

মাত্র বেননকে দেখে দৌড়ে ওপরে উঠে এসেছে। 'আগেও ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার, যদিও আমাকে ভাল মতো চেনে না। বদমাসের হাড্ডি একটা। গভর্নরের হয়ে কাজ করে। আগে ছিল আউট-ল, এখন হয়েছে অস্থায়ী রেঞ্জার। সাজ্ঘাতিক বিপজ্জনক লোক।'

গাল বকে ঝট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হ্যামন্ড। একবার মিলি মে'র ফ্যাকাসে চেহারার দিকে তাকাল। 'শালার লোকটাকে দেখেই আমার কেমন যেন লেগেছিল। অস্থায়ী রেঞ্জার! তারমানে ব্যাগলের সঙ্গী।'

নড করল লোগান। 'হ্যাঁ। একসঙ্গে কাজ করে ওরা দু'জন।'

'লোক পাঠিয়ে ওকে শেষ করে দাও, হ্যাম-বয়,' তাগাদার সুরে বলল মিলি মে।

শীতল চোখে মেয়েমানুষটাকে দেখল হ্যামন্ড।

'এতো শীঘ্রি নয়। নিশ্চই পেছনে লোক রেখে এসেছে সে। নাহলে আমাকে আগেই মারার চেষ্টা করত। ওর ভিন্ন কোন পরিকল্পনা আছে।'

'কিন্তু বেননকে শেষ করতেই হবে,' বলল মিলি মে।

'ঠিক। কিন্তু আমাদের সে কাছাকাছি যেতে দেবে না। ওকে অসতর্ক করে তুলতে হবে। তোমাকে আমি সেজন্যে নির্বাচিত করছি, মিলি মে।'

'আমি?'

'হ্যাঁ, তুমি। ও এসে বলেছে তোমার ব্যাপারে সবই জানে। এই সুযোগটাই কাজে লাগাব আমরা। যাও, গিয়ে ওর কোলে বসে পড়বে। ধরাধরির সুযোগ দেবে ওকে, ব্যস্ত রাখবে। অস্ত্রের দিকে যাতে হাত বাড়াতে না পারে। এদিকে আমি, লোগান আর আমার ছেলেরা হামলা চালাব। সবাই একসঙ্গে গুলি করলে

ঝাঁঝরা হয়ে যাবে ও কিছু বোঝার আগেই।'

একটু ভীত দেখাচ্ছে মিলি মে'কে। 'কোথায় গুলি করবে সেটা নিশ্চিত হয়ে করবে তো, হ্যাম-বয়?'

মিলি মে'র পাছায় চিমটি কেটে হাসল হ্যামন্ড। 'নিশ্চই, মিলি মে! আমি দেখব যাতে আমার মাল নষ্ট না হয়।'

নিশ্চয়তা পেয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল মিলি মে, কাপড় ঠিক করে নিয়ে বডিস জায়গা মতো বসিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

'কতোক্ষণ পর আসবে তোমরা?'

'পাঁচ কি দশ মিনিট। তোমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার সময় দেব ওকে আমরা। একটা কথা মনে রেখো, ওকে অসতর্ক করে রাখতে হবে তোমাকে।'

হাসল মিলি মে। 'আমি এখনও একজন পুরুষ দেখিনি যাকে আমি বশ করতে না পারি।' দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল মহিলা।

'ছেলেদের কয়েকজনকে খবর দাও, লোগান,' মিলি মে'র পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই নির্দেশ দিল হ্যামন্ড। 'বলবে মিলি মে বেননের কোলে বসলেই গুলি শুরু করতে হবে। ও যাতে অস্ত্র বের করার কোন সুযোগ না পায়।'

'...আর...মিলি মে'র...তার কি হবে?'

সরাসরি লোগানের চোখের দিকে তাকাল হ্যামন্ড। 'বেননকে শেষ করাই আসল কাজ। অন্য কেউ আহত বা নিহত হলে সেটা দুঃখজনক। যে কেউ, বুঝলে? মিলি মে মরলে আরেকটা মেয়ে আসবে।'

আস্তে করে নড করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল লোগান। হ্যামন্ড তার সিক্সগানের সিলিন্ডার খুলে গুলি ঠিক মতো ভরা আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখল।

সেলুনের ভেতর এক কোনায় একটা টেবিলে বসেছে বেনন।

চেয়ারটা এমন ভাবে রাখা যাতে একই সঙ্গে দুটো দিক ও কাভার করতে পারে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও কে ঢুকছে বা বের হচ্ছে। মিলি মে'কে নেমে আসতে দেখল ও সিঁড়ি বেয়ে। হাসছে মেয়েটা, কিন্তু জঘন্য দাঁতগুলো দেখাতে রাজি নয়। মাপা হাসি। এগোনোর ভঙ্গিতে সুস্পষ্ট আমন্ত্রণ। ওর টেবিলে এসে বসল মিলি মে। গায়ে পড়ে কথা শুরু করল। জবাব দিচ্ছে বেনন, কিন্তু ওর মন পড়ে আছে অন্যখানে। অনুভব করছে, মিলি মে যেন ওর মনোযোগ জোর করে ধরে রাখার চেষ্টা করছে।

আগেও এধরনের পরিস্থিতি এসেছে বেননের জীবনে। মেয়েদের কাজে লাগিয়ে ওকে শেষ করে দেয়ার চেষ্টা আগেও হয়েছে। এখন বেনন নিশ্চিত যে হ্যামন্ডই ব্ল্যাক শ্যাডো। কয়েকজন পতিতার সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলাপ করেছে ও। মদ খাওয়ানোর বিনিময়ে তথ্য আদায় করেছে। মিলি মে যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে পতিতাদের সরে যেতে নির্দেশ দিল তখন তার চেহারায় হিংস্রতার ছাপ চাপা ছিল না। মিলি মে পতিতাদের খেদিয়ে দেয়ার সময় বলেছে, 'আমি একা মিস্টার হ্যারল্ডের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

টেবিলের কোনা ঘুরে ওর কোলে বসে পড়ার চেষ্টা করেছে মিলি মে, বলেছে, 'ট্রেইলে আমার নামে কি শুনেছ জানার ইচ্ছে হচ্ছে আমার।'

পা না সরিয়ে মিলি মে'কে কোলে বসতে দেয়নি বেনন, সর্বক্ষণ দাঁত বের করে হাসছে।

'শুনেছি তুমি দুর্দান্ত এক মহিলা।' অন্য চিন্তা মাথায় নিয়ে জবাব দিয়েছে বেনন।

কথার ফাঁকে সর্বক্ষণ ঘরের ভেতর নজর চালাচ্ছে ও, বোঝার চেষ্টা করছে কোন্‌দিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে। এই মাত্র

কঠোর চেহারার কয়েকজন গানম্যান ব্যাট উইং ঠেলে ঢুকেছে, বারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তারা। পাশের একটা দরজা কাভার করতে পারবে। মিলি মে'র কাঁধের ওপর দিয়ে সিঁড়ির মাথায় হ্যামন্ডকে দেখল বেনন। সঙ্গে লোগান নামের এক ছ্যাঁচড়া আউট-লকেও দেখতে পেল।

বুঝতে বেননের দেরি হলো না ওর ওপর আক্রমণ আসতে যাচ্ছে। প্রস্তুতি পর্ব প্রায় শেষের পথে। লোগান ওকে চিনেছে, তারপর জানিয়েছে ব্ল্যাক শ্যাডোকে। বেননের হ্যাট খুলে নিল মিলি মে, চুলে আঙুল চালিয়ে বলল, 'বলো না, হানি, কি শুনেছ আমার নামে? একটু সরে জায়গা করে দাও, আমি তোমার কোলে বসে শুনব।' বেননের হাতে কোমর ঘষছে মিলি মে। 'তোমার সব দুশ্চিন্তা আমি কিছুক্ষণের জন্যে দূর করে দেব। ওপরে আমার নিজের একটা ঘর আছে, ওখানে নিয়ে যাব তোমাকে।'

'আমাকে নিয়ে ওপরে উঠলে হ্যামন্ড কি তা সহ্য করবে?' অন্যমনস্ক হয়ে জিজ্ঞেস করল বেনন। ভাবতে গিয়ে মুক্তির একটা পথ পেয়ে গেছে।

'ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। আমাদের মাঝে আলাদা রকমের সমঝোতা আছে। ও কিছু মনে করবে না।'

'তাই!' বলেই টেবিলটা ধাক্কা দিয়ে উল্টে ফেলে দিল বেনন মিলি মে'র গায়ে, তারপর টেবিলের পেছনে আড়াল নিল। ধাক্কা খেয়ে বেতাল হয়ে হুড়মুড় করে পিছিয়ে গেল মিলি মে। টেবিলের এক পা ধরে বর্মের মতো ওটাকে সামনে বাগিয়ে রেখেছে বেনন, ডান হাতে উঠে এসেছে কোল্ট .৪৫। মিলি মে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। সিঁড়ির মাঝামাঝি থমকে গেল হ্যামন্ড, তারপর গাল বকে এক ঝটকায় অস্ত্র বের করল। এক সেকেন্ড পর লোগানের হাতেও অস্ত্র বেরিয়ে এলো।

ট্রিগার চাপল বেনন। পাশের দরজার কাছে দাঁড়ানো এক গানম্যানের গলায় লাগল বুলেট, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। নিঃশব্দে চিৎ হয়ে পড়ে গেল লোকটা। তার পাশের জন গুলি করল। ততোক্ষণে টেবিলটা ঠেলে লোকটার গায়ের ওপর ফেলেছে বেনন, ঘুরেই বারে দাঁড়ানো দুই গানম্যানকে লক্ষ্য করে পরপর দুটো গুলি করল। গুলি করেছে তারাও। বেননের মাথার ওপর দিয়ে গেল দুটো গুলি।

তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ল মিলি মে। এতোক্ষণে সে ভারসাম্য ফিরে পেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে। একটা বুলেট লাগল তার কাঁধে। কার গুলি বোঝা গেল না। অস্ত্র খালি করে ফেলল হ্যামন্ড। টেবিলে ঠকাঠক বিঁধল বুলেট। ধাক্কা দিয়ে পাশের দরজাটা খুলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল বেনন। তড়িঘড়ি করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল হ্যামন্ড, চেঁচাচ্ছে। তার ঠিক পেছনেই আছে লোগান। আহত মিলি মে জড়িয়ে ধরতে চাইল হ্যামন্ডকে। সরে গেল হ্যামন্ড, তারপর সিক্সগানের নল দিয়ে মিলি মে'র মুখে জোর একটা বাড়ি দিয়ে পাশ কাটিয়ে ছুটল বেননের পেছনে। ব্যথায় চিৎকার ছেড়ে মেঝেতে পড়ে গেল মিলি মে। লোগান এক লাফে তাকে টপকে হ্যামন্ডকে অনুসরণ করল।

এগোনোর ফাঁকে সিক্সগান রিলোড করছে হ্যামন্ড। চেঁচিয়ে নিজের লোকদের বেননের পিছু নেয়ার নির্দেশ দিল।

গলি ধরে ঝেড়ে দৌড় দিল বেনন। রাস্তার দিক থেকে সেলুনের কোনা ঘুরে বেরিয়ে এলো হ্যামন্ডের দুই সঙ্গী। কোমরের কাছ থেকে গুলি করল বেনন। একজন বুকে গুলি খেয়ে সেলুনের দেয়ালে বাড়ি লেগে পড়ে গেল। দ্বিতীয়জন মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। মাটিতে শুয়েই গুলি করল সে। দৌড় থামাল না বেনন। অস্ত্র তাক করে একটা গুলি করল। দেখল

কেঁপে উঠেছে লোকটা। লাফ দিয়ে তাকে পার হয়ে কোনা ঘুরে রাস্তায় বেরিয়ে এলো বেনন, দৌড়াতে দৌড়াতে তাড়াহুড়ো করে কোল্টে গুলি ভরছে।

ব্যাট উইং ঠেলে বেরিয়ে এসেছে লোগান, হাতে একটা নল কাটা শটগান। রাস্তার পাশে একটা চৌবাচ্চা দেখে ওটার পেছনে ঝাঁপিয়ে পড়ল বেনন। পরক্ষণেই বিকট গম্ভীর গর্জন ছাড়ল শটগান। চৌবাচ্চার পানি ছিটকে উঠল, ভিজিয়ে দিল বেননকে। গড়িয়ে আড়াল ছেড়ে সরে গেল বেনন, তারপর এক হাঁটুর ওপর ভর করে কোল্টের ট্রিগারে স্পর্শ করল। গুলির ধাক্কায় পিছু হঠল লোগান, মাথাটা এতো জোরে ঝাঁকি খেল যে মনে হলো ঘাড় থেকে খুলে যাবে। হাত থেকে শটগান পড়ে গেল তার। ঝাঁকি খেয়ে গুলি বের হলো ওটা থেকে। সেলুনের বারান্দার ছাদে বিরাট একটা ফুটো হলো। চিৎ হয়ে বোর্ডওয়াকে পড়ল লোগানের লাশ।

গলি থেকে বেরিয়ে আসছে হ্যামন্ডের গানম্যানরা। বামদিকে বিদ্যুদ্বেগে ঘুরল বেনন, বাম হাতের চেটোর টানে দ্রুত ওঠাচ্ছে হ্যামার, ট্রিগার স্পর্শ করছে ডানহাতের তর্জনী। মেশিনগানের মতো দ্রুততায় গুলি করছে। কারও গায়ে গুলি লাগল না, কিন্তু কাঠের কুচি ছিটাল প্রচুর। যেমন দ্রুত বেরিয়েছিল লোকগুলো তারচেয়ে ঢের দ্রুত আবার ফিরে গেল গলির ভেতর।

উঠে দাঁড়াল বেনন। দেখল ব্যাট উইং ঠেলে বেরিয়ে এসেছে হ্যামন্ড। শেষ গুলিটা ও হ্যামন্ডকে লক্ষ্য করেই করল। মাথার পাশে কাঠের দেয়ালে বিঁধল গুলিটা। ঝট করে ভেতরে ঢুকে গেল হ্যামন্ড। ব্যাট উইং দরজা দ্রুত নড়তে লাগল। একবার খুলছে একবার বন্ধ হচ্ছে।

রাস্তা ধরে সেলুনের দিকে দৌড় দিল বেনন সিক্সগান লোড করতে করতে। দরজা জানালায় অসংখ্য মানুষের মুখ। ও বুঝতে

পারছে শেষ পর্যন্ত সফল হবার সম্ভাবনা নেই। শত্রু সংখ্যায় অনেক বেশি। আর আধ ব্লক যাবার আগেই তাদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে ও।

হ্যামন্ড আবার সেলুন থেকে বেরিয়েছে, বুক ফুলিয়ে এগিয়ে আসছে। গলা চড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছে নিজের লোকদের, বেননকে ঘিরে ফেলতে বলছে। দৌড় থামাল না বেনন, সিক্সগানে গুলি ভরছে। এছাড়া আর কিছু করারও নেই ওর। জুয়া খেলেছিল ও, হেরে গেছে। জীবনের শেষ ভুল করা হয়ে গেছে ওর।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল বেনন। দ্রুত ঘোড়া দাবড়ে শহরে ঢুকছে একদল অশ্বারোহী, আকাশে গুলি ছুঁড়েছে। হ্যামন্ডের লোকদের দেখতেই লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে গুলি করতে শুরু করল লোকগুলো। পাল্টা গুলি চালাল হ্যামন্ডের গানম্যানরা। ভোমরার মতো গুঞ্জন তুলে বাতাস কেটে ছুটে যাচ্ছে অসংখ্য বুলেট।

হাঁটু গেড়ে বসল বেনন, তারপর গুলি করে ব্যালকনি থেকে ফেলে দিল হ্যামন্ডের এক গানম্যানকে। হ্যামন্ডকে দেখতে পেল, নিজের লোকদের মরণের মুখে ফেলে জান বাঁচাতে একটা গলি লক্ষ্য করে ছুটছে।

হুঙ্কার ছাড়ছে সিক্সগান, রাইফেল আর বন্দুক। নরক গুলজার। কানে তালা ধরে যায় আওয়াজে। বজ্রের মতো শব্দ করছে ঘোড়ার খুর। মানুষ চিৎকার করছে, গালাগাল দিচ্ছে। ভেঙে যাচ্ছে অসংখ্য জানালার কাঁচ। কাঠের কুঁচি উড়ছে। শক্ত জিনিসে লেগে তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেট। কিছুর তোয়াক্কা না করে গলি ধরে হ্যামন্ডের পেছনে ছুটল বেনন।

একটা কোনা ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল হ্যামন্ড। তার আগেই গুলি করেছে বেনন। ওর গুলি কোনার বাড়ির কাঠের কুঁচি ওড়াল। পাল্টা গুলি করতে থামেনি হ্যামন্ড, জান হাতে করে ভেগে যাচ্ছে।

প্রাণপণ ছুটে কোনাটার কাছে পৌঁছাল বেনন, কিন্তু কোনার পাশে দাঁড়িয়ে মাথাটা বের করল সাবধানে। পরপর দুটো গুলি করা হলো ওর মাথা লক্ষ্য করে। তার আগেই সরে গেছে বেনন। মুখে কাঠের টুকরোর ছিটে লাগল তবু। গাল কেটে গেল। রক্ত ঝরছে।

একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেল। কোনা ঘুরল বেনন, দৌড়ে সামনে বাড়ল। হ্যামন্ডের ঘোড়া স্যাডল চাপানো অবস্থায় তৈরি ছিল। ঘোড়ায় চেপে ওটার মুখ ঘুরিয়ে সরাসরি বেননকে লক্ষ্য করে ছুটাতে শুরু করেছে আউট-ল।

একেবারে কাছে চলে এসেছে!

শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে এক পাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল বেনন। গলিটা বড় বেশি সরু। পাশের বাড়ির দেয়ালে বাড়ি খেল বেননের শরীর, মাটিতে পড়ে গেল ও। ঘোড়াটা ইঞ্চি খানেক দূর দিয়ে পাশ কাটাচ্ছে। গুলি করল হ্যামন্ড। বেননের মাথার আধ ইঞ্চি দূরে মাটিতে গাঁথল বুলেট। পাক খেয়ে চিৎ হলো বেনন, সিক্সগানের নলটা সরাসরি ওপরে তুলে গুলি করল।

ঘোড়াটার পেছনের পা বেননের বাম কাঁধে আঘাত করল। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল বেনন, চেহারা বিকৃত হয়ে গেল। হাড় সরে গেছে। ডান হাতে চেপে ধরল বাঁ কাঁধ। মনের জোর খাটিয়ে সিক্সগানটা আবার তুলল, গুলি করার চেষ্টা করল। পারল না।

দরকারও নেই তার। হ্যামন্ড মারা গেছে। স্যাডল থেকে পড়ার আগেই মাথা চৌচির হয়ে গেছে কুখ্যাত ব্ল্যাক শ্যাডোর। গুলিটা থুতনির নিচ দিয়ে ঢুকে মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ডিগবাজি খেয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ল দেহটা, ধপ করে মাটিতে পড়ে ধুলো ওড়াল। এক নজর দেখেই বুঝল বেনন, আর কোন গুলি খরচ করার দরকার নেই। দরকার থাকলে পারতোও

না। গুলি শেষ হয়ে গেছে ওর সিক্সগানের।

ধোঁয়া বের হওয়া খালি সিক্সগানটা হাতে উঠে দাঁড়াল বেনন, বাঁ হাতটা ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে দেহের পাশে। ফিরে চলল প্রধান সড়কের দিকে। ওখানে এখন বিরাজ করছে থমথমে নিরবতা। মাথা ঘুরে ওঠায় একটা বাড়ির দেয়ালে হেলান দিল। ঝাপসা দেখছে চোখে। তবু দেখতে পেল, একজন অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে ওর দিকে। তার পেছনে আসছে বাকিরা।

মাথা ঝাঁকি দিয়ে দৃষ্টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করল বেনন। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল। এখন বুঝতে পারছে যা ভেবেছিল তা নয়। এরা টেক্সাস রেঞ্জার নয়। এরা হয় কাউবয় নয়তো গানম্যান। না, গানম্যান। চোখ পিটপিট করল বেনন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে দ্বিধা হচ্ছে। দলের নেতা লোকটা...!

ট্রিসট্রাম গ্রিফিনের বিকৃত চেহারার দিকে অপলক চেয়ে থাকল ও। লোকটার হাতে নল দিয়ে ধোঁয়া বের হওয়া একটা রাইফেল। রাইফেলটা ওর বুকের দিকে তাক করা!

'এতোদিন পর দেখা, রক বেনন,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল গ্রিফিন। 'দেখা তাহলে হলো।'

দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল বেনন, জানে সময় শেষ ওর। হেরে গেছে। হাতে খালি সিক্সগান। একটা কাঁধ অকেজো। গ্রিফিন এখন ট্রিগারটা টিপলেই হয়।

'মিস্টার গ্রিফিন,' জরুরী গলায় বলল একজন, ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রিফিনের পাশে চলে এসেছে সে। দূরে গার্ড দিচ্ছিল। 'রেঞ্জারদের ট্রুপ এদিকেই আসছে! বিশজনেরও বেশি।'

নিচু স্বরে গাল বকল গ্রিফিন। তার সঙ্গীদের আচরণে অস্থিরতা প্রকাশ পেল। ছটফট করছে। বসের নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। শীতল চোখে বেননকে দেখল গ্রিফিন।

'দেখা যাচ্ছে বেঁচে থাকার আরেকটা সুযোগ পাচ্ছ তুমি, বেনন। তবে বেশিদিন বাঁচবে না। সহজে তোমাকে মারব না আমি। মনে রেখো, ব্যাগলে আমার হাতে বন্দি। পাউডারহর্নে আছে সে। চলে এসো ওখানে। ভাল চাইলে একা এসো। রেঞ্জারদের নিয়ে যদি আসো তাহলে পৌঁছে দেখবে আমার গেটপোস্টে ব্যাগলের মাথা টাঙানো আছে।' বেননের দিকে তাকিয়ে থুতু ফেলল গ্রিফিন। 'অপেক্ষা করতে আমার আপত্তি নেই। জানি তোমাকে আসতে হবে। তোমাকে আমি চিনি। তুমি আসবে। বিদায়, বেনন।'

চাবুকের বাড়ি খেয়ে গ্রিফিনের ঘোড়াটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করল। তার পেছনে রওনা হয়ে গেল দলের সবাই। বিস্মিত বেনন তখনও ভাবছে, কি শুনল!

ব্যাগলে গ্রিফিনের হাতে বন্দি! ওকে উদ্ধার করতে যেতে হবে। যেতে হবে একা। নইলে মারা যাবে ব্যাগলে।

আর ও যদি যায় তাহলে মরতে হবে গ্রিফিনের হাতে। সে মৃত্যু হবে যন্ত্রণাদায়ক, ধীর মৃত্যু। কিন্তু যেতে হবে তবু। আর কোন উপায় নেই।

ট্রিসট্রাম গ্রিফিনের দলবল দূরে চলে গেছে। রাস্তার ধুলো থিতিয়ে আসছে। দেয়াল থেকে সরে ক্লান্ত পায়ে সামনে বাড়ল বেনন, ধীর পায়ে এগিয়ে চলল। দেখতে পাচ্ছে রাস্তার অন্য প্রান্তে দেখা দিয়েছে রেঞ্জারের দল।

ম্যাককোয়াড আর তান্নাও আছে তাদের সঙ্গে। তান্নাকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে উঠল ওর।

আস্তে আস্তে রাস্তায় বসে পড়ল বেনন। এতো ক্লান্ত যে চোখের সামনে সবকিছু আঁধার ঠেকছে। নিঃশেষ হয়ে গেছে সমস্ত শক্তি। শুয়ে পড়ল রাস্তায়, হাতে এখনও সিক্সগান।

*

জ্ঞান যখন ফিরল বেননের, দেখল চমৎকার একটা বিছানায় শুয়ে আছে সে। বিছানার এক ধারে দাঁড়ানো তান্না ডুক, পাশে সুদর্শন এক যুবক। পরনের পোশাক বলে দিল এ রেঞ্জারদের ক্যাপ্টেন।

বিলাসের প্রাচুর্য দেখে বুঝল বেনন কোথায় আছে ও। হ্যামন্ড আর মিলি মে'র খাস মহলে ঠাঁই হয়েছে ওর।

বেননকে চোখ মেলতে দেখে লজ্জিত হাসি হাসল রেঞ্জারদের ক্যাপ্টেন, খুক খুক করে কেশে বলল, 'সত্যি দুঃখিত যে আগে এসে উপস্থিত হতে পারিনি আমরা। আমার দলের বেশিরভাগ লোকই একদল ডাকাতের পেছনে গিয়েছিল, তারা ফেরার পর রওনা দিয়েছি।'

'ঠিক সময়েই এসেছ, ক্যাপ্টেন,' দুর্বল স্বরে বলল বেনন, বাম হাত একটা স্লিঙে ঝুলছে। 'সময় মতো না এলে মস্ত বিপদে পড়ে যেতাম আমি।'

রেঞ্জার ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করল, 'আমরা আসতেই যে লোকগুলো শহর ছেড়ে চলে গেল তারা কারা, মিস্টার বেনন? আমার তো দেখে মনে হলো আউট-ল হবে।'

'ঠিকই ধরেছ,' জানাল বেনন। 'ওরা আউট-লই। পাউডারহর্ন নামের এক এলাকায় থাকে ওরা।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'জায়গাটা কোথায় বলতে পারো?'

একটু চিন্তা করল ক্যাপ্টেন, তারপর মাথা নাড়ল, 'না, চিনি না। মিস্টার বেনন, এখানে যদি আমাদের আর কাজ না থাকে তাহলে এবার আমি আসতে চাই। চেষ্টা করে দেখব ডাকাতগুলোকে ধরা যায় কিনা।'

বিছানা ছেড়ে উঠল বেনন, শক্ত করে ধরে ঝাঁকিয়ে দিল রেঞ্জার ক্যাপ্টেনের হাত।

'আবারও ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন। অ্যাডিয়োস। গভর্নরের কানে যাতে তোমার কর্মতৎপরতার কথা যায় সেটা আমি দেখব।'

নড করল ক্যাপ্টেন, তান্নার উদ্দেশে ছোট্ট করে বাউ করল। 'আসি, ম্যাম,' বলে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

ক্লান্ত দেখাচ্ছে তান্নাকে। দীর্ঘ যাত্রার ছাপ পড়েছে চেহারায়। তাকাল বেননের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাগলের ব্যাপারে কি হবে, বেনন? সত্যি তুমি বিশ্বাস করো যে গ্রিফিনের হাতে বন্দি হয়েছে ও?'

'ল্যাটিগো ওয়েল্‌স্ থেকে ম্যাককোয়াডের টেলিগ্রাফ পেলেই আসল ঘটনা জানা যাবে। ব্যাগলে আহত ছিল বলে ওদের আন্দাজ করতে পারার কথা যে ল্যাটিগো ওয়েল্‌সেই ওকে নিয়ে যাব। সবচেয়ে কাছের ওটাই একমাত্র শহর যেখানে ডাক্তার আছে। গ্রিফিনের ডান হাত স্যান্ডার্সের সেটা মনে পড়ার কথা।'

'মনে করো যে ব্যাগলেকে ধরার জন্যে শহরে যাবে ওরা?'

শ্রাগ করল বেনন। 'ম্যাককোয়াড তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল রেঞ্জারদের খবর দিতে। শহরে আইনের লোক বলতে কেউ ছিল না। শহরে যদি আক্রমণ করে থাকে তো ঠেকাবে কে! ভাবছি ডাক্তারের কোন ক্ষতি করেছে কিনা ওরা।'

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল তান্না, চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে। গ্রিফিনের কথা ভাবছে। লোকটা বেননকে ধরতে এতোদূর এসেছিল। ধরতে পারলে নিজের আস্তানায় নিয়ে যাবে। অত্যাচার করবে। ধীরেসুস্থে আনন্দের সঙ্গে বেননের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে সে। তার আছে অনেক লোক। ব্যাগলেও সম্ভবত তার হাতে বন্দি। তাই যদি হয় তাহলে বেননকে ঠেকানো যাবে না, বেনন যাবেই ব্যাগলেকে উদ্ধার করতে। সেক্ষেত্রে মস্ত বিপদে পড়বে সন্দেহ নেই। একা কি করবে ও অতোগুলো মানুষের বিরুদ্ধে?

বেননের আশঙ্কা ফলে গেল। বিকেলে ল্যাটিগো থেকে একটা টেলিগ্রাফ মেসেজ এলো। শেরিফ পাঠিয়েছে।

স্যান্ডার্সের দল ডাক্তার এবং তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে। ব্যাগলে অপহৃত। পাসি ট্রেইল হারিয়েছে। দুঃখিত। ম্যাককোয়াড।

তৃতীয়বারের মতো মেসেজটা পড়ল তান্না, চেহারা মলিন সাদা কাগজের মতো বিবর্ণ। তাকাল বেননের দিকে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তায় তাকিয়ে আছে বেনন। না ঘুরেই বলল, 'গ্রিফিন আমাকে চায়।'

দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বেননের হাত ধরে ফেলল তান্না, নিজের দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করল। উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল, 'তুমি নিশ্চই ভাবছ না একা যাবে ওখানে ব্যাগলেকে উদ্ধার করতে, বেনন?'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল বেনন, ঘুরে তান্নার দিকে তাকাল না। একটু পর বলল, 'আমার গুলিতেই গ্রিফিন পঙ্গু হয়েছে। আমাকেই আসলে চায় সে। ব্যাগলেকে ব্যবহার করছে যাতে আমাকে হাতের মুঠোয় পাওয়া যায়।'

'নিশ্চই! ঠিকই বুঝেছ তুমি। এটাও নিশ্চই বুঝছ যে ওখানে একাকী যাওয়াটা স্রেফ আত্মহত্যা হবে?'

গম্ভীর চেহারায় ফিরে তাকাল বেনন। 'না যাওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি না। মরতে হলে মরব, কিন্তু ব্যাগলের মতো সত্যিকার বন্ধুর বিপদে তাকে উদ্ধার করতে যাব না এ হয় না।'

বেননের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে তান্না। 'কিন্তু…বেনন…তুমি নিশ্চই ভাবছ না সরাসরি গিয়ে গ্রিফিনের হাতে ধরা দেবে? ব্যাগলেকে সে ছেড়ে দেবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া যতোটুকু বুঝছি একবার সে তোমাকে হাতে পেলে

তোমার বাঁচার সমস্ত আশা শেষ হয়ে যাবে।'

মৃদু হাসল বেনন। 'আমাদের দু'জনকেই চায় গ্রিফিন। ব্যাগলে আর আমাকে। জানি ওখানে যাওয়া মানে নিজের মৃত্যুর সার্টিফিকেটে সই করা। এটাও জানি, আমি যদি না যাই তাহলে মারা যাবে ব্যাগলে। যদি আমি বন্দি হই, তাহলেও ব্যাগলে আর আমি যতোক্ষণ বেঁচে থাকব ততোক্ষণ উদ্ধার পাবার আশা আছে। এর আগেও অনেক কঠিন পরিস্থিতি থেকে অক্ষত বেরিয়ে এসেছি আমরা।'

'ঈশ্বর! বেনন! বিরাট বোকামি হবে তোমার যাওয়া। জেনেশুনে মরণের পথে পা বাড়ানো…!

'আর কোন উপায় থাকলে বলো শুনি,' নিস্পৃহ শোনাল বেননের কণ্ঠ।

প্রতিবাদ করতে হাঁ করেছিল তান্না, বেননের চেহারা দেখে আর একটা কথাও বলল না। বুঝে ফেলেছে খামোকা কথা বলে কোন লাভ হবে না। কিন্তু বিকৃত রুচির ট্রিসট্রাম গ্রিফিনের কথা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর।

বেশি কিছু ও জানে না গ্রিফিন সম্বন্ধে, কিন্তু যতোটুকু জানে সেটাই আতঙ্কিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিল লোকটা ওর বাবার। নিজে একটা আর্মি গড়ে তুলছিল টেক্সাসকে নিয়ে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে বলে। নিষ্ঠুর, বেপরোয়া, ঠাণ্ডা রক্তের লোক গ্রিফিন, সামনে কাউকে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেখলে যেকোন উপায় অবলম্বন করে বাধা অপসারিত করতে অভ্যস্ত। আইনের ধার সে ধারে না। প্রচলিত ন্যায় অন্যায় মানে না, তার ন্যায় অন্যায় তার নিজের সৃষ্টি। নিজের স্বার্থ উদ্ধারে করতে পারে যেকোন কিছু।

যেন তান্নার মনের কথা পড়ছে, এমন ভঙ্গিতে বলল বেনন,

'ভুলেও ভেবো না তোমাকে আমি সঙ্গে যেতে দেব। প্রথমত, আমাকে একা যেতে বলেছে গ্রিফিন। দ্বিতীয়ত, তুমি গভর্নরের মেয়ে। গভর্নরের পুরোনো শত্রু গ্রিফিন, তোমাকে হাতে পেলে তোমার বাবার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। হয়তো গভর্নর পদ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করবে। তাছাড়া মৃত্যুর ঝুঁকি আছে তোমার।'

'আমি বুঝেছি,' নরম গলায় মেনে নেয়ার সুরে বলল তান্না, বুঝতে পারল বেনন ওকে সন্দেহের চোখে দেখছে। 'তোমার পিছু নেব না। আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।'

এক ফোঁটা বিশ্বাস করল না বেনন। এতো সহজে নিজের মত পালটে ফেলার মেয়ে নয় তান্না। নিশ্চয়ই গোপনে কিছু একটা ফন্দি আঁটছে।

'প্রথমে কি করবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল তান্না।

'আগে তোমাকে অস্টিনের ট্রেইনে তুলে দেব। এখানে থাকলে সর্বক্ষণ তুমি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কাজে মন দিতে পারব না আমি।'

'অস্টিনে আমি ফিরছি না,' জানিয়ে দিল তান্না। 'এছাড়া আর কিছু করতে হলে বলো, ভেবে দেখব মানব কিনা।'

'এটা মানামানির প্রশ্ন নয়,' কড়া কিন্তু শীতল স্বরে বলল বেনন। 'ব্যাগলের জীবনের ব্যাপার। সেই সঙ্গে আমারও। এসবের মধ্যে তোমার মতো একটা মেয়েকে মানায় না।' তান্নার নাকের সামনে আঙুল তুলে নাড়ল বেনন। 'আমার প্রথম কাজ হবে তোমাকে অস্টিনের ট্রেইনে তুলে দেয়া। যদি পারি তাহলে নিরাপত্তার খাতিরে তোমার পাহারায় একজন রেঞ্জারকেও পাঠাব আমি। তুমি বিদায় হলে পাউডারহর্ন কোথায় সেটা খুঁজে ব্যাগলেকে উদ্ধার করতে যাওয়ায় পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারব। সেটাই দরকার এখন।'

এবার তান্নার গলাও ঠাণ্ডা শোনাল। 'দেখো, আমি গভর্নরের মেয়ে। তাছাড়া আমার বয়স আঠারোর বেশি। তুমি জোর করে আমাকে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোথাও পাঠাতে পারো না।'

শ্রাগ করল হতাশ বেনন। 'আসলে কি চাও বলে ফেলো।'

'চাই তোমার সঙ্গে থাকতে।' মিষ্টি হাসছে তান্না।

একটু ভাবল বেনন, তারপর বলল, 'ঠিক আছে। পাউডারহর্ন খুঁজে পেয়ে রওনা হবার আগে পর্যন্ত তুমি থাকতে পারো। কিন্তু তারপর তোমাকে গভর্নর ডুকের কাছে ফিরে যেতে হবে। রাজি?'

হাসল তান্না। 'রাজি।'

মুহূর্তে বিষয়টা ভুলে গিয়ে ব্যাগলে আর ট্রিসট্রাম গ্রিফিনের ভাবনায় ডুবে গেল বেনন, তাকিয়ে আছে ব্যস্ত রাস্তাটার দিকে, কিন্তু দেখছে না কিছুই। জানলও না, ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে গিয়ে একটা ইজি চেয়ারে বসে ওর দিকে তাকিয়ে আছে তান্না, চোখে প্রেমে পড়া নারীর চিরাচরিত রহস্যময় দৃষ্টি।

দুই

প্রথম সূত্র

খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে নিচে তাকালে এক পলকে বুঝে নেয়া যায় কেন উপত্যকার নাম পাউডারহর্ন হয়েছে। অতীতে বারুদ রাখা হতো গরুর শিঙে। ঠিক গরুর শিঙের মতোই উপত্যকাটার আকৃতি। এক মাথা সরু, অন্য মাথা চওড়ায় তার তিন-চার গুণ।

ঘন ঝোপঝাড় আর গাছে ঢাকা পাহাড়ের মাঝে পাউডারহর্ন উপত্যকা, বলতে গেলে লোক চক্ষুর আড়ালে। টিলাগুলোর গায়ে জন্মেছে হাকলবেরি, হ্যাকবেরি, সেজ, ইউকা, অ্যারোহেড, পাগউইড, ব্রিস্‌ল্‌ ঘাস, ক্যাটেইলস আর জুনিপার–সব ধুলোয় ধূসর। সীমান্তের কাছাকাছি টেক্সাসের এই এলাকায় বৃষ্টি প্রায় হয় না বললেই চলে। রুক্ষ, বিরান, শুকনো অঞ্চল। গরম কালে অসহ্য কাঠফাটা গরম, আর শীতে হাড় কাঁপানো শীত।

বেজায়গায় একটা ম্যাচের কাঠির আগুন পড়লে জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে উপত্যকার সবকিছু। এই নিঃসীম বন্যতায় তবু টিকে আছে শক্তপোক্ত লংহর্ন গরু। পাহাড়ে জন্মানো গাছ খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে ওগুলো। কিন্তু তার দরকার হয়নি। উপত্যকার মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট্ট একটা নদী। দু'তীর থেকে শুরু করে উপত্যকার প্রায় পুরোটা ঘন সবুজ তাজা ঘাসে ছাওয়া। গরুগুলো অফুরন্ত পানি আর খাবার পেয়ে মোটাতাজা হয়ে উঠেছে। ওগুলোকে কোন রেলটাউনে নিয়ে বেচতে পারলে ভাল দাম পাওয়া যাবে।

গ্রিফিন তার গরুর পাল পুষে প্রচুর টাকা আয় করতে পারছে। বেশির ভাগ সময়েই সে মেক্সিকানদের কাজে নেয়। বেতন নামে-মাত্র। তাদের জন্যে আলাদা একটা কোয়ার্টারও করেছে সে। তার র‍্যাঞ্চ হাউসের চারধারে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া। ভেতরে পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র আমেরিকান প্রহরীরা। তাদের কাজ গ্রিফিনের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা।

কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে মেক্সিকানদের কুঁড়ে। কাজ বেশি আর বেতন কম হলেও তাদের ভেতর খুব অল্প সংখ্যক লোকই পালাতে চায়। মেক্সিকোয় ফিরে গেলে চাবুক, রাইফেলের বাঁটের গুঁতো আর ছোরার খোঁচা খেয়ে জীবন কাটাতে হবে সেটা তারা

ভাল করেই জানে। এখানে বরং সুখে আছে তারা। তবুও সন্দেহের চোখে দেখা হয় মেক্সিকানদের, সতর্ক পাহারায় রাখা হয়। খবর প্রচারের কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয় গ্রিফিন।

স্যান্ডার্স তার ডানহাত। অস্ত্রে হাত চালু তার। দ্বিধাহীন ভাবে অস্ত্র ব্যবহারেও অতি অভ্যস্ত। লম্বা লোক সে। হালকা-পাতলা। চোয়ালটা দেখলে চৌকোনা লণ্ঠনের কথা মনে পড়ে যায়। চোখ দুটো ছোট ছোট, তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। মানুষের ভেতরটাও দেখে নিচ্ছে বলে মনে হয়। তিরিশের কোঠায় শুরুর দিকে বয়স তার। বয়সের চেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ মেরেছে সে অস্ত্র হাতে তুলে নেবার পর। কখনও অনুশোচনা জাগেনি তার মনে।

ব্যাগলেকে অপহরণ করে নিয়ে আসার সময় নিরীহ ডাক্তার আর তার স্ত্রীকে হত্যা করেও না।

ব্যাগলেকে পাউডারহর্নে ধরে আনতে কোন অসুবিধে হয়নি তার।

এখন সে বসে আছে উঠানের একটা চেয়ারে, হাতে ব্যাগলের নাইন-গান, পরখ করে দেখছে, এমন সময়ে সদলবলে ডেল রিয়ো অভিযান শেষে ফিরল ট্রিসট্রাম গ্রিফিন। বেশ দূরে থাকতেই স্যান্ডার্স বুঝতে পারল গ্রিফিনের সঙ্গে বেনন নেই। উঠানে এসে দাঁড়াল সে, কুঁচকে গেছে ভ্রূ। ব্যর্থ হবার লোক তো নয় গ্রিফিন!

উঠানে ঢোকার পর কয়েকজনের সাহায্য নিয়ে ঘোড়া থেকে নামল ট্রিসট্রাম গ্রিফিন, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোল র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে। পাশে হাঁটছে স্যান্ডার্স। তার দিকে কড়া চোখে তাকাল ধুলো মাখা ধূসর চেহারায়। মেজাজ খারাপ। দীর্ঘ সময় ঘোড়ায় চাপলে তার ভাঙা হাড়ের ব্যথা বেড়ে যায়।

'ব্যাগলেকে ধরে আনা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।' আনন্দিত শোনাল স্যান্ডার্সের কণ্ঠ। 'র‍্যাঞ্চ হাউসের

পেছনে কাঠের কেবিনটায় ওকে আটকে রেখেছি। দরজায় একজন পাহারা দিচ্ছে। এক মেক্সিকান মেয়েকে রেখেছি ভেতরে, ব্যাগলের ক্ষতটা সারিয়ে তুলতে সেবা যত্ন করছে।'

কিছুটা প্রীত দেখাল গ্রিফিনকে। 'কি অবস্থা তার? বাঁচবে?'

'বাঁচবে। সেরে উঠছে। ল্যাটিগো ওয়েল্স্ থেকে ঘোড়ায় করে আসতে গিয়ে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে, সামলে নেবে কয়েকদিনের মধ্যে।'

'বেননকে আমরা নিয়ে আসতে পারিনি,' বলল গম্ভীর গ্রিফিন; বারান্দায় উঠে পড়ল হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে। 'হাতের মুঠোয় পেয়ে গিয়েছিলাম, এমন সময়ে ওখানে হাজির হয় একদল রেঞ্জার। দ্রুত সরে আসতে হয়েছে আমাদের। তাতে অসুবিধে নেই। একটু পিছিয়ে গেল আমার পরিকল্পনা, এই আর কি। বেননকে এখানে আসতে হবে। সে ব্যবস্থা করে এসেছি। আশা করছি আগামী সপ্তাহের মধ্যেই সে আসবে।' ঠোঁট বাঁকিয়ে নিষ্ঠুর হাসল গ্রিফিন। 'বলেছি ব্যাগলেকে এখানে বন্দি করে রাখা হয়েছে। জানিয়ে দিয়েছি যদি সে একা না আসে তাহলে ব্যাগলের মাথা আমি উঠানের খুঁটির ওপর ঝুলিয়ে রাখব। সে আসবে।'

'জানবে কিভাবে কোথায় তাকে আসতে হবে?'

'পাউডারহর্ন নামটা বলে এসেছি। খুঁজে নেবে সে।'

'তারপর...'

'তারপর,' স্যান্ডার্সের মুখের কথা কেড়ে নিল গ্রিফিন, চোখ সরু হয়ে গেছে, 'তারপর খুন করব ওকে আমি। ধীরে ধীরে। সময় নিয়ে। নিজের পছন্দ মতো।' দাঁতে দাঁত পিষল। 'ও জানবে কোমর ভাঙা হলে কেমন লাগে। বুঝবে এক পা আরেক পা'র চেয়ে দু'ইঞ্চি খাটো হলে কেমন লাগে। মারা যাবার আগে টের পাবে কোন্ দোজখের মধ্যে দিয়ে সময় পার করতে হয়েছে

আমাকে।’

স্বাভাবিকের চেয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে ট্রিস্ট্রাম গ্রিফিন, চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। লাঠিটা সজোরে মেঝেতে ঠুকল। আবার। আবার। ভাব দেখে মনে হলো বেননের শরীরে লাঠি ঠুকছে।

‘হাত-মুখ ধুয়ে সামান্য খাবার খাব আমি। তারপর ব্যাগলেকে দেখব। এক ঘণ্টা পর ওকে আমার অফিসে নিয়ে আসবে।’

বিরাট অ্যাডোবি র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকে গেল গ্রিফিন খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

ঠিক এক ঘণ্টা পর হাজির হলো সে অফিস-ঘরে, বাড়ির পশ্চিম অংশে। ব্যাগলে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে আয়েস করে বসে আছে। উল্টোপাশের সোফায় বসেছে স্যান্ডার্স। এখনও সে ব্যাগলের নাইন-গান পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত। জিজ্ঞেস করছিল অস্ত্রটার নানা বিষয়ে, এমন সময়ে ঘরে ঢুকল গ্রিফিন।

চেহারায় কঠোরতার ছাপ পড়ল ব্যাগলের। বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো সত্যি বদমাস লোকটা বেঁচে আছে। তবে বদলে গেছে অনেক। আগে সে ছিল মোটাতাজা, ব্যাকব্রাশ করা ধূসর চুলো এক অমায়িক ভদ্রলোক। চামড়ায় ছিল রোদে কাজ করার ছাপ। সুদর্শন ছিল নিঃসন্দেহে।

এখন তাকে দেখে মনে হলো যেন অন্তত এক ফুট খাটো হয়ে গেছে। ওজন কমেছে অন্তত সত্তর পাউন্ড। এক সময়ের সুঠাম শরীরটা এখন কোমরের কাছ থেকে একটু বাঁকা। বাম পায়ের বুটের সোলটা দু’ইঞ্চি বেশি পুরু, তারপরও তাকে অল্প অল্প খোঁড়াতে হচ্ছে।

কিন্তু চোখের সেই পাগলাটে বিপজ্জনক উন্মাদের দৃষ্টি বদলায়নি এখনও। বরং আগের তুলনায় দৃষ্টিতে উন্মাদনার প্রকাশ যেন অনেক বেড়েছে!

চেয়ারের সামনে দাঁড়াল গ্রিফিন, হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাল ব্যাগলের চোখে। নাক দিয়ে হিসহিস করে শ্বাস বের হচ্ছে ঢুকছে। উত্তেজিত হয়ে পড়েছে লোকটা। হঠাৎ করেই লাঠির শেষ প্রান্ত ব্যাগলের গলায় সজোরে ঠেসে ধরল সে, শ্বাস আটকে দিল ব্যাগলের। দু'হাতে লাঠিটা সরানোর চেষ্টা করল ব্যাগলে, কি যেন বলতে চেষ্টা করল।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে লাঠির চাপ সামান্য কমাল গ্রিফিন, যাতে ব্যাগলে কথা বলতে পারে।

'হাওডি, গ্রিফিন,' খসখসে গলায় বলল ব্যাগলে। 'আগের মতো অতোটা প্রাণবন্ত লাগছে না তোমাকে!'

চোখ সরু করল গ্রিফিন। 'আমাকে খেপানোর চেষ্টা করছ, ব্যাগলে?' ঠোঁট বাঁকা করে হাসল। লাঠিতে চাপ দিয়ে ব্যাগলেকে চেয়ারের পিঠের সঙ্গে ঠেসে ধরল। 'এতো সহজেই মরতে চাও? মরতে চাইলে তোমার আশা পূরণ হবে, কিন্তু যতোটা সহজে এবং দ্রুত মরতে পারবে ভাবছ তা হবে না, আমি কথা দিতে পারি।'

লাঠি দিয়ে খুঁতওয়ালা পায়ে বাড়ি দিল সে, তারপর লাঠিতে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'আমার স্মৃতি সে তুলনায় অনেক বেশি তিক্ত।'

'আমারও তাই ধারণা,' মন্তব্য করল ব্যাগলে, দু'হাতে গলা ডলছে। 'আমি আর বেনন ভেবেছিলাম মারা গেছ তুমি।'

ডেস্কের পেছনে নিজের চেয়ারে বসে কড়া চোখে ব্যাগলেকে দেখল গ্রিফিন। নাইন-গানটা স্যান্ডার্সের হাতে, চোখ সর্বক্ষণ সেঁটে আছে ব্যাগলের ওপর। লাঠিটা টেবিলে ঠেকা দিয়ে রেখে দু'কনুই টেবিলে রাখল গ্রিফিন, দু'হাতের আঙুল এক করে থুতনি গুঁজল।

'আমি চাই কি ঘটেছিল তুমি সেটা জানো, ব্যাগলে। জানলে

বুঝতে পারবে কার বিরুদ্ধে লেগেছ তোমরা। নিজের অবস্থান বুঝতেও সুবিধে হবে। বেনন আর তুমি আমাকে প্রতিপক্ষ হিসেবে খুব ছোট করে দেখেছিলে। বেননের ধারণা এখন পাল্টে যাবার কথা। তোমার ধারণাও পাল্টাবে, যখন…থাক, ওসব পরে জানতে পারবে।'

ডেস্কের ওপর আঙুল দিয়ে তবলা বাজাতে বাজাতে বলে গেল সে কিভাবে বেঁচে গেছে। প্রতিটা মুহূর্ত তার চোখ দুটো ছুরির মতো গেঁথে থাকল ব্যাগলের চোখে। প্রথমে গলায় নিস্পৃহ ভাব থাকলেও একটু পরই সে স্থান দখল করে নিল আবেগ। সংক্ষেপে বলল। কথা যখন শেষ হলো তখন গলা থেকে যেন বিষ ঝরছে।

সফল রাজনীতিকের জীবন ছিল তার। আপাত আন্তরিক হাসিতে জয় করে নিত ভোট। কেউ বুঝতে পারত না ভদ্রলোকের বেশে বাস করে আসলে ক্ষুধার্ত এক নেকড়ে। রক্তপাতে আপত্তি ছিল না তার। আরেকটু হলেই টেক্সাসকে নিয়ে স্বাধীন একটা রাজ্য গড়ে সেটার স্বৈরাচারী শাসক হয়ে বসত সে।

'ঠিক করেছিলাম যতো টাকা লাগে লাগুক, দরকারে ফতুর হয়ে যাই তো যাব, কিন্তু তোমাকে আর বেননকে আমার হাতের মুঠোয় চাই,' শেষে বলল সে। 'প্রতিশোধ! ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেব আমি। বেননের বুলেট আমাকে পঙ্গু করেছে। সঙ্গে তুমিও ছিলে। আমার সেনাবাহিনী কচুকাটা করতে রেঞ্জারদের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও সাহায্য করেছিলে বেননকে। সেজন্যে তোমাদের দু'জনকেই মরতে হবে। মরতে হবে আমার নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আমার নির্দিষ্ট করা সময়ে।'

গ্রিফিন থামার পর ব্যাগলে শান্ত গলায় বলল, 'বুঝতে পারছি আগের চেয়ে বেশি পাগলাটে হয়ে গেছ তুমি। কপাল ভাল বলে বেঁচে গিয়েছিলে। তোমার জায়গায় আমি থাকলে কপালের ওপর

আর এতো বেশি ভরসা করতাম না। যেকোন সময়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে ভাগ্য। সদিচ্ছা থাকলে পাউডারহর্নে বাকি জীবনটা শান্তিতে প্রাচুর্যের মাঝে কাটিয়ে দিতে পারতে, কেউ জ্বালাতে আসতো না, কিন্তু আমাকে বন্দি করে বেননকে এখানে আসতে বলে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছ তুমি।'

ডেস্কে ঝুঁকে বসল গ্রিফিন, চোখ দুটো জ্বলছে।

'ভুল বললে! আসলে তোমরা শেষ। তুমি আর বেনন। খুন করব তোমাদের আমি।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল ব্যাগলে। 'একা বেনন আমাকে উদ্ধার করতে আসবে না। মনে রেখো সে রেঞ্জার। অস্থায়ী, কিন্তু রেঞ্জার। সম্মান করে তাকে পদটা দেয়া হয়েছে। হঠকারী কোন সিদ্ধান্ত সে নেবে না। বেনন নিশ্চিত করবে যাতে তুমি মারা পড়ো। আমি যদি ওর কাজ সম্পাদনের সময় মারা যাই তাহলে সেটা ও দুর্ঘটনা হিসেবে নেবে। এব্যাপারে আগেই আমাদের মাঝে কথা হয়েছে। ও জানে যে আমাকেও শপথ করতে হয়েছে ব্যক্তিগত কারণে কখনও আমরা দায়িত্ব পালনের সময় অবহেলা করব না বা জেনেবুঝে ভুল সিদ্ধান্ত নেব না। এই পরিস্থিতিতে বেনন যা করবে আমিও তা করতাম।' শেষ কথাটা বলার সময় গলাটা একটু কেঁপে গেল ব্যাগলের। নিজের ভেতরই সন্দেহের বীজ অনুভব করল। বুঝতে পারল ও নিজে হলে বেননকে ঠিকই উদ্ধার করতে আসতো, সে যাই হোক না কেন নির্দেশ বা নিয়ম। বেনন কি করবে? জানে না ব্যাগলে।

নাকের পাটা ফুলে গেল গ্রিফিনের। স্যান্ডার্স ব্যাগলের দিকে তাকিয়ে আছে, তার দিকে চাইল সে রক্ত চক্ষু মেলে। 'বেনন আসবে,' জোর দিয়ে বলল গ্রিফিন। নিজেকেই বোঝানোর চেষ্টা করছে যেন। 'আমি ডেল রিয়োতে দু'জনকে রেখে এসেছি ওর

ওপর নজর রাখতে। বেননকে ওরা প্রয়োজনে পাউডারহর্নে পৌঁছানোর পথ বাতলে দেবে।' হাসল গ্রিফিন, চেহারাটা দেখে মনে হলো কঙ্কালের হাসি। ব্যতিক্রম শুধু তার চেহারা চামড়া মোড়া। 'বেনন আসবে তা নিয়ে আমি দুশ্চিন্তা করছি না, ব্যাগলে। কিন্তু ও আসার আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আমার একটা কাজ। না, অতো অবাক হয়ো না। অসম্ভব কিছু তোমাকে করতে বলব না। বিশ্রাম নাও আরও একটা দিন। সুস্থ হয়ে ওঠো। তারপর বলব কি করতে হবে তোমাকে।'

কিছু বলল না ব্যাগলে। মন থেকে দ্বিধা দূর হয়ে গেছে, বুঝতে পারছে বেনন আসবেই আসবে, কেউ ওকে ঠেকাতে পারবে না। ও এসে উপস্থিত হবার আগেই উদ্ধার পাবার একটা পথ খুঁজে বের করা ওর দায়িত্ব।

আগেই উদ্ধারের পথ বের করতে না পারলে মরতে হবে দু'জনকেই। মৃত্যুটা হবে অবশ্যই খুব যন্ত্রণাদায়ক। গ্রিফিন সেটা নিশ্চিত করবে।

*

ভাড়া করা ঘোড়া নিয়ে শহরে ঢুকতেই সেলুনের বারান্দা থেকে হাত নেড়ে ডাকল তান্না ডুক। ভঙ্গিটার ভেতর জরুরী কি যেন একটা আছে।

সেলুনের সামনে থেমে হিচরেইলে ঘোড়া বেঁধে নামল বেনন, তান্নাকে অনুসরণ করল। সোজা দোতলায় উঠে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে গেল তান্না। একটু অবাক হলো বেনন। দরজা থেকেই জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, তান্না?'

'গ্রিফিনের দু'জন লোককে আমি শহরে দেখেছি!' উত্তেজিত স্বরে বলল মেয়েটা।

'তুমি নিশ্চিত?' ভ্রূ কুঁচকে গেল বেননের।

জোরে জোরে মাথা দোলাল তান্না। 'পুরো নিশ্চিত। আমাদের যখন ওরা বন্দি করে তখন এরা স্যান্ডার্সের সঙ্গে ছিল। ওদের একজনকে ট্যাড নামে ডাকছিল স্যান্ডার্স। বড়সড় আকৃতির লোক। ভোঁতা চেহারা। ধূসর চুল। থুতনিতে গভীর ভাঁজ।'

'মনে পড়েছে ওকে,' গম্ভীর চেহারায় বলল বেনন। 'আমাকে বেঁধে মাটিতে ফেলার পর পাঁজরে কয়েকবার লাথি মেরেছিল লোকটা।...তার সঙ্গে কে আছে?'

'নামটা জানি না। তুমি হয়তো চিনতে পারবে। মাঝারি উচ্চতা। লাল দাড়ি। মাথায় কালো শ্যুগার-লোফ হ্যাট। দুটো অস্ত্র ঝোলায় সে।'

নড করল বেনন। 'ওকে রাস্টি নামে ডাকতে শুনেছি।' একটু থামল ও, তারপর স্বগতোক্তি করল, 'শহরে কি করছে ওরা?'

'ঈশ্বর জানেন। ওই রাস্টি সকালে তোমাকে কিছুদূর অনুসরণ করেছিল, আমি দেখেছি।...পাউডারহর্নের কোন খোঁজ পেলে?'

'না। আলাপ করেছি অনেকের সঙ্গে। তাদের কেউ কেউ বলেছে নামটা পরিচিত লাগছে। কোথাও একটা উপত্যকা আছে ওই নামে। একটা র‍্যাঞ্চও আছে সম্ভবত। কিন্তু নিশ্চিত করে বলতে পারেনি কেউ কোথায় উপত্যকাটা।' ভ্রূ কুঁচকাল বেনন। 'এমনও হতে পারে যে গ্রিফিন ওদের রেখে গেছে আমাকে পথ দেখানোর দায়িত্ব দিয়ে। সে চায় আমি তার খপ্পরে গিয়ে পড়ি।'

'আমারও ধারণা হচ্ছে গ্রিফিনই ওদের রেখে গেছে। এখন তুমি কি করবে, বেনন?'

নিষ্পলক চোখে তান্নার চোখে তাকাল বেনন, তারপর গম্ভীর শান্ত গলায় বলল, 'ওরা জানে পাউডারহর্ন কোথায়। ওদের মুখ থেকে কথাটা বের করে নেব আমি, প্রয়োজনে গলায় পা দিয়ে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল তান্নার চেহারা। 'তার মানে ওদের সঙ্গে

লড়বে তুমি?'

তাকিয়ে আছে বেনন, জবাব দিল না।

এগিয়ে এসে বেননের বাহুতে হাত রাখল তান্না আলতো করে। 'আর কোন উপায় নেই?'

'দ্রুত কাজ হবে এমন কোন উপায় নেই।' দরজার দিকে পা বাড়াল বেনন। 'তুমি এখানেই থাকবে। ভাল কথা, ওদের তুমি কোথায় দেখেছ?'

'লাল দাড়ি লিভারির সামনে, আর ধূসর চুল নাপিতের দোকানের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে।

'বেনন!'

দরজা খুলেও ঘুরে দাঁড়াতে হলো বেননকে। তান্না চোখে শঙ্কা নিয়ে তাকিয়ে আছে। 'ধূসর চুল লোকটা গানফাইটার।'

'আমি জানি,' বলে করিডরে বেরিয়ে এলো বেনন, পেছনে বন্ধ করে দিল অ্যাপার্টমেন্টের দরজা।

ও জানে না, ওর জন্যে প্রার্থনা করছে তান্না, চোখ থেকে গড়িয়ে নামছে অশ্রুজল। এখন আর সাধারণ তরুণীর মতো নিজের আকর্ষণের কথা ভাবছে না, ভাবছে বন্ধুত্বের মর্যাদার কথা, ভাবছে ন্যায়ের কথা। শ্রদ্ধা বোধ করছে দুর্ধর্ষ নিঃস্বার্থ একাকী চিরকুমার মানুষটার প্রতি।

*

গ্রিফিনের দু'জন স্যাঙাতই সেলুনের বার কাউন্টারে কনুই রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

অর্ধেক সিঁড়ি নামতেই তাদের দেখে এক পলকে চিনে ফেলল বেনন। মুহূর্তের জন্যে থামল, তারপর অলস পায়ে নেমে এসে কাউন্টারের এক ধারে দাঁড়াল। সেলুনের ভেতরে অন্তত বিশ জন কাস্টোমার আছে। কাউন্টারেও আছে দু'চারজন। বেনন টের পেল,

আয়নায় ওকে দেখছে গ্রিফিনের লোকরা। একটা বোতলের অর্ডার দিল ও। একটা শট গ্লাস আর বোতল সামনে নামিয়ে রেখে গেল বারটেন্ডার। ড্রিঙ্ক ঢালল বেনন, চুমুক দিল গ্লাসে, দ্বিতীয়বার গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে, তারপর হাতের ঠেলায় বোতলটা পিছলে এগিয়ে দিল দুই গানম্যানের হাতের কাছে। রাস্টি বোতলটা হাত বাড়িয়ে ধরল, নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকাল বেননের দিকে।

'আমার তরফ থেকে একটা ড্রিঙ্ক নাও,' আহ্বান জানাল বেনন নরম গলায়। 'তোমার বন্ধুও ড্রিঙ্ক নিতে যাতে দ্বিধা না করে।'

রাস্টি হুইস্কি ঢালার কোন চেষ্টা করল না। জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের হঠাৎ ড্রিঙ্ক কিনে দিচ্ছ যে, মিস্টার? কারণ জানতে পারি?'

'অতীতের মধুর স্মৃতির খাতিরে।'

'পাগল নাকি! তোমাকে আমরা চিনি না।'

'তাই? আচ্ছা!' বেননের বলার ভঙ্গিটাই এমন যে মুহূর্তের মধ্যে সেলুনের নিরবতা নামল। উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে লোকগুলো বেনন আর রাস্টির দিকে। বুঝতে পারছে অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে চলেছে। দ্বিতীয় ড্রিঙ্কটা এক চুমুকে শেষ করে শীতল চোখে দুই গানম্যানকে দেখল বেনন। 'তুমি আর তোমার বন্ধু স্যান্ডার্সের লোক। স্যান্ডার্স গ্রিফিনের টপ গান। আর এই গ্রিফিন তার র‍্যাঞ্চে বন্দি করে রেখেছে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে। জায়গাটার নাম পাউডারহর্ন। আমার ধারণা এলাকাটা কোথায় সেটা তোমাদের জানা আছে।'

ধূসর চুল সোজা হয়ে দাঁড়াল, বেননের দিকে তাকানোর আগে চট করে একবার দেখে নিল সঙ্গীকে। বোতলটা ছেড়ে বেননের দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছে রাস্টি। কাউন্টারে দাঁড়ানো অন্য কাস্টোমাররা চটজলদি সরে গেল গুলির লাইন থেকে। কাছাকাছি

টেবিলে যারা বসে ছিল তারা উঠে পড়ল, সরে গেল দেয়ালের দিকে।

'কি সব আলতু ফালতু বকছ, মিস্টার?' ধূসর চুল জিজ্ঞেস করল কর্কশ কণ্ঠে। 'চিনি না তোমাকে আমরা। চিনতেও চাই না। নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তোমাকে বিরক্ত করেছি বলে তো মনে পড়ছে না! নিজেদের নিয়ে থাকতে দাও আমাদের। নিজের চরকায় তেল দাও।'

'তাই দিচ্ছি,' শান্ত স্বরে জানাল বেনন। পালা করে দু'জনকে দেখছে শীতল চোখে। 'আমাকে দেখে কি পাগল মনে হয়?' আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'ঠিকই চিনেছি তোমাদের। তান্না ডুক আর আমাকে আটকে রেখেছিলে তোমরা। এবার ঝটপট বলে ফেলো পাউডারহর্ন কোথায়, তাহলেই আর কোন ঝামেলা হবে না।'

সেলুনের ভেতর বিরাজ করছে পিনপতন নিরবতা।

রাস্টি কিছু বলছে না। চাইছে না বেননের মনোযোগ তার প্রতি আকৃষ্ট হোক। সম্ভবত ধূসর চুল যখন কথা বলবে তখন বেননের অমনোযোগিতার সুযোগে সিক্সগান বের করার চেষ্টা করবে সে। বেননের নজর এড়াল না, হাত নামিয়ে নিয়েছে রাস্টি, এখন কাউন্টার আর দেহের মাঝে ঝুলছে তার ডান হাত। চেহারা দেখে বেননের প্রতিক্রিয়া বোঝার কোন উপায় নেই। একেবারেই নিস্পৃহ চেহারা।

ক্রূর হাসল ধূসর চুল, নিরবতা ভেঙে বলল, 'জাহান্নামে যাও!'

এই জবাবই আশা করেছিল বেনন, পাল্টা শীতল হাসল ও। এক ঝটকায় হাতে বেরিয়ে এলো অস্ত্রটা। বুড়ো আঙুলে হ্যামার উঠিয়ে কক করল সিক্সগান। 'তিন গুনব আমি। তারপর গুলি করব।' নিষ্কম্প হাতে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে সিক্সগানের কালচে-নীল নল।

'এক…দুই…তি…'

চুপ করে তাকিয়ে আছে ধূসর চুল। বেননের চোখে বেপরোয়া দৃষ্টি।

'সীমান্তের কাছে,' হঠাৎ মুখ খুলল রাস্টি। 'ঈগল বেন্ডের ওপরে একটা উপত্যকা। বেন্ডের উত্তর-পশ্চিমে, দশ-বারো মাইল দূরে।'

অস্ত্র হাতে লোক দু'জনকে কাভার করে এগিয়ে গেল বেনন, দু'জনকেই নিরস্ত্র করল। বারটেন্ডারকে পাঠাল শেরিফকে খবর দিতে।

শেরিফ আসার পর নিজের পরিচয় দিয়ে জানাল, রাস্টি আর ধূসর চুলোর বিরুদ্ধে গভর্নরের মেয়েকে কিডন্যাপিঙের অভিযোগ আছে। নিজে ওয়ারেন্টে ভিক্টিমের পক্ষে সই করল। একটু পরই দু'জনকে হাতকড়া পরিয়ে জেলের ভেতর ভরে দেয়া হলো। শেরিফ জানাল সার্কিট জাজ আসার পর তাদের বিচার শুরু হবে। আগামী তিন মাসের ভেতর তার আসার কোন সম্ভাবনা নেই।

এদিক থেকে বেনন নিশ্চিন্ত হলো। এবার আসল বিপদের শুরু, তা বুঝতে পারছে। পাউডারহর্নে যেতে হবে এবার।

তিন

পাউডারহর্নের পথে

পাউডারহর্নে তুলনামূলক ভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে ভালই আছে

ব্যাগলে। যে কেবিনে ওকে থাকতে দেয়া হয়েছে সেটা কাঠের তৈরি। মেঝেতে সিডারের তক্তা থাকায় রাতের ঠাণ্ডা তলা থেকে উঠে আসে না। ভেতর থেকে পাইন কাঠের লাইনিংও আছে, ফলে শীতল বাতাস ঢুকতে পারে না। দিনের বেলায় সূর্যের খরতাপেও বেশি গরম হয় না কেবিনের ভেতরটা। তবে বাতাসে ভ্যাপসা একটা ভাব সব সময়েই থাকে। একটা জানালাও খোলার উপায় নেই, সব জানালা বাইরে থেকে আটকে দেয়া হয়েছে।

খাবারের কোন অভাব নেই। রান্না চলনসই।

যে মেক্সিকান মেয়েটা সময় সময় ওর সেবা করতে আসে সে ইংরেজি জানে না বলে মনে হয়। স্প্যানিশে প্রশ্ন করেও কোন জবাব পাওয়া যায় না। বয়স বেশি নয় মেয়েটার। শুধু জানিয়েছে তার নাম শীনা।

এক রাতে সাপারের পর, ব্যাগলেকে টেনেহিঁচড়ে কেবিন থেকে বের করা হলো। গ্রিফিনের অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। গ্রিফিন অপেক্ষা করছিল।

ডেস্কে কনুই রেখে দীর্ঘ একটা দামী কালো চুরুট ফুঁকছে পঙ্গু র‍্যাঞ্চার, শরীর এলিয়ে দিয়েছে চামড়া মোড়া আরামদায়ক চেয়ারে। টেবিলে একটা বেলুন গ্লাসে সোনা রঙা ব্র্যান্ডি। চুমুক দিল গ্লাসটা ঠোঁটে তুলে, তারপর খসখসে গলায় বলল, 'বসো, হিরাম ব্যাগলে।'

ব্যাগলে বসার পর জানালার পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে নজর রাখল স্যান্ডার্স।

কিছুক্ষণ নিরবতা বিরাজ করল অফিস-ঘরে, তারপর মন্তব্যের সুরে বলল গ্রিফিন, 'শীনার মুখে শুনলাম তোমার ক্ষত নাকি সেরে উঠছে। ইনফেকশনও ভাল হয়ে গেছে।'

চুপ করে থাকল ব্যাগলে।

‘এবার তাহলে আমার কাজে মন দিতে হয় তোমাকে,’ থেমে থেমে বলল র‍্যাঞ্চার।

বোবা দৃষ্টিতে তাকাল ব্যাগলে, কিছু বুঝতে পারছে না। কি বলছে লোকটা?

রাগী চোখে চেয়ে আছে গ্রিফিন, ভকভক করে ধোঁয়া বের হচ্ছে খোলা মুখ থেকে। সিগারে আরেকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ‘এতোদিন তোমাকে এখানে জামাই আদরে রাখা হয়েছে। কেন তা জানো? কারণ আমি চাইনি তৈরি হবার আগেই তোমার কিছু হয়ে যাক। এখন আমি তৈরি। এবার তোমার ভাল কি মন্দ হবে সেটা একান্তই তোমার নিজের ওপর নির্ভর করবে। কতোদিন তুমি বাঁচবে সেটাও তোমার নিজের ওপরই নির্ভর করছে। মন দিয়ে আমার কাজ করলে কথা দেব যে যন্ত্রণাহীন তড়িৎ মৃত্যু ঘটবে তোমার। চালাকি করতে চেষ্টা করো, তুমি আমার পায়ে পড়ে কাঁদবে যাতে তাড়াতাড়ি মরতে পারো।’

চুপ করে থাকল ব্যাগলে, লোকটার প্রস্তাবের অপেক্ষা করছে। এতোক্ষণ পর্যন্ত শুধু হুমকি শুনে বিরক্ত বোধ করছে।

‘রক বেনন আর মেয়েটাকে আমরা হাতের মুঠোয় পেয়েছি,’ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল গ্রিফিন। ‘এবার ওরা ফস্কে বেরিয়ে যেতে পারেনি। জানি বেনন তোমার জন্যে ফিরে আসবে, কাজেই দুশ্চিন্তা করছিলাম না সেজন্যে। আর ওই বোকা মেয়েটা বেননের পিছু ছাড়বে না, কাজেই তাকেও হাতে পাওয়া যাবে জানতাম। মেয়েটাকে ব্যবহার করতে পারব আমি গভর্নরের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে। সে যাই হোক, আগে বেনন আর তোমার হিল্লে করতে চাই।’

চেয়ারের হাতলে শক্ত করে চেপে বসল ব্যাগলের হাত। বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায় ওরা?’

'একটা লাইন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে,' চোখের পলক না ফেলে মিথ্যে বলল গ্রিফিন। 'ওরো গ্র্যান্ডের দক্ষিণে ওরা ধরা পড়ে।' হেসে উঠল গ্রিফিন, ধীরেসুস্থে মাথা নাড়ল তারপর। 'কিছুই করতে হয়নি আমাকে। জানতাম বেনন আসবে। পথের ওপর পাহারা বসিয়ে নিশ্চিন্তে ছিলাম। তবে এতো জলদি ওকে হাতে পাব ভাবিনি। যখন জানলাম মেয়েটাও সঙ্গে আছে তখন আর দেরি না করে ওদের বন্দি করতে নির্দেশ দিলাম। আমি চাইনি মেয়েটা ওর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাক।'

'ওদের এখানে আনা হয়নি কেন?' জিজ্ঞেস করল সন্দেহপরায়ণ ব্যাগলে। 'আমাকে যে কেবিনে রাখা হয়েছে সেটা দশজন বন্দি রাখার তুলনাতেও যথেষ্ট বড়।'

হাসল গ্রিফিন। 'ওই ঘরটা তোমার কাজের জন্যে ব্যবহার হবে। বাড়তি জায়গাটা দরকার হবে। চিন্তা কোরো না, শীঘ্রি ওদের সঙ্গে দেখা হবে তোমার। আগে কাজ শেষ করতে হবে তোমাকে।'

ব্যাগলে বুঝতে পারল না গ্রিফিনকে বিশ্বাস করবে কি করবে না। হয়তো ও যাতে কথা শোনে সেজন্যে বানিয়ে বলছে লোকটা। আপাতত বিরোধিতা না করারই সিদ্ধান্ত নিল ব্যাগলে।

'কি চাও তুমি আমার কাছে?'

ব্র্যান্ডির গ্লাস শেষ করে উঠে দাঁড়াল গ্রিফিন, লাঠির সাহায্য নিয়ে ব্যাগলের চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়াল খোঁড়াতে খোঁড়াতে। ঠোঁটে এখনও চুরুট ঝুলছে, তার পাশ দিয়ে কথা বলল, চাপড় মারল পঙ্গু পায়ে।

'রক বেননের গুলির কারণে এই পা-টা আমার অন্যটার চেয়ে দু'ইঞ্চি ছোট হয়ে গেছে। আগের মতো চলে ফিরে বেড়াতে পারি না। ঘোড়ায় চড়তেও অসুবিধে হয়। ব্যথায় মনে হয় দোজখে

আছি।' ব্যাগলের গালে ছড়ির মাথা ছোঁয়াল গ্রিফিন। আস্তে করে বাড়ি দিল কয়েকবার, তারপর আবার শুরু করল, 'যা বলছিলাম, ব্যাগলে, আগের মতো ইচ্ছে অনুযায়ী চলাফেরা করতে পারি না। প্রতিশোধ নিতে চাই আমি। কিভাবে তা সম্ভব? অনেক ভেবে একটা পথ বের করেছি।' আড়ষ্ট হাসল গ্রিফিন। শার্টের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ব্যাগলের কোলে ফেলল। 'আমি চাই এটা তুমি আমাকে বানিয়ে দেবে।'

কাগজটার ভাঁজ খুলল ব্যাগলে। কয়েকটা নক্সা দেখতে পেল। রাইফেলের নক্সা। ভারী ক্যালিবারের রাইফেল। পুরোনো শার্প অথবা রেমিংটনের মতো রোলিং ব্লক অ্যাকশন। এ ধরনের অস্ত্র বেশ কিছুদিন আগেও বাফেলো শিকারীরা ব্যবহার করত। একটা গুলি লাগলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে যেকোন মানুষ। এ অস্ত্রটা তৈরি করে দিতে বলছে গ্রিফিন!

তৈরি করতে বলছে বেননের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চায় সেজন্যে!

গ্রিফিন চায় বেননের মৃত্যুতে ব্যাগলেরও হাত থাকুক!

*

ডেল রিয়ো শহর থেকে পাউডারহর্নের দিকে এগিয়ে চলেছে দুই অশ্বারোহী। একজনের চেহারা অস্বাভাবিক গম্ভীর।

শেরিফ গ্রিফিনের দুই চেলাকে বন্দি করার পরও তান্না ডুককে সঙ্গে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে বেনন। জোরাজুরি করছিল তান্না, বারবার করে বলছিল ব্যান্ডেজ বাঁধতে হলে আরেকজনকে সঙ্গে রাখা দরকার। সেই আরেকজন সে নিজে হবে। কিছুতেই মেয়েটাকে বুঝিয়ে ফেরত পাঠাতে পারেনি ও।

'আমাদের মাঝে একটা চুক্তি হয়েছে.' আড়ষ্ট গলায় নিরবতা ভেঙে একসময় বলল বেনন।

'হয়েছিল,' শুধরে দিল তান্না ডুক, 'চুক্তি বহাল থাকত তুমি শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকলে।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে শ্রাগ করল বেনন। 'আবার কি তোমার সঙ্গে তর্ক জুড়তে হবে?'

'কোন দরকার নেই,' হাসল তান্না। 'আমি তোমার সঙ্গে যাবই, এটা মেনে নাও, আর কোন তর্কের প্রশ্ন ওঠে না। তর্ক করার চেয়ে সহজ সত্যটা মেনে নেয়া অনেক সোজা নয়?'

'ওরো গ্র্যান্ড পর্যন্ত তোমাকে সঙ্গে নিতে পারি আমি,' সিদ্ধান্ত জানাল বেনন। 'ওখান থেকে অস্টিনের ট্রেইন ধরবে তুমি। এবার আর কোন কথা শুনব না।'

তান্না জানে, যথেষ্ট স্বেচ্ছাচারিতা করেছে ও। এখন বেননের কথা না মেনে নিলে আর এক পা-ও এগোবে না বেনন। রাজি হয়ে মাথা দোলাল তান্না, মনে মনে জানে, একটা সুযোগ পেলেও কথা ঘুরিয়ে ফেলবে।

প্রথম দিন দক্ষিণের ট্রেইল যথেষ্ট ভাল থাকল। ক্যাটল ট্রেইল হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় পথ চিনতে কোন অসুবিধে হলো না। অনেক পথ পাড়ি দিল ওরা। সন্ধেয় ক্যাম্প করল এক সার গাছের নিচে, ঝর্নার পাড়ে। প্রচুর মাছ ঝর্নায়। দুটো মাছ গুলি করে মারল বেনন। তা রোস্ট করে চমৎকার রাতের খাবার তৈরি করে ফেলল তান্না। বেনন মানতে বাধ্য হলো, যতো গোঁয়ারই হোক, মেয়েটার গুণ আছে।

পরদিন সকালে কিছুদূর এগোনোর পরই পথের হদিস হারিয়ে গেল। রুক্ষ, পাথুরে জমি। ট্রেইল নেই। সহজে এগোতে গিয়ে উত্তর-পুবে কিছুটা সরে যেতে হলো ওদের। ওদিকেই ওরো গ্র্যান্ড। ওখানে পৌঁছানোর পর সরাসরি দক্ষিণে যেতে হবে ঈগল বেন্ড পেতে হলে। ওখানেই কোথাও আছে পাউডারহর্ন উপত্যকা, খুঁজে

বের করতে হবে।

এখন পর্যন্ত বেননের সঙ্গে পুরো পথ রয়ে যাবার মতো কোন অজুহাত বের করতে পারেনি তান্না, তবু ঠিক করেছে ওর মন ভোলানোর চেষ্টা করবে। পথে এপর্যন্ত তিনবার ব্যান্ডেজ পাল্টেছে তান্না। প্রতিবার আগের চেয়ে শক্ত করে বেঁধেছে। মনে মনে বেননকে স্বীকার করতে হয়েছে যে একা ও কাজটা এতো নিখুঁত ভাবে পারত না। সেকারণে তান্নাকে সঙ্গে নিয়ে পাউডার হর্নে যাবার কোন ইচ্ছে নেই ওর। ওরো গ্র্যান্ডে মেয়েটাকে অস্টিনের সরাসরি ট্রেইলে তুলে দেবে।

স্বাভাবিকের তুলনায় কম কথা বলছে তান্না, তবে তর্কও করছে না। আশা করা যায় ওর নির্দেশ মেনে চলবে।

ক্যানিয়ন অঞ্চলে চলে এসেছে ওরা। কয়েকটা ক্যানিয়ন পার হতেই দেখা গেল নিচে মরুপ্রান্তর। বিকেলে একটা ওয়াটার হোলের কাছে থামল ওরা জন্তুগুলোকে বিশ্রাম দিতে। বেনন বুঝতে পারছে পরবর্তী শহরের আগে সম্ভবত এটাই শেষ পানির উৎস। তান্নাকে ঘোড়াদুটোর পাহারায় রেখে একটা রিজের ওপর উঠল ও চারপাশটা ভাল করে দেখে নেবার জন্যে।

বোল্ডার পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠতে হয়েছে অসহ্য গরমের মাঝে। কপাল থেকে ঘাম মুছল বেনন, সামনে তাকাল। তাপপ্রবাহের কারণে মনে হচ্ছে চোখের সামনে কাঁপছে বিস্তৃত বিরান মরুভূমি। বালির টিলাগুলো দেখে মনে হচ্ছে কঙ্কালের পাঁজরের হাড়। দিগন্তের কাছে একটা বেগনি-লাল রেখা দেখা যায়। ওটা পাহাড়শ্রেণী, আড়াল করে রেখেছে পাউডারহর্নকে। মাঝখানে মরুপ্রান্তর। উত্তর দিকে তাকাল। ওদিকের এলাকা এতোটা রুক্ষ নয়, গাছের আকৃতি দেখা যাচ্ছে, এতো ওপর থেকে মনে হচ্ছে ছোট ছোট ঝোপ।

বেশিদূর যাওয়া যাবে না উত্তরে সরলে। পথটা শেষ হয়ে গেছে পাহাড়ের শ্রেণীতে। প্রথমে ধূসর পাহাড়, তারপর ধুলো রঙের সঙ্গে মিশেছে সবুজ। আরও অনেক দূরে সত্যিকার ঘন সবুজে ছাওয়া পাহাড় সারি। ঘন জঙ্গল। টিলার প্রথম সারির কাছেই কোথাও আছে ওরো গ্র্যান্ড।

খুব কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে। দিনের আলোয় তাপমাত্রার কারণে কষ্ট বাড়বে অনেক। বেনন সিদ্ধান্ত নিল এখানেই ক্যাম্প করবে, রাতে সাপার সেরে রওনা হবে শীতল আবহাওয়ায়। সারারাত পথ চললে সকালে ওরো গ্র্যান্ড কাছিয়ে আসবে। ওখানে তান্নাকে অস্টিনের ট্রেইনে তুলে দিয়ে রসদ কিনে পাউডারহর্নের উদ্দেশে রওনা হতে পারবে ও।

সিদ্ধান্ত নেয়া হতে নামার আগে শেষবারের মতো দক্ষিণে তাকাল বেনন। নিষিদ্ধ প্রান্তর মনে হচ্ছে এলাকাটাকে দেখে। আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর পেশি, ভাল করে তাকাল আবার। কয়েকটা বালির ঢিবির মাঝ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বেশ কয়েকজন অশ্বারোহী। সরাসরি ঝর্নাটার দিকেই আসছে! ওখানে তান্না বসে আছে নিশ্চিন্তে!

লোকগুলো এতো কাছে নয় যে তাদের চেহারা চিনতে পারবে বেনন। কিন্তু ওর মন বলছে দলের মাথায় আছে স্যান্ডার্স। ছয়জন লোক, ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করার আগে গুনে দেখল ও।

মন বলছে গ্রিফিন অধৈর্য হয়ে ওর খোঁজে স্যান্ডার্সের অধীনে লোক পাঠিয়েছে।

মিথ্যে ধারণা করেনি ও, সত্যি পঙ্গু গ্রিফিনের ধৈর্য ফুরিয়ে গেছে। ভয় পাচ্ছিল পাউডারহর্ন হয়তো খুঁজে বের করতে পারবে না বেনন, তাই স্যান্ডার্সকে পাঠিয়েছে বেননকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে। বলে দিয়েছে, মেয়েটা যদি সঙ্গে থাকে তাহলে তাকেও

নিয়ে যেতে হবে। তবে আসল কাজ, বেননকে পাকড়াও করা।

এসব নিয়ে একবারের বেশি দু'বার চিন্তা করল না বেনন, বুঝতে পারছে ওর প্রথম কাজ হবে তান্নাকে বিপদ এলাকা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। তান্না জানে না লোকগুলো আসছে। ঝর্নার পাড়ে গাছের ছায়ায় বসে অসতর্ক হয়ে ঘোড়া দুটোর ঘাস খাওয়া দেখছে ও, কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধরা পড়ে যাবে লোকগুলোর হাতে। দৌড়ে নামতে শুরু করল বেনন। ওর বুটের আওয়াজ পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল তান্না।

'বিপদ!' দৌড় না থামিয়েই বলল বেনন, ঘোড়াগুলোর কাছে পৌঁছে রাশ তুলে নিল হাতে। 'ছ'জন লোক এদিক লক্ষ্য করে আসছে। আমার ধারণা স্যান্ডার্সের দল।'

'কিন্তু...ওরা জানবে কি করে যে কোথায় আছি আমরা!'

'সম্ভবত জানে না,' তান্নার হাতে রাশ ধরিয়ে দিয়ে বলল বেনন। স্যাডলে উঠে বসে তান্নাকে উঠতে সাহায্য করল। 'বোধহয় আমাকে খুঁজতে পাঠানো হয়েছে তাকে। মরুভূমি পার হয়ে আসছে। এটাই আশেপাশের পানির একমাত্র উৎস, তাই এদিকেই আসছে। সন্দেহ নেই আমাদের ট্র্যাক চোখে পড়বে ওর।'

স্যাডলে উঠে বেননের দিকে তাকাল তান্না। 'তুমি নিশ্চই ওদের সঙ্গে লড়াই করতে চাইবে না?'

'না। ট্র্যাক যাতে না পায় সেজন্যে ওদের আমি পথ ভুলিয়ে নিয়ে যাব। ওরা এখানে আসার আগেই যদি আমাকে মরুভূমিতে দেখতে পায় তাহলে অনুসরণ করবেই। ওরো গ্র্যান্ডে নিরাপদে পৌঁছানোর একটা সুযোগ পাবে তুমি।'

'না, বেনন,' কাতর গলায় বলল তান্না। 'নিজেকে তুমি বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছ!'

'তর্ক করার সময় নেই,' জরুরী গলায় তাগাদা দিল বেনন। 'সোজা উত্তর-দক্ষিণে ওরো গ্র্যান্ডের দিকে যাবে তুমি। সারারাত ঘোড়া চালাবে। ডান কাঁধের ওপর চাঁদটাকে রেখে এগোবে, তাহলেই আর পথ থেকে বেশি দূরে সরে যেতে হবে না। থামবে না। যতোক্ষণ রাত আছে এগিয়ে চলবে, সকালে পৌঁছে যেতে পারবে ওরো গ্র্যান্ডে। গ্রিফিনের লোকদের আমি অন্যদিকে সরিয়ে নেব। চিন্তা কোরো না, ওরা আমার কোন ক্ষতি করবে না। গ্রিফিন আমাকে জীবিত চায়। ওরা চেষ্টা করবে আমাকে বন্দি করার।' একটু থামল বেনন, তারপর তান্নার চোখে চোখ রেখে বলল, 'যদি আমার কথা না শোনো তাহলে লড়াই করতে বাধ্য হবো আমি। সেক্ষেত্রে আমাদের দু'জনেরই বিপদ বাড়বে। রওনা হয়ে যাও, তান্না, ওরো গ্র্যান্ডে গিয়ে রেঞ্জারদের বোলো ওখানে যাতে অন্তত কয়েকজন থাকে। পারলে আমি ওদের কাছে সাহায্য চেয়ে খবর পাঠাব।' মাথা থেকে হ্যাট খুলল বেনন, ওটা দিয়ে জোর এক বাড়ি বসিয়ে দিল তান্নার ঘোড়ার পেছনে। শান্ত স্বরে বলল, 'বেঁচে থাকলে অস্টিনে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

'বেনন!' ফুঁপিয়ে উঠল তান্না।

ধুলোর ঝড় তুলে ছুটতে শুরু করল ওর ঘোড়াটা, উত্তর-দক্ষিণে যাচ্ছে। সামলে নিয়ে যখন পেছনে তাকাতে পারল তান্না, ততোক্ষণে বেননের ঘোড়াটা দ্রুত গতিতে উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করেছে। পাথরের একটা স্তূপের আড়ালে চলে যাবার আগে ওর উদ্দেশে হাত নাড়ল বেনন।

এ'কয়দিনের অভিজ্ঞতায় তান্না জানে বেননের পিছু নেয়া আর ওর বিপদ বাড়ানো একই কথা হবে। সে চেষ্টা করল না তান্না, কিন্তু ওরো গ্র্যান্ডে যাওয়ার কথাও ভাবতে পারল না। চিন্তা করে দেখল, যদি কোন ভাবে দূর থেকে বেনন আর স্যান্ডার্সকে ও

অনুসরণ করতে পারে তাহলে পাউডারহর্নের অবস্থান জানতে পারবে। সেক্ষেত্রে ওরো গ্র্যান্ডে গিয়ে রেঞ্জারদের নিয়ে ফিরে আসতে কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

আপাতত ঘোড়াটাকে ফেরাল না তান্না। নিজের ইচ্ছেয় পাথুরে জমি পার হয়ে মরুভূমির দিকে ছুটছে ঘোড়াটা। পেছনে আর বেননকে দেখা যাচ্ছে না।

এদিকে ইচ্ছে করেই ঘোড়ার গতি কমাল বেনন, পাথরের স্তূপ ঘুরে ছোট ছোট কয়েকটা বোল্ডার ভরা ঢাল পেরিয়ে ঢুকে পড়ল মরুভূমিতে। জানে দ্রুত ছুটতে শুরু করলে স্যান্ডার্স বুঝে নেবে ওদের চোখ এড়িয়ে কাউকে পালাবার সুযোগ করে দিচ্ছে ও। সেক্ষেত্রে দল ভেঙে কয়েকজনকে পাঠাবে স্কাউটিং করতে। তার মানে তান্নার ট্র্যাক চোখে পড়ে যাওয়া।

প্রায় হাঁটার গতিতে ঘোড়া চালাচ্ছে বেনন, দক্ষিণে চলেছে, অগ্রসরমান অশ্বারোহীদের দিকে। আন্দাজ করছে আধ মাইল সামনে বালুর ঢিবির পাশ থেকে যেকোন সময় দেখা দেবে লোকগুলো।

পরিপূর্ণ সতর্ক হয়ে উঠেছে বেনন। স্ক্যাবার্ডের রাইফেল আর হোলস্টারের সিক্সগান, দুটোই চামড়ার খাপে নেড়েচেড়ে ঢিলে করে রাখল। ওকে হয়তো খুন করতে চাইবে না স্যান্ডার্স, তবে সেজন্যে অপ্রস্তুত থাকার মতো ঝুঁকি নেয়া যায় না। ঘোড়ার গায়ে বা ওকে আহত করার জন্যে গুলি করতে পারে। পাল্টা গুলি না করলে তার সন্দেহ হতে পারে। বুঝতে পারছে, খুন না করার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করতে হবে না ওকে। বদমাস লোক এরা। খুনী প্রত্যেকে। এদের কাছে কোন দাম নেই মানুষের জীবনের। সুযোগ পেলে সাপগুলোকে খতম করতে দ্বিধা করবে না বেনন। পাউডারহর্নে যখন হাজির হবে তখন প্রতিপক্ষ যতো কম থাকে

ততোই ভাল।

বালি ঢিবির আড়াল থেকে বের হলো লোকগুলো, তাপ প্রবাহের কারণে নাচছে আকৃতিগুলো, ঝাপসা দেখাচ্ছে।

প্রথমে দেখা গেল তাদের মাথা, যেন শরীরের সঙ্গে সংযোগ নেই। তারপর ঘোড়ার গায়ে বসে থাকতে দেখা গেল চারটে দেহ, মাথা নেই! এবার স্পষ্ট হলো। কাছাকাছি ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে অশ্বারোহীরা, দ্রুত এগোচ্ছে পেছনে ধুলোর ঝড় তুলে।

বিস্মিত একজন লোকের মতোই চমকে ওঠার ভান করে ঘোড়া দাঁড় করাল বেনন। আউট-লরাও তাদের ঘোড়া থামিয়েছে। স্পারের ছোঁয়ায় ঘোড়াটাকে দক্ষিণ-মুখী করে মরুপ্রান্তরের প্রান্ত ধরে ছোটাতে শুরু করল বেনন।

পেছনে চিৎকার শুনতে পেল। এলোপাতাড়ি গুলি শুরু হলো। পেছনে তাকিয়ে দেখল আকাশে গুলি ছুঁড়ছে লোকগুলো। স্রেফ সতর্কীকরণ। পাত্তা দিল না বেনন। এমন পরিস্থিতিতে থামতে নেই। দ্রুত দৌড়াচ্ছে ওর ঘোড়া। পেছনে ধাওয়া করতে শুরু করল আউট-লরা। আড়ষ্ট হাসল বেনন, ওর উদ্দেশ্য সম্ভবত সফল হতে যাচ্ছে। তান্না ডুকের চিহ্ন খুঁজে পাবে না আউট-লরা ওকে ধাওয়া করতে গিয়ে।

বাতাসের বেগে আধমাইল ঘোড়া দাবড়াল বেনন। পেছনে মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়ছে আউট-লদের রাইফেল। লোকগুলোকে একটু নিরুৎসাহিত করতে স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল বের করে স্টিরাপে পা রেখে পিছনে গুলি করল ও, তারপর সামনে তাকাল আবার। মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে আছে কয়েকতলা উঁচু বালির ঢিবি। জমি যেখানে ভাঁজ খেয়েছে সে জায়গাগুলো ছায়া ঢাকা। প্রান্তগুলো সূর্যের আলো পড়ে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। স্যাডল হর্নে রাশ পেঁচিয়ে রাখল ও, নিজের ইচ্ছেয় চলতে দিল ঘোড়াটাকে। মাথায়

এসেছে ইন্ডিয়ানদের একটা কৌশল। ঠিক করল চেষ্টা করে দেখবে কাজে লাগানো যায় কিনা।

ঘোড়ার পিঠে উল্টো হয়ে বসল ও। পা স্টিরাপে, ক্যান্টেলের ওপর রাখা ওয়ার ব্যাগ হাঁটু দিয়ে চেপে ধরেছে। শক্তপোক্ত আসন। পড়ে যাবার ভয় নেই। এবার রাইফেল তুলে সতর্কতার সঙ্গে তাক করল। একটু সামনে বেড়ে থাকা লোকটা ওর লক্ষ্য। লোকটা স্যান্ডার্স নয়, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। দুয়েকটা গুলি নাক গুঁজছে ওর ঘোড়ার পেছনের পায়ের কাছে। এগিয়ে আসছে আউট-লর দল। বিপদ আরও বাড়ানোর ইচ্ছে নেই ওর। বড় করে শ্বাস টেনে আস্তে করে ট্রিগার স্পর্শ করল ওর তর্জনী।

কড়াৎ করে গর্জে উঠল উইনচেস্টার। স্যাডল থেকে ছিটকে বালিতে পড়ল সামনের লোকটা। শরীরটা গড়াচ্ছে। হাত-পা ছুঁড়ছে লোকটা। যখন দেহ থামল, নড়ল না আর। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।

স্যান্ডার্সের দ্রুত নির্দেশে ছড়িয়ে পড়ল লোকগুলো। এগিয়ে আসার ফাঁকে পাশে সরছে তারা, বেননকে ঘিরে ফেলার মতলব। গানফাইটারের উদ্দেশে একটা গুলি পাঠাল বেনন। মিস করেছে। পিছিয়ে গেল স্যান্ডার্স। এবার বামদিকের একজনের ওপর তাক করল বেনন, ট্রিগার চাপার পর মুহূর্তে দেখল লোকটার ঘোড়া হোঁচট খাচ্ছে। ধড়াস করে আছড়ে পড়ল জন্তুটা। ভারী একটা বস্তার মতো আকাশে ছিটকে গেল আরোহী, তারপর রাশ টেনে ঘোড়া থামাতে ব্যস্ত তৃতীয় রাইডারের চলার পথে ধপ করে পড়ল।

তৃতীয় আউট-ল ঘোড়া থামাতে পারেনি। ঘোড়ার খুরের তলায় পিষ্ট হলো মৃত ঘোড়ার আরোহী। আরেকজন এতো জোরে রাশ টানল যে তার ঘোড়াটা ভারসাম্য হারিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল। তার আগেই শূন্যে লাফ দিয়েছে আরোহী। তাক আগে ঠিক

থাকায় শূন্যেই তাকে গেঁথে ফেলল বেনন। তৃপ্তির হাসি হাসতে গিয়ে আঁৎকে উঠল। একটা বুলেট ওর হ্যাট ফুটো করে দিয়েছে। পড়ে যাওয়ার ভয়ে শক্ত করে স্যাডল আঁকড়ে ধরল। আরেকটু হলে হাত থেকে রাইফেলটা পড়ে যেত। আরেকটা বুলেট ঘোড়ার পাছায় আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেল।

ভয় পেয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে হ্রেষাধ্বনি করল ঘোড়াটা, ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল। হোঁচট খাচ্ছে বারবার। থেমে দাঁড়িয়ে লাফঝাঁপ শুরু করল। স্যাডলে টিকে থাকতে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হলো বেননকে। নিচু স্বরে ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়ে পা ঘুরিয়ে স্যাডলে ঘুরে বসল ও, রাশ তুলে নিয়ে ঘোড়াটাকে নিয়ন্ত্রণে এনে সামনে একটা বালির ঢিবি লক্ষ্য করে ছোটাল। ততোক্ষণে অনেক কাছে চলে এসেছে আউট-লরা। লক্ষ্যভেদে আগের চেয়ে ভাল করছে। কাছাকাছি আসছে তাদের গুলি। মাঝে মাঝেই বেরিয়ে যাচ্ছে দেহের দু'পাশ দিয়ে। আহত করতে চাইছে ওকে!

গতি বাড়িয়ে লোকগুলোর সঙ্গে দূরত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করল বেনন। কপাল ভাল হলে বালুর ঢিবির মধ্যে হারিয়ে যেতে পারবে ও।

যদিও এখন ধরা দিলে সহজেই পাউডারহর্নে পৌঁছুতে পারবে, সেটা বেনন চায় না। আগে জানতে চাইছে জমির অবস্থা, কিভাবে পালানো যাবে, কোথায় ফাঁদ পাতা যায়—এসব। চারপাশ জানা হয়ে যাবার পর গ্রিফিনের হাতে ধরা দেবে ও।

শিস কেটে ছুটে যাচ্ছে একের পর এক বুলেট। একটা ঢিবির মাথায় উঠে উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল বেনন। দ্রুত চোখের আড়ালে চলে গেল। নিচে জমিতে ছায়াময় ভাঁজ আছে।

গাল বকে লোকদের থামাল স্যান্ডার্স, সবাই এক সঙ্গে হওয়ার

পর জরুরী গলায় বলল, 'ছড়িয়ে পড়ব আমরা। বুঝতে পারছি বালি-ঝড় আসছে। ওকে হারিয়ে ফেলতে পারি। লিউ, রিজের দিকে যাও। মর্ট, তুমি আর জো সামনের টিবিটার ওপর উঠে দক্ষিণে যাবে। আমি ভাঁজের দিকে গিয়ে ওকে তাড়া করে তোমাদের হাতে তুলে দিতে চেষ্টা করব। খুন করে ফেলো না আবার, আমাদের ফাঁসিতে চড়াবে তাহলে মিস্টার গ্রিফিন।'

নড করে বিচ্ছিন্ন হলো পরস্পরের কাছ থেকে, ছুটল নির্দেশ পালন করতে। দুই টিবির মাঝখানের ভাঁজ ধরে সামনে বাড়ল স্যান্ডার্স। দেখল ঢালের মাথায় বালির কণা উড়তে শুরু করেছে। গাল বকল বিড়বিড় করে।

আকাশের অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে বিরাট একটা বালি-ঝড় শুরু হতে যাচ্ছে। এই এলাকায় কোন পূর্ব সতর্কতা না দিয়ে হঠাৎ করেই শুরু হয় এধরনের ঝড়। স্যান্ডার্স বুঝতে পারছে, ঝড় যদি বেশি হয় তাহলে বেননকে হারানোর সমূহ সম্ভাবনা আছে। গ্রিফিনের চেহারা কেমন হবে ভাবতেই ব্যাপারটা খুব খারাপ ঠেকল তার।

চার

তুফান

মরুভূমির কিনারায় চলে এলো তান্না ডুক, তারপর প্রবেশ করল প্রথম সারির বালি-টিবির রাজ্যে। উঁচু দেখে একটার মাথায়

উঠতে চায় ও। সেখান থেকে দেখবে কি হলো বেনন আর স্যান্ডার্সের দলের।

আলগা বালিতে হোঁচট খাচ্ছে ঘোড়াটা। মাঝপথ পর্যন্ত উঠে আর উঠতে পারল না। স্যাডল থেকে নেমে ঘোড়ার দড়ি ধরে ওপর দিকে চলল তান্না।

চুড়োয় উঠতেই বাতাসে ওড়া বালির কণা আঘাত করল মুখে। থুথু করে মুখ থেকে বালি ফেলল তান্না। বুঝতে পারল বালি-ঝড় শুরু হবে। আকাশের দিকে তাকাল। বাতাসে বালি উড়ছে, সূর্যের আলোয় বাধা সৃষ্টি করছে। সূর্যটাকে দেখতে লাগছে ম্লান একটা কমলার মতো। উত্তর নাকি পুবে, বলতে পারবে না ও, আকাশ কালো হয়ে গেছে। দ্রুত নেমে আসছে তাপমাত্রা। কাপড়ে ঢুকছে বালির কণা। চোখের সামনে হাত রেখে চারদিকে চেয়ে বেননকে খুঁজল তান্না।

বালির সাগর খাঁ-খাঁ করছে। অনবরত নড়ছে সে সাগর! চোখের সামনে বালির ঢিবি গায়েব হয়ে যাচ্ছে, এই মাত্র দেখা সমতল ভূমিতে গজিয়ে উঠছে নতুন বালির টিলা।

এতোক্ষণে বুঝতে পারল তান্না, বেননের কথা না শুনে বোকামি করেছে। চট করে ফিরে পেছনে তাকাল। কোন্ দিক থেকে এসেছে মনে করার চেষ্টা করল। নিশ্চিত হতে পারল না। দৃষ্টিপথে বাধার সৃষ্টি করছে বালির তৈরি মেঘ। পাথুরে ভাঙাচোরা জমির হদিস মিলল না, অথচ মাত্র এক ঘণ্টা আগে জায়গাটা ছেড়ে এসেছে ও!

চোখের সামনে হলদে-ধূসর একটা দেয়াল ছাড়া আর কিছু নেই! ক্রমেই আরও পুরু হচ্ছে দেয়ালটা। মনে হচ্ছে চারপাশ থেকে ওকে ঘিরে ফেলবে। মুড়ে নেবে। ভয়ের স্রোত বয়ে গেল তান্নার শিড়দাঁড়া বেয়ে। আতঙ্কের প্রথম ঝাপটা লাগতেই বিহ্বল

হয়ে তাকাল চারপাশে। এ কি করে সম্ভব! একটু আগে সব স্বাভাবিক ছিল, আর এখন কয়েক মিনিটের ব্যবধানে এ কী হলো। টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে ও, মনে হচ্ছে এই বিশাল বিশ্বে একা বেঁচে আছে। হ্রেষাধ্বনি করল ঘোড়াটা, বালিতে পা ঠুকল। মাথা নিচু করে নিয়েছে। বাড়ছে বাতাস। আগের চেয়ে জোরে আঘাত করছে উড়ে আসা বালির কণা। এখন পিন ফোটার অনুভূতি হচ্ছে।

হ্যাটের ব্রিম ধরে টান দিয়ে নিচে নামাল তান্না, চামড়ার ফিতেটা থুতনির তলায় শক্ত করে আটকাল। এবার রুমাল দিয়ে চেহারার নিচের অর্ধেকটা বেঁধে নিল, যাতে বালির কণায় শ্বাস আটকে না যায়। ইতিমধ্যেই কানের ভেতর বালি ঢুকে গেছে ওর। চোখের পাতা ফেললে কচকচ করছে। হাতের উল্টোপিঠ জ্বলছে বালির কণার আঘাতে। স্যাডল ব্যাগ থেকে চামড়ার গ্লাভ্স্ বের করে পরে নিল।

শক্ত করে ধরে রেখেছে ঘোড়ার দড়ি। এই এলাকায় ওর মতো অনভিজ্ঞ মেয়ের ঘোড়া হারানো মানে নিশ্চিত মৃত্যু।

ঢিবির নিচের দিকে কিছু আর দেখা যাচ্ছে না। বালির তৈরি ঘূর্ণায়মান একটা চাদরে ঢেকে গেছে সব। কুয়াশার মতো মনে হচ্ছে দেখতে। বাতাসের ঝাঁকিতে কেঁপে উঠল তান্না, অস্ফুট আর্তচিৎকার করে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

হাতে ধরা ঘোড়ার দড়ি টান টান হয়ে গেল। সামনে বাড়ছে না ঘোড়াটা। দড়ি ধরে থাকার কারণে থেমে দাঁড়াতে পারল তান্না। বসে পড়ল হাঁটু মুড়ে। কাশছে। এক হাতে চোখ মুছছে। আরেক হাত বালিতে। চমকে উঠল। ওর হাতের নিচে নড়তে শুরু করেছে বালির ঢিবি।

হাত থেকে ছুটে গেল ঘোড়ার দড়ি। মুখ থুবড়ে বালিতে পড়ল

তান্না। ফুঁপিয়ে উঠল। তাড়াহুড়ো করে উঠে বসতে চেষ্টা করল। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। হাত বাড়াল ঘোড়ার দড়ি খুঁজে পাবার আশায়, মনে মনে প্রার্থনা করছে যাতে পায়। বালি ছাড়া আর কিছু ঠেকল না ওর হাতে। পড়ে গেল আবার। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল, বুঝতে পারছে ঘোড়াটা আতঙ্কিত হয়ে সরে যাওয়ার আগেই ধরতে হবে যে করে হোক, পানি আর খাবার ছাড়া এই মরুভূমিতে টেকা সম্ভব নয় দু'দিনও।

বাতাসের ধাক্কায় ঘোড়ার গায়ের সঙ্গে জোরে ধাক্কা লাগল ওর। ফুঁপিয়ে উঠল। হাতড়ে পেয়ে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ঘোড়ার ঘাড়ের কেশর। কানের কাছে হ্রেষাধ্বনি করল আতঙ্কিত ঘোড়া, পিছিয়ে যেতে চেষ্টা করল। কর্কশ পশমে টান লাগায় থামতে হলো জন্তুটাকে। তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। মাথা ঘন ঘন নাড়তে শুরু করল, সামনের দু'পা উঠে গেল শূন্যে। ঝুলছে ভীত তান্না, কেশর ছাড়েনি। ওর পা গিয়ে লাগল ঘোড়ার বুক আর সামনের খুরে। ফাঁক বুঝে বড় বড় দাঁত বের করে কামড় দেয়ার চেষ্টা করল ঘোড়াটা তান্নার হাতে, তারপর বাতাসের চাপে বসে পড়তে বাধ্য হলো হাঁটু মুড়ে। এক পাশে কাত হয়ে পড়ে গেল।

একেবারে শেষ মুহূর্তে সরে গেছে তান্না, একটুর জন্যে ঘোড়ার নিচে চাপা পড়ল না ও, এখনও কেশর আঁকড়ে ধরে আছে গায়ের জোরে। এক হাত কেশর থেকে সরিয়ে হাতড়াতে শুরু করল। স্যাডল হর্ন ঠেকল হাতে। টের পেল শরীরের সমস্ত পেশি শক্ত করছে ঘোড়াটা, সিধে হয়ে বসেছে, উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় দেবে যেকোন মুহূর্তে। দেরি না করে প্রায়ান্ধকারে কালচে একটা আবছা অবয়ব লক্ষ্য করে লাফ দিল তান্না। ওটাই স্যাডল মনে হয়েছে। মিথ্যে নয় ওর ধারণা। আসলেই ওটা স্যাডল। তান্না স্যাডলের দু'পাশে পা মেলেছে মাত্র, এমন সময়ে উঠে দাঁড়াতে শুরু করল

ঘোড়াটা। প্রাণপণে দু'হাতে হর্ন আঁকড়ে ধরল তান্না, হাতে রাশ ঠেকতে তুলে নিল দ্রুত। অবাক হলো ও, রাশে টান দিতেই একেবারে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়া, ছটফটে ভাবটা দূর হয়ে গেছে। পিঠে আরোহীর পরিচিত স্পর্শে সাহস ফিরে পেয়েছে জন্তুটা, দিশেহারা ভাবটা কেটে গেছে। অবুঝ জীব এখন মনিবের নির্দেশের অপেক্ষা করছে শান্ত মনে।

ঘোড়ায় ওঠার পর এখন কি করতে বুঝে উঠতে পারল না তান্না। ঘুরে দাঁড়িয়েছে ঘোড়াটা, বাতাস এখন পিছন থেকে আঘাত করছে। কোন্ দিকে যাবে ও? জানে না। শুধু জানে চূড়ো থেকে নামতে হবে ওকে, দুটো টিলার মাঝখানে সমতলে পৌঁছুতে হবে, ওখানে বাতাস তুলনামূলক ভাবে অনেক কম।

ঘোড়াটা নিশ্চয়ই জানে কিভাবে নামতে হবে, ভেবে নিয়ে আস্তে করে হিল ছোঁয়াল ও ঘোড়ার পেটে। ভাব দেখে মনে হলো নড়তে চাইছে না ঘোড়া। কাশল কয়েকবার। আরেকবার হিল দিয়ে স্পর্শ করার পর সামনে বাড়ল। মাথাটা এতো নিচে নামিয়ে রেখেছে যে চূড়োর মেঝে থেকে ওটার নাক মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপরে।

সামনের দিকে ঝোঁক আসায় তান্না বুঝতে পারল নামতে শুরু করেছে ঘোড়া। স্যাডলে শক্ত হয়ে বসল ও। শক্ত হাতে রাশ ধরে আছে। সামনে কিছু দেখা যায় না উড়ন্ত বালির কারণে। দুলকি চালে আগে বাড়ছে ঘোড়াটা। বাতাসের প্রতাপে হ্যাটের ব্রিম ক্রাউনের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে তান্নার, উড়ে যেতে চাইছে হ্যাট। ব্লাউজটা সপাসপ বাড়ি খাচ্ছে দেহের সঙ্গে। মুহূর্তের জন্যে আতঙ্কিত বোধ করল তান্না, ওর মনে হলো নিচে নেমে ভুল করে ফেলছে, সমতল ক্ষুদ্র উপত্যকাগুলোতেই বোধহয় চূড়োর তুলনায় বাতাসের বেগ বেশি।

সমতলে নেমে এলো ঘোড়াটা। বাতাস আছে, তবে ওপরের মতো নয়। বাতাসে ওড়া বালির আঘাতও এখানে সহনীয়। কম বালি উড়ছে। তবে দৃষ্টি প্রসারিত হচ্ছে না এখনও। টিলার মাঝ দিয়ে সামনে বাড়ছে ঘোড়াটা। তান্নার মনে হলো আবার ও বুক ভরে দম নিতে পারছে। অদ্ভুত তীক্ষ্ণ কান্নার মতো আওয়াজ করছে এখানে ঝড়ো বাতাস।

ডানে না বামে যাবে মনস্থির করার চেষ্টা করল তান্না। সমস্যা হচ্ছে কোন্ টিলা থেকে নেমে এসেছে সেটা জানে না ও। পেছনে ফেলে আসা পথ দৃষ্টির আড়াল করে রেখেছে বালির আবরণ, আকাশে মেঘের মতো উড়ছে, পাক খাচ্ছে, ছুটে চলেছে দিশেহারার মতন। যেদিক থেকে ও এসেছে সেদিকে ফিরে যাওয়া উচিত। তাতে পাথুরে এলাকায় সেই ঝর্নাটার কাছে হয়তো পৌঁছুতে পারবে। টিলার মাথায় কোন্ দিকে বাঁক নিয়েছে, কোন্ দিক থেকে ও এসেছে মনে করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো তান্না। নিশ্চিত হবার কোন উপায় নেই এই জঘন্য বালি-ঝড়ে। বড়জোর আন্দাজের ওপর ভরসা করে এগিয়ে যেতে পারে ও।

ঘোড়াটার সারাশরীর আতঙ্কে কাঁপছে, থেমে দাঁড়াল ওটা। যতোদূর দৃষ্টি যায় তার মধ্যেই অভাবনীয় সব ঘটনা ঘটে চলেছে। সামনে পেছনে তৈরি হচ্ছে বালির টিলা, নড়ছে চারপাশ, আবার চোখের সামনে মিশে যাচ্ছে ঢিবিগুলো।

চাপা পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু।

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল তান্না, মনে মনে বেননের কথা ভাবল। এখন এখানে মানুষটা থাকলে নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারত। সাহস থাকত মনে।

মনস্থির করতে পারল অবশেষে তান্না। শক্ত করে রাশ ধরে ঘোড়াটাকে বামদিকে যেতে ইশারা করল। একটা ঢালের দিকে

এগিয়ে চলল ঘোড়া।

পেছনে আঘাত হানছে বালি-ঝড়। হুঙ্কার ছাড়ছে ক্ষিপ্ত বাতাস। মনে হলো তান্না আর ঘোড়া—সব চাপা পড়ে যাবে আজ নিষ্ঠুর মরুভূমির বালির ঢেউয়ে। খেপেছে আজ রুদ্র প্রকৃতি।

*

বেনন নিশ্চিত যে ঝড়ের কারণে স্যান্ডার্সের দলের হাতে ধরা পড়েনি ও, নইলে ক্লান্ত ঘোড়া নিয়ে পালানো যেত না।

ঘোড়ার পেছনে যে গুলিটা লেগেছে সেটা ও যতোটা ভেবেছিল তার চেয়ে গভীর ভাবে চামড়া-মাংস ছিলে নিয়ে গেছে। প্রথমে বুঝতে পারেনি, কিন্তু পরে যখন ঘোড়াটা গতি কমিয়ে বসে পড়তে চেষ্টা করল তখন টের পেল ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। ঘোড়া থেকে নেমে ক্ষতটা দেখার চেষ্টা করল ও। বালির কারণে ভাল করে দেখতে পেল না। আঙুলে আঠাল রক্তের স্পর্শ পেল। ঘোড়ার বাম পা রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। ভেজা লোমের সঙ্গে বালি মিশে কাদা হয়ে গেছে। ক্ষতটায় আঙুল বোলাতেই অস্বস্তি বোধ করে পা ঠুকল ঘোড়াটা, পেছনের পা ছুঁড়ল। সময় মতো সরে যাওয়ায় আঘাত পেল না বেনন। ঘাড় ফিরে বেননকে দেখল ঘোড়া, দাঁত বের করে কামড়ে দেয়ার ভয় দেখাল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্যাডল থেকে ক্যান্টিনটা খুলে নিল বেনন, ক্ষতটা ধুয়ে ফেললে অস্বস্তি কম বোধ করবে জন্তুটা। ক্ষতের ওপর পানি ঢালল বেনন, ওয়ার ব্যাগটা নেড়েচেড়ে এমন ভাবে রাখল যাতে ক্ষতটা ঢাকা পড়ে। আহত স্থানকে বালি থেকে বাঁচাবার আর কোন উপায় আপাতত নেই। এভাবেই কাজ চালাতে হবে।

স্যাডলে চেপে আবার এগোল বেনন। ঝড়টাকে বামদিকে রেখে এগিয়ে চলেছে। এদিকে যেতে থাকলে সামনে পড়বে ঈগল বেন্ড আর পাউডারহর্ন উপত্যকা।

ঘোড়াটা বারবার ঝড়ের দিকে পেছন ফিরতে চাইছে, রাশ ধরে নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে ওটাকে। সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে এ কাজে। উড়ন্ত-বালিতে চোখ, কান আর নাক বুজে আসছে, মুখে রুমাল বাঁধার পরও কষ্ট হচ্ছে দম নিতে। ঘোড়াটারও নিশ্চয়ই একই অবস্থা। দাঁত কিচকিচ করছে বেননের। সারাশরীর চুলকাচ্ছে।

হঠাৎ আবছা ভাবে দেখতে পেল একজ অশ্বারোহীকে, সরাসরি এগিয়ে আসছে ওর দিকে। কুঁজো হয়ে বসে আছে স্যাডলে, কিন্তু দু'হাতের ভাঁজে রাইফেল বা বন্দুক আছে। লোকটা ওকে এখনও দেখেনি। মাথা নিচু করে এগোচ্ছে। ঘোড়াটাকে এক পাশে সরিয়ে নিল বেনন, ভাবছে বালির মেঘের আড়াল দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবে। হলো না তা। ওর ঘোড়াটা হ্রেষাধ্বনি করে উঠেছে। চমকে মাথা উঁচু করল লোকটা, বেননকে দেখতে পেয়েই হাতের রাইফেল তুলতে শুরু করল।

স্পার দাবাল বেনন ঘোড়ার পেটে। তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে ছুটে সামনে বাড়ল ঘোড়াটা। হোলস্টারে ছোবল মারল বেননের হাত। রাইফেলটা গর্জন ছাড়ার এক মুহূর্ত পর আগুন ঝরাল ওর অস্ত্রটা। রাইফেলের বুলেট কোন্‌দিকে গেল বলতে পারবে না বেনন, প্রথমবার মিস করেছে অনুভব করে গুলি করল আবার। মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো দুটো ঘোড়ার। তার আগেই বেননের গুলির আঘাতে স্যাডল থেকে পেছনে ছিটকে পড়েছে লোকটা। ছোটার মাঝে চকিতে দেখতে পেল বেনন অচেনা লোকটাকে।

নিশ্চিত হতে আরেকবার গুলি করল বেনন, যদিও জানে লোকটা ইতিমধ্যে মরে গিয়ে না থাকলেও মারাত্মক আহত হয়েছে। কিন্তু কোন ঝুঁকি নিল না। দু'পাশের টিলা ছাড়িয়ে সমতলে ঝড়ের আসল তাণ্ডবের মধ্যে প্রবেশ করল ও। বাতাসের

ধাক্কায় মনে হলো উড়ে যাবে স্যাডল থেকে। শার্ট আর প্যান্ট ছিঁড়ে নিয়ে যাবে যেন। স্যাডলে কাত হয়ে বসে আছে বেনন। ওর গায়ে বাড়ি লাগল পাশের একটা ঝোপের। ভয় পেয়ে গেল ঘোড়াটা, থেমে দাঁড়িয়ে হ্রেষাধ্বনি করে এক পাশে সরে যেতে চেষ্টা করল। সামনের দু'পা শূন্যে তুলে ফেলেছে।

রাশে টান দিয়ে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখল বেনন, ঘোড়াটাকে চার পায়ে দাঁড়াতে বাধ্য করল। কানের কাছে মুখ নিয়ে নিচু গলায় শান্ত করল ঘোড়াটাকে। বুঝতেম পারছে বাতাস এতো জোরে বইলে বেশিক্ষণ এগোতে পারবে না ও আহত ঘোড়ায় চেপে। বাতাসের তীব্র একটা দোলা ঝাঁকি দিয়ে পার হয়ে গেল ওকে। মনস্থির করতে দেরি করল না বেনন, চট করে নেমে পড়ল স্যাডল থেকে, তারপর ঘোড়ার আড়াল নিয়ে দাঁড়াল যাতে ঝড়ের দাপট কম লাগে। এবার ঘোড়া হাঁটিয়ে এগোল ও, শক্ত হাতে রাশ ধরে আছে।

ছুটে পালাতে চেষ্টা করল ঘোড়া। পাশ থেকে আসা বালির ঝাপটা আর ঝড়ের প্রকোপের দিকে পেছন ফিরতে চাইছে। গায়ের জোরে না পেরে ঘোড়ার ইচ্ছেকে মেনে নিতে বাধ্য হলো বেনন। মনে মনে আশা করছে শীঘ্রি থেমে যাবে ঝড়।

ক্যাম্প করতে হবে। বেশি দেরি না করাই উচিত হবে। ঘোড়াটাকে ব্যবহার করতে হবে দেয়াল হিসেবে। ওটার শরীরের আড়াল নিয়ে ঝড়ের হাত থেকে বাঁচতে হবে। আড়ালে থাকলে আশা করা যায় যে বালির নিচে কবর হয়ে যাবে না ওর।

দু'দিন হোক আর তিনদিন, ঝড় থামবেই। তারপর পাউডারহর্ন খুঁজে বের করবে, ঠিক করেছে বেনন। আগে জায়গাটা ভাল মতো ঘুরে দেখতে, তারপর গ্রিফিনের হাতে ধরা দেবে ও স্বেচ্ছায়।

তান্না ডুকের কথা মনে পড়ল। এই একটা ভাল কাজ হয়েছে। মেয়েটা আছে পাথুরে এলাকায়। ওখানে জড়ের এমন তাণ্ডব নেই।

বড়জোর সামান্য ধুলো খেতে হবে তাকে। বেনন জানে না তান্না ডুকের অবস্থা ওর চেয়ে কোন অংশে ভাল নয়। জানলে আঁৎকে উঠত।

*

বাতাসে বালি এতো ঘন হয়ে ভাসছে যে তান্না একরকম নিশ্চিত হয়ে গেল, দম আটকে মারা যাবে সে। ঘূর্ণির ঝাপটায় ঘোড়ার দড়ি ফস্কে গেছে ওর হাত থেকে। চোখে এতো বালি ঢুকেছে যে দু'হাত দিয়ে এখন চোখ ডলছে। দেখতে পাচ্ছে না কিছু। চারপাশে শুধু বাতাসের শোঁ-শোঁ আওয়াজ। এতো জোরে যে মনে হচ্ছে কানের পর্দা ফেটে যাবে। ফিতে ছিঁড়ে মাথা থেকে উড়ে চলে গেল হ্যাট। দীর্ঘ চুল পতাকার মতো উড়তে শুরু করল।

বাঁশ পাতার মতো কাঁপছে তান্না। এক হাতে হাতড়ে দেখল। ঘোড়াটা কোথাও নেই। বাতাসে ওড়া ধুলো বালি, ঝোপ ঝাড়, ভাঙা ডাল আর ছোট ছোট পাথর ছাড়া কিছু যেন নেই পৃথিবীতে।

ঘুরছে বাতাস পাক খেয়ে। তান্নার কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে যেতে শুরু করল। বাতাসের প্রকোপে উড়ে গেল প্রায় তান্না। দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, পড়ে গেল বালিতে। ঢাল বেয়ে গড়াতে শুরু করল দেহটা, থামল সমতলে পৌঁছে।

সামনেই আবছা একটা কালো আকৃতি দেখতে পেল তান্না। ঘোড়াটা মনে করে হাত বাড়াল।

ঘোড়া নয়।

ঝড়ে শেকড় উপড়ানো একটা আয়রন উড গাছ। প্রচণ্ড জোরে তান্নার মাথায় বাড়ি লাগাল গাছটার ডাল। চোখের সামনে তীব্র আলোর ঝিলিক দেখল তান্না। ব্যথায় মনে হলো মারা যাবে। আর্তচিৎকার করে উঠল, নিজেই শুনতে পেল না। বাতাসের তলায় আওয়াজ চাপা পড়ে গেছে।

মুখে রক্তের স্বাদ পেল। মাথা থেকে কুলকুল করে রক্ত নামছে।

আর কিছু ও বলতে পারবে না। অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ।

বালির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকল তান্না, ওর নিচ থেকে বাতাসের কারণে সরে যাচ্ছে বালি। গাছটা গড়াতে গড়াতে দূরে সরে গেল। নড়ল না তান্না।

বালিতে উজ্জ্বল লাল রক্তের দাগ। মাত্র কয়েক মুহূর্ত, তারপরই বালির নিচে দাগগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। তান্নার দেহের ওপর এখন জমছে বালির স্তর। ঝড় শীঘ্রি বন্ধ না হলে জীবন্ত সমাধি হয়ে যাবে ওর।

*

দিনের আলো ফোটার পর কমল মরু-ঝড়। রাতে গায়ের ওপর জমা স্তূপিকৃত বালি সরিয়ে উঠে বসল বেনন। বালিতে সব কিচকিচ করছে। কাপড়, অস্ত্র এমনকি ক্যান্টিনের বন্ধ মুখের ভেতরও বালি ঢুকে বসে আছে। বেননের দেখাদেখি উঠে দাঁড়াল ঘোড়াটা। ধুলো ধূসরিত অবস্থা ওটার, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরীর আর মাথা নেড়ে ধুলো ঝাড়ল।

ভোরের মৃদু আলোয় চারপাশে তাকাল। আশপাশটা একেবারেই বদলে গেছে প্রবল ঝড়ে। কানের ভেতর বালি ঢুকে আছে, তবু বাতাসের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল, বেগ অনেক কমেছে। আগের মতো আর পিন ফোটানোর অনুভূতি হচ্ছে না উড়ন্ত বালির আঘাতে। থামছে রুদ্র ঝড়।

ক্যান্টিন খুলে মুখে পানি দিয়ে কুলি করে কাদা বের করে ফেলল বেনন। হ্যাটের ক্রাউন উল্টো করে তাতে পানি ঢেলে ঘোড়াটাকে খাওয়াল। ওয়ার ব্যাগ উঁচু করে দেখল ক্ষতটার কি অবস্থা। দেখল রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেছে। বালির কারণে ক্ষতটা

কেমন বোঝা গেল না। সম্ভবত বালির কারণেই সহজে জমাট বেঁধেছে রক্ত। ঘোড়াটাকে ক্ষতর কারণে বিন্দু মাত্র বিচলিত মনে হলো না। তবে পেছনের পা সাবধানে নাড়ছে। বেনন স্যাডলে ওঠায় জন্তুটা কোন আপত্তি জানাল না।

স্টিরাপে দাঁড়িয়ে চারপাশের মরুভূমিতে নজর বুলাল বেনন। বাতাসে এখনও প্রচুর বালি ভাসছে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না ঈগল বেন্ডের দিকের পাহাড় শ্রেণী, কিন্তু ও জানে ওদিকেই আছে পাহাড়। পথ ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। কালো একটা আবছা আকৃতি পাহাড়ের অস্তিত্ব জাহির করছে।

অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে অপেক্ষা করে চারপাশে কেউ নেই নিশ্চিত হলো বেনন। জনপ্রাণীর চিহ্ন মাত্র নেই ধূসর মরুভূমিতে।

সতর্কতায় কোন ঢিল দেবে না ঠিক করেছে বেনন। নিজেকে চোখ টিপে লাভ নেই। স্যান্ডার্স এবং তার লোকরা হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাবে এটা আশা করা বোকামি হবে। হয়তো ওরই মতো আশ্রয় নিয়েছে রাতে, এখনও নড়াচড়া শুরু করেনি। মরুভূমি নতুন করে বদলে যাওয়ায় তারা এখন কোথায় আছে ধারণা করার উপায় নেই। বলা যায় না, হয়তো সামনের বালির ঢিবির ওপাশেই আছে তারা, এক শো গজ দূরে!

ভ্রূ কুঁচকে ভাবল বেনন। ও যদি স্যান্ডার্স হতো আর জানত বেনন কোথায় যাচ্ছে, তাহলে বালির ঢিবির এই দুর্গম রাজ্যে বেননকে ধরার চেষ্টা করত না ও, মরুভূমি যেখানে শেষ সেখানে বেননকে ধরার জন্যে লোক রেখে অপেক্ষা করত। সেটাই বুদ্ধিমত্তার কাজ। বেননকে মরুভূমি পেরোতেই হবে। তারপর তাকে ঘিরে ফেলে নিজের ইচ্ছে মতো পরিচালিত করতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় স্যান্ডার্সের মতো অভিজ্ঞ লোকের।

স্যান্ডার্স কি করবে জানে না বেনন। আপাতত জানার

প্রয়োজন আছে বলেও মনে করে না। আসল কথা হচ্ছে এখন এই মরুভূমি পার হয়ে পাহাড় শ্রেণীর কাছে পৌঁছানো। সরাসরি পাহাড়ের দিকে যাবে, ঠিক করল বেনন। ওখানে গিয়ে পাউডারহর্নের অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার পর পরিকল্পনা করা যাবে কি করা যায়।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে যেতে আর দেরি করল না ও, ঘোড়ার পেটে স্পার ছুঁইয়ে রওনা হয়ে গেল। একের পর এক বালির ঢিবি পার হয়ে এগিয়ে চলল করডিয়ারাস পাহাড় শ্রেণীর দিকে।

*

দম আটকে আসছে, জ্ঞান ফিরে আসতে বুঝল তান্না। আলগা বালুতে হাতের ভর দিয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করল।

শরীরে শক্তি নেই। চেতনাও পুরোপুরি ফেরেনি। যা করছে আবছা চেতনায় করতে চাইছে, সফল হচ্ছে না শারীরিক দুর্বলতার কারণে। ঘন ঘন কয়েকবার শ্বাস নিয়ে দৃষ্টি পরিষ্কার করতে চেষ্টা করল। ঘুরে উঠল মাথা। কাত হয়ে শুলো, যাতে একদিকের গাল বালিতে থাকে। এভাবে শ্বাস নিতে অসুবিধে হচ্ছে না। টের পেল মুখের এক পাশ শুকনো রক্তে ঢাকা পড়ে গেছে। বালি আর ঘাসের টুকরো রক্তের সঙ্গে মিশে একটা চাপড়া তৈরি করেছে।

অজান্তেই গোঙানি বেরিয়ে এলো ওর গলা দিয়ে। হাত দিয়ে থাবড়া মারল বালিতে, কেন তা নিজেও বলতে পারবে না। হতাশার বহিঃপ্রকাশ। হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করে পিছলে পড়ে গেল। এবার জোরে গুঙিয়ে উঠল শরীরের ব্যথায়।

আস্তে আস্তে চোখ মেলল, চোখ ধাঁধিয়ে গেল সূর্যের তীব্র আলোকচ্ছটায়। মনে হচ্ছে ব্যথায় আবার চেতনা হারাবে। জোর করে নিজেকে চেতন রাখতে চেষ্টা করল তান্না, মনে করার চেষ্টা করল কি হয়েছিল ওর। মাথার ভেতর যেন হাতুড়ির বাড়ি মারছে

কেউ। অসহ্য দপদপে ব্যথা। মাথা যেন ছিঁড়ে পড়বে। মুখের এক পাশ ফুলে গেছে। অবশ লাগছে ওদিকটা। হাত পায়ের আঙুল নেড়ে দেখল। নাড়তে পারছে। বুঝতে পারল মাথার আঘাতটা ছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি। মুখের ভেতর রক্তের নোনতা স্বাদ। মাথাটা সামান্য নেড়ে সামনের দিকে তাকাল ও। কি যেন একটা দাঁড়িয়ে আছে বালির ওপর। ওটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। শেকড় উপড়ানো একটা আয়রন উড গাছ। সূর্যের আলোয় গরম হয়ে ওঠা বালির ঢিবির গায়ে হেলান দিয়ে পড়ে আছে।

কি ঘটেছিল এবার মনে পড়ল তান্নার।

বেননের নির্দেশ না শুনে ওরো গ্র্যান্ডের বদলে অনুসরণ করতে যায় ও। তারপর বালি ঝড় শুরু হলো। ঘোড়া হারিয়ে গেল। আয়রন উড গাছটা মাথায় বাড়ি দেয়ায় জ্ঞান হারাল ও। বুঝতে পারল, ভাগ্যে যা-ই থাকুক না কেন সেটা ওর নিজের কারণেই ঘটবে। কথাটা ভেবে ভাল লাগল না তান্নার। মাথার ওপর আরও একটা বোঝা চেপে গেল যেন। তবু সান্ত্বনা যে নিজের দোষ স্বীকার করতে পারছে, চিন্তাধারা এখনও যৌক্তিক। মাথার আঘাতটা নিশ্চয়ই খুব খারাপ নয়, মনকে বোঝাল। কোথায় আছে জানার পর একটু ভালও বোধ হচ্ছে এখন। শরীরে ব্যথা, পিপাসা লেগেছে খুব, তবুও ভাল লাগছে আগের চেয়ে।

তান্না বলতে পারবে না কতোক্ষণ পর ও উঠে বসার চেষ্টা করল। কয়েকবার চেষ্টার পর সফল হলো ও। হাত চোখের সামনে তুলে দূরে তাকাল। ঝড়ের সময় হ্যাট গায়েব হয়ে গেছে। এবার মনে পড়ল ঘোড়াটাও নেই, সমস্ত খাবার আর পানি সহ লে গেছে ওটা। ছোট্ট একটা ·৩১ ক্যালিবারের রিভলভার ছাড়া নো এই নির্জন এলাকায় অস্ত্র বলতে আর কিছু নেই ওর কাছে।

না আছে। বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষাটা আছে। জানে এই

এলাকা থেকে যে করে হোক সরে যেতে হবে। পানি দরকার। খাবার দরকার। বিশ্রাম দরকার।

বসা যথেষ্ট কঠিন ছিল, কিন্তু উঠে দাঁড়ানো যেন চাঁদ ছোঁয়ার মতো অসম্ভব। পাঁচবার চেষ্টার পর দু'পায়ে দাঁড়াতে পারল তান্না।

চারপাশে ঢেউ খেলানো বালির সমুদ্র। কিছুই চেনার উপায় নেই। চিহ্ন নেই কোন। তীব্র তাপের কারণে কাঁপছে বাতাস, দূরে দেখা যায় না স্পষ্ট।

সূর্যটা আকাশের মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে। কোন্‌টা কোন্‌ দিক তা বোঝার কোন উপায় নেই। চিন্তা ভাবনার জন্যে আবার বসল তান্না।

বিশ মিনিট পর সিদ্ধান্ত নিল, এখান থেকে সরে যাবে। ডান দিকে চলল ও। আশা করছে ওটাই উত্তর দিক। অনুমান সত্যি হলে ডেল রিয়ো আর ওরো গ্র্যান্ডের ট্রেইলের দেখা পাবে ও।

যদি ভুল করে থাকে, তাহলে...

মরুভূমি বিস্তীর্ণ, নির্জন, বুনো, ভয়ঙ্কর, কঠিন। কারও সঙ্গে এখানে দেখা হবে সে আশা দুরাশা মাত্র।

টলতে টলতে ঢাল বেয়ে নামছে তান্না। পা ফস্কে পড়ে গেল। গড়াতে শুরু করল দেহটা, ঢালের নিচে চলে এলো। গায়ের ওপর এসে পড়ল ছোট ছোট নুড়ি আর এক রাশ বালি, প্রায় কবর হয়ে গেল।

আতঙ্কে দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে তান্না, ফোঁপাচ্ছে। মনের জোর একত্রিত করে গা থেকে আবর্জনা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে চলল বালির ঢিবিগুলোর মাঝ দিয়ে পথ করে।

ও জানে না যেদিকে চলেছে সেদিকে বালির সাগর ছাড়া আর কিছু নেই। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে হেঁটে চলল তান্না।

পাঁচ

পাউডারহর্ন উপত্যকা

বিখ্যাত রেমিংটন রোলিং ব্লক ব্রীচ নিয়ে কাজ করে না ব্যাগলে আজ বেশ কয়েকবছর হলো। ফোর্ট ল্যারামিতে থাকার সময় বাফেলো শিকারী আর ট্র্যাপারদের অনেক রাইফেল মেরামত করে দিয়েছে ও। ওদিকে এ জিনিস না থাকলে যে কেউ অসহায় বোধ করবে। ভালুকের বা তেড়ে আসা বাফেলোর আক্রমণ থমকে দিতে এ জিনিসের জুড়ি নেই। সিঙ্গল শট। রেঞ্জ প্রায় এক মাইল।

যে কেবিনে ব্যাগলেকে বন্দি করে রাখা হয়েছে তার ভেতর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির কোন অভাব নেই। যা যা দরকার হতে পারে সবই দেয়া হয়েছে। রাঁদা, ফাইল, টেপ, ডাইস, ছোট-বড় বেশ কয়েকটা রাইফেলের নল, ইস্পাত কাটার বিশেষ করাত, ক্যালিপার, অ্যাসিড, আর ম্যাগনেসিয়াম পাউডার—সব।

ম্যাগনেসিয়াম পাউডার ফটোগ্রাফাররাও ব্যবহার করে উজ্জ্বল আলো আর তাপের কারণে।

ব্যাগলেকে কেউ বিরক্ত করে না তার কাজে। সাধারণত আসে না গ্রিফিন তদারকি করতে, কিন্তু সেদিন এলো। দেখতে এসেছে কাজ কতদূর এগোল।

ব্যাগলে ব্রীচ ব্লকের ওপর কাজ করছিল নিবিষ্ট মনে। একবার মাথা তুলে দেখল সামনে এসে দাঁড়িয়েছে গ্রিফিন।

'কতো ইঞ্চি ব্যারেল লাগাবে ওই ব্রীচের সঙ্গে?' কড়া সুরে জিজ্ঞেস করল পঙ্গু রাজনীতিবিদ।

কিছুক্ষণ চুপ করে লোকটার চোখে চেয়ে থাকল ব্যাগলে, তারপর বলল, 'তিরিশ ইঞ্চি ব্যারেলে কাজ চলবে তোমার?'

'না।' প্রায় ধমকে উঠল গ্রিফিন। 'দূরে গুলি করব। অন্তত বত্রিশ ইঞ্চি লাগবে।'

লোকটাকে বাজিয়ে দেখছিল ব্যাগলে। এখন বুঝতে পারল গ্রিফিন অস্ত্রের ব্যবহার জানে। যা ভেবেছিল তা করা যাবে না। রাইফেলটা এমন ভাবে বানানো যাবে না যাতে ঠিক মতো কাজ না করে ওটা।

'আমি তো ঠিক করে রেখেছি তেত্রিশ আর আটত্রিশ ইঞ্চি ব্যারেলের জন্যে ব্রীচটা ঠিক করব,' বলল ব্যাগলে।

'গ্রূভ কয়টা?'

'আট বা দশ। কি ধরনের বুলেট তৈরি করব তার ওপর নির্ভর করবে।'

'ল্যান্ড্স্?'

'গ্রূভ কয়টা তার ওপর। বুলেটের চেহারা কেমন হবে তার ওপর সব নির্ভর করছে।'

ব্যাগলের ওয়ার্ক বেঞ্চে রাখা স্কেচের দিকে তাকাল গ্রিফিন। একটা গুলির স্কেচ আঙুল দিয়ে দেখাল। সাধারণ বুলেট আর বল বুলেটের মাঝামাঝি ওটার চেহারা।

'কি ওটা?'

'আমার তৈরি।' অজান্তেই ব্যাগলের কণ্ঠস্বরে গর্ব ফুটে উঠল। 'নাক বোঁচা। কিন্তু ব্যারেল দীর্ঘ হলে গতি নিয়ে চিন্তা না করে আঘাত করার ক্ষমতা নিয়ে ভাবা দরকার, সেটা ভেবেই ওই বুলেট এঁকেছি। ঝোপের মাঝ দিয়ে দ্রুতগতি ট্রেইনের মতো ছুটবে ওই

বুলেট। নতুন কারবাইনগুলোর গুলি যেমন ডালে লাগলে থেমে যায় এটা তেমন হবে না, ডাল গুঁড়ো করে নিজের পথে এগিয়ে যাবে।'

তীক্ষ্ণ চোখে ব্যাগলেকে কিছুক্ষণ দেখল গ্রিফিন, তারপর বলল, 'আমি তাহলে ঠিকই শুনেছি। অস্ত্রের মিস্ত্রি হিসেবে রীতিমতো ভাল তুমি।'

ভ্রূ কুঁচকাল ব্যাগলে। 'তুমিও তো অস্ত্র সম্বন্ধে কম জানো মনে হচ্ছে না। আমার মনে প্রশ্ন যেটা জেগেছে সেটা হলো নিজে এতো জানার পরও আমাকে দিয়ে অস্ত্রটা তৈরি করাতে হচ্ছে কেন তোমাকে? সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসই আছে তোমার কাছে। নিজে না বানালেও যে কোন গানস্মিথকে দিয়ে অস্ত্রটা বানিয়ে নিতে পারতে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল গ্রিফিন, ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল আবছা হাসির রেখা।

'এ অস্ত্র শুধু তোমারই তৈরি করা মানায়, ব্যাগলে।'

'কেন?'

'পরে বুঝবে। এখন মন দিয়ে কাজ করে যাও। ব্যবহার করার আগে জিনিসটা কেমন হলো সেটা আমি পরীক্ষা করে দেখব।' খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দরজার কাছে চলে গেল গ্রিফিন, গার্ডের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'আরেকটা কথা, ব্যাগলে, তুমি নিশ্চই ভাল করেই জানো যে রেমিংটন রোলিং ব্লক ব্রীচ কোনভাবেই ফাটানো যায় না, যতো বেশি বারুদই ব্যবহার করা হোক না কেন।'

নড করল ব্যাগলে।

'মনে হলো কথাটা তোমাকে মনে করিয়ে দেয়া উচিত, খামোকা তুমি গুলির ভেতর বেশি বারুদ ভরে সময় নষ্ট করবে না তাহলে। জানোই তো যতো বারুদই ভরো আমার মুখের সামনে ফাটবে না রেমিংটন রোলিং ব্লকের ব্রীচ।'

'আমি ব্রীচ ফাটানোর চেষ্টা করব এটা তোমার ভুল ধারণা,' মিথ্যে বলল ব্যাগলে নির্বিকার চেহারায়। 'তুমি বলার আগে পর্যন্ত ধারণাটা আমার মাথাতেই আসেনি।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ব্যাগলের চোখে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল গ্রিফিন। দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল ব্যাগলে, 'বেনন আর তান্নার সঙ্গে কখন আমার দেখা হবে?'

পঙ্গু র‍্যাঞ্চার জবাব না দিয়ে চলে গেল। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। কাঠের আড়া ফেলে দরজা আটকে দেয়া হয়েছে, আওয়াজে বুঝল ব্যাগলে। নিচু স্বরে গ্রিফিনকে অভিশাপ দিল, তারপর, ব্রীচ ব্লকের ওপর কাজ শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল ও, কাঁচের জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। উঠান পেরিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে যাচ্ছে গ্রিফিন খোঁড়াতে খোঁড়াতে। প্রহরী কেবিনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে সিগারেট ফুঁকছে, তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে।

আবার ওয়ার্ক বেঞ্চের কাছে ফিরে এলো ও, উবু হয়ে বেঞ্চের নিচে হাত ঢুকিয়ে গোপন কুঠুরি থেকে একটা নীলচে-কালো পিস্তলের নল বের করল।

নলটা আট ইঞ্চি দীর্ঘ। এমন ভাবে রাইফেলিং করা হয়েছে যে ·৫০ ক্যালিবারের বুলেট ছোঁড়া যাবে। এক ধারে খাঁজ কেটে রেখেছে, ওখানে বসবে হাতল। সাধারণ একটা হাতল। অতি সাধারণ ব্রীচ ব্লক বলা যায়। তার চেয়েও সহজ একটা ফায়ারিং মেকানিজম থাকবে অস্ত্রটায়। কাজ শেষ হওয়ার পর অস্ত্রটাকে লোহার তৈরি একটা কলার মতো দেখাবে।

চমৎকার এঁটে যাবে ওটা ওর বুটের ভেতর। একটা মাত্র গুলি করা যাবে, কিন্তু ওর যা পরিকল্পনা তাতে ওই একটা গুলিই যথেষ্ট হওয়া উচিত।

*

বেনন যা ভেবেছিল তার তুলনায় করডিয়ারাস্ অনেক বেশি রুক্ষ বন্য আর দুর্গম। বিস্তৃত মরুভূমি পার হতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওর ঘোড়াটা। বেনন বুঝতে পারছে শীঘ্রি ওটাকে বিশ্রাম দিতে হবে।

বিশ্রাম ওরও দরকার। তাই বলে সময় নষ্ট করা চলবে না। গ্রিফিন যদিও কোন সময় বেঁধে দেয়নি, তবু যতো তাড়াতাড়ি পাউডারহর্নে যাওয়া যায় ততোই ভাল। লোকটা হতাশ হয়ে পড়লে ব্যাগলের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে। সেটা হতে দেয়া যায় না। তান্নার কথা ভাবল বেনন। মাথা থেকে একটা বোঝা নেমে গেছে। মেয়েটা এখন নিশ্চয়ই নিরাপদ জায়গায় আছে, ওরো গ্র্যান্ড থেকে অস্টিনের ট্রেইন ধরবে। ব্যাগলেকে উদ্ধার করতে এখন পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারবে ও।

এতোদিনে নিশ্চয়ই ব্যাগলের ক্ষতটা সেরে গেছে। ওর সুস্থতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওকে নিয়ে পালাবার কোন সুযোগ যদি ঘটে তাহলে সে চেষ্টাই ও করবে; জানে বেনন। সেজন্যেই আগে হাজির হয়ে এলাকাটা ভাল করে চিনে নিতে চাইছে। সরাসরি গিয়ে ধরা দিয়ে বন্দি হয়ে তারপর চারপাশ দেখার চেষ্টা করার পক্ষপাতী নয় ও।

একটা ডোবার ধারে থামল বেনন। পানিতে ভাসছে মরা গুবরে পোকা আর নানা ময়লা। ঘোড়াটা যদিও বেশ তৃপ্তি করেই ওই পানি খেল। সেটা দেখে বেননের মনে হলো দেখতে যেমনই হোক, পানি নিশ্চয়ই যথেষ্ট মিষ্টি, নইলে খেতো না ওটা। কিছুটা পানি কেতলিতে গরম করে নিয়ে ক্যান্টিনে ভরে রাখল ও ভবিষ্যতের জন্যে। সামান্য কফি তৈরি করল, খেয়ে নিল এক ক্যান বীন, তারপর নিভিয়ে দিল ছোট করে জ্বালা আগুন।

পুরানো একটা শার্ট আর পানি ব্যবহার করে ঘোড়াটার গা মুছল ও। নিজেও স্পঞ্জ করে নিল এই সুযোগে। কাপড় খুলে বালি ঝেড়ে পরে নিল আবার। সময় নিয়ে একটা একটা করে অস্ত্র খুলে পরীক্ষা করল, বালি দূর করল ওগুলো থেকে। হাতের কাছে সবসময় থাকল একটা না একটা গুলি ভরা অস্ত্র।

বিশ্রাম নেয়া হতে ঘোড়ায় চেপে এগোল আবার টিলার মাঝ দিয়ে পথ করে। একটা টিলার চূড়োর নিচে থামল। চাইছে না আকাশের পটভূমিতে স্পষ্ট দেখা যাক ওকে। পেছনের ট্রেইলে নজর রাখল কিছুক্ষণ, মরুভূমি তপ্ত বাতাসের কারণে নাচছে, আবছা দেখাচ্ছে সবকিছু। ওদিকে কোন নড়াচড়া নেই। পায়ে হেঁটে টিলার চূড়োয় উঠল ও, রশি ধরে ঘোড়াটাকেও টেনে আনল। বোল্ডারের একটা স্তূপের পেছনে অবস্থান নিয়ে সাবধানে তাকাল সামনে।

বহুদূর পর্যন্ত একের পর এক রুক্ষ টিলা—সেই দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। উঁচু দুটো টিলার মাঝখান দিয়ে দেখতে পেল রুপোলি একটা ঝিলিক। পানি। ওটাই নিশ্চয়ই ঈগ্‌ল্‌স্‌ বেন্ড। ঠিক ট্রেইলেই আছে ও। চোখের সামনে হাত রেখে চারপাশটা ভাল করে দেখল বেনন। দূরের একটা পাহাড়ের ওপর দৃষ্টি আটকে গেল। কি যেন নড়েছে ওখানে। বিনোকিউলার বের করে জায়গাটায় ফোকাস করল বেনন, ধীরে ধীরে ওর ঠোঁটে ফুটে উঠল সমঝদারের হাসি।

পাহাড়ের সমতল মাথায় চরে বেড়াচ্ছে এক দল গরু। খুব ধীরে বিনোকিউলার ঘোরাল। গরুগুলোর পেছনে গাছের ভেতর একজন রাইডারকে দেখতে পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে ওর। নিশ্চিত হবার উপায় নেই। গাছ ওখানে অত্যন্ত ঘন। প্রথম টিলাটার পরে মাথা তুলেছে আরেকটা টিলা, সেসব পার হয়ে তাপ তরঙ্গের মাঝ

দিয়ে বিনোকিউলারে দেখতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর। ঘাসে ছাওয়া একটা ঢালে স্থির হলো বিনোকিউলার। আরেকটু সরল। একটা কুঁড়ের ওপর স্থির হলো। সন্দেহ নেই কুঁড়েটা রেঞ্জের প্রান্তের কোন লাইন-ক্যাম্প।

গম্ভীর চেহারায় ভাবল বেনন, শেষ পর্যন্ত পাউডারহর্ন উপত্যকায় পৌঁছুতে পেরেছে ও।

*

মরুভূমির সূর্যটা যেন জ্বলন্ত একটা কুণ্ড, তীব্র তাপ ছড়াচ্ছে চারপাশে। তপ্ত করে তুলছে সবকিছু। আকাশের নীল এতোই উজ্জ্বল যে মনে হয় বাস্তবে এমন রং হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। মেঘগুলোর গায়ে নানা রঙের ছোঁয়া। ঔজ্জ্বল্যের কারণে তাকানো যায় না।

তান্নার মনে হলো কোনদিন কেউ এই মরুভূমিতে আগে আসেনি। আসবেও না কেউ। মনে হলো দোজখের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে ও পায়ে হেঁটে।

সোজা পথে চলতে পারছে না। টলছে ও। চোখে ঝাপসা দেখছে। এগিয়ে চলেছে তবু। পেছনে কোন পদচিহ্ন রেখে যাচ্ছে না। বালি এতোই ফক্কা যে কয়েক সেকেন্ডের বেশি পায়ের আকৃতি ধারণ করে থাকতে পারছে না, উড়ে যাচ্ছে এদিক ওদিক।

ফুলে গেছে তান্নার ঠোঁট, ফেটে গেছে। শুকনো রক্তের চাপড়া পড়ে বুজে এসেছে ঠোঁটের ফাঁক। স্কার্টের নিচের অংশ ছিঁড়ে ঘোমটা দেয়ার পরও মাথার তালু যেন সেদ্ধ হচ্ছে। কুঁচকে আছে চোখ, বালিতে কিচকিচ করছে। মুখের চামড়ায় ফোস্কা পড়ছে গরমে, ফেটে যাচ্ছে। হাত থেকে এখনও গ্লাভ্‌স্‌ খোলেনি তান্না। শার্টের হাতা নামিয়ে কব্জিতে বোতাম এঁটে রেখেছে যেন হাত দুটো পুড়ে না যায়।

ভোগান্তির শেষ নেই। খিদেয় জ্বলছে পেট। সেই সঙ্গে তৃষ্ণা। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে, ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে।

বালি-ঝড় থামার পর কতোদূর এসেছে জানে না তান্না। জানে না আজ কি বার, কতো তারিখ। জ্ঞান ফেরার পর থেকে হাঁটছে ও। মনে পড়ল, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা দুটো রাত কাটিয়েছে মরুভূমিতে। আকাশে চাঁদ ছিল। মনে করতে পারছে না বেনন চাঁদ ডান কাঁধের ওপর রেখে এগোতে বলেছিল নাকি বাম কাঁধের ওপর। কিছু যায় আসে না এখন। দিনের বেলায় শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখে হাঁটার সাধ্য আর নেই ওর। বারবার চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। পড়ে যেতে হয় বারবার। মাঝে মাঝে ভুলে যাচ্ছে কোথা থেকে এসেছিল, যাচ্ছেই বা কোথায়, কি কাজে।

কখনও কখনও রাতে আবার মনেও পড়ে সব। অসহায় লাগে তখন।

তৃতীয় দিন বিকেলে তান্না বুঝল বাঁচার কোন আশা নেই। কিছুতেই এই বিস্তৃত মরুভূমি পার হতে পারবে না।

তবুও হাঁটছে। টলছে। হোঁচট খেয়ে এগিয়ে চলেছে। একটা কথাই ওর জ্বরগ্রস্ত মাথায় আছে: এক পায়ের পেছনে আরেক পা ফেলতে হবে।

কখন পড়ে গেছে বলতে পারবে না। মুখে গরম বালি ঢুকে যাওয়ায় কাশল ও। থুতু ফেলতে চেষ্টা করল, কিছু বের হলো না। শরীরে খুব ব্যথা। চামড়া পুড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। ফোস্কা পড়েছে। তীব্র উজ্জ্বল আলোয় চোখ কুঁচকে দেখার চেষ্টা করল। ঢোক গিলতে চাইল, কাঠ-শুকনো গলায় একটা পিণ্ড জমে আছে যেন, ঢোক গিলতে পারল না। হামাগুড়ি দিয়ে সামনে বাড়ল। ডেনিমের ট্রাউজারের হাঁটুর কাছে সুতো বের হয়ে গেছে, কিছুক্ষণ এভাবে এগোলে কাপড় ছিঁড়ে ফুটো হয়ে যাবে।

হাত-পা নড়ছে স্বয়ংক্রিয় ভাবে। অনেকক্ষণ এভাবে এগোল, তারপর শক্তি হারাল হাত দুটো, দেহের ভর রাখতে পারল না। বালিতে মুখ থুবড়ে পড়ল তান্না। হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠতে চাইল; পিছলে গেল হাঁটু, কয়েকবার নড়ে স্থির হয়ে গেল পা দুটো।

জ্বলন্ত চুলোর মতো তাপ ছড়াচ্ছে মরুর সূর্য।

ওর কয়েক হাত সামনেই মরুর গায়ে দুটো গভীর সরল রেখা। দেখেও দেখল না তান্না। ও জানে না ওগুলো ওয়্যাগনের চাকার দাগ।

*

খোঁড়াতে খোঁড়াতে অফিসের ভেতর পায়চারি করছিল ট্রিসট্রাম গ্রিফিন, কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে হাঁটার পর রুপোর হাতল লাগানো লাঠিটায় ভর দিয়ে জানালার সামনে দাঁড়াল। উঠান দেখা যাচ্ছে।

এক দল অশ্বারোহী খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে করালের সামনে ধুলো উড়িয়ে থামল। লোকগুলোকে দেখে রাগে চেহারা বিকৃত হয়ে গেল গ্রিফিনের, লাঠি দিয়ে আহত পায়ে বাড়ি মারল জোরে। ব্যথা টেরও পেল না এতোই বেশি মনোযোগ অন্যদিকে।

বারান্দার দিকের দরজা খুলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এলো সে অফিস থেকে। বারান্দার কিনারায় দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল। তিনজন লোক পায়ে হেঁটে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে আসছে। ধুলোয় মোড়া তাদের অবস্থা। চেহারায় দ্বিধার সুস্পষ্ট ছাপ। ছয়জন গিয়েছিল স্যান্ডার্সের নেতৃত্বে বেননকে ধরে আনতে, ফিরেছে স্যান্ডার্স সহ মাত্র তিনজন।

জিজ্ঞেস না করেও বুঝতে পারল গ্রিফিন, তিনজনকে খতম করে দিয়েছে বেনন। চোখ গরম করে তাকাল সে স্যান্ডার্সের দিকে। বারান্দার কয়েক ফুটের মধ্যে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে লোকগুলো।

'খুলে বলো,' অস্বাভাবিক নরম গলায় বলল গ্রিফিন, 'সামনে এসে দাঁড়াও, তারপর বলো।'

স্যান্ডার্সের মনে আছে লাঠির বাড়ির কথা, এমন ভাব করল যেন কথাটা সে শোনেনি।

'ও আগেই আমাদের দেখে ফেলেছিল, মিস্টার গ্রিফিন। পালাতে চেষ্টা করে। তারপর অ্যাম্বুশ করল। কয়েকটা ছেলে মারা গেছে। কপাল ভাল ছিল বেননের। বালি-ঝড় শুরু হলো, ওকে হারিয়ে ফেললাম আমরা। এমন ঝড় যে হাত মুখের কাছে নিয়ে এলেও দেখা যায় না। বাতাসের তীব্রতায় ঘোড়া থেকে নেমে জন্তুগুলোর পেছনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম।'

'এক কথায় বলতে গেলে তোমাদের হাত ফস্কে বেরিয়ে গেছে বেনন, এই তো?'

নড করল স্যান্ডার্স। 'তবে কোলি ওর দেখা পেয়েছিল। কোলির লাশটা আমরা দুটো বালির ঢিবির মাঝখানে খাদের মাঝে পেয়েছি। বুকে গুলি খেয়েছিল, বালিতে প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছিল দেহটা। ঝড়ের মধ্যে বেননকে খুঁজে পাবার কোন উপায় ছিল না আমাদের।'

'তারপর কি করলে তুমি?' শীতল স্বরে জানতে চাইল গ্রিফিন, চোখ আরও সরু হয়ে গেছে। 'দু'পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে এখানে ছুটে এলে?'

অপমানে রক্ত সরে যাওয়ায় ফ্যাকাসে হয়ে গেল স্যান্ডার্সের চেহারা। 'না। ঝড় থামার পর দু'দিন ওকে খুঁজেছি আমরা। কোন চিহ্ন চোখে পড়েনি। ভেবে দেখলাম সত্যি যদি সে বেঁচে থাকে তাহলে...

'বেঁচে সে আছে,' স্যান্ডার্সকে থামিয়ে দিয়ে বলল গ্রিফিন। 'অমন দু'দশটা ঝড় বেননকে শেষ করতে পারবে না।'

নড করল স্যান্ডার্স। 'হয়তো ঠিকই বলছ, মিস্টার গ্রিফিন। ভেবে দেখলাম সে করডিয়ারাসের দিকে আসবে। সেজন্যে আমরাও চলে এসে অপেক্ষা করলাম। কিন্তু হয় সে আগেই পাহাড় পেরিয়েছে, অথবা অন্য কোন দিক থেকে ঢুকেছে, ফলে আমাদের চোখে ধরা পড়েনি।'

'কেন তোমার মনে হচ্ছে বেনন করডিয়ারাস পেরিয়েছে?' উত্তেজনায় চাপা শোনাল গ্রিফিনের কণ্ঠ। আগের চেয়ে ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে।

'আসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। গতকাল দু'বার আমরা ইস্পাতের ঝিলিক দেখেছি। করডিয়ারাসের কাছে।' পাশের লোকটাকে দেখাল চোখের ইশারায়, 'টর্চ বলছে পাহাড় চুড়োয় কাঁচে আলো প্রতিফলিত হতে দেখেছে ও। আমার ধারণা বেনন পাউডারহর্ন খুঁজে পেয়েছে। এখন পাহাড়ে আছে, চারপাশ ভাল করে দেখে নিচ্ছে। হয়তো ব্যাগলেকে জোর করে মুক্ত করার পরিকল্পনাও করছে।'

'ওর সাধ্য নেই ব্যাগলেকে উদ্ধার করে,' আড়ষ্ট হাসল গ্রিফিন। 'তাহলে তোমার ধারণা কাঁচের প্রতিফলিত আলো ওর বিনোকিউলারের? ও জরিপ করছে চারপাশ?'

নড করল স্যান্ডার্স।

আস্তে করে মাথা দোলাল চিন্তিত গ্রিফিন।

'হুম্। তোমার কথা সঠিক হতে পারে। ব্যাগলের পাহারায় দ্বিগুন লোক লাগাও।' আকাশের দিকে তাকাল। 'সূর্য ডুবতে আর বেশি দেরি নেই। ঠিক আছে, বেনন আরও এক রাত থাকুক পাহাড়ে। কাল ভোরে প্রথম আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ে অন্তত তিনজনকে পাঠাবে।' গম্ভীর চেহারায় প্রতিবাদ করতে মুখ খোলা স্যান্ডার্সকে দেখল সে। 'না, স্যান্ডার্স, কথা বলে লাভ হবে

না। আমি জানি তোমরা তিনদিন ধরে মরুভূমিতে ছিলে, কিন্তু কিছু করার নেই, বেননের পিছনে যেতে হবে তোমাদের। আমি পাঠিয়েছিলাম বেননকে ধরে আনতে, খালি হাতে ফিরতে নয়। চরম ভাবে ব্যর্থ হয়েছ তোমরা। সে ক্ষতি এবার পুষিয়ে দেবে। আগামী ভোরে পাহাড়ে অবস্থান তো নেবেই, চিৎকার করে জানাতে থাকবে বিকেল পর্যন্ত এখানে আসার সময় আছে ওর হাতে, তারপর ব্যাগলেকে আমি করালের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে টার্গেট প্র্যাকটিস করব। আর জানাবে যে ব্যাগলেকে আমি কিছুতেই খুন করব না। হাত-পা হারাবে, কিন্তু মরবে না ব্যাগলে। এতো সহজে মরতে দেব না আমি ওকে। ভালয় ভালয় বেনন যদি ধরা না দেয় তাহলে বিকেলে ব্যাগলের হাঁটুতে গুলি করার মাধ্যমে কাজ শুরু করব আমি। পরদিন সকালে যাবে আরেক হাঁটু। এভাবে প্রতি বেলায় একটা করে অঙ্গ জখম করব। ব্যাগলেকে বাঁচাতে হলে দু'হাত মাথার ওপর তুলে নিরস্ত্র অবস্থায় ধরা দিতে হবে বেননকে, সেটা পরিষ্কার করে জানাবে।' উপস্থিত তিনজনের দিকে লাঠি তাক করল গ্রিফিন। 'বেননকে না নিয়ে তোমাদের যাতে ফিরতে না দেখি।'

রাগে টলতে টলতে ঘুরে দাঁড়াল গ্রিফিন, আহত পায়ে যতোটা সম্ভব দ্রুততার সঙ্গে ফিরে গেল অফিসে।

*

রাতে যে গুহার ভেতরে ঢুকে আশ্রয় নিয়েছিল সেটাতে এখনও শুয়ে আছে বেনন, চোখে বিনোকিউলার। পাউডারহর্ন উপত্যকায় র‍্যাঞ্চ হাউসটা দেখছে। আস্তে আস্তে কর্মব্যস্ততা শুরু হয়েছে ওখানে। লোকজন নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। মেক্সিকান মজুরদের যে কাঁটাতারের বেড়ার ভেতর রাখা হয় কয়েকজন সেটার গেট খুলছে।

গেটের দিকেই বেশি মনোযোগ বেননের, যদিও মজুরদের সঙ্গে ব্যাগলেকে দেখতে পেল না ও।

আবার রয়্যাঞ্চ হাউসের দিকে বিনোকিউলার ফেরাল। বাঙ্ক হাউস আর কুক শ্যাক দেখল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। কুক শ্যাকের ওপর অনেকক্ষণ স্থির থাকল ওর দৃষ্টি। লম্বা একটা টেবিলে বসে কাউবয় আর গানম্যানরা নাস্তা খাচ্ছে।

একটা মেক্সিকান মেয়ে উঠানে বেরিয়ে এলো, সঙ্গে একজন সশস্ত্র লোক পাহারা দিচ্ছে। বুড়ো কুক মেয়েটার হাতে খাবারের একটা ট্রে তুলে দিল। কয়েকটা ডিশ আর কফি পট। সতর্ক নজর রাখল বেনন। মেয়েটা উঠান পেরিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের পেছনে চলে গেল। সশস্ত্র লোকটা তার সঙ্গে সঙ্গে আছে। ওদের আর দেখা গেল না।

বুঝতে অসুবিধে হলো না যে ব্যাগলেকে র‍্যাঞ্চ হাউসের পেছনের কোন ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। মেয়েটা ওর জন্যে নাস্তা নিয়ে যাচ্ছে।

গুহা থেকে বের হতে গিয়ে থমকে যেতে হলো বেননকে।

কর্কশ একটা পুরুষ কণ্ঠ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো পাহাড়ী এলাকায়।

'রক বেনন!'

গুহাটা পাহাড়ের গায়ে, বেশ উঁচুতে। চোখে বিনোকিউলার লাগিয়ে নিচের এলাকাটা জরিপ করতে শুরু করল বেনন। লোকগুলোকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না। দু'জন। বেশ অনেক দূরে, তাকিয়ে আছে এই পাহাড়ের দিকে। একজন মুখের কাছে হাত গোল করে আবার চেঁচাল।

'আমরা জানি তুমি এখানে আছো, বেনন! তোমার বিনোকিউলারের কাঁচে সূর্যের আলোর প্রতিফলন দেখেছি আমরা।'

বিনোকিউলার চোখ থেকে নামিয়ে ফেলল বেনন। তারপর এখন আর লুকানো যাবে না বুঝে চোখে তুলল আবার।

'দুপুর শেষ হওয়া পর্যন্ত সময় আছে তোমার হাতে,' চেঁচাল লোকটা। 'দুপুর পর্যন্ত। ওই সময়ের মধ্যে তুমি ধরা না দিলে গ্রিফিন ব্যাগলের ওপর টার্গেট প্র্যাকটিস করবে। হাঁটু, হাত, কোমর, এসব জায়গায় গুলি করবে যাতে ব্যাগলে না মরে। শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?'

বিড়বিড় করে গাল বকল বেনন। ও জানে গ্রিফিন যা করবে বলেছে তা সত্যিই করবে। মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না উন্মাদ লোকটা। কিন্তু এখনও ওর এই এলাকাটা সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা হয়নি। এতো বড় এলাকা যে দুপুরের আগে হবেও না। ঠিক করল, অন্তত র‍্যাঞ্চ হাউসটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে।

বিনোকিউলার ঘুরিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে তাকাল বেনন, পর মুহূর্তে চমকে জমে গেল বরফের মতো। ওর গলায় এসে ঠেকেছে একটা রাইফেলের নল।

ছয়

বন্দি

'এক চুল নড়বে না, রক বেনন,' স্যান্ডার্সের কণ্ঠস্বর চাপা শোনাল।

এমন ভাব করল বেনন, যেন হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে, পরমুহূর্তে চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা ভারী

বিনোকিউলারটা ঘোরাল গায়ের জোরে। একই সঙ্গে বাম হাতের ধাক্কায় সরিয়ে দিল রাইফেলের নল।

পিছিয়ে যেতে চেষ্টা করল স্যান্ডার্স, কিন্তু যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে সরতে পারল না। মুখে আঘাত করল বিনোকিউলার। টলে উঠে পিছিয়ে গেল স্যান্ডার্স, পড়ে যাচ্ছে। এক হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। দেরি না করে তার পেটে সবুট লাথি মারল বেনন। ছিটকে পেছনে পড়ল গানম্যান, হাত থেকে খসে গেল রাইফেল। অস্ত্রটার ওপর ঝাঁপ দিল বেনন। সময় মতো পা বাড়িয়ে ওকে ল্যাং মেরে ফেলে দিল স্যান্ডার্স। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, হাত মুঠো করে এগোল পেশাদার মুষ্ঠিযোদ্ধাদের মতো। বেনন ওঠার আগেই ওর ঘাড়ের ওপর ঘুসি বসাল সে। পরমূহূর্তে পাশ থেকে চোয়ালের হাড়ে।

ব্যথায় ঘোঁৎ করে উঠল বেনন, ক্ষণিকের জন্যে চোখে কিছু দেখতে পেল না। ঝাঁকি দিয়ে দৃষ্টি পরিষ্কার করার ফাঁকে পেছনে কনুই চালালো ও। স্যান্ডার্সের গলায় লাগল আঘাতটা। টলতে টলতে পিছিয়ে গেল স্যান্ডার্স, কিন্তু তা মাত্র মুহূর্তের জন্যে। এগিয়ে এলো আবার, দু'হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল বেননের গলা।

রাইফেলটা হাতে পাওয়ার জন্যে ঝাঁপ দিল বেনন। গানম্যান গলা না ছাড়ায় এক পাশে পড়ে গেল কাত হয়ে। চিৎ হলো ও। পরক্ষণে স্যান্ডার্সের ঘুসি খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখল। আবছা ভাবে দেখতে পেল পিছিয়ে গিয়ে সবুট ওর মুখের ওপর লাফিয়ে পড়ছে স্যান্ডার্স।

দু'হাত তুলে বুটের আঘাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করল বেনন, শরীর গড়িয়ে দিল। সরতে পারল না যথেষ্ট দ্রুত। বুকের ওপর পড়ল স্যান্ডার্স। ভুস করে সমস্ত দম বের হয়ে গেল বেননের। ব্যথায় মনে হলো পাঁজরের হাড়গুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে বসল গানম্যান, তারপর দু'হাত বাড়াল

বেননের গলাটা টিপে ধরার জন্যে। হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারছে পেটে। বিকৃত চেহারাটা লক্ষ্য করে ঘুসি মারল মরিয়া বেনন। দ্বিতীয় ঘুসিটাও একই জায়গায় লাগাতে পারল। তৃতীয় ঘুসিটা মারার পর টের পেল গলার ওপর চাপ কমে গেছে।

মাথাটা পেছনে সরাল বেনন। স্যান্ডার্সের হাত দুটো গলা থেকে ছুটিয়ে নিল, তারপর পাঞ্চ করল গলায়। কাশতে শুরু করল স্যান্ডার্স, এক পাশে কাত হয়ে পড়ে গেল বেননের ওপর থেকে। লাফ দিয়ে উঠে বসল বেনন, গানম্যানকে সামলে নেয়ার সুযোগ না দিয়ে দড়াম করে এক ঘুসি বসিয়ে দিল নাকের ওপর।

চট করে মাথা তুলে গুহামুখের দিকে তাকাতে হলো ওকে। নিচের লোকদুটো ঘোড়া ছুটিয়ে দ্রুত উঠে আসছে, ধাবমান খুরের আওয়াজ পেয়েছে।

গুহামুখের দিকে দৌড় দিল বেনন, হাত বাড়াল মেঝে থেকে সিক্সগান তুলতে, তুলে নিল ওটা, তারপর দেখল ঘোড়া ছুটিয়ে গুহার ভেতরে ঢুকে পড়েছে প্রথম লোকটা। বেনন অস্ত্র তাক করার এক সেকেন্ডেরও কম সময় পর ঘোড়াটা ধাক্কা মারল ওকে, তারপর পাশ কাটিয়ে গুহার পেছনে গিয়ে থামল। লোকটার পাঁজরে লেগেছে গুলি। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার করে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। ততোক্ষণে দ্বিতীয় আরোহীও ঢুকে পড়েছে। বেননের মাথা লক্ষ্য সিক্সগানের নল নামিয়ে আনল সে।

মাথার পাশে প্রচণ্ড আঘাত পেল বেনন। হাত থেকে খসে যাওয়ার আগের মুহূর্তে ট্রিগারে আঙুলের চাপ লাগায় আপনাআপনি গুলি বেরিয়ে গেল। চার হাত-পায়ে বসে পড়েছে বেনন, মনের ওপর জোর খাটাতে চেষ্টা করল, যাতে জ্ঞান থাকে। ঠোঁটের কোণে রক্তের স্বাদ পেল। নাকেও বাড়ি লেগেছে। দরদর করে রক্ত পড়ছে নাকের ফুটো থেকে। দুনিয়াটা চরকির মতো

ঘুরছে। ঝাপসা লাগছে সব। খামচি মেরে মাটি আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করল, যেন দুনিয়াটা সহ উল্টে পড়ে যাওয়া ঠেকাতে চাইছে।

কে যেন শক্ত করে ওর চুলের মুঠি ধরে টান দিয়ে মাথাটা পেছনে নিয়ে গেল। লোহার মতো শক্ত মুঠির আঘাত লাগল চোয়ালে। চোখের সামনে অজস্র আলোর ঝিলিক দেখতে পেল বেনন, বিস্ফোরিত হচ্ছে। টেনে তোলা হলো ওকে, তারপর গুহার দেয়ালের গায়ে ধাক্কা মেরে ফেলা হলো। পেটে ঘুসি মারল কেউ। দু'ভাঁজ হয়ে গেল বেনন। এখন আর ব্যথা অনুভব করছে না, শুধু ঝাঁকি। চুলে টান দিয়ে মাথাটা সোজা করা হলো। আরেকটা ঘুসি মারা হলো ওর চোয়ালে। পরমুহূর্তে পেটে দ্বিতীয় ঘুসি লাগল।

হাতটা চুল ছেড়ে দিল। ধপ করে বালিময় মেঝেতে পড়ল বেনন, আধা অচেতন। সামনে ঝাপসা একটা আকৃতি দেখতে পেল, নড়ছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর চিনতেও পারল স্যান্ডার্সের রক্তাক্ত চেহারা।

পাহাড়ের মতো উঁচু মনে হচ্ছে সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখতে। জ্ঞান হারাল বেনন মাথায় সিক্সগানের নলের বাড়ি খেয়ে।

হিংস্র চেহারায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা বেননের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল স্যান্ডার্স, তারপর হোলস্টারে রাখল অস্ত্রটা। দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। পা তুলল বেননের মাথার পাশে লাথি মারার জন্যে।

'না, স্যান্ডার্স!' বলে উঠল অক্ষত রাইডার। 'তুমি ভাল করেই জানো গ্রিফিন ওকে জীবিত চায়।'

'হারামজাদা মারা গেলেই আমার বেশি ভাল লাগত,' নিজেকে সামলে নিয়ে বলল স্যান্ডার্স। 'চলো, এবার র‍্যাঞ্চে ফিরতে হবে হারামজাদাকে নিয়ে।' আহত রাইডারের দিকে তাকাল। 'কি

অবস্থা?’

‘ব্যথা!’ মুখ কুঁচকে জবাব দিল লোকটা। দাঁতে দাঁত চাপল। ঘামছে দরদর করে।

‘ঘোড়ায় চড়তে পারবে?’

‘পারব।’

‘ঠিক আছে।’

বেল্ট খুলে উবু হয়ে বেননের হাত পিছমোড়া করে বাঁধল স্যান্ডার্স। চামড়ার ফিতে শক্ত হয়ে এঁটে বসল বেননের কব্জিতে।

*

তান্নার মনে হলো দুনিয়া উল্টে গেছে, অনেক নিচে পড়ে যাচ্ছে ও।

মাত্র জ্ঞান ফিরেছে। হাত দিয়ে মাটি খামচে ধরল। মনে হলো ওর শরীরের নিচে নড়ছে সমস্ত জমি। ঝাঁকি লাগছে। ব্যথার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। দপদপ করছে মাথা। ধুলোর কারণে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চোখ সামান্য খুলল তান্না, ঝাপসা দেখছে। ধুলোর মেঘ যেন জড়িয়ে ধরবে। চোখ পুরো খুলল ও।

মাথার ওপর পুরানো ক্যানভাস। কাঠের দণ্ড দিয়ে আটকানো। একটা দণ্ড থেকে ঝুলছে লণ্ঠন, ঝাঁকির সঙ্গে সঙ্গে দুলছে এদিক ওদিক। কানের ভেতর ভোঁভোঁ করছে তান্নার। আস্তে আস্তে আওয়াজটা কমে এলো। এবার ওয়্যাগনের চাকার ক্যাঁচকোঁচ আর লোহার চাকার নিচে পাথর পড়ার আওয়াজ শুনতে পেল ও।

অবাক হয়ে অনুভব করল তান্না, একটা ওয়্যাগনের ভেতরে আছে ও। কম্বলের বিছানায় শুয়ে আছে।

বালিশ থেকে মাথা ওপরে তোলার চেষ্টা করল ও। ড্রাইভারের মাথার ওপর দিয়ে নীল আকাশ আর ধুলো দেখতে পেল। ওয়্যাগন চালাচ্ছে একজন লোক। মাথায় গাঢ় খয়েরী ফ্ল্যাট ক্রাউন হ্যাট। ডেনিম শার্টের ওপর বাকস্কিন ভেস্ট। আর কিছু দেখতে পেল না

তান্না, আবার হেলান দিল বালিশে।

একটু পরই থেমে গেল ওয়্যাগন। লোকটা তান্নার পাশে এসে হাঁটু মুড়ে বসল।

'ঠিক আছো, ম্যাম?' জিজ্ঞেস করল নরম গলায়।

যুবক, দেখল তান্না। বয়স খুব বেশি হলে পঁচিশ। রোদে পোড়া বাদামী চামড়া। মরচে রঙের চুলগুলো কাঁধের ওপর লুটিয়ে আছে। ক্লিন শেভ্‌ড্‌ চেহারা। চোখ দুটো গভীর নীল। নাকটা খাড়া, চমৎকার গঠনের চোয়াল। সব মিলিয়ে দেখতে যুবক সুদর্শন। তান্নার মনে হলো, স্বপ্ন দেখছে না তো?

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল ও, তারপর বলল, 'আমি ভাল আছি। ধন্যবাদ তোমাকে।'

চেহারা থেকে দুশ্চিন্তার ছাপ দূর হয়ে গেল যুবকের, হাসল। 'শুনে ভাল লাগল, ম্যাম। দু'দিন আগে তোমাকে যখন আমরা মরুভূমিতে খুঁজে পাই তখন তোমার অবস্থা খুব খারাপ ছিল। মাথার ক্ষতটা খারাপ মোড় নিচ্ছিল।'

নড় করল তান্না। আয়রন উড গাছটার কথা মনে পড়ল। হাত চলে গেল মাথায়। টের পেল ব্যান্ডেজ বেঁধে রাখা হয়েছে।

'তুমি এই মাত্র বললে *আমরা*। আর কাউকে তো দেখছি না।'

'আছে। আমি ওয়্যাগন মাস্টার, বেন আইভ্‌স্‌। এক ওয়্যাগন ট্রেইন অভিযাত্রীকে পশ্চিমে নিয়ে যাচ্ছি। থান্ডারহেড বেসিনে যাব আমরা।'

অল্প একটু কুঁচকে গেল তান্নার ভ্রূ। কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবল, তারপর নড করল।

'জায়গাটা কোথায় সেটা বোধহয় আমি জানি। আমি ওরো গ্র্যান্ডের দিকে যাচ্ছিলাম।'

বিস্মিত চেহারায় মেয়েটাকে দেখল যুবক। 'ওরো গ্র্যান্ড? তুমি

তো ভিন্ন দিকে যাচ্ছিলে! একেবারেই বিপরীত দিকে!'

'শুনে অবাক হচ্ছি না,' নিচু স্বরে বলল তান্না। 'বালি-ঝড়ে ঘোড়া হারাই আমি। দিক হারিয়ে ফেলি। আন্দাজে রওনা হই।...তোমরা আমাকে খুঁজে পেলে কি করে? যতোদূর মনে পড়ে আমার চারপাশে ছিল ধু-ধু মরুভূমি।'

'ওখানেই তোমাকে পাই আমরা। মরুভূমির ভেতর। বালি-ঝড়ে দিক হারাই আমরাও। ঝড় থামলে দেখলাম মরুভূমিতে চলে এসেছি। তোমাকে যেখানে পাওয়া গেল সে জায়গা আমরা ঝড়ের সময়েই পেরিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু একটা ওয়্যাগনের চাকা নষ্ট হয়ে গেল। থামতে হলো আমাদের। সে সময় এক মহিলা পেছনে তাকিয়ে আকাশে শকুন উড়তে দেখল। আমি ভেবে দেখলাম ওখানে এমন কিছু থাকার সম্ভাবনা নেই যেটা শকুনের খাবার হতে পারে। কৌতূহল হলো। ঘোড়ায় চেপে ওখানে গিয়ে দেখি তুমি পড়ে আছো, ওয়্যাগনের চাকার দাগের ঠিক পাশে।'

'জ্ঞান হারানোর আগে আমি ওয়্যাগন দেখিনি, এটা নিশ্চিত,' বলল তান্না। 'অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, মিস্টার আইভ্স্। তোমাকে এবং আর সবাইকে।'

'এই এলাকায় পরস্পরকে সাহায্য করা অলঙ্ঘ্য নিয়ম, ম্যাম। আর আমার নাম বেন, ম্যাম। *মিস্টার আইভ্স্* বলে ডাকলে আমি হয়তো বুঝতেই পারব না কাকে ডাকছ।'

মৃদু হাসল তান্না। দুর্বল বোধ করছে।

'বেশ, বেন। আমার নাম তান্না।'

একটু দ্বিধা করল তান্না, সিদ্ধান্ত নিল নিজের পুরো নাম বলবে না। ছোটবেলা থেকে বাবার কাছে শিক্ষা পেয়েছে, কারও মনোভাব না জেনে, সে কোন ক্ষতি করবে না সেটা নিশ্চিত না হয়ে যেন কখনও নিজের পরিচয় প্রকাশ না করে। এমন লোকের অভাব

নেই যারা গভর্নর ডুকের আত্মীয়-স্বজনকে হাতের নাগালে পেলে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

তান্না পুরো নাম বলবে মনে করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল বেন, তান্না আর কিছু বলছে না দেখে সেও আর কিছু বলল না। আস্তে করে ব্যান্ডেজ উঁচিয়ে ক্ষতটা দেখল।

'দেখে তো মনে হচ্ছে চমৎকার শুকাচ্ছে, তান্না।' একটু থামল বেন, তারপর বলল, 'এই ওয়্যাগনটা আমার। পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা ঘোড়াটাও। তুমি যদি চাও তো গল্প করার জন্যে মহিলাদের আসতে বলি। খিদেও নিশ্চই লেগেছে তোমার?'

'খিদে লাগেনি। বলার জন্যে ধন্যবাদ। তৃষ্ণা লেগেছে খুব।'

হাসল বেন, তারপর একটা ক্যান্টিন বাড়িয়ে ধরল তান্নার ঠোঁটে।

'সাজ্ঘাতিক তৃষ্ণা তোমার। তোমাকে খুঁজে পাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রচুর পানি গিলেছ।'

ভ্রূ কুঁচকাল তান্না। কিছু মনে পড়ছে না। মাথার ভেতরে ব্যথা করছে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। বেন আইভস্‌কে কখনও দেখতে পাচ্ছে কখনও পাচ্ছে না।

'থান্ডারহেড বেসিন,' বেন মুখের সামনে থেকে ক্যান্টিন সরানোয় বলল তান্না। 'জায়গাটা কি কোন শহরের কাছে?'

মাথা নাড়ল বেন। 'না, ম্যাম। ভার্জিন কান্ট্রির ভেতরে। শহর থেকে অনেক দূরে। তবে চিন্তা কোরো না, অভিযাত্রীদের বেসিনে পৌঁছে দিয়ে তোমাকে ওরো গ্র্যান্ডে নিয়ে যাব আমি।'

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়াল তান্না। 'এখন আমার সঙ্গে কাউকে দেয়া যায় না ওরো গ্র্যান্ডে পৌঁছে দেবার জন্যে?'

যুবতীর কথায় বিস্মিত হলো বেন। মাথা নাড়ল। 'এখন কেউ যেতে চাইবে না। বেসিনের অনেক কাছে চলে এসেছি আমরা।

আর মাত্র এক সপ্তাহের পথ।'

'এক সপ্তাহ!'

'ওরো গ্র্যান্ডে তোমার কোন কাজ আছে, তান্না?'

'হ্যাঁ। ওখানে গিয়ে রেঞ্জারদের একটা খবর দিতে হবে।'

বেনের চেহারায় কৌতূহলের ছাপ পড়ল। ভ্রূ আরও কুঁচকে গেল। 'রেঞ্জার?'

'সে অনেক দীর্ঘ কাহিনী, বেন।' যুবকের কৌতূহল আছে বুঝতে পেরে বলল, 'আমার কয়েকজন বন্ধুর খাতিরে রেঞ্জারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। এক সপ্তাহ আমি কিছুতেই অপেক্ষা করতে পারব না।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল বেন। 'আমি সত্যি দুঃখিত, তান্না, কিছু করার নেই আমার। তোমারও কিছু করার নেই। ঘোড়া চালাতে পারবে না তুমি অন্তত আরও এক সপ্তাহ। আর আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না কারণ অভিযাত্রীদের কথা দিয়েছি নির্দিষ্ট সময়ে বেসিনে পৌঁছে দেব। কথা রাখতে হবে আমাকে। নিজেরা ওরা বেসিনটা খুঁজে পাবে না। ওদের পৌঁছে দিলেই আমার দায়িত্ব শেষ। তারপর তোমাকে আমি ওরো গ্র্যান্ডে নিয়ে যেতে পারব।'

চুপ করে তাকিয়ে থাকল তান্না, আস্তে করে নড করল। ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল, 'বুঝতে পেরেছি আমি।' ক্লান্ত লাগছে ওর। মনটা দমে গেছে।

'মহিলাদের আমি ডেকে দিচ্ছি,' বলে সামনে চলে গেল বেন। তার ভাব দেখে মনে হলো তান্নার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পেরে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। ওর হতাশ চেহারা দেখতে হচ্ছে না বলে নিশ্চিন্ত বোধ করছে।

চুপ করে শুয়ে থাকল তান্না, নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে

ধরে রেখেছে।

হায় ঈশ্বর! এক সপ্তাহ! কিছুই করার নেই ওর। কে জানে বেনন আর ব্যাগলের কি অবস্থা হবে এই সুদীর্ঘ এক সপ্তাহে।

শঙ্কা জাগল তান্নার মনে। মনে হলো ততোদিনে বেনন আর ব্যাগলেকে কবর দেয়া হয়ে যাবে ট্রিসট্রাম গ্রিফিনের।

*

বেননের বিধ্বস্ত চেহারাটা চোখের সামনে দেখতে পেয়ে দারুণ খুশি হলো ট্রিসট্রাম গ্রিফিন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘন ঘন লাঠি দিয়ে বাড়ি মারল খুঁতওয়ালা পায়ে।

তিনজন রাইডার বেননকে তাদের দড়িতে বেঁধে মাটিতে ছেঁচড়ে নিয়ে আসছে র‍্যাঞ্চ হাউসের উঠানের দিকে।

বারবার উঠে দাঁড়াচ্ছে বেনন, ঘোড়ার গতির সঙ্গে তাল মেলাতে চেষ্টা করছে, হ্যাঁচকা টানে পড়ে যাচ্ছে আবার। বেনন উঠে দাঁড়ালেই দড়িতে টান দিয়ে ঘোড়ার গতি বাড়ায় চাক স্যান্ডার্স।

আরোহীরা বারান্দার সামনে ধুলো উড়িয়ে থামল।

উঠে বসল বেনন। সারা শরীর ছিলে গেছে। জায়গায় জায়গায় রক্ত বের হচ্ছে। তাকাল গ্রিফিনের দিকে।

হাসছে গ্রিফিন আড়ষ্ট হাসি। হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে আয়েস করে দাঁড়াল, পর মুহূর্তে বারান্দা থেকে নেমে লাঠি দিয়ে জোর এক খোঁচা দিল বেননের বুকে।

ভারসাম্য হারিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল বেনন। ওর মাথার পাশে লাঠি দিয়ে জোরাল এক বাড়ি বসাল গ্রিফিন, তারপর সামনে বেড়ে বেননের পাশে দাঁড়াল, সবুট লাথি মারল পাঁজরে।

ব্যথায় কুঁকড়ে গেল বেনন। মুখ দিয়ে অস্ফুট আওয়াজ বের হলো।

‘শেষ পর্যন্ত!’ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল গ্রিফিন। ‘হাতে পেয়েছি তোমাকে!’

‘ব্যাগলের মাথা তোমার খুঁটির ওপর তো দেখছি না,’ শুকনো গলায় বলল বেনন।

চেহারা দেখে বোঝা গেল কথা বলার মতো মানসিক স্থিরতা নেই গ্রিফিনের। ঘন ঘন ওঠানামা করছে বুক। নাকের পাটা ফুলে গেছে। ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস নিচ্ছে। মুঠো করে ধরে রেখেছে লাঠিটা। রক্ত সরে গেছে আঙুল থেকে, সাদা দেখাচ্ছে। বড় করে দম নিল সে।

‘তোমার মাথাটা শীঘ্রি খুঁটির মাথায় দেখা যেতে পারে,’ বলল কর্কশ গলায়।

গ্রিফিনের দিকে তাকাল বেনন, আশা করছে লোকটা আবার হামলা করবে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়েছে গ্রিফিন, স্যান্ডার্সের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

‘ওর গলা থেকে দড়ি খুলে নাও, কিন্তু হাতের বাঁধন খুলবে না।’

দড়ি খুলে টেনে দাঁড় করাল স্যান্ডার্স বেননকে, ধাক্কা দিয়ে সামনে বাড়াল। লাঠি তুলল গ্রিফিন, বেননের পেটে খোঁচা মারল।

তীব্র ব্যথা! কুঁজো হয়ে গেল বেনন। ওর ঘাড়ে পড়ল পরবর্তী বাড়ি। এবার লাঠির রূপার হ্যান্ডেল দিয়ে আঘাত করেছে গ্রিফিন। হাত-পা ছড়িয়ে ধড়াস করে মাটিতে পড়ল বেনন, নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা হারিয়েছে।

‘এটা হচ্ছে শুরুর আলামত, বেনন,’ নরম গলায় বলল পঙ্গু রাজনীতিবিদ। ‘শেষের শুরুও বলতে পারো। শেষ পর্যায়ে যাবার আগে আরও অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে তুমি।’

মাটি থেকে রক্তাক্ত মুখটা তুলল বেনন, প্রায় শান্ত স্বরে

জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাগলে কোথায়?'

'ব্যাগলে? ওকে দেখতে চাও? বেশ। দেখা হবে। স্যান্ডার্স, ওকে ওর বন্ধুর কাছে নিয়ে যাও।'

স্যান্ডার্স আর মর্ট বেননের হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করাল, ঠেলে নিয়ে চলল র‍্যাঞ্চ হাউসের কোনা ঘুরে। হাত এতো উঁচুতে ধরেছে যে বেননের পা মাটি প্রায় স্পর্শই করছে না। আহত কাঁধের ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল বেনন। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করল। একটা কেবিনের সামনে দাঁড় করানো হলো ওকে। বেনন বুঝল এখানেই ব্রেকফাস্টের ট্রে নিয়ে এসেছিল মেক্সিকান মেয়েটা।

দরজায় সশস্ত্র একজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার দৃষ্টি ওকে ছাড়িয়ে আরও পেছনে দেখে ঘাড় ফেরাল বেনন। গ্রিফিন আসছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে। হাতের ইশারা করল পঙ্গু র‍্যাঞ্চার। প্রহরী দরজার হুড়কো খুলে ভেতরে উঁকি দিয়ে কি যেন বলল।

দরজায় দেখা দিল ব্যাগলে। হাতে একটা দীর্ঘ নলের অসম্পূর্ণ রাইফেল। ব্যথায় অসুস্থ বোধ করলেও অস্ত্রটা যে রোলিং ব্রীচ মেকানিজমের সেটা বুঝতে অসুবিধে হলো না। ব্যাগলের এক হাতে রাইফেল, অন্যহাতে একটা স্ক্রু ড্রাইভার।

বেননকে দেখে থমকে দাঁড়াল ব্যাগলে। বেননের ক্ষতবিক্ষত চেহারা দেখে অবাক হয়েছে মনে হলো না। তাকাল গ্রিফিনের দিকে, চোখ সরু হয়ে গেল। গ্রিফিন বাঁকা হাসছে।

'মিথ্যুকের বাচ্চা!' গাল দিল ব্যাগলে। 'কখনোই বেনন তোমার হাতে বন্দি ছিল না। তান্নাও ছিল না। কিছুক্ষণ আগে বেননকে ধরেছ তোমরা!'

জোরে হেসে উঠল গ্রিফিন। ব্যাগলে সামনে বাড়তে চাইল। বুকে রাইফেলের নল ঠেকিয়ে তাকে আটকাল প্রহরী। মৃত্যুশীতল

চোখে প্রহরীকে দেখল ব্যাগলে, তারপর ওর নজর স্থির হলো বেননের ওপর।

'তান্না ঠিক আছে, বেনন? গ্রিফিন নামের সাপটা বলেছিল তোমরা তার হাতে গত পাঁচদিন ধরে বন্দি।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল বেনন। 'ওরা একটু আগে আমাকে ধরেছে। যতোদূর জানি এতোক্ষণে অস্টিনের ট্রেইনে চড়ে বসেছে তান্না।'

হাতের রাইফেলটা একবার দেখে নিয়ে বেননের দিকে তাকাল আবার ব্যাগলে। 'গ্রিফিন চায় আমি রেমিংটন ব্রীচের ওপর লং রেঞ্জ রাইফেল তৈরি করি। পঞ্চাশ ক্যালিবার। বলেছে বেশি নড়াচড়া করতে পারে না বলে অস্ত্রটা তার দরকার। আমার ধারণা ও তোমাকে ছেড়ে দেবে, তারপর শিকারে বের হবে। মানুষ শিকারে। কাছাকাছি যদি পৌঁছাতে না পারে সেজন্যে দূর পাল্লার রাইফেল দরকার। খুবই নীচ মানুষের কাজ, কিন্তু গ্রিফিনের কাছে এর বেশি আর কি আশা করতে পারি আমরা!'

'চোপ!' ধমক দিল গ্রিফিন। 'নিজের কাজ করো গে যাও! শীঘ্রি জানতে পারবে তোমাদের নিয়ে কি পরিকল্পনা করেছি আমি। আগের চেয়ে ভাল ভাবে কাজ করতে হবে তোমাকে, ব্যাগলে। ওই গাছটা দেখছ?' কেবিন থেকে দশ গজ দূরের একটা কটনউড গাছের দিকে লাঠি তাক করল সে। একজন লোক পেরেক ঠুকছে গাছের গোড়ায়। শেকলও বয়ে নিয়ে গেছে ওখানে। সেদিকে বেনন আর ব্যাগলেকে তাকাতে দেখে নিষ্ঠুর হাসল গ্রিফিন। 'ওই কেবিনে বসে কাঁচের জানালা দিয়ে গাছটা তুমি দেখতে পাবে, ব্যাগলে। দেখতে পাবে বেননকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। দিন-রাত বাঁধা থাকবে ও। খাবার বা পানি দেয়া হবে না। শার্টও থাকবে না গায়ে। এ অবস্থা চলবে তুমি অস্ত্র তৈরি

করে আমাকে সন্তুষ্ট করার আগে পর্যন্ত। বুঝতেই পারছ যতো তাড়াতাড়ি হাতের কাজ শেষ করবে ততো তাড়াতাড়ি তোমার বন্ধুর কষ্ট লাঘব হবে।'

ঠোঁটে চেপে বসল ব্যাগলের ঠোঁট। চাপা গলায় বলল, 'ভয় দেখানোর দরকার নেই। নিজের কাজ আমি ভাল করেই করি।'

'করতে হবে তোমাকে সেটা আমি নিশ্চিত করছি,' বলল গ্রিফিন। 'যতোবার তুমি জানালা দিয়ে তাকাবে ততোবার দেখবে বেননকে।' হঠাৎ করে বেননের দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে, টান দিয়ে বেননের গা থেকে ছেঁড়া শার্টটা খসিয়ে আনল। দেখা গেল ব্যান্ডেজ বাঁধা ক্ষতটা। বেননের মুখের ওপর শার্ট ছুঁড়ে মারল গ্রিফিন। 'অস্ত্রটা তৈরি হতে হতে সূর্যের আলোয় পুড়ে চমৎকার বাদামী হয়ে যাবে তোমার চামড়া, বেনন। তৃষ্ণা পেলে ব্যাগলেকে বোলো অস্ত্রটা তাড়াতাড়ি বানাতে।'

চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল বেনন, কোন কথা বলল না। ব্যাগলের দিকে তাকাল। মুহূর্তেরও কম সময়ে দু'বন্ধুর মধ্যে কথা হয়ে গেল চোখের ইশারায়। ভ্রূ কুঁচকাল গ্রিফিন, বুঝতে চেষ্টা করল কি ব্যাপারে দু'জনের সমঝোতা হয়েছে। মাথা কাত করে গাছটার দিকে ইশারা করল সে।

'রক বেননকে শেকলে আটকাও!' স্যান্ডার্স আর মর্টকে নির্দেশ দিল। তাকাল ব্যাগলের দিকে। 'ব্যাগলে, তুমি বহুত মৌজে আছো। এটা ঠিক নয়। রাতের বেলায় কেবিনের বারান্দায় একটা চেয়ারে তোমাকে বেঁধে রাখব ঠিক করেছি। মশার ভেতর বসে বসে বেননকে তুমি সঙ্গ দিতে পারবে। ভাল হবে না?' হোহো করে হেসে উঠল গ্রিফিন উন্মাদের মতো। 'প্রতি রাতে। অস্ত্রটা তৈরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়ম।'

মিনিট খানেক যাওয়ার আগেই ন্যাড়া কটনউড গাছের সঙ্গে

বেঁধে ফেলা হলো বেননকে। মাথার ওপর আগুন ঢালছে সূর্য। প্রহরী ধাক্কা মেরে ব্যাগলেকে কেবিনের ভেতর ভরে দরজা আটকে দিল।

যেখানে বেননকে বেঁধে রাখা হয়েছে সেখান থেকে ব্যাগলেকে দেখতে পাচ্ছে ও, বসে আছে ওয়ার্ক বেঞ্চের ওপর। ছায়াবৃত একটা আকৃতি, জানালার নোংরা কাঁচের ওপারে। এদিকেই তাকিয়ে আছে ব্যাগলে। হাতের রাইফেলটা তুলে নাড়ল।

এবার একটা নল তুলে নাড়ল। পরক্ষণে চট করে লুকিয়ে ফেলল। বারান্দায় বেরিয়ে এসে জানালার দিকে তাকিয়েছে গ্রিফিন।

নড়েচড়ে দাঁড়াল বেনন। কব্জিতে এঁটে বসেছে শেকল। সূর্যটা পূর্ণোদ্যমে তাপ ছড়াচ্ছে, ইতিমধ্যেই চামড়ায় জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে গেছে।

সাত

অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ

সিদ্ধান্ত নিল তান্না, বেন আইভ্‌সকে বিশ্বাস করে তার ওপর নির্ভর না করে কোন উপায় নেই ওর।

এখন পর্যন্ত সত্যিকার একজন ভদ্রলোকের মতোই আচরণ করেছে আইভ্‌স্। কেন ও একা ওই মরুভূমিতে পড়ে ছিল সে ব্যাপারে ছাড়া আর কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করে উত্যক্ত করেনি।

এমনকি ওর পুরো নামও জানতে চায়নি। ওয়্যাগন ট্রেইনের অন্যরাও কৌতূহল বোধ করেছে, তবে জোর করেনি কেউ। তান্না ওর কাহিনী বলবে কিনা সে সিদ্ধান্ত ওর ওপরই ছেড়ে দিয়েছে সবাই।

মাত্র একজন লোক ওকে বিরক্ত করছে। ডিন লরেন্স নাম তার। লোকটা অপলক তাকিয়ে থাকে। তান্না তাকালে বোকার মতো অর্থহীন হাসি হেসে চোখ সরিয়ে নেয় চট করে। আইভ্স্কে লোকটার পরিচয় জিজ্ঞেস করে জেনেছে সে সাংবাদিক। পুবে তাকে অনেকেই নাকি চেনে। সঙ্গে স্ত্রী আর কন্যা আছে। লোকটার স্ত্রীর ফুসফুসে সমস্যা হওয়ায় ডাক্তারের পরামর্শে টেক্সাসের শুকনো আবহাওয়া এলাকায় আসতে বাধ্য হয়েছে। আপাতত এখানেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

'লোকটা আমাকে চিন্তিত করে তুলেছে,' এক রাতে সাপার খেতে বসে বেন আইভ্স্কে জানাল তান্না, ওয়্যাগনের টেইল গেটে বসে আছে। এখনও দুর্বলতা কাটেনি পুরোপুরি। মাঝে মাঝেই তীব্র মাথা-ব্যথা হয়। তবে এখন বসে থাকতে পারে। সামান্য হাঁটাহাঁটিতেও অসুবিধে হয় না।

দু'দিন হলো জ্ঞান ফিরেছে ওর।

'হ্যাঁ, লরেন্সকে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি আমি,' সায় দিল বেন। 'তবে ওর তরফ থেকে তোমার কোন ক্ষতির আশঙ্কা আছে বলে মনে হয় না। ভাল লোক।' চুটকি বাজাল বেন হঠাৎ করে। 'হয়তো সে তোমাকে চিনতে পেরেছে, এমন হতে পারে না?'

'ঠিক কি বলতে চাইছ?' আড়ষ্ট গলায় জানতে চাইল তান্না।

ভাল করে মেয়েটার চেহারা দেখল আইভ্স্, তারপর বলল, 'আমার নাক গলানো উচিত নয়, তান্না, কিন্তু এটা স্বীকার

করতেই হয় যে তুমি একটা জীবন্ত রহস্য। মাথায় আঘাত নিয়ে একা মরুভূমিতে তুমি কিভাবে এলে, নিজের পুরো নামই বা বলো না কেন, এসব মানুষের মনে সন্দেহ জাগায়। কেউ তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না, কিন্তু কৌতূহল বোধ করে সবাই।' একটু থামল বেন, তারপর বলল, 'কৌতূহলীদের মধ্যে আমিও একজন।'

সাপারে মনোযোগ দেয়ার ভান করল তান্না, চামচ দিয়ে খাবার নাড়াচাড়া করছে।

'এমন কি কোন কারণ আছে যে তোমাকে চিনতে পারে ডিন লরেন্স?' ধীর গলায় জিজ্ঞেস করল বেন। 'লরেন্স সাংবাদিক। তোমাকে হয়তো চেনে সে।'

মুখ তুলল তান্না, তাকাল প্রধান আগুনটার দিকে। ওখানে জড় হয়েছে বেশ কয়েকজন অভিযাত্রী। বিশটা পরিবার। অল্পবিস্তর আওয়াজ হচ্ছে তাদের কথাবার্তার। লরেন্সকে খুঁজে নিল তান্নার চোখ। অসুস্থ স্ত্রীর পাশে বসে আছে একটা গাছের গুঁড়িতে। তার মেয়ে পুতুল খেলছে পায়ের কাছে।

খাচ্ছে লোকটা, কিন্তু দৃষ্টি ঠিক তান্নার ওপর স্থির হয়ে আছে।

বড় করে শ্বাস নিল তান্না, চিন্তিত হয়ে নিচের ঠোঁট কামড়াল কিছুক্ষণ, তারপর সিদ্ধান্ত নিল বেন আইভসের কাছে নিজের আসল পরিচয় বলবে।

'হয়তো আমাকে লরেন্স চেনে,' নিচু গলায় বলল তান্না। 'হয়তো অস্টিনের খবরের কাগজে আমার ছবি দেখেছে। রাষ্ট্রের কোন অনুষ্ঠানেও দেখতে পারে, বাবার সঙ্গে ছিলাম।' একটু দ্বিধায় ভুগল তান্না, তারপর দ্বিধা কাটাতেই যেন দ্রুত বলল, 'আমার বাবা গভর্নর ডুক।'

চামচে করে খাবার তুলেছিল বেন আইভ্স্, মুখের কাছে চামচ সহ হাতটা আটকে গেল। বিস্ময় লুকাতে পারল না। বড়

বড় হয়ে গেল চোখ। নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। মুখ নড়ল কয়েকবার, কোন আওয়াজ বের হলো না, তারপর সামলে নিয়ে বলল, 'গভর্নর? টেক্সাসের? তোমার বাবা?'

চারপাশে নার্ভাস ভঙ্গিতে দেখল তান্না। 'প্লীজ, আস্তে কথা বলো, আইভ্স্। হ্যাঁ, আমি তান্না ডুক।'

গাল ফুলিয়ে বাতাস ছাড়ল বেন। 'হুইয়ি! অদ্ভুত একটা খবর জানলাম বটে। ঈশ্বর! এখানে এই মরুভূমিতে কি করছ তুমি? অস্টিন নয় এটা। শহরের বাইরে তোমার তো থাকার কথা নয়।'

মৃদু হাসল তান্না। 'থাকার কথা নয়, কিন্তু আগেও মরুভূমিতে এসেছি আমি। তবে তখনকার অবস্থা একেবারে অন্যরকম ছিল। আমার বন্ধুদের বিপদ হয়েছে। পাউডারহর্ন উপত্যকায় আছে তারা। ওদের উদ্ধার করতে হবে। কালকে আশা করি আমি ঘোড়ায় চড়ার জোর ফিরে পাব। পারতেই হবে আমাকে।' চোখে অনুরোধ নিয়ে বেনের দিকে তাকাল। 'আমাকে সাহায্য করতে হবে তোমার, বেন। পাউডারহর্ন উপত্যকা কোথায় সেটা জানো তুমি?'

বিন্দু মাত্র দ্বিধায় না ভুগে মাথা নাড়ল বেন। 'নাম শুনেছি বলেও তো মনে হচ্ছে না। কোথায় ওটা?'

'রিয়োর ঈগল বেন্ডের কাছে, করডিয়ারাস পাহাড়ের ভেতর। এর বেশি আমি কিছু বলতে পারব না।'

'করডিয়ারাস চিনি। এখান থেকে কয়েকদিনের ঘোড়ায় চলা পথ। বন্ধুদের বিপদ বলেই কি ওরো গ্র্যান্ডে গিয়ে রেঞ্জারদের সঙ্গে দেখা করতে চাইছ?'

'হ্যাঁ। প্রথম থেকে খুলে না বললে বুঝবে না তুমি কেন আমি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হতে চাইছি।'

ডেল রিয়োতে ব্ল্যাক শ্যাডোর মুখোমুখি হওয়া থেকে বলতে

শুরু করল তান্না। নিচু গলায় সংক্ষেপে বলে গেল। বলা শেষ হলে চুপ করে থাকল, বেন আইভ্স্‌কে তথ্যগুলো হজম করার সময় দিচ্ছে। টেইল গেটে একটা ছাড়া পড়তে ফিরে তাকাল তান্না।

ডিন লরেন্স দাঁড়িয়ে আছে। চোখ চকচক করছে। তার পেছনে আছে আরও কয়েকজন অভিযাত্রী।

আড়ষ্ট বোধ করল তান্না। মাথা তুলল বেন, জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, ডিন?'

ফ্যাকাসে চেহারার লোক লরেন্স। গালে লিঙ্কনের মতো দাড়ি। চোখ দুটোয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সরু হাত তুলে তান্নাকে দেখাল।

'তোমার অতিথিকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, বেন।' বেনকে কিছু বলার সুযোগ দিল না সে। তান্নার দিকে তাকিয়ে নিজেই আবার বলল, 'তুমি তো তান্না ডুক, তাই না? গভর্নর ডুকের মেয়ে। আসলে তোমাকে জবাব দিতে হবে না, ম্যাম। আমি তোমার পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিত। আমি...আমরা যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে এখানে তুমি কি করছ! যেহেতু এই ওয়্যাগন ট্রেইনে তুমি আশ্রয় পেয়েছ তাই তোমার কাছ থেকে একটা ব্যাখ্যা আশা করা নিশ্চই অন্যায় হবে না আমাদের?'

বেনের সঙ্গে নিরব দৃষ্টি বিনিময় হলো তান্নার, বুঝতে পারল ও পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করে লাভ হবে না কোন। মনে মনে আশা করল ওর বাবার কোন শত্রু নেই এই ওয়্যাগন ট্রেইনে। লোকগুলো অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে। কাঁধ ঝাঁকাল তান্না, তারপর বক্তব্য গুছিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল।

*

মশার কামড়ে প্রায় পাগল হয়ে যাবার অবস্থা হলো বেননের। খালি গায়ের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে মশা বসতে শুরু করেছে সন্ধের পর থেকে। পোঁপোঁ ভিনভিন নানা রকমের আওয়াজ করে উড়ছে

মুখের সামনে, কখনও কখনও ঢুকে পড়ছে নাক-কানের ফুটোয়। চোখেও ঢুকে পড়তে চাইছে। মুখ খোলার উপায় নেই। অসংখ্য মশা ঢুকবে। চামড়ায় বসে মহা আরামে শুঁড় ঢুকিয়ে রক্ত চুষছে। শত শত মশা। তাড়ানো যাচ্ছে না।

শেকলের কারণে হাত-পা বেশি নাড়তে পারছে না বেনন। পা ঠুকছে মাটিতে, দেহ মোচড়াচ্ছে যতোটা সম্ভব। মাথা নাড়ছে ঘনঘন। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে নাকে ঢুকে যাওয়া মশা বের করতে।

মনে হচ্ছে ও দোজখে আছে। ঠোঁট আর চোখের পাতা ফুলতে শুরু করেছে। ব্যাগলেকে দেখতে পাচ্ছে ও, কেবিনের বারান্দায় একটা চেয়ারে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। গায়ে শার্ট থাকলেও ব্যাগলের অবস্থাও ভাল নয়। হাত, মুখ, বুক ফুটো করছে মশার দল।

একজন প্রহরী আছে। সে আছে কেবিনের ভেতরে, কাঁচের জানালার ওপাশ থেকে নজর রাখছে। লোকটা ঝিমাবে সারারাত, কিন্তু ব্যাগলে ঝুঁকি নিয়ে বেননকে জানাতে পারল না যে একটা ছোট অস্ত্র তৈরি করেছে ও। একেবারে প্রাথমিক অস্ত্র, কিন্তু লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হবে না।

ওই অস্ত্র ওদের হাতের একমাত্র ভাল তাস।

বিচ্ছিন্ন হবার পর কি কি ঘটেছে পরস্পরকে জানিয়েছে ওরা। আরও অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু প্রহরী বের হয়ে এসে ওদের মাথায় বাড়ি দিয়ে গেছে সিক্সগানের নল দিয়ে। তারপর থেকে কম কথা বলছে ওরা।

কি করে যেন ঘুম আর অচেতনতার মাঝে একটা অদ্ভুত অবস্থায় পৌছে গেছে বেনন। আবছা ভাবে টের পাচ্ছে চারপাশে কি ঘটছে। গাল বকছে বারবার, থুতুর সঙ্গে মশা বের করছে মুখ

থেকে। এভাবে কেটে গেল অনেক সময়। আস্তে আস্তে আকাশটা ধূসর হলো। ফোলা চোখে বেনন দেখল কমলা রঙা সূর্যটা দিগন্তে মুখ তুলেছে। র‍্যাঞ্চ হাউসের উঠান নতুন আলোয় ভেসে যাচ্ছে।

নিচ স্বরে গাল দিল ব্যাগলে। এখন ও দেখতে পাচ্ছে বেননের অবস্থা হাত নেড়ে দড়ি ঢিলে করার চেষ্টা করল। সারারাত চেষ্টা করেছে, লাভ হয়নি। দু'জনই ওরা বিস্মিত হলো মেক্সিকান মেয়েটার পেছনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গ্রিফিনকে আসতে দেখে। শীনার হাতে একটা ট্রে, ব্যাগলের নাস্তা তাতে। বেননকে এক ঢোক পানিও দেয়া হলো না। বেননের সামনে এসে দাঁড়াল গ্রিফিন, মুঠো করে চুল ধরে মুখটা উঁচু করে দেখল। ঠক করে বেননের মাথা বাড়ি খেল গাছের গায়ে।

'দেখে তো মনে হচ্ছে রাতটা খুব আরামে কাটিয়েছ, রক বেনন! আশা করি দিনটাও ভাল কাটবে। আগামী রাতটাও আজকের মতোই উপভোগ করতে পারবে বলে মনে হয়।'

খুকখুক করে হাসল গ্রিফিন, খোঁড়াতে খোঁড়াতে কেবিনের দিকে চলল। ওখানে ব্যাগলের চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী। ব্যাগলের কোলে খাবারের ট্রে নামিয়ে রাখল শীনা। হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে ব্যাগলের, তবে পা দুটো এখনও চেয়ারের পায়ার সঙ্গে বাঁধা।

শীনাকে দেখে উদ্বিগ্ন মনে হলো। ট্রে নামানোর সময় ব্যাগলের গাল ছুঁয়ে গেল ওর ঠোঁট। একটু অবাক হলো ব্যাগলে, পালানোর সুযোগ করতে মেয়েটাকে পটানোর যথেষ্ট চেষ্টা করেছে ও। ব্যর্থ হয়েছে। এতোদিন পাত্তা পায়নি।

আজ হঠাৎ কি হলো?

মনের মধ্যে ক্ষীণ একটা আশা জাগল ব্যাগলের, চট করে চোখ টিপল ও, ট্রের ওপর আঙুল নাচাল।

‘মনে রেখো আমি কি বলেছি, ব্যাগলে,’ বলল গ্রিফিন, ‘তোমার বন্ধুর দুর্দশার জন্যে তুমি ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকবে। রাইফেলটা তৈরি করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হবে বেননকে। খাবার বা পানি দেয়া হবে না।’

‘তুমি উন্মাদ!’ জানাল ব্যাগলে।

হাসিটা একটু কমল গ্রিফিনের, ক্ষুরধার দৃষ্টিতে ব্যাগলেকে কিছুক্ষণ দেখে আস্তে করে মাথা দুলিয়ে বলল, ‘হয়তো আমি তাই, ব্যাগলে। উন্মাদ। তোমরা দু’জন আমার যা ক্ষতি করেছ সেই ঘৃণায় আমি উন্মাদ হয়ে গেছি।’ লাঠি দিয়ে খুঁতওয়ালা পায়ে বাড়ি দিল। ‘সে উন্মাদনা শীঘ্রিই কেটে যাবে।’

মাথা নাড়ল ব্যাগলে। ‘আমি অন্য কথা বলছি। বেনকে খাবার আর পানি না দিয়ে রোদে পুড়িয়ে ফোস্কা ফেলে ভুল করছ তুমি। তাপের কারণে আর পানিশূন্যতায় মারা পড়তে পারে ও। এতোই দুর্বল হয়ে পড়বে যে ওর সঙ্গে খেলা করে মজা পাবে না তুমি।’

চোয়ালের পেশি শক্ত হয়ে গেল গ্রিফিনের। চোখ সরু করে তাকাল।

‘খেলা? কোন খেলা খেলছি না আমি। প্রতিশোধ নেব। ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ। তুমি মনে করছ শারীরিক অবস্থা নিয়ে দুশ্চিন্তা করব আমি? কক্ষনো না! যতো কষ্ট পাবে ও, যতো ভুগবে ততোই ভাল।’ লাঠির ডগা দিয়ে ব্যাগলের বুকে খোঁচা দিল সে। ‘আমার কথা শুনে রাখো, তোমাদের দু’জনকে এমন কষ্টের মাঝ দিয়ে যেতে হবে যে এখনকার অবস্থার কথা মনে পড়লে মনে হবে বেহেস্তে ছিলে। তিলে তিলে শেষ করব আমি তোমাদের।’

কথা শেষ করে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে চলে গেল গ্রিফিন।

শেকলে প্রায় ঝুলে আছে বেনন, সেদিকে তাকাল ব্যাগলে।

'দুঃখিত, বুড়ো শেয়াল, বেনন,' ডাকল নরম গলায়। 'আমরা পাগলের সঙ্গে কারবার করছি। চিন্তা কোরো না, আজই রাইফেলটা তৈরি করে ফেলব আমি। আগামীকাল গ্রিফিন টার্গেট প্র্যাকটিস করতে পারবে।' হাসল ব্যাগলে। নিজের কানেই কর্কশ শোনাল হাসিটা। 'কি আশ্চর্য, তাই না? তোমাকে কষ্ট থেকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণপণ খাটতে হবে আমাকে, যাতে তোমাকে খুন করার অস্ত্র তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যায়!'

অনেক কষ্টে মাথা তুলল বেনন। মৃদু হাসল এতো কষ্টেও।

'ভাল রকম ফেঁসে গেছি আমরা।...শালার মশার কামড়ের জায়গাগুলোয় মনে হচ্ছে আগুন জ্বলছে। এক ঢোক পানির বদলে এখন আমি মরতেও রাজি হয়ে যাব।'

নিশ্চুপ শীনার দিকে তাকাল ব্যাগলে। প্রহরীকে ছুঁয়ে গেল ওর দৃষ্টি। আস্তে করে মাথা নাড়ল প্রহরী।

'আরে রাজি হয়ে যাও, বন্ধু,' আহ্বান জানাল ব্যাগলে। 'মুখটা একটু ভিজাতে দাও ওকে। কারও কোন ক্ষতি তো হচ্ছে না। ও একটু পানি পেলে তোমার কি বলো!'

'গ্রিফিন দেখতে আমার গর্দান যাবে,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল গার্ড।

'আমার বুটের ভেতর একটা ডাবল ঈগল আছে। তুমি কেবিনের ভেতর গিয়ে দুই মিনিট কাটিয়ে এসো, ওটা তোমাকে দিয়ে দেব।'

লোভে চোখ চকচক করে উঠল লোকটার। একবার বেননের দিকে তাকাল। পরমুহূর্তে র‍্যাঞ্চ হাউস দেখল। শেষে চোখ ফেরাল মেক্সিকান মেয়েটার দিকে।

চোখ গরম করে ধমক দিল, 'মুখ বন্ধ রাখবে তুমি, নইলে গ্রিফিন আমাদের আনন্দের জন্যে যে মেয়েদের এনে রেখেছে

তাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেব তোমাকে। বুঝেছ?'

শীনা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, মুখভাব দেখে মনে হলো না সে কোন হুমকি শুনেছে। উবু হয়ে ব্যাগলের বুট দুটো খুলে নিল গার্ড, তারপর ওগুলো দোলাতে দোলাতে কেবিনের ভেতর গিয়ে ঢুকল। মেয়েটার দিকে তাকাল ব্যাগলে। আস্তে করে মাথা দোলাল শীনা, পানির জাগটা তুলে নিয়ে বেননের দিকে এগোল। বারবার র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে ভীত চোখে তাকাচ্ছে। বেননের মুখের সামনে জাগটা ধরল শীনা। লোভীর মতো চুমুক দিল বেনন। থুতনি আর বুক ভিজে গেল। খকখক করে কাশল ও। দ্বিতীয়বার জাগ তুলল শীনা।

'যথেষ্ট!' ব্যাগলের পেছনে বারান্দা থেকে ধমক দিল গার্ড। এক হাতে ব্যাগলের জুতো ধরে আছে সে, আরেক হাতে নিজের রাইফেল। ব্যাগলের কোলে জুতোটা ছুঁড়ে দিল। 'বিশ ডলারের বিনিময়ে যা প্রাপ্য সেটা তুমি পেয়েছ।' শীনার দিকে তাকাল। 'ওই মাগী, এদিকে আয়!'

জাগ হাতে ত্রস্ত পায়ে কেবিনের বারান্দায় ফিরল শীনা।

পানি পাওয়ায় আগের তুলনায় অনেক ভাল ঠেকল বেননের। সূর্যের তাপও সহনীয় মনে হলো কিছুক্ষণের জন্যে। তাপ ঢালতে আরম্ভ করেছে আগুনের কুণ্ডটা। শরীর গরম হয়ে উঠছে। একটু পরই ঘামতে শুরু করবে ও, মশার কামড়ের জায়গাগুলোয় তখন প্রচণ্ড চুলকাবে। আসন্ন কষ্টের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিল বেনন। ইন্ডিয়ানদের পুরানো একটা কৌশল ব্যবহার করবে ঠিক করেছে। বাস্তবতা থেকে অনেক দূরের কোন একটা কিছুতে মনকে ব্যস্ত করে রাখবে, কষ্ট আর ব্যথা ঠেকিয়ে রাখবে যতোটা সম্ভব। বাঁচার এটাই এখন একমাত্র পথ। অবশ্য এই কৌশলে শারীরিক ক্ষতি এড়ানো যাবে না। চামড়া তখনও জ্বলে যাবে, ফোস্কা পড়বে.

সেদ্ধ চামড়া খসে আসবে। রাতে মশার দল সেসব জায়গায় হামলা চালাবে। ফুলে উঠবে কামড়ের জায়গাগুলো। হয়তো ইনফেকশনও হয়ে যাবে।

তবু বেঁচে থাকবে ও। থাকতে হবে। যতোক্ষণ শ্বাস ততোক্ষণ আশ। ব্যাগলে আর ও যতোক্ষণ বেঁচে আছে ততোক্ষণ উদ্ধার পাবার একটা না একটা উপায় বেরিয়ে আসতে পারে, গ্রিফিন ওদের জন্যে যে পরিকল্পনাই স্থির করে থাকুক না কেন।

বহু বছর এতো মনোযোগ আর পরিশ্রম দেয়নি ব্যাগলে, যতোটা দিল আজ রাইফেল তৈরিতে। এমনিতে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করতে গেলে সময় নেয় ও, প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করে, আস্তে ধীরে নিখুঁত রূপ দেয় অস্ত্রটাকে। এখন দ্রুত কাজ করতে হচ্ছে। নির্ভুল হতে হবে অস্ত্রের নিশানা, সেদিকেও খেয়াল দিতে হচ্ছে।

ও জানে অস্ত্র তৈরি এটা গ্রিফিনকে জানালেই পরীক্ষা করে দেখতে চাইবে লোকটা। তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে, নইলে কপালে কি আছে ঈশ্বর জানেন। বুঝতে পারছে যে গুলির ভেতরে বাড়তি বারুদ ভরে কোন লাভ নেই। কোনদিনই ব্রীচ ব্লক ফেটে গ্রিফিন মারা পড়বে না। রেমিংটন ব্রীচ ব্লক ফাটে না যতো প্রেশারই পড়ুক। সেজন্যেই লোকটা ঝুঁকি না নিয়ে রেমিংটন রোলিং ব্রীচ ব্লক বেছে নিয়েছে।

ভেবে দেখেছে ব্যাগলে, অস্ত্রটাতে এমন কোন খুঁত রাখার উপায় নেই যা তৎক্ষণাৎ গ্রিফিনের চোখে পড়ে যাবে না। লোকটা অস্ত্র চেনে। সতর্ক থাকবে। ফাঁকি দেয়া যাবে না তাকে। ব্যাগলের একমাত্র আশা বুট-টপ পিস্তলটা। ওটা তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। এখন কার্তুজ বানাতে হবে। পিস্তলে কোন ট্রিগার নেই। হ্যামার তুলে বুড়ো আঙুল সরিয়ে নিলে হ্যামারটা বুলেটের ওপর পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে বের হবে গুলি। পঞ্চাশ ক্যালিবার। অথচ নলটা যথেষ্ট

দীর্ঘ নয়। প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগবে হাতে। সেটা সামলানোর ব্যবস্থা করছে ব্যাগলে। কাছ থেকে গুলি করা হবে এটা ধরে নিয়ে কার্তুজে বারুদ কম ভরবে ও। অর্ধেক বারুদ দিলেই চলবে। তাতে শক্তিও থাকবে বুলেটের, আবার ঝাঁকিতে কব্জিও ভেঙে যাবে না। তিরিশ গজ দূর থেকে লক্ষ্যভেদ করা যাবে ওটা দিয়ে। যথেষ্ট।

বিশেষ একটা বুলেট ব্যবহার করবে ঠিক করেছে ব্যাগলে।

সারাদিন রাইফেলের ওপর কাজ করল ও, মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে দেখল বেননকে। দুপুরের আগেই তৈরি হয়ে গেল রাইফেল। চমৎকার কাজ করছে। ড্রাই ফায়ার করে দেখল। ঠিক আছে। কতোটা নিখুঁত হয়েছে সেটা বোঝা যাবে যখন বুলেট থাকবে ব্রীচে।

শীনা ব্যাগলের খাবার নিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বেরিয়েছে। তার পেছনে হেঁটে বেননের কাছে গিয়ে দাঁড়াল গ্রিফিন, হাতের ইশারায় শীনা তাকে অনুসরণ করল।

মাথা বুকের ওপর ঝুঁকে আছে বেননের, প্রায় অচেতন। সারাগায়ে ফোস্কা। লাল দগদগে দাগ। চোখ-মুখ ফুলে গেছে। গ্রিফিনকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে গেল।

বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে বেননের ডান চোখের বন্ধ পাতা রুক্ষ ভাবে খুলল গ্রিফিন, ঘোলা চোখের মণির দিকে তাকাল। চড় মারল গালে। মাথা হেলে পড়ল বেননের।

শীনার ট্রে থেকে মাটির তৈরি পানির জাগটা নিয়ে নিল গ্রিফিন, পানি ছুঁড়ে দিল বেননের মুখে। চামড়া জ্বলে ওঠায় গোঙাল বেনন। অনেক কষ্টে মাথা তুলল একটু। জিভ দিয়ে মুখ বেয়ে নামা পানি চাটতে চেষ্টা করল।

'তুমি একেবারে অকেজো হয়ে পড়বে সেটা আমি চাই না,'

ঘড়ঘড়ে গলায় বলল গ্রিফিন। শীনার দিকে ফিরে নির্দেশ দিল, 'ওকে খানিকটা খাবার দাও। বেশি না। ওয়্যাগনের গ্রীজ এনে মাখিয়ে দেবে ওর পোড়া জায়গাগুলোতে।' বেননের মাথা গাছের গায়ে ঠুকে দিল সে। 'তুমি দৌড়াতে পারবে সেটা চাই আমি, বুঝতে পারছ?'

জাহান্নামে যাও বলতে চাইল বেনন, কিন্তু মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ ছাড়া আর কিছু বের হলো না। শীনা বেননের ফোলা ফাটা ঠোঁটে চিলি সুপ তুলে দিল। লোভীর মতো চুমুক দিল বেনন। চেহারা পাকিয়ে দেখল ওকে গ্রিফিন, তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে কেবিনের দিকে চলল। ওখানে প্রহরীর পাহারাধীনে ব্যাগলে আছে।

'আজকে তুমি দুপুরের খাবার পাবে না,' ব্যাগলেকে বলল সে। 'দেখতেই পাচ্ছ বেননকে তোমার খাবার দেয়া হয়েছে।...রাইফেল তৈরি হয়েছে?'

অস্ত্রটা তুলে দেখাল নিশ্চুপ ব্যাগলে। অপূর্ব দক্ষতায় তৈরি চমৎকার একটা অস্ত্র ওটা। এমন ভাবে তৈরি যে কাঁধে ঠেকালে কষ্ট করে তাক ঠিক করতে হবে না, আপনাআপনিই নলের মাছি চোখের সামনে দেখতে পারে অস্ত্র ব্যবহারকারী।

হ্যামারটা পরীক্ষা করল গ্রিফিন, বুড়ো আঙুলে স্পারটা ওঠাল। প্রায় নিঃশব্দে মসৃণ গতিতে উঠে এলো স্পার। রোলিং ব্লকের ইয়ারে আঙুল ছোঁয়াল, নিঃশব্দে পিছলে পেছনে হটল ওটা, তেলমাখা চকচকে ব্রীচটা দেখা গেল। লিভার টেনে ট্রিগার টিপল। খট করে পড়ল হ্যামার। দারুণ!

পঙ্গু র‍্যাঞ্চার রাইফেল নামাল। পরীক্ষা করে দেখল আরেকবার, তারপর ব্যাগলের দিকে তাকাল।

'অ্যাম্যুনিশন?'

'আজ রাতে তৈরি হয়ে যাবে। বারোটা হলেই তো আপাতত চলবে?'

'চলবে। কাল সকালে নিশানা পরখ করে দেখব। অ্যাম্যুনিশন তৈরি করে ফেলো।'

'গুলির খোল লাগবে।'

'পাঠিয়ে দেয়া হবে। রাইফেলটা নিয়ে যাচ্ছি। রাইফেল আর কার্তুজ একসঙ্গে তোমার হাতে থাকবে এমন ভুল অন্তত আমি করব না।'

চুপ করে থাকল ব্যাগলে।

'কাল সকালে যেন কার্তুজ তৈরি পাই।'

'পাবে,' নিশ্চয়তা দিয়ে বলল ব্যাগলে।

চলে গেল গ্রিফিন। শীনাও। রাতে পাহারা দেয়ার জন্যে নুতন একজন গার্ড এলো। খাবার পাওয়ায় গায়ে একটু জোর হয়েছে বেননের। নিজেকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করল ও রাতের অমানুষিক অত্যাচারের জন্যে। মশার কামড়ে মনে হয় জীবন্ত খেয়ে ফেলছে পোকাগুলো ওকে।

মাঝে মাঝে ঝিমাল বেনন, চোখ খুললে দেখতে পেল কেবিনের ভেতরে আলো জ্বলছে, গ্রিফিনের অস্ত্রের জন্যে গুলি তৈরি করছে ব্যাগলে।'

কঠোর পরিশ্রম করছে ব্যাগলে। ছাঁচে গরম সীসা ফেলে তৈরি করছে বুলেট। মসৃণ করছে যাতে বাতাস কেটে ঠিক মতো লক্ষ্যে আঘাত হানে। তবে কয়েকটা বুলেট ও সরিয়ে ফেলেছে। ওগুলোর নাক কাটা। ভোঁতা মাথার মাঝখানে গর্তও করেছে। গর্তের ভেতর বেশ খানিকটা করে ম্যাগনেশিয়াম পাউডার ঢেলেছে ও, তারপর গর্তটা প্রায় বুজে দিয়েছে।

জিনিসটা কেমন হলো তা গুলি না করে পরীক্ষা করার কোন

উপায় নেই। সেটা সম্ভব নয়। তবে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাগলে জানে তিনটে বিস্ফোরক বুলেট তৈরি করেছে ও।

ফলাফল কি হবে তা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। এমনও হতে পারে যে বিস্ফোরক বুলেট পিস্তলের ব্রীচের ভেতরই বিস্ফোরিত হলো। সেক্ষেত্রে যে গুলি করবে তার হাতের কব্জি উড়ে যাবে।

দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে পিস্তল আর বুলেট তিনটা সরিয়ে চোখের আড়ালে রাখল ব্যাগলে। ভেতরে ঢুকল প্রহরী, বেঞ্চের ওপর রাখা গ্রিফিনের বারোটা বুলেট দেখল।

'বস্ বলেছে কাজ শেষ হলে তোমাকে আবার বেঁধে রাখতে। তোমার কাজ দেখছি শেষ।'

প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল ব্যাগলে। ফলে রাইফেলের নলের একটা বাড়ি খেতে হলো চোয়ালে। এক পাশের গাল কেটে রক্ত বেরিয়ে এলো। ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ারে বাঁধল ওকে প্রহরী। রীতিমতো আষ্টেপৃষ্ঠে।

মনে মনে সহস্রবারের মতো শপথ নিল ব্যাগলে, বেঁচে থাকলে ট্রিসট্রাম গ্রিফিনের শেষ দেখে ছাড়বে ও।

কিছুক্ষণ পর ঘুম চলে এলো ওর চোখে। ঘুম ভাঙল ভোরে প্রথম আলো ফোটার পর। আস্তে আস্তে বাড়ছে আলো, জানালা দিয়ে দেখা যায়। একটু পরই সূর্য উঠবে। বুঝতে পারছে ব্যাগলে, আজকের দিন গ্রিফিনের প্রতিশোধ নেবার দিন।

হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ব্যাগলে। কব্জির সঙ্গে শীতল কি যেন একটা ঠেকেছে। দড়ির পাশে। আরে, ইস্পাতের স্পর্শ না?

ভাল মতো বুঝে ওঠার আগেই টের পেল ছুরিটা দড়ি কাটতে শুরু করেছে।

'শীনা?' উত্তেজিত স্বরে ফিসফিস করল ব্যাগলে।

'সি!' চাপা স্বরে জবাব এলো। ছুরিটা বেশি ভারী। ওটা দিয়ে

দড়ি কাটতে গিয়ে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস নিচ্ছে মেয়েটা।

'এখানে এলে কিভাবে?'

ইংরেজিতে জবাব দিল শীনা। 'আমাকে সবার আগে ছেড়ে দেয়া হয়, বাড়ির কাজের মেয়েদের সঙ্গে। বাবুর্চিকে আমি নাস্তা বানানোয় সাহায্য করি। আজ সকালে দেখলাম বাবুর্চি একেবারে মাতাল হয়ে আছে। ঠিক সময়েই বাড়িতে ফিরে যেতে পারব আমি। এখন সমস্যা হচ্ছে ছুরিটা ভোঁতা, আর দড়িগুলো মোটা। কাটতে অসুবিধে হচ্ছে।'

'তাহলে তুমি ইংরেজি বলতে পারো?'

জবাব দিল না শীনা।

কব্জি মুচড়ে দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করল ব্যাগলে। দড়িতে পিছলে যাচ্ছে ছুরির ফলা।

হঠাৎ করেই কেবিনের দরজা খুলে গেল। লণ্ঠনের আলোয় ভেতরটা আলোকিত হয়ে উঠল। পরিষ্কার দেখা গেল শীনাকে, ব্যাগলের পেছনে উবু হয়ে দাঁড়িয়ে দড়ি কাটার চেষ্টা করছে। চমকে যাওয়ায় মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা আওয়াজ করল শীনা, ছুরি ফেলে দিল, তারপর চেষ্টা করল দ্রুত সরে যেতে।

এক পা সামনে বাড়ল গার্ড, তারপর রাইফেলের নলটা ধরে বাঁট ঘোরাল সজোরে। পেটে লাগল শীনার। পড়ে গেল মেয়েটা। ব্যাগলের পায়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগল।

ব্যাগলের হাতের বাঁধন পরীক্ষা করল প্রহরী, মাথায় জোরাল চাঁটি মারল, তারপর চেয়ার ঘুরে লাথি মারল শীনার পেটে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভেতরে ঢুকল গ্রিফিন, হাতে ব্যাগলের তৈরি ভারী রাইফেল। চোখে প্রশ্ন নিয়ে গার্ডের দিকে তাকাল।

'বন্দির দড়ি কাটার সময় হাতেনাতে ধরেছি, বস্।'

'হুম্!' মেয়েটাকে দেখল গ্রিফিন, এক পলক তাকাল প্রায়

অচেতন বেননের দিকে, তারপর চোখ ফেরাল ব্যাগলের ওপর। ক্রূর হাসল। 'ব্যাগলে, আজকের কর্মব্যস্ত দিনের শুরুটা বেশ ভালই হলো, কি বলো? আজ চমৎকার একটা দিন।'

*

ব্যাগলে আর বেনন অসহায় চোখে ঘটনা দেখছে। এখনও গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে বেননকে। ব্যাগলে তার চেয়ারে বন্দি। চেয়ারটা অবশ্য কেবিন থেকে সরিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের উঠানে আনা হয়েছে। সামনে দেখা যাচ্ছে টিলার সারি, প্রায় এক মাইল দূরে।

কেবিন থেকে বের করা একটা ওয়ার্ক বেঞ্চে বসে আছে গ্রিফিন। তার পেছনে স্যান্ডার্স এবং আরও কয়েকজন গানম্যান দাঁড়ানো। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সবাই। গ্রিফিনের সামনে একটা খুঁটি, সেটার ওপর রাইফেলের নল রেখেছে সে। জিরো ইন করবে, যাতে বেননকে গুলি করার সময় না ফস্কায়। বেঞ্চে তার পায়ের কাছে চকচক করছে বারোটা তাজা গুলি।

বেনন আর ব্যাগলের দিকে তাকিয়ে শয়তানী হাসি হাসল গ্রিফিন, বুড়ো আঙুলে হ্যামার ওঠাল, কার্তুজ ভরল ব্রীচে, রোলিং ব্লক আটকে নিয়ে বাঁট ঠেকাল কাঁধে। স্টকে গাল রেখে সাবধানে তাকাল নলের মাছির দিকে।

তার লক্ষ্যবস্তু আধ মাইল দূরে, প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে।

একটা মেয়ে। শীনা।

গ্রিফিন তাকে বাঁচার একটা সুযোগ দিয়েছে। দৌড়ে পালাতে হবে তাকে। এক মাইলের কাছাকাছি দূরত্বে যাওয়ার পর তাকে গুলি করবে গ্রিফিন। যদি শীনা বেঁচে যায় তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। ব্যাগলেকে মুক্ত করার যে চেষ্টা মেয়েটা করেছিল সে অপরাধ ক্ষমা করা হবে।

শীনাকে টিলার কাছে পৌঁছাতে হবে। টিলা পার হয়ে চলে

যেতে হবে চোখের আড়ালে। শীনা আপত্তি করেনি। টিলার ওপারে কিছু দূর যেতে পারলেই মেক্সিকান সীমান্ত। একবার সীমান্ত পার হতে পারলে বদ্ধ পাগল লোকটার হাত থেকে বেঁচে যাবে ও।

যাওয়ার আগে চোখে আকুতি নিয়ে ব্যাগলের দিকে তাকিয়েছে মেয়েটা, একটা কথাও বলেনি, ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করেছে।

ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে শীনা, আকৃতি ছোট হয়ে যাচ্ছে ওর।

গ্রিফিনকে দেখে মনে হলো না কোন তাড়া আছে তার। বেনন ব্যাগলে অসহায় হয়ে দেখছে। কিছু করার নেই। দেখতে পাচ্ছে, ট্রিগারে চাপ বাড়ানোয় গ্রিফিনের আঙুল থেকে রক্ত সরে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে আরও চাপ বাড়ছে। খট্ করে হ্যামার পড়ল। পরমুহূর্তে বুম্ করে গর্জন ছাড়ল ভারী রাইফেল। নল দিয়ে এক গাদা ধোঁয়া বের হলো। করডাইটের গন্ধে ভরে গেল আশপাশ।

টিলা বেয়ে উঠছে শীনা। তার বাম পাশে এক গজ দূরে ধুলো উড়ল। চমকে থেমে গেল মেয়েটা। এতোই দ্রুত থামল যে পিছলে গেল। খাড়া ঢালের গায়ে কয়েক গজ নেমে স্থির হলো দেহটা।

'বামদিকে লাগছে,' বিড়বিড় করে বলল গ্রিফিন। হাত বাড়াতেই তার হাতে ছোট একটা হাতুড়ি ধরিয়ে দিল স্যান্ডার্স। রিয়ার সাইটে হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিয়ে বাম পাশে সরাল পঙ্গু র‍্যাঙ্গলার, তারপর রাইফেল কাঁধে তুলল।

শীনা আপ্রাণ চেষ্টা করছে ঢাল বেয়ে উঠে যাবার। রাইফেলে আরেকটা বুলেট ভরে তাক ঠিক করল গ্রিফিন। এখনও তার মাঝে কোন তাড়া নেই। চুড়োর দশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে শীনা। আরও চার ফুট উঠে গেল গ্রিফিন ট্রিগার টেপার আগে।

গর্জন ছাড়ল রাইফেল। প্রথমে কিছুই বোঝা গেল না। দেড় সেকেন্ড পর শীনার বাম কাঁধের কয়েক ইঞ্চি দূরে লাফ দিয়ে উঠল

ধুলো। পিছলে পড়ে গেল শীনা, বেশ কয়েক ফুট নিচে নেমে স্থির হলো। হাত বাড়িয়ে মাটিতে খামচি মেরে উঠল সে, দৌড়ে উঠতে শুরু করল।

আরেকবার সাইটে হাতুড়ি ঠুকল গ্রিফিন, গুলি লোড করে কাঁধে তুলল রাইফেল। এবার তাড়াহুড়ো করছে। টলতে টলতে চূড়োয় উঠে গেল শীনা। ওখানেই থমকে দাঁড়াল। নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ট্রিগার টিপল গ্রিফিন।

ভারী অস্ত্র গর্জে উঠল। সকালের আকাশের পটভূমিতে চূড়োয় দেখা যাচ্ছে শীনাকে। এক পা তুলল নেমে যাবার জন্যে। তারপর হঠাৎ মনে হলো লাফ দিয়েছে ও। শূন্যে ঘুরল দেহটা। মাটিতে পড়তেই ধুলো উড়ল। পিছলে নেমে এলো ঢাল বেয়ে। ক্রমেই গতি বাড়ছে গড়ানোর। ডিগবাজি খেল কয়েকবার। টিলার গোড়ায় পড়ে স্থির হলো দেহ। নড়ল না আর।

রাইফেলের বাঁটে চাপড় দিল গ্রিফিন, মুখে চওড়া হাসি, তাকাল ব্যাগলের দিকে।

'দারুণ অস্ত্র নির্মাতা তুমি, ব্যাগলে। তোমাকে মরতে হবে এটা খুব দুঃখজনক।'

'তুমি একটা কুকুরের বাচ্চা,' শান্ত গলায় জানাল ব্যাগলে। 'মেয়েটা তোমার কোন ক্ষতি করেনি।'

'কিন্তু ক্ষতি করতে পারত,' গালিটা পাত্তা না দিয়ে বলল গ্রিফিন। 'আরেকটু হলে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছিল হারামজাদী বেটি।' স্যান্ডার্সের দিকে তাকাল। 'খরচ করার মতো আরও চার-পাঁচটা গুলি আছে আমার। যাও, মেক্সিকানদের কোয়ার্টারে গিয়ে কয়েকটা ঝামেলাবাজ ধরে নিয়ে এসো। পাহাড়ে ছেড়ে দেব ওদের আমরা। শীনার মতন। বাকিরা যাতে খেলা দেখতে পায় সে ব্যবস্থাও করবে। ওদের উঠানে বের করো।'

গম্ভীর শান্ত চেহারায় রওনা হলো স্যান্ডার্স নির্দেশ পালন করতে। হাতের ইশারায় আরও কয়েকজন গানম্যানকে ডেকে নিল। গ্রিফিনের হাতের তাক ঠিক করতে কয়েকটা মেক্সিকানের জীবন যাওয়া কোন ব্যাপারই নয় ওদের কারও কাছে।

আট

প্রতিশোধের দিন

থান্ডারহেড বেসিনের পথে আরও একদিন এগিয়ে গেল ওয়্যাগন ট্রেইন। বেন আইভ্‌সের নেতৃত্বে ছোট একটা উপত্যকায় সেদিনের মতো ক্যাম্প করল সবাই। সবুজ ঘাসের অঞ্চল। মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে সরু একটা উচ্ছল ঝর্না। বহুদিন পর অভিযাত্রীরা তাজা সতেজ পানি পান করার সুযোগ পেল। দেরি না করে সাপার তৈরি করল সবাই, বাচ্চাদের বারবার ডেকে ঝর্না থেকে তুলে আনতে হলো। সারাদিন ওয়্যাগনের ড্রাইভিং সীটে কাটিয়েছে তান্না। গম্ভীর ফ্যাকাসে চেহারা। মাথা ব্যথা করছে, তবে পাত্তা দিচ্ছে না ও, মনে মনে বুঝতে পারছে কিছু একটা অর্জন করতে পেরেছে।

জানে গতি বাড়িয়ে দিয়েছে ও সবার। কিন্তু কিছু করার নেই। বেনন আর ব্যাগলে গ্রিফিনের হাতে বন্দি, কাজেই ঝুঁকিটা নিতেই হয়েছে। দিনে প্রায় কয়েকবার করে জ্ঞান হারিয়েছে তান্না, অবচেতনতার মাঝ দিয়ে সময় কেটেছে। বেন পরে বলেছে তখন কি কথা হয়েছে, ওর নিজের মনে নেই। মাঝে মাঝে চটকা

ভাঙলে দেখেছে দিন গড়িয়ে গেছে।

'যতো তাড়াতাড়ি সত্যিকার একজন ডাক্তার তোমার মাথার ক্ষতটা দেখবে ততোই ভাল,' বলেছে বেন। সত্যি মানুষটা তান্নার জন্যে উদ্বিগ্ন। এমন ভাবে গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকায় যে মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ করে তান্না। ভদ্র আচরণের বাইরে এক পাও এগোয়নি আইভ্‌স্, কিন্তু তান্না বোঝে যে ওকে দেখেশুনে রাখার দায়িত্ব প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি আন্তরিকতা দিয়ে করে আইভ্‌স্। তান্না চায় না মানুষটা শেষে আশাভঙ্গের কষ্ট পাক।

সেরাতে সবার সঙ্গে সাপারের আয়োজন হলো। ঠিক হয়েছে নাচ-গানের আসর বসবে সন্ধের পর। বেন আইভ্‌স্ জানিয়েছে থান্ডারহেড উপত্যকা আর বড়জোর দেড় দিনের পথ, কাজেই আনন্দ ফুর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাওয়ার পালা শেষ হলে বেহালার সুরে নাচল অনেকে। তারপর সবার উৎসাহে একটু ভাটা পড়তে ডিন লরেন্সের নেতৃত্বে একদল অভিযাত্রী তান্নার কাছে এলো। তান্না বসে ছিল বেন আইভ্‌সের পাশে একটা গাছের গুঁড়িতে, মনোযোগ দিয়ে দেখছিল বাচ্চাদের নাচ, আর হাসছিল। উল্টোপাল্টা পা ফেলে নাচার চেষ্টা চালাচ্ছে বাচ্চারা এক ইহুদির হার্পের সঙ্গে।

লোকগুলোকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল বেন, ভ্রূ একটু কুঁচকে উঠল। অস্ত্রের বাঁটে চলে গেল হাত। শান্ত গলায় বলল, 'তোমাদের গম্ভীর মনে হচ্ছে! ব্যাপার কি, জানতে পারি?'

লরেন্স সবার মুখপাত্র। মাথা থেকে হ্যাট খুলে তান্নার উদ্দেশে সামান্য মাথা নোয়াল সে। 'আমরা এসেছি মিস ডুকের কাছে।'

সিধে হয়ে বসে আছে তান্না, চেহারা নির্বিকার, কিন্তু ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত বোধ করছে।

'আমাদের মাঝে মাঝে নানা কথা হয়েছে। তান্না ডুক

গভর্নরের মেয়ে ইত্যাদি বিষয়ে। কথা হচ্ছে আমরা সবাই ডুককে ভোট দিইনি। সবাই আমরা পছন্দ করি না যেভাবে সে টেক্সাসকে চালাচ্ছে।'

তান্না আর বেন দৃষ্টি বিনিময় করল।

'তবে আমরা জানি সবার পছন্দ না হলেও গণতন্ত্র এমনই। জনগণ গভর্নরকে নির্বাচিত করেছে বলে সবার তাকে পছন্দ করতে হবে এমন কোন কথা নেই। বেশির ভাগ লোকের মতকেই গুরুত্ব দিতে হবে। ডুক গত কয়েক দফা গভর্নর নির্বাচিত হয়েছে, কাজেই ধরে নেয়া যায় ঠিক মতোই অফিস চালাচ্ছে সে।' তান্নার দিকে তাকাল লরেন্স। 'তাতে যে তোমার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে তা নয়, ম্যাম। আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হলো বেশ কয়েকজন আমরা একমত হয়েছি।' হাতের ইশারায় সঙ্গের লোকগুলোকে দেখাল সে। 'কথা বলে জানা গেছে আমাদের সবাই গভর্নর ডুকের পক্ষে, কাজেই তোমার কোন বিপদ হবে না। কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ তো, ম্যাম?'

তান্না শান্ত স্বরে বলল, 'না, মিস্টার লরেন্স। তোমার কথা থেকে কিছুই স্পষ্ট হলো না।'

'আসলে বেশি কথা বলি আমি, এই আমার এক দোষ। লেখার সময়ও বেশি লিখে ফেলি। মিস ডুক, তুমি জানিয়েছ তোমার বন্ধু অস্থায়ী রেঞ্জাররা কেমন বিপদে আছে। রেঞ্জারদের সাহায্য দরকার ওদের, অথচ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার আপাতত কোন উপায় নেই। অসুস্থ হয়েও তুমি তোমার বন্ধুদের সাহায্য করতে চাও, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে সাহায্য নিয়ে ওখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে তোমার।'

'তা সম্ভব,' স্বীকার করল তান্না।

'তাই আমরা ভাবছিলাম থান্ডারহেড বেসিন যখন মাত্র দেড়দিনের পথ তো আমরা তোমার সঙ্গে পাউডারহর্ন উপত্যকায় যেতে পারি ঘটনা কি ঘটছে জানার জন্যে। বেসিনে পৌঁছাতে ওয়্যাগন ট্রেইনের আর অসুবিধে হবে না, কাজেই আমরা গেলে কোন অসুবিধে নেই। এখন কি করব সেটা নির্ভর করছে বেন আইভ্‌সের ওপর। সে বললে আমরা তোমার সঙ্গে রওনা হতে পারি।'

হাঁ হয়ে গেল তান্না, চোখ বড় বড় করে তাকাল ধূলি ধূসরিত অভিযাত্রীদের দিকে। চোখ ফেরাল আইভ্‌সের ওপর। মুখে ফুটে উঠল মিষ্টি মৃদু হাসি।

'বেন?'

শ্রাগ করল আইভ্‌স্। 'এ তোমাদের মহত্ত্ব। সবাইকে পথ দেখিয়ে পাউডারহর্নে নিয়ে যাওয়া আমি সম্মানের কাজ বলে মনে করব। এখন আমরা যাব কিনা সেটা নির্ভর করছে তান্নার ওপর। ও যদি ঘোড়ায় চড়তে পারে...'

হাসি আরও চওড়া হলো তান্নার। 'পারব আমি। দরকার হলে নিজেকে স্যাডলে বেঁধে হলেও যাব।' সবার দিকে তাকাল। 'আমি সত্যি কৃতজ্ঞ তোমাদের কাছে। অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাদের।'

*

পাউডারহর্নে প্রতিশোধের দিন এসেছে।

ভোর হলো মাত্র, অথচ সূর্য পূর্ণোদ্যমে তাপ ছড়াতে শুরু করেছে, উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে চারপাশ।

রাতে বেনন আর ব্যাগলেকে কেবিনের ভেতর ঘুমাবার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। খাবার আর পানিও দেয়া হয়েছে। তবে বেননের ক্ষতবিক্ষত দেহের ব্যথা বা জ্বালা উপশমের জন্যে কোন

ওষুধ দেয়া হয়নি। শীনার দেয়া ওয়্যাগন গ্রীজ মেখে কিছুটা স্বস্তি বোধ করেছে বেনন।

ওদের কেবিনে থাকতে দেয়ার আগে স্যান্ডার্স এবং তার সঙ্গীদের দিয়ে কেবিনটা ভাল মতো সার্চ করিয়েছে গ্রিফিন। তারপর বেনন আর ব্যাগলেকে মেঝেতে শোয়ার অনুমতি দিয়েছে। একটা করে কম্বলও দেয়া হয়েছে ওদের। হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে। ওরা বুঝেছে প্রতিশোধের দিন ঘনিয়ে আসছে, আর বেশি দেরি নেই। সেজন্যেই গ্রিফিন চেয়েছে যথেষ্ট সুস্থ হয়ে উঠুক ওরা, যাতে খেলা ভাল জমে।

রাতে ব্যাগলের বাঁধন খুলতে ঘণ্টা খানেক চেষ্টা করেছে বেনন, সফল হয়নি। মাঝখান থেকে গোটাকয়েক নখ ভেঙেছে শুধু। তবে হাল ছাড়েনি। ভোরে ব্যাগলের বাঁধন অনেকটাই ঢিলে করতে পেরেছে। এরপর বাঁধন খুলতে অসুবিধে হয়নি। দরজার কাছে গেছে ব্যাগলে, অস্পষ্ট কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়েছে। দেখেছে বারান্দায় পাহারা দিচ্ছে দু'জন সশস্ত্র গার্ড। আওয়াজ পেয়ে বুঝছে কেবিনের পেছনে পায়চারি করছে আরেকজন। বুঝতে দেরি হয়নি যে পালানো সহজ হবে না।

বেঞ্চের তলায় আটকানো পিস্তলটা বের করে বেননের চোখের সামনে ধরেছে ও। চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করেছে, 'বুঝতে পারছ এটা কি?'

'না। চোখ বেশি ফুলে গেছে, দেখা যায় না ভাল,' ফিসফিস করে জবাব দিয়েছে বেনন।

বেননের বাঁধা হাতে অস্ত্রটা ধরিয়ে দিয়েছে ব্যাগলে। 'একদম প্রাথমিক, কিন্তু কাজ করবে নিখুঁত ভাবে। হ্যামার ছেড়ে দিলে গুলি বের হবে। একটাই গুলি। ব্রীচটা মজবুত করেছি। ·৫০ ক্যালিবার বুলেট।'

'কব্জি তো ভেঙে যাবে,' আপত্তির সুরে বলেছে বেনন।

'না,' জবাব দিয়েছে ব্যাগলে। 'গুলির বারুদ কমিয়ে দিয়েছি। বিশেষ বুলেট তৈরি করেছি ম্যাগনেশিয়াম ব্যবহার করে। গুলি লাগলেই ম্যাগনেশিয়াম বিস্ফোরিত হবে। মাত্র তিনটে গুলি তৈরি করতে পেরেছি। কিন্তু বিস্ফোরক বুলেট হওয়ায় এতেই হয়তো কাজ হয়ে যাবে।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়েছে বেনন। ওর এক বুটের ভেতর পিস্তলটা গুঁজে দিয়েছে ব্যাগলে, অন্য বুটে গুলি তিনটে। 'কি করতে হবে?' জিজ্ঞেস করেছে বেনন।

'আপাতত কিছু নয়। প্রহরী আছে তিনজন। দরজা ডাণ্ডা দিয়ে আটকানো। আমরা কেবিন থেকে বের হতে পারব না। পারলেও পালাতে পারব না।'

'কাছে এসো,' বলল বেনন। 'তোমার হাত আবার বেঁধে দিই। পরে সুযোগ বুঝে কিছু করার চেষ্টা করা যাবে। আপাতত ওদের বুঝতে দেয়া যাবে না যে আমরা মুক্ত ছিলাম।'

দড়ির বাঁধন খোলার চেয়ে আটকানো অনেক সহজ হলো। বেননের পাশে শুয়ে ব্যাগলে বলল, 'যে কদিন আছি তাতে গ্রিফিনের কথা থেকে মনে হয়েছে তোমাকে সে একটা জন্তুর মতো শিকার করতে চায়। সম্ভবত ছেড়ে দেবে তোমাকে, নিরস্ত্র তুমি পালাতে চেষ্টা করবে, তোমাকে সুযোগ দেবে সে পালানোর, তারপর শীনাকে যেভাবে গুলি করে মেরেছে সেভাবে মারবে তোমাকে। লোক দিয়ে তোমাকে তাড়া করিয়ে নিজের দিকে আনবে সে, নড়তে চড়তে পারে না বেশি; কাজেই এক জায়গায় থেকে অপেক্ষা করবে। তুমি এলেই গুলি করবে। যাতে দূর থেকে গুলি লাগাতে পারে তাই এক মাইল রেঞ্জ এমন একটা অস্ত্র ব্যবহার করতে চাইছে। আমি বানিয়েছি অস্ত্রটা। জানি হাতের

তাক ঠিক থাকলে আধ মাইল দূর থেকে একটা টিকটিকির মাথা উড়িয়ে দিতে পারবে সে।'

'প্রশংসা করতে হয় তোমার অস্ত্র তৈরির দক্ষতাকে,' শুকনো গলায় বলল বেনন।

'উপায় ছিল না,' উদাস গলায় জানাল ব্যাগলে। 'বাধ্য হয়ে অস্ত্রটা বানাতে হয়েছে। দেরি করছিলাম, কিন্তু তোমাকে যখন গাছের সঙ্গে বেঁধে মেরে ফেলছে দেখলাম তখন তাড়াতাড়ি করতে হলো।'

'গ্রিফিন তোমার ব্যাপারে কি ভেবেছে কিছু জানো?'

'না। কিছু বলেনি সে। যা হবার হবে। যদি তুমি পালাতে পারো তো ভুলেও ফিরো না। আমার কপালে যা আছে তা হবেই।'

চুপ করে থাকল বেনন।

কথাটা আবার বলল ব্যাগলে। দু'বন্ধুতে কিছুক্ষণ তর্ক হলো, তারপর ব্যাগলে হার মেনে চুপ হয়ে গেল। বেনন জিজ্ঞেস করেছিল ও বন্দি থাকলে ব্যাগলে লেজ গুটিয়ে পালাত কিনা। ব্যাগলে চুপ করে থাকায় ওদের তর্কের অবসান হয়েছে।

এক সময় কেবিনের দরজাটা খুলে গেল। টেনেহিঁচড়ে দু'জনকে বের করে র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছে এনে ফেলে রাখা হলো। সূর্যের লাল আলোয় স্নাত হচ্ছে চারপাশ। ধুলো গরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে। কর্মতৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। বেশ কয়েকজন অশ্বারোহী আনাগোনা করছে করাল আর র‍্যাঞ্চ হাউসের মাঝে।

একটু পর চাক স্যান্ডার্স এসে ঘোড়া থেকে নামল। প্রথমেই সে বেনন ব্যাগলের পায়ের বাঁধন কেটে দিল। দশ মিনিট সময় দেয়া হলো ওদের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার জন্যে, তারপর

প্রহরীরা দু'জন চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করাল।

ল্যাসো ছুঁড়ে বেনন আর ব্যাগলের হাত আটকানো হলো। স্যাডল হর্নের সঙ্গে বাঁধা হলো দড়ির প্রান্ত, তারপর ঘোড়া নিয়ে এগোল স্যান্ডার্স এবং তার চ্যালারা। হ্যাঁচকা টান খেয়ে সামনে বাড়ল বেনন ব্যাগলে, হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলল পেছনে। চেষ্টা করছে যাতে পড়ে না যায়।

ঘোড়ার গতি বাড়ানোয় পড়ে গেল বেনন, চিৎ হলো চেষ্টা করে। দড়ি ধরে মাথা উঁচু করল যাতে জমির সঙ্গে মাথা ঠোকর না খায়। ধুলো উড়িয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের উঠানে নিয়ে আসা হলো ওদের। ওখানে বারান্দায় লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্রিফিন। একটা খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে ব্যাগলের তৈরি রাইফেলটা।

হেসে উঠল গ্রিফিন ব্যাগলেকেও পড়ে যেতে দেখে। ছেঁচড়ে টেনে এনে গ্রিফিনের পায়ের কাছে ফেলা হলো ওকে। ধুলোয় শুয়ে কাশছে বেনন আর ব্যাগলে। দড়ি এতো টান দিয়ে রাখা হয়েছে যে মাথার ওপর দু'জনের হাত। যতোবার ওরা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল ততোবার ঘোড়া পিছিয়ে নিয়ে ফেলে দেয়া হলো ওদের। দাঁড়াতে পারবে না বুঝে শুয়েই থাকল বেনন আর ব্যাগলে। মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে গ্রিফিন, হাসছে মজা পেয়ে।

'তাহলে দিন এলো শোধ নেবার,' অবশেষে বলল সে। জিঘাংসায় চকচক করছে তার চোখ, উন্মাদের দৃষ্টি তাতে। স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। বারবার পা ঠুকছে মেঝেতে। লাঠি দিয়ে বাড়ি মারছে পঙ্গু পায়ে। আস্তে আস্তে বাড়ছে তার শ্বাস প্রশ্বাসের গতি। নাকের পাটা ফুলে গেল। মুখটা হয়ে উঠল টকটকে লাল। বেননের দিকে লাঠির মাথা তাক করল। তাকিয়ে আছে স্যান্ডার্সের দিকে। 'ওকে দাঁড় করাও। যেখানে বলেছি

সেখানে নিয়ে যাও।'

বেননের পাশে ঘোড়া নিয়ে এলো স্যান্ডার্স, তারপর দড়ি ধরে টান দিয়ে বেননকে উঠতে বাধ্য করল। টলছে বেনন। কপালে এসে পড়েছে চুল, দেখতে পাচ্ছে না ভাল। দড়ির টানে মাথার ওপর তুলে রেখেছে দু'হাত, যাতে ব্যথা কম লাগে। তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টিবাণে গ্রিফিনকে একবার বিদ্ধ করল।

লাঠি দিয়ে বেননের বুকে খোঁচা মারল গ্রিফিন।

'কি করতে হবে বলে দিচ্ছি তোমাকে, মন দিয়ে শোনো। পাহাড়ে তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। ঠিক এখন যেভাবে আছো সেভাবে। কোন অস্ত্র দেয়া হবে না। তবে হাত খুলে দেয়া হবে।'

'অনেক দয়া তোমার,' টিটকারি মারল বেনন।

ক্রূর হাসল গ্রিফিন। 'দয়া ওই পর্যন্তই শেষ। পালাতে হবে তোমাকে। পাহাড়ে আমার লোক থাকবে। তাদের নির্দেশ দেয়া আছে, তোমাকে ধাওয়া করবে, মারবে পিটবে, কিন্তু আহত করবে না বা খুন করবে না। পলাতক বাছুরের মতো তোমাকে তাড়া দিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসবে ওরা। নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করব আমি তোমার জন্যে। তুমি যদি ওখানে আসার তুলনায় বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ো তাহলে আমিই ঘোড়ায় চেপে তোমার কাছে যাব। ঘটনা যা-ই ঘটুক, আশা কোরো না যে সহজে কম কষ্টে মরতে পারবে।' মেঝেতে লাঠি ঠুকল গ্রিফিন। 'যে নির্দেশ দিয়েছি তাতে দু' থেকে তিনদিন টিকে থাকতে পারবে তুমি। তারপর কিভাবে মরবে, কতোটা কষ্ট পাবে সেটা নির্ভর করবে তখন আমার মন কতোটা নরম থাকবে তার ওপর।' হাত নাড়ল গ্রিফিন। 'এবার তাহলে যাও, রক বেনন। পরবর্তী সাক্ষাতের আশায় থাকলাম।'

কথা শেষ করে লাঠি দিয়ে চড়াৎ করে বেননের গালে বাড়ি

মারল গ্রিফিন, দীর্ঘদিনের লালিত আক্রোশে চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। মাথা ঝাঁকি দিয়ে স্যান্ডার্সের দিকে তাকাল।

দড়িতে জোর এক টান লাগিয়ে বেননকে সিদে হতে বাধ্য করল স্যান্ডার্স, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে দুলকি চালে এগোতে শুরু করল। দৌড়াতে হলো বেননকে দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে। আরও তিনজন গানম্যান স্যান্ডার্সকে অনুসরণ করল।

ধুলোয় পড়ে থাকল ব্যাগলে, গম্ভীর চেহারায় কি ঘটে দেখছে। বেননকে সার্চ করা হলো না দেখে আস্তে আস্তে বুকে স্বস্তির একটা বোধ ফিরে এলো ওর। মনে মনে প্রার্থনা করল যে বেননের কাছে যেন অস্ত্রটা থাকে যেখানে ওকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে পর্যন্ত। একবার দু'বার আছাড় খেলে বলা যায় না, অস্ত্রটা হয়তো বুট থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। কার্তুজগুলোও পড়ে যেতে পারে। এখন কিছু করার নেই।

ব্যাগলের ওপর মনোযোগ সরাল গ্রিফিন। লাঠি দিয়ে খোঁচা দিল ওর বুকে।

'এবার তোমার বন্দোবস্ত, ব্যাগলে। আমি ভুলে যাইনি সেদিন বেননের সঙ্গে কে ছিল, যেদিন আমার টেক্সাস আর্মি ধ্বংস হয়ে গেল রেঞ্জার আর নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে। আরেকটু হলে সেদিন মারা যেতাম আমিও। এখন এসব মনে করিয়ে দেয়ার কোন দরকার নেই তোমাকে। নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আছে তোমার।' কথা শেষে লাঠি দিয়ে আরেক খোঁচা দিল সে ব্যাগলের বুকে।

'আমাকে কোথায় ছাড়বে, গ্রিফিন?' প্রায় শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল ব্যাগলে। 'আমাকেও নিশ্চই জন্তুজানোয়ারের মতো তাড়া করে মারার পরিকল্পনা করেছ?'

'জন্তুজানোয়ারের মতো তাড়া করে মারা? বাহ্, বেশ

শোনাচ্ছে! তোমাকে আর বেননকে আমি জন্তুর বেশি কিছু মনে করি না। জন্তু। শিকারী জন্তু। আমাদের মতো মানুষ শিকার করো তোমরা আইনের ছত্রছায়ায় থেকে। এবার গভর্নর ডুককে জানিয়ে দেয়ার সময় হয়েছে যে তার কথাই টেক্সাসে আইন নয়। দু'জন রেঞ্জারকে শেষ করার মাধ্যমে চমৎকার ভাবে তাকে সত্যটা বোঝানো যাবে। হ্যাঁ, ব্যাগলে, আমি তোমাকে বুনো কুকুরের মতো খুঁজে বের করে হত্যা করব। তবে এখনই নয়। তোমাকে আরও প্রয়োজন আছে আমার।'

মর্ট আর তার সঙ্গীদের দিকে মাথা কাত করে ইশারা করল গ্রিফিন। 'কি করতে হবে তোমরা জানো।'

ব্যাগলেকে টেনে দাঁড় করাল মর্ট। গ্রিফিনের লাঠির বাড়ি পড়ল ব্যাগলের কিডনির ওপর। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল ওর। পড়ে গেল আবার। টান দিয়ে দাঁড় করাল মর্ট। ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে ব্যাগলে, চেহারা ফ্যাকাসে, শ্বাস নিতে পারছে না ঠিক মতো। রাইফেলটা তুলে নিয়ে নলে আদর করে হাত বোলাল গ্রিফিন।

'ব্যাপারটা দারুণ রোমাঞ্চকর না? তোমার বন্ধু মারা যাবে তোমারই তৈরি করা গুলির আঘাতে! যে অস্ত্র ব্যবহার করা হবে সেটাও তোমার নিজের সৃষ্টি।' বেসুরো হেসে উঠল গ্রিফিন। 'ও, বলতে ভুলে গেছি। হান্টিং নাইফ দিয়ে প্রতিটা বুলেটের মাথায় গভীর করে ক্রস চিহ্ন দিয়েছি আমি। বেননের জন্যে নতুন চমক, কি বলো?'

নিরবে গাল বকল ব্যাগলে। গ্রিফিন ওই শক্তিশালী ওই ভারী বুলেটগুলোকে ডাম ডাম বুলেটে পরিণত করেছে। একবার আঘাত হানলেই বুলেটটা থেঁতলে ছড়িয়ে যাবে। যে শক্তিতে আঘাত হানবে তার তুলনা করতে গেলে বলতে হয় কামানের গোলার

আঘাতের মতো হানবে ওই হলো পয়েন্ট বুলেট। বিশেষ কারণ ছাড়া কেউ বুলেটে এই বিকৃতি আনে না। বেননের হাতে যদি এই গুলি লাগে তাহলে আস্ত হাতটা ছিঁড়ে নিয়ে যাবে। পায়ে লাগলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে গোটা পা। পেটে বা বুকে লাগলে যতো বড় গুর্ত হবে তার ভেতর দিয়ে পূর্ণ বয়স্ক একজন মানুষ নিজের হাত মুঠো করে ঢুকিয়ে দিতে পারবে।

দড়িতে টান দিল মর্ট। অসুস্থ বোধ করছে ব্যাগলে। হোঁচট খেতে খেতে তাল সামলে নিয়ে দৌড়াতে হলো ওকে মর্টের ঘোড়ার পেছনে।

বুটের ভেতর লুকিয়ে রাখা পিস্তলটা গ্রিফিনের রাইফেল আর বুলেটের বিরুদ্ধে কোন অস্ত্রই নয়। নিজেকে দোষী মনে হলো ব্যাগলের। ও-ই তৈরি করেছে রাইফেল আর বুলেট। বেননের কথা ও এতো গভীর ভাবে ভাবছে যে নিজের কি অবস্থা হবে সে চিন্তাও ভুলে গেছে।

নয়

শেষ খেলা

টিলার রাজ্যে সমতল থেকে অনেক ওপরে রুক্ষ এলাকায় বেননকে ছেড়ে দেয়া হলো। পেছনে করডিয়ারাস পাহাড়শ্রেণী। ক্যানিয়ন, গাল্শ্ আর অ্যারোয়োতে ভরা অঞ্চল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট মাঠ আর পাথুরে এবড়োখেবড়ো পাথর খণ্ডের উপস্থিতি।

ঢালগুলো ছোট ছোট নুড়ি পাথরে ভরা। উঠতে গেলে পিছলে যেতে হয় বারবার।

কোন গাছ নেই, কোন ঝোপঝাড় নেই। বুঝতে দেরি হয়নি বেননের যে এই এলাকায় পানির কোন উৎস পাওয়া যাবে না। দূরে দুটো ন্যাড়া টিলার মাঝখানে একটা জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। কোথায় ওকে তাড়া করে নিয়ে যাওয়া হবে বুঝতে পারল না বেনন। জঙ্গলের কাছে যাওয়া কোন অশ্বারোহীর জন্যে বড় কোন ব্যাপার নয়, দু'ঘণ্টা লাগবে বড়জোর, কিন্তু পায়ে হেঁটে কাউকে ওখানে পৌঁছাতে হলে সেটা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। তার ওপর পানি আর খাবার নেই সঙ্গে।

স্যান্ডার্স আর তার সঙ্গীদের দেখল বেনন, ওর চেয়ে উঁচু একটা ঢালের মাথায় ঘোড়ায় বসে আছে।

আঙুল তুলে পাউডারহর্ন উপত্যকার দিকে দেখাল স্যান্ডার্স।

'তোমাকে ওদিকে যেতে হবে, রক বেনন। মিস্টার গ্রিফিন তাই চায়। অন্য কোন ধান্ধা থাকতে পারে তোমার, সেজন্যে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, সরে পড়ার কোন সুযোগ নেই। মিস্টার গ্রিফিন যেখানে তোমাকে চায় সেখানেই যেতে হবে তোমাকে। সেটা নিশ্চিত করতেই এখানে আছি আমরা। এখান থেকে র‍্যাঞ্চ পর্যন্ত আরও বেশ কয়েকজন ছেলে তোমাকে নজরে রাখবে। ঠিক পথে রাখা হবে তোমাকে। জীবিত রাখতে হবে, সে নির্দেশ দেয়া আছে আমাদের, কিন্তু পেটানো যাবে না তেমন কোন কথা নেই। তেড়িবেড়ি করে নিজের কপালে দুর্ভাগ্য ডেকে এনো না। সিধে পাউডারহর্নের দিকে যাও, ঝামেলা চুকিয়ে ফেলো।'

কড়া চোখে স্যান্ডার্সের দিকে তাকাল বেনন। গলা শুকিয়ে কাঠ, কিন্তু মোটেও চিন্তিত নয় এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আমাকে

এদিক থেকে তাড়া করে নিয়ে যাওয়ার পেছনে গ্রিফিনের উদ্দেশ্য কি! আমার কাছে তো স্রেফ সময় নষ্ট বলে মনে হচ্ছে।'

'তা মিস্টার গ্রিফিন বলতে পারবে। সে চায় তুমি কষ্ট পেয়ে তারপর মরো। আমরা নিশ্চিত করব যাতে খাবার বা পানি না পাও তুমি। এমনিতেই তোমার অবস্থা ভাল না, তার ওপর দিনরাত তাড়া খেয়ে অবস্থা আরও খারাপ হবে। দু'তিন দিন ভোগানোর পর মিস্টার গ্রিফিন তোমাকে শিকার করবে। নদীতে পড়ার পর মিস্টার গ্রিফিনকে যে কষ্টের মাঝ দিয়ে যেতে হয়েছিল সেটা তোমাকে অনুভব করানোই বোধহয় মূল উদ্দেশ্য।' নিষ্ঠুর হাসল গানম্যান। 'ভেবো না এক গুলিতে খেলা শেষ করে দেবে মিস্টার গ্রিফিন। সে যখন তার কাজ শেষ করবে তখন মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করে কাকুতি মিনতি করবে তুমি তার কাছে।'

বেনন কিছু বলল না। কিছুটা অবাক হয়ে গানম্যানের দিকে তাকাল। স্যাডল থেকে একটা ব্যাগ খুলছে স্যান্ডার্স। ভেতর থেকে একটা বিনোকিউলার বের করল। ছুঁড়ে দেয়ায় বেনন ওটা লুফে নিল। স্যান্ডার্স পাউডারহর্নের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ওদিকে তাকিয়ে দেখো। ওই ঢাল দেখছ? দুটো টিলার মাঝ দিয়ে জঙ্গলটা দেখা যাচ্ছে। দেখছ?'

'হ্যাঁ।' বিনোকিউলার চোখে তুলল বেনন।

'ওদিকের লাইন কেবিনটা চোখে পড়ছে? ঠিক আছে। আরেকটু নিচে বাদামী ঝোপঝাড় দেখতে পাচ্ছ না? আরও দশ ফুট নিচে ফোকাস করো।' বেননকে আড়ষ্ট হয়ে উঠতে দেখে যোগ করল, 'দেখেছ তাহলে।'

তিনজন মিলে একজন লোককে বেঁধে একটা খুঁটির সঙ্গে দাঁড় করাচ্ছে ওখানে। বন্দিটি কে তা বুঝতে দেরি হলো না বেননের। ব্যাগলে। বিনোকিউলার থেকে চোখ সরিয়ে স্যান্ডার্সকে দেখল

বেনন। 'মতলব কি তোমাদের?'

ক্রূর হাসল স্যান্ডার্স। 'যাতে আরাম করতে পারে সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ওর বামদিকে সাত ফুট দূরেই আছে আগুনে পিঁপড়ের একটা ঢিবি। ঢিবি থেকে ব্যাগলের কাছে পর্যন্ত মাংসের টুকরো ছিটিয়ে দেয়া হবে, যাতে পিঁপড়েগুলো দু'একদিন ব্যস্ত থাকে। ওদের কাঁচা মাংসে অভ্যস্ত করে তোলাও একটা উদ্দেশ্য। এখন তুমি যদি মিস্টার গ্রিফিনের ইচ্ছে মতো নির্দিষ্ট জায়গায় দুয়েকদিনের মধ্যে হাজির না হও তাহলে মাংসগুলো শেষ হয়ে যাবে। শেষ না হলে সরিয়ে ফেলা হবে। ব্যাগলের কাছ পর্যন্ত মধু বা চিনির একটা রেখা তৈরি করা হবে। এবার তোমার সুযোগ, বন্ধুকে বাঁচানোর। ব্যাগলেকে তাড়াতাড়ি রাইফেল তৈরি করতে হয়েছিল তোমাকে কষ্ট থেকে বাঁচাতে গিয়ে, আর তোমাকে তাড়াতাড়ি ওখানে যেতে হবে এবার ব্যাগলেকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যে।'

পায়ের স্পর্শে ঘোড়াটাকে সামনে বাড়াল স্যান্ডার্স, বেননের হাত থেকে বিনোকিউলারটা কেড়ে নিল। পরক্ষণেই লাথি মারল বেননের কাঁধে। হুড়মুড় করে ঢাল বেয়ে পড়ে গেল বেনন।

'একটা কথা বলতে তো ভুলেই গেছি,' বলল স্যান্ডার্স। 'সরাসরি ব্যাগলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। মিস্টার গ্রিফিন যেভাবে তোমাকে ঘুরপথে নিতে চাইছে তেমনই যেতে হবে তোমাকে। আমরা সেটা নিশ্চিত করব।' সিক্সগান বের করে পরপর দুটো গুলি করল স্যান্ডার্স। ঢোক গিলল বেনন, উঠে দাঁড়াল। ওর পায়ের কাছে মাটিতে গেঁথেছে বুলেট দুটো। ধোঁয়া বের হওয়া অস্ত্রটা আবার কক্ করল স্যান্ডার্স।

'দৌড়াতে শুরু করো, বেনন। জলদি!' চারটে গুলি করল স্যান্ডার্স। ঢাল বেয়ে ছুটতে শুরু করল বেনন। টের পাচ্ছে বুটের

ভেতর লুকানো অস্ত্রটা আলগা হয়ে যাচ্ছে। সাহস হলো না ওটাকে আরও ভেতরে গুঁজে দেয়ার। থামা চলবে না।

বেনন যেখানে পড়েছিল সেখানে কি যেন একটা চকচক করছে সূর্যের আলোয়।

*

তান্নার গম্ভীর চেহারার দিকে তাকাল বেন আইভ্স্, চিন্তিত বোধ করছে। মেয়েটা আর কতোক্ষণ টিকে থাকতে পারবে কে জানে! দু'দিন হলো পাউডারহর্নের খোঁজে পথে নেমেছে ওরা। স্যাডলে বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তান্না।

মাথার ব্যথায় কখনও কখনও চোখে দেখতে পাচ্ছে না। চোখ বন্ধ করে স্যাডলে বসে থাকছে চুপচাপ। প্রথমে যা ভাবা গেছিল সে তুলনায় ওর মাথার আঘাতটা অনেক বেশি ছিল। অনেক কিছুই মনে থাকছে না তান্নার, তবে এটা কখনও ভুলছে না যে বেনন আর ব্যাগলেকে উদ্ধার করতে হবে পাউডারহর্ন উপত্যকায় গিয়ে। ওই একটা চিন্তা মেয়েটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিরবে সহ্য করছে সে সমস্ত অত্যাচার।

করডিয়ারাসের গভীরে চলে এসেছে ওরা। এক ঘণ্টা আগে একটু চূড়ায় উঠেছে। সামনে তাকালে বহু নিচে দেখা যায় নীল একটা সরু আঁকাবাঁকা রেখা। ওটাই ঈগল বেন্ড। তার মানে পাউডারহর্নের কাছে চলে এসেছে ওরা।

একটা ঢাল বেয়ে ওঠার সময় স্যাডল হর্ন শক্ত করে চেপে ধরল তান্না। ঝরঝর করে পাথরের টুকরো গড়িয়ে নামছে ঘোড়ার খুরের আঘাতে। পাশে চলে এসে তান্নার ঘোড়ার রাশ ধরে ফেলল বেন।

'ঠিক আছো তুমি?'

নড করল তান্না। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর চেহারা। ঠোঁট

দুটো রক্তশূন্য।

'তান্না, তুমি বরং এখানেই থেকে যাও না,' বলল আইভ্‌স্‌। 'আমি আর ছেলেরা ওপরে উঠে দেখি সামনে কি আছে। জায়গাটা যদি চোখে পড়ে তবু সম্ভবত এদিক দিয়ে নামতে হবে আমাদের। খামোকা আমাদের সঙ্গে তোমাকে পাহাড়ে না উঠলেও চলবে।'

ক্লান্ত হাসল তান্না।

'ধন্যবাদ, বেন। আমি তোমাদের সঙ্গেই যাব। মনে হচ্ছে উপত্যকাটা পাহাড়ের এদিকে নয়। ওপারে যেতে হবে। এগিয়ে যাও তোমরা। যতোক্ষণ পারি আমি স্যাডলে থাকব।'

দ্বিধায় ভুগল বেন, কিন্তু কথা বাড়াল না তান্নার দৃঢ় সংকল্প দেখে। আবার ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। স্যাডল হর্ন আরও শক্ত করে চেপে দাঁতে দাঁত পিষে ব্যথা সামলে এগোল তান্না। ঘোড়া এক কদম এগোলেই মনে হচ্ছে পেরেক ঢোকাচ্ছে নেই তান্নার মাথায়। দুর্বল বোধ করছে, কিন্তু সেটা কাউকে জানাল না।

কাছে চলে এসেছে পাউডারহর্ন। যে করে হোক টিকে থাকতে হবে বেনন আর ব্যাগলেকে উদ্ধার করতে পারার আগ পর্যন্ত।

অশ্বারোহীরা এক টানা ওপরে উঠছে। পেছনে আছে তান্না। একবার বেন ডাক দেয়ায় মাথা তুলে তাকাল। একটা চুড়োর ওপর ঘোড়া থামিয়েছে বেন, স্টিরাপে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে সামনে। হ্যাট নাড়ল।

'পাউডারহর্ন পাওয়া গেছে।'

উত্তেজিত বোধ করল তান্না কথাটা শুনে, শরীরে যেন জোর ফিরে পেল। জানত না এখনও দেহে শক্তি অবশিষ্ট আছে ওর।

'আরও আট-দশ মাইল হবে,' বলল বেন। 'পাখির জন্যে।

আমাদের যেতে হবে চার সারি টিলা পেরিয়ে।' তান্নার দিকে তাকাল। 'খুব কষ্ট হবে তোমার।'

রাশে ঝাঁকি দিয়ে অধৈর্য ভঙ্গিতে সামনে বাড়ল তান্না। 'কষ্ট যতোই হোক আমি যাব।'

*

দৌড়াচ্ছে বেনন। পেছনে গর্জন ছাড়ছে উইনচেস্টার কারবাইন। কাছের বোল্ডারে গুলি লাগল। পাথরের কুচি ছিটল চারপাশে। হাত তুলে মুখ আড়াল করল বেনন, তারপর একটা বোল্ডারের ওপাশে ঝাঁপ দিল। বুকে পেটে ব্যথা পেল খুব। কয়েকটা ছোট পাথরের ওপর পড়েছে ও।

আজ তাড়া খেয়ে পালানোর দ্বিতীয় দিন। ন্যাড়া টিলার ওপর দিয়ে ধাওয়া খেয়ে ছুটতে হচ্ছে ওকে। ওকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঘুরপথে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। ঠিক পথে থাকলে লোকগুলো এক মাইল দূর থেকে অনুসরণ করে, নজর রাখে বিনোকিউলার দিয়ে। গন্তব্য থেকে সরতে গেলেই এগিয়ে এসে গুলি করে।

কোণঠাসা ভালুকের অবস্থা হয়েছে বেননের। একদল শিকারী ধাওয়া করে বনের একটা নির্দিষ্ট এলাকায় নিয়ে যেতে চাইছে ওকে। ওখানে অপেক্ষা করছে আসল শিকারী। শিকার করবে সে দেখা মাত্র।

গ্রিফিন কোথায় থাকবে মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছে বেনন। ব্যাগলের ধারেকাছে, কোন ঝোপের ভেতর। টোপ হচ্ছে ব্যাগলে। গ্রিফিন জানে আগুনে পিঁপড়ের হাত থেকে বন্ধুকে বাঁচাতে যথা সময়ে হাজির হবার চেষ্টা বেনন করবেই। সীমান্তের কাছে যারা থাকে তাদের ভাল করেই জানা আছে একবার মাংসের লোভ পেয়ে বসলে বন্দি একজন মানুষের কি অবস্থা করে ছাড়বে পিঁপড়ের দল। কামড়াবে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মাংস তুলে নেবে, গরম

জায়গাগুলোতে আক্রমণ করবে আগে। বগলে, পেটে, কুঁচকিতে, নাকে আর চোখে হামলা করবে। ইন্ডিয়ানদের হাতে অনেক সাদা মানুষ এভাবে অত্যাচারিত হয়ে মরেছে।

গ্রিফিন আশা করছে ব্যাগলেকে ওই নির্যাতন থেকে বাঁচাতে গিয়ে ঠিক সময় জায়গা মতো হাজির হবে বেনন।

যেটা বেননের খারাপ লাগছে সেটা হলো লোকটার নির্ভুল হিসেব। ঠিকই ভেবেছে সে। যেতেই হবে ব্যাগলেকে বাঁচাতে। যতোটা সম্ভব দ্রুত যেতে হবে, যদিও জানে যাওয়ার অর্থ নিজের মৃত্যু ত্বরান্বিত করা।

যেভাবে তাড়া খেয়ে ছুটতে হচ্ছে তাতে কোন পরিকল্পনা করার মতো মানসিক অবস্থা নেই বেননের। শুধু জানে এগিয়ে যেতে হবে। পানির কাছে যেতে দেয়া হচ্ছে না ওকে। খাবার নেই কোন। কিন্তু একেবারে অসহায় নয় বেনন।

ভোরে শুয়ে থেকে একটার পর একটা ছোট পাথর উল্টেছে ও, ওগুলোর তলার দিকটা ভেজা ভেজা থাকে, কোন কোনটায় আবার শিশিরও ছিল। তৃষ্ণা মিটিয়েছে ওগুলো চুষে। ভেজা মাটি তুলে চেটেছে। জঘন্য স্বাদ, কিন্তু পানিটুকু লালার সঙ্গে মিশে মুখের ভেতরটা ভিজিয়ে দেয়ায় ভালও লেগেছে। এখন যেমন পরিস্থিতি তাতে অতি সামান্য পানিও শরীরকে সতেজ রাখতে অনেক সাহায্য করবে।

রাতে জ্বর এসেছিল গা কাঁপিয়ে। ঘাম হয়নি। ঘাম হওয়ার তুলনায় শরীরে পানির পরিমাণ কমে গেছে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব জঙ্গলে পৌঁছাতে হবে। ওখানে হয়তো মিলতে পারে অপরিহার্য পানি।

সময়সীমা নির্ধারিত করেছে বেনন। মাঝ সকালে জঙ্গলটার কাছে পৌঁছাতে চায়। ন্যাড়া টিলাগুলো ওকে সোজাসুজি পার

হওয়ার সুযোগ দেয়া হলে নির্দিষ্ট সময়ে ওখানে যেতে পারার কথা। তবে গানম্যানরা সম্ভবত ওকে সরাসরি এগোতে দেবে না। যতোক্ষণ সম্ভব গাছপালা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। একবার জঙ্গলের কাছে গেলে দিনরাত তাড়া করে অস্থির করে তুলবে, যাতে বাড়তি কোন সুযোগ সুবিধে আদায় করা সম্ভব না হয়।

একটা ব্যাপার এখনও বেননের পক্ষে আছে। এখনও ওর কাছে ব্যাগলের বানানো পিস্তল আর দুটো কার্তুজ আছে। তৃতীয়টা হারিয়ে গেছে কোথায় যেন। পিস্তলটা লোড করে এক পকেটে রেখেছে ও, আরেক পকেটে রুমাল দিয়ে মুড়ে রেখেছে বাড়তি গুলি। নিতান্ত বাধ্য না হলে পিস্তল ব্যবহারের কোন ইচ্ছে নেই ওর। গানম্যানরা যদি টের পায় ও সশস্ত্র তাহলে আহত করার জন্যে গুলি শুরু করবে, সেটা বিরাট বিপদ ডেকে আনতে পারে।

বোল্ডারের পেছনে পাথরের মাঝে বসে থেকে কোন লাভ নেই। ক্রমেই মাথার ওপর উঠে আসছে সূর্য, সেই সঙ্গে বাড়ছে তাপ। এখনই রওনা হওয়া দরকার, শরীরে শক্তি থাকতে থাকতে। উঠে দাঁড়াল বেনন, তারপর পাথরের কোনা ঘুরে ছুটতে শুরু করল, ফিরে তাকাচ্ছে না। জানে পেছনে আছে লোকগুলো, দেখছে, তৈরি হয়ে আছে নির্ধারিত পথে ওকে ধাওয়া করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

টিলার গায়ের এক গুচ্ছ ঝোপের দিকে সরাসরি ছুটল ও। ওখানেই আছে গ্রিফিন। সামনে বাম দিকে ধুলো উড়ল বুলেটের আঘাতে। এই দু'দিনের অভিজ্ঞতায় বেনন জানে ওকে ডান দিকে যাওয়ার ইঙ্গিত করা হচ্ছে। এবার মানল না বেনন, নিজের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে গুলির লাইনে ছুটতে থাকল। বুঝতে পারছে ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় নেই।

আস্তে আস্তে কাছে আসছে বুলেটগুলো, কান আর মাথার পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওদের নির্দেশিত পথে এগোনোর ইচ্ছেটা জোর করে দমন করল বেনন। স্যান্ডার্সদের বুঝতে বেশ দেরি হলো যে ওকে এবার ফেরানো যাবে না এভাবে। গুলি বন্ধ হয়ে গেল।

ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস নিচ্ছে বেনন। ফুসফুস ফেটে যেতে চাইছে। ধড়ফড় করছে হৃৎপিণ্ড। খাবার আর পানি পেলে এভাবে দৌড়াতে কোন অসুবিধে হতো না, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে মরেই যাবে। চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে আসছে সবকিছু। সোজা দৌড়াতে পারছে না, টলতে টলতে সরে যাচ্ছে। শুনতে পেল পেছন থেকে তেড়ে আসছে একটা ঘোড়া।

ঘুরে তাকাল। দৌড়াচ্ছে এখনও। কাছে চলে আসছে অশ্বারোহী। হাতে ল্যাসোর ফাঁস। লোকটার নাম জানে না ও। পেছনে টিলার মাথায় থেমে দাঁড়িয়েছে অন্যরা। একজন যাচ্ছে জঙ্গলের দিকে।

ঘোড়ার গতিপথ থেকে সরতে গিয়ে ওটার কাঁধের ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল বেনন। জায়গায় ঘোড়া ঘোরাল লোকটা, ল্যাসোর ফাঁস দিয়ে বাড়ি মারল। সরে যাওয়ার চেষ্টা করল বেনন। ওর হাতে এঁটে বসল এবার ফাঁসটা। গায়ের জোরে টান দিল ও দড়ি ধরে। অশ্বারোহী এমন কিছু আশা করেনি। অস্ফুট চিৎকার করল সে, স্যাডল থেকে ধড়াস করে খসে পড়ল মাটিতে। বুট পরা পায়ে প্রচণ্ড লাথি মারল বেনন তার পেটে। নিচু হয়ে অস্ত্রটা বের করার চেষ্টা করল হোলস্টার থেকে। ওদের হুড়োহুড়ি দেখে ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা।

একটা বুলেট বেননের মাথার এতো কাছ দিয়ে গেল যে ওটার বাতাসের স্পর্শ পেল ও। পিছিয়ে গেল ও, বসে পড়ল মাটিতে।

পরপর দুটো গুলি মাথার চুলে শিঁথি কেটে গেল। গোঙাচ্ছে স্যান্ডার্সের চেলা। অস্ত্রটা না নিয়েই গড়িয়ে তার কাছ থেকে সরে যেতে হলো বেননকে। অস্ত্র যাতে না নিতে পারে সেজন্যেই এতো কাছে গুলি করা হচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়ে জঙ্গল লক্ষ্য করে দৌড়াতে শুরু করল বেনন। বিস্মিত হলো দেখে যে আতঙ্কিত ঘোড়াটাও একই দিকে দৌড়াচ্ছে। জন্তুটা ওর আর স্যান্ডার্সদের মাঝখানে চলে আসায় গুলি করা বন্ধ হয়ে গেল। ঘোড়াটা ধরার চেষ্টা করল বেনন, পরমুহূর্তে সে আশা ছেড়ে দিতে হলো। পরপর কয়েকবার গর্জে উঠল আগ্নেয়াস্ত্র। ওর মতলব বুঝে ঘোড়াটাকে গুলি করেছে গানম্যানরা। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হলো ক্ষত থেকে। তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে মাটিতে পড়ে গেল জন্তুটা, কয়েকবার দুর্বল ভঙ্গিতে পা আছড়ে নিথর হয়ে গেল।

গাল বকল বেনন, জঙ্গলের কাছে চলে যাওয়া লোকটাকে চিনতে পারল। স্যান্ডার্স। ঘোড়া নিয়ে ঝোপের দিক থেকে ওর দিকে আসছে গানম্যান। একটু তেড়ছা ভাবে দৌড়াতে শুরু করল বেনন, ঝোপের প্রথম সারির কাছে আড়াআড়ি ভাবে পৌঁছাতে চাইছে। কাছে চলে এলো ঝোপ। শরীরে বাড়ি খাচ্ছে ডালপালা। বুকে পেটে খোঁচা লাগাচ্ছে। হাত দিয়ে যতোটা সম্ভব ওগুলোকে এড়ানোর চেষ্টা করল ও। পেছনে ঘোড়া দাবড়ে এগিয়ে আসছে স্যান্ডার্স।

ঠিক সময়ে পেছনে তাকাল বেনন। একেবারে কাছে চলে এসেছে লোকটা। দাঁত বেরিয়ে আছে। হাতে রাইফেল।

এক হাতে গুলি করল। বেননের পাঁজর ঘেঁষে গেল বুলেট। জ্বলে উঠল জায়গাটা। চামড়া নিয়ে গেছে, রক্ত পড়ছে। ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল বেনন। শরীরটাকে গড়িয়ে দিল। কুৎসিত হাসছে স্যান্ডার্স, এগিয়ে আসতে শুরু করল। উঠে দাঁড়াল বেনন।

পরক্ষণে ঘোড়ার কাঁধের ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল আবার। উঠতে চেষ্টা করল না। হাসছে স্যান্ডার্স, বেননকে কোণঠাসা করে খেলিয়ে মজা পাচ্ছে। টিলার ওপর থেকে দৃশ্যটা দেখে গানম্যানরাও হাসছে।

আবার উঠে দাঁড়াল বেনন। রাইফেল দিয়ে ওর মাথার পাশে বাড়ি দিল স্যান্ডার্স। জোরে লেগেছে নলের বাড়ি। পড়ে গেল বেনন, চোখের সামনে হাজারটা বাতি জ্বলছে বলে মনে হলো।

বেননকে উঠবার সময় দিল স্যান্ডার্স, তারপর ঘোড়া নিয়ে সামনে বাড়ল। দৌড়াবে সে দম নেই বেননের, কোনমতে শেষ মুহূর্তে ঘোড়ার সামনে থেকে সরে গেল। তারপরও চোয়ালে রাইফেলের নলের ঘষা লাগল। মনে হলো চোয়ালটা বিস্ফোরিত হয়েছে। পা দুটো যেন রাবারের তৈরি, ভার রাখতে পারল না। মাটিতে পড়ে আর উঠল না বেনন। বুঝতে পারছে এভাবে লড়ার সাধ্য নেই ওর। বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে স্যান্ডার্স, ব্যাগলের কাছে পৌঁছানোর মতো অবস্থায় ওকে রাখলেই চলবে। তাতেই গ্রিফিন খুশি থাকবে।

চিৎ হয়ে পড়ে আছে বেনন। স্যান্ডার্সের চেহারা দেখতে পেল। হিংস্র আনন্দে হাসছে। ঘোড়াটা এগিয়ে আনছে। রাইফেলের ফোরসাইট দিয়ে আবার বেননের গাল চিরে দেয়ার ইচ্ছে। পকেটে হাত ভরল বেনন। দেখল ওর হাতে বেরিয়ে আসা পাইপ গানটা দেখে চোখ বিস্ফারিত হলো স্যান্ডার্সের। বুড়ো আঙুলে হ্যামার উঠিয়ে ছেড়ে দিল বেনন।

বিকট আওয়াজ করল অস্ত্রটা। হাতের চামড়া পোড়ার অনুভূতি হলো বেননের। শূন্যে উড়াল দিল স্যান্ডার্সের শরীর। তলা থেকে ঘোড়াটা সরে যাওয়ায় পড়তে শুরু করল দেহটা। স্যান্ডার্সের বুক পকেটের ওপর লাল একটা ফুল ফুটে আছে বলে মনে হলো।

বিস্মিত বেনন দেখল লোকটার শরীরের ওপরের অংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। ব্যাগলের বিস্ফোরক বুলেট সত্যিই কাজের জিনিস।

ঘোড়াটার রাশ শেষ মুহূর্তে শুয়ে থেকেই ধরে ফেলল বেনন। রাশের টান লাগায় উঠে দাঁড়াতে সুবিধে হলো ওর। স্যাডলে উঠতে পারল না। পা দুটোয় কোন শক্তি নেই। হাতের জোরে শেষ পর্যন্ত নিজেকে টেনে তুলল স্যাডলে। স্টিরাপে পা ঢুকিয়ে দিল।

ছুটছে আতঙ্কিত ঘোড়া। টিকে থাকল বেনন। একটু পরই জন্তুটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারল। ঝোপের আরও ভেতর দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল ও ঘোড়াটাকে। সামনে জঙ্গল আরও অনেক ঘন হয়েছে। একবার পেছনে তাকিয়ে দেখল টিলার ওপর থেকে গানম্যানরা নামতে শুরু করেছে। আসছে ওকে ধাওয়া করার জন্যে।

নিষ্ঠুর হাসিতে বাঁকা হলো বেননের ঠোঁট। আসুক ওরা। আর মাত্র একটা বুলেট আছে ওর কাছে। কিন্তু দারুণ নির্ভরযোগ্য। ঘোড়াও আছে এখন ওর কাছে। স্বয়ং শয়তান এলেও এখন ওকে ব্যাগলের কাছে যাওয়া থেকে রুখতে পারবে না।

ব্যাগলে। ওর কাছেই কোথাও থাকবে গ্রিফিন।

*

ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছে গ্রিফিন। কিছুক্ষণের জন্যে এমনকি সে ঘোড়ায় চড়ে স্যান্ডার্স আর গানম্যানদের সঙ্গে দেখাও করতে গিয়েছিল। ভাল লেগেছে বেননের দুরবস্থা দেখে। ঠিক জায়গায় লোকটাকে নিয়ে আসছে স্যান্ডার্স।

এখন মনে হচ্ছে দু'দিন ধরে বেননকে ধাওয়া না করিয়ে প্রথম দিনের শেষে বেননকে নিজের কাছে টেনে আনলেই ভাল হতো। নিজে বেননকে কষ্ট দিতে না পারলে পরিপূর্ণ তৃপ্তি হবে কি

করে!

খুঁটির সঙ্গে ব্যাগলেকে যেখানে বেঁধে রাখা হয়েছে তার কয়েক গজ দূরে একটা বাদামী ঝোপের ভেতর চেয়ারে বসে আছে সে। ব্যাগলে কাতরাচ্ছে না। কোন কথা বলছে না। কোন অভিযোগ করছে না। চুপ করে খুঁটির সঙ্গে লটকে আছে। যতোটা মজা হবে মনে হয়েছিল সেটা পাওয়া যাচ্ছে না ব্যাগলের আচরণ থেকে। বিরক্ত হয়ে উঠছে গ্রিফিন। মনটা ছটফট করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকবার সে বিরাট রাইফেলটা তুলে পরীক্ষা করেছে।

চারপাশে ঘন ঝোপ। একেবারে কাছে চলে না এলে তাকে দেখতে পাবে না বেনন। বেনন সম্বন্ধে তার ধারণা যদি সঠিক হয় তাহলে তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, হতোদ্যম হয়েও ব্যাগলেকে উদ্ধার করার ইচ্ছে নিয়ে আসবে বেনন। ও যখন ব্যাগলেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে তখন গুলি করবে গ্রিফিন। ইচ্ছে করেই আহত করবে। প্রথমে গুলি করবে কাঁধে। হলো পয়েন্ট গুলি হয়তো হাতটা ছিঁড়ে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে, কিন্তু তাতে বেনন মরবে না। বেননকে পালানোর সুযোগ দেবে সে, তারপর তাড়া করে করে শিকার করবে। গুলি করবে কোমরে, উরুতে, পেটে।

নিজে পাহারায় থাকবে বেনন কষ্ট পেয়ে মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত। প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করবে। বেনন মারা যাওয়ার পর ব্যাগলের পালা। তাকেও শেষ করার আগে খেলানো যাবে।

হঠাৎ করেই মাথা তুলল গ্রিফিন। কে যেন দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকে আসছে। ভ্রূ কুঁচকাল সে, হাত চেপে বসল রাইফেলের ওপর। কিছু একটা অস্বাভাবিক নিশ্চয়ই ঘটেছে। এখন তো কারও এদিকে আসার কথা নয়! ব্যাগলের দিকে তাকাল। সূর্যের আলোর হাত থেকে বাঁচতে চোখ বন্ধ করে আছে ব্যাগলে।

অশ্বারোহীকে দেখতে পেল গ্রিফিন। জঘন্য খিস্তি আওড়াল।

চাক স্যান্ডার্সের ঘোড়া নিয়ে যে লোকটা ছুটে আসছে তাকে চিনতে দেরি হয়নি। রক বেনন! কাঁধে রাইফেল তুলে নিল গ্রিফিন। নলটা আগে তৈরি রেস্টের ওপর রেখে ট্রিগার টিপল।

বিরাট অস্ত্রটা প্রচণ্ড হুঙ্কার ছাড়ল। বেননের ঘোড়াটা ছিটকে পড়ে গেল। ওটার বুকে হলো পয়েন্ট গুলি লেগেছে। শরীরের ভেতরটা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

ঘোড়াটা পড়ার আগেই লাফ দিয়েছে বেনন, ঢালে পড়ে দেহটা গড়িয়ে দিল। গড়ানোর ফাঁকে ঝোপের ভেতর নজর বুলাল। ওখানে কোথাও আছে গ্রিফিন, অস্ত্র লোড করছে।

'হ্যাকবেরির পেছনের ঝোপে!' চিৎকার করল ব্যাগলে।

দু'হাতে ধরে পাইপ গানটা তাক করল বেনন। ঝোপের ভেতর থেকে বিরাট রাইফেলের নলটা বেরিয়ে আসতে দেখে আন্দাজে তার পেছনে গুলি করল। রাইফেলটা গর্জন ছাড়ার এক মুহূর্ত আগে বেননের পাইপ গান থেকে গুলি বের হলো। রাইফেলের ডাম ডাম বুলেট বাতাস কেটে চলে যাওয়ার ভারী একটা গুঞ্জন শুনল ও। পরক্ষণেই ঝোপের ভেতর আগুন জ্বলে উঠল। ব্যাগলের বিস্ফোরক বুলেট গ্রিফিনের চেয়ারে গিয়ে আঘাত হেনেছে।

আগুনের চড়চড় আওয়াজ ছাপিয়ে গ্রিফিনের চিৎকার শোনা গেল। মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় ভুগল বেনন, বুঝতে পারল না সাহায্য করতে গিয়ে ঝুঁকি নেবে কিনা। পঙ্গু গ্রিফিন সময় মতো আগুনের বিস্তার থেকে বের হতে পারবে না এটা নিশ্চিত। শুকনো ঝোপে খুব দ্রুত বাড়ছে আগুনের লেলিহান শিখা। গড়িয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলো গ্রিফিন আগুনের কুণ্ড থেকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলছে তার। বিকট চিৎকার করছে। মুখ গহ্বরটা কালো লাগল কমলা আগুনের কারণে। অসহ্য যন্ত্রণায় গড়াগড়ি করছে লোকটা। সেই সঙ্গে চিৎকার চলছে।

পোড়া চামড়া-মাংসের গন্ধে বমি চলে এলো বেননের, কোনমতে সামলে নিয়ে এগোল ও, দ্রুত হাতে ব্যাগলের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে ফেলল।

শুয়ে পড়তে হলো ওদের দু'জনকেই। গুলি শুরু করেছে গ্রিফিনের গানম্যানরা। আশে পাশে গাঁথল অসংখ্য বুলেট। চিৎকার থেমে গেল গ্রিফিনের। একটা বুলেট তার বুকে ঢুকে অসহ্য কষ্ট থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছে।

হঠাৎ করেই গানম্যানদের গুলি বন্ধ হয়ে গেল। ওরা সম্ভবত বুঝতে পেরেছে যে গ্রিফিন আর নেই। বেতন ছাড়া গুলি খরচ করা নির্বোধের কাজ।

আসল কারণটা বেনন এবার বুঝতে পারল। গ্রিফিনের গানম্যানরা পিছিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত ছোটাচ্ছে তাদের ঘোড়া। নতুন একদল লোক প্রবেশ করেছে উপত্যকায়। চোখ সরু করে তাকাল বেনন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। তান্না ডুক! অশ্বারোহীদের নিয়ে এগিয়ে আসছে মেয়েটা একটা টিলার কাঁধ বেয়ে!

দেখতে দেখতে কাছে চলে এলো লোকগুলো। বেনন আর ব্যাগলের সামনে ঘোড়া থামিয়ে নামল তান্না।

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। চোখের দৃষ্টিতে কথা হলো। বেনন বুঝল পরিণত হয়ে গেছে মেয়েটা গত কদিনের অভিজ্ঞতায়। বুঝেছে সে ওকে বাঁধতে পারবে না। সে চেষ্টা যে তান্না করবে না সে প্রতিশ্রুতি ওর চোখই দিচ্ছে। বেনন কৃতজ্ঞ বোধ করল। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছো?'

মিষ্টি করে হাসল তান্না। 'এখন ভাল। তুমি?'

'বেঁচে আছি আমরা। এর চেয়ে বেশি কি আশা করতে পারে একজন মানুষ?'

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে সায় দিল ব্যাগলে।

বেনন ব্যাগলে আর তান্না, ওরা তিনজনই জানে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে ওরা।

আধ ঘণ্টা পর সবাই রওনা হলো। বেনন ব্যাগলে আর তান্নার গন্তব্য এবার অস্টিন। পথে কি হলো সে অন্য এক কাহিনী।

সমাপ্ত